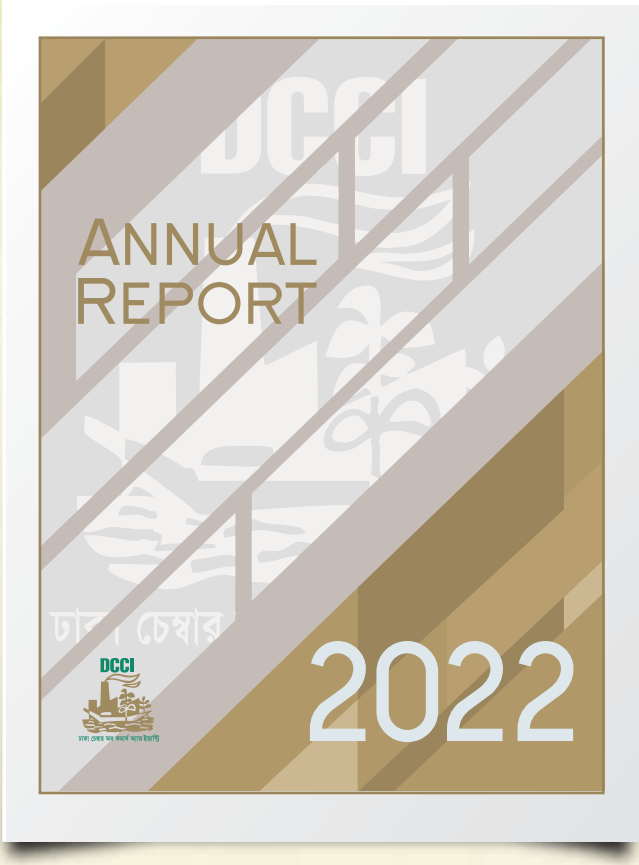
# ANNUAL REPORT

2022

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

# ANNUAL REPORT 2022




DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

**Dhaka Chamber of Commerce & Industry**
**ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি**
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-47122986 (Hunting), Fax: 88-02-47122475
Email: info@dhakachamber.com, URL: www.dhakachamber.com

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২২ | ০৪ |
| ২. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ | ০৭ |
| ৩. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ | ০৯ |
| ৪. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২২ | ১২ |
| ৫. | অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০২১-২২ | ৯৮ |
| ৬. | ২০২২ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি | ১১৭ |
| ৭. | ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি | ১১৮ |
| ৮. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী | ১২৩ |
| ৯. | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২১-২২ | ১৩২ |
| ১০. | DCCI Activities at a Glance 2022 | ১৪৬ |
| ১১. | ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত | ১৪৮ |
| ১২. | বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি | ২০৬ |
| ১৩. | ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার | ২০৯ |
| ১৪. | ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) | ২২২ |
| ১৫. | ডিবিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) কলেজ | ২২৭ |
| ১৬. | ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম | ২৩১ |
| ১৭. | সংবাদপত্রে ডিসিসিআই | ২৩৪ |
| ১৮. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ | ২৪২ |
| ১৯. | দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব | ২৫২ |
| ২০. | ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/ওয়েবিনার/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা | ২৮১ |



**Rizwan Rahman**
President
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২২



**রিজওয়ান রাহমান**
সভাপতি



**আরমান হক**
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি



**মনোয়ার হোসেন**
সহ-সভাপতি



**গোলাম জিলানী**
পরিচালক



**হোসেন এ সিকদার**
পরিচালক



**খায়রুল মজিদ মাহমুদ**
পরিচালক



**এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট**
পরিচালক



**মালিক তালহা ইসমাইল বারী**
পরিচালক



**মোঃ আব্দুল মান্নান**
পরিচালক



**মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন**
পরিচালক



**মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী**
পরিচালক



**মোঃ সাহিদ হোসেন**
পরিচালক



**মোঃ জিয়া উদ্দিন**
পরিচালক



**নাসিরউদ্দিন এ, ফেরদৌস**
পরিচালক



**এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ**
পরিচালক



**সামির সাত্তার**
পরিচালক



**শামসুজ্জোহা চৌধুরী**
পরিচালক



**এস.এম. গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)**
পরিচালক

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২২



**সামনের সারিতে (বাঁ থেকে)** ঃ এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, শামসুজ্জোহা চৌধুরী, মোঃ জিয়া উদ্দিন, আরমান হক, রিজওয়ান রাহমান, মনোয়ার হোসেন, মোঃ সাহিদ হোসেন এবং এস. এম. গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)

**পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে)** ঃ মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন, এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট, নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস, গোলাম জিলানী, মালিক তালহা ইসমাইল বারী, মোঃ আব্দুল মান্নান, সামির সাত্তার, মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং হোসেন এ সিকদার

**ছবিতে অনুপস্থিত** ঃ খায়রুল মজিদ মাহমুদ

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০২২/১০১৮ ৩০ নভেম্বর, ২০২২

ডাক প্রত্যায়িত

# নোটিশ

## ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা **আগামী ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ (০৬ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ) বুধবার, বিকাল ০৩:৩০ টায়** ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ("ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬ষ্ঠ তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হবে।

**আলোচ্যসূচিঃ**

১। ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

২। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (**Audit Report**) অনুমোদন;

৩। ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের পরিচালক এবং ২০২৩ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (**Auditor**) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

**আফসারুল আরিফিন**
মহাসচিব

# ঢাকা চেম্বারের ২০২২ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

## নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



**মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা**
চেয়ারম্যান



**এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া**
সদস্য



**মাহাবুব আনাম**
সদস্য

## নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



**আহমেদ হোসেন মজুমদার**
চেয়ারম্যান



**রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ**
সদস্য



**মোক্তার হোসেন চৌধুরী**
সদস্য

# 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। **এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ** - আহ্বায়ক
পরিচালক ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

২। **আরমান হক** - সদস্য
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৩। **মনোয়ার হোসেন** - সদস্য
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৪। **গোলাম জিলানী** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৫। **হোসেন এ সিকদার** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৬। **মোঃ সাহিদ হোসেন** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৭। **মোঃ জিয়া উদ্দিন** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৮। **আফসারুল আরিফিন** - সদস্য
মহাসচিব, ডিসিসিআই

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতিবৃন্দ

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ০১ | সাখাওয়াৎ হোসেন | ১৯৫৯-৬০ |
| ০২ | আবু নাসির আহমেদ | ১৯৬০-৬১ |
| ০৩ | ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী | ১৯৬১-৬২ |
| ০৪ | নূরুল হুদা | ১৯৬২ |
| ০৫ | মোহাম্মদ আইয়ুব | ১৯৬২-৬৩ |
| ০৬ | সাখওয়াৎ হোসেন | ১৯৬৩-৬৪ |
| ০৭ | আহাম্মদ হোসেন | ১৯৬৪-৬৫ |
| ০৮ | আহাম্মদ হোসেন | ১৯৬৫-৬৬ |
| ০৯ | আহাম্মদ হোসেন | ১৯৬৬-৬৭ |
| ১০ | এ. কাশেম | ১৯৬৭-৬৮ |
| ১১ | আখলাক আহাম্মদ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ১২ | মতিউর রহমান | ১৯৬৯-৭০ |
| ১৩ | মতিউর রহমান | ১৯৭১-৭২ |
| ১৪ | কে এ সাত্তার | ১৯৭৩-৭৪ |
| ১৫ | কে এ সাত্তার | ১৯৭৫-৭৬ |
| ১৬ | মির্জা গোলাম হাফিজ | ১৯৭৬ |
| ১৭ | চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী | ১৯৭৬-৭৭ |
| ১৮ | চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী | ১৯৭৭-৭৮ |
| ১৯ | নুরউদ্দিন আহমেদ | ১৯৭৮-৭৯ |
| ২০ | নুরউদ্দিন আহমেদ | ১৯৭৯-৮০ |
| ২১ | নুরউদ্দিন আহমেদ | ১৯৮০-৮১ |
| ২২ | এম এ সাত্তার | ১৯৮২-৮৩ |
| ২৩ | এম এ সাত্তার | ১৯৮৩-৮৪ |
| ২৪ | এম ইউনুস | ১৯৮৪-৮৫ |
| ২৫ | মাহবুবুর রহমান | ১৯৮৫-৮৬ |
| ২৬ | আবু সয়ীদ মাহমুদ | ১৯৮৬-৮৭ |
| ২৭ | আবু সয়ীদ মাহমুদ | ১৯৮৭-৮৮ |
| ২৮ | আবু সয়ীদ মাহমুদ | ১৯৮৮-৮৯ |
| ২৯ | আবু সয়ীদ মাহমুদ | ১৯৮৯-৯০ |
| ৩০ | মাহবুবুর রহমান | ১৯৯১ |
| ৩১ | এম ইউনুস | ১৯৯২ |
| ৩২ | এ.টি.এম ওয়াজিউল্লাহ | ১৯৯৩ |
| ৩৩ | এ. রব চৌধুরী | ১৯৯৪ |
| ৩৪ | রাশেদ মাকসুদ খান | ১৯৯৫ |
| ৩৫ | আলী হোসেন | ১৯৯৬ |
| ৩৬ | এ এস এম কাসেম | ১৯৯৭ |
| ৩৭ | রাশেদ মাকসুদ খান | ১৯৯৮ |
| ৩৮ | এম.এইচ. রহমান | ১৯৯৯ |
| ৩৯ | আফতাব উল ইসলাম | ২০০০ |
| ৪০ | বেনজির আহমেদ | ২০০১ |

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ৪১ | মতিউর রহমান | ২০০২ |
| ৪২ | মতিউর রহমান | ২০০৩ |
| ৪৩ | ফজলে আর এম হাসান | ২০০৪ |
| ৪৫ | সাইফুল ইসলাম | ২০০৫ |
| ৪৬ | এম এ মোমেন | ২০০৬ |
| ৪৭ | হোসেন খালেদ | ২০০৭ |
| ৪৮ | হোসেন খালেদ | ২০০৮ |
| ৪৯ | জাফর ওসমান | ২০০৯ |
| ৫০ | আবুল কাসেম খান | ২০১০ |
| ৫১ | আসিফ ইব্রাহীম | ২০১১ |
| ৫২ | আসিফ ইব্রাহীম | ২০১২ |
| ৫৩ | মোঃ সবুর খান | ২০১৩ |
| ৫৪ | মোহাম্মদ শাহজাহান খান | ২০১৪ |
| ৫৫ | হোসেন খালেদ | ২০১৫ |
| ৫৬ | হোসেন খালেদ | ২০১৬ |
| ৫৭ | আবুল কাসেম খান | ২০১৭ |
| ৫৮ | আবুল কাসেম খান | ২০১৮ |
| ৫৯ | ওসামা তাসীর | ২০১৯ |
| ৬০ | শামস মাহমুদ | ২০২০ |
| ৬১ | রিজওয়ান রাহমান | ২০২১ |
| ৬২ | রিজওয়ান রাহমান | ২০২২ |

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ০১ | এইচ. এম. সেকিল | ১৯৬৭-৬৮ |
| ০২ | এ. সাত্তার কারাওয়াদিয়া | ১৯৬৯-৭০ |
| ০৩ | এ. সাত্তার কারাওয়াদিয়া | ১৯৭০-৭১ |
| ০৪ | খোরশেদ আলাম | ১৯৭৩-৭৪ |
| ০৫ | এ. এম. এম. শামছুল আলম | ১৯৭৫ |
| ০৬ | এম. এ. হক | ১৯৭৬ |
| ০৭ | এম. এ. হক | ১৯৭৭-৭৮ |
| ০৮ | এম. এ. খালেক | ১৯৭৮-৭৯ |
| ০৯ | এম. রেজা | ১৯৭৯-৮০ |
| ১০ | এম. রেজা | ১৯৮০-৮১ |
| ১১ | শামছুজ্জোহা খান | ১৯৮২-৮৩ |
| ১২ | আলহাজ্ব আব্দুস সালাম | ১৯৮৪ |
| ১৩ | মোঃ আলী হোসেন | ১৯৮৫ |
| ১৪ | এ. এম. মুবাশ-শার | ১৯৮৬ |
| ১৫ | এ. এম. মুবাশ-শার | ১৯৮৭-৮৮ |
| ১৬ | এ. এম. মুবাশ-শার | ১৯৮৮-৮৯ |
| ১৭ | এ. এম. মুবাশ-শার | ১৯৮৯-৯০ |
| ১৮ | মাসুদুর রহমান | ১৯৯১ |
| ১৯ | মাসুদুর রহমান | ১৯৯২ |
| ২০ | সৈয়দ জামিলুদ্দিন হায়দার | ১৯৯৩ |
| ২১ | সাজ্জাতুজ জুম্মা | ১৯৯৪ |
| ২২ | হোসেন আকতার | ১৯৯৫ |
| ২৩ | ফজলে আর. এম. হাসান | ১৯৯৬ |
| ২৪ | আশরাফ ইবনে নূর | ১৯৯৭ |
| ২৫ | মাসুদুর রহমান | ১৯৯৮ |
| ২৬ | সাজ্জাতুজ জুম্মা | ১৯৯৯ |
| ২৭ | এ. এম. মুবাশ-শার | ২০০০ |
| ২৮ | মাহবুব-উজ-জামান | ২০০১ |
| ২৯ | সাব্বির আহমেদ খান | ২০০২ |
| ৩০ | জাফর ওসমান | ২০০৩ |
| ৩১ | এ. এম. মুবাশ-শার | ২০০৪ |
| ৩২ | মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) | ২০০৫ |
| ৩৩ | হোসেন খালেদ | ২০০৬ |
| ৩৪ | মোহাম্মদ শাহজাহান খান | ২০০৭ |
| ৩৫ | সালাহউদ্দিন আব্দুল্লাহ | ২০০৮ |
| ৩৬ | এম. এস. সেকিল চৌধুরী | ২০০৯ |
| ৩৭ | মোহাম্মদ শাহজাহান খান | ২০১০ |
| ৩৮ | টি. আই. এম. নূরুল কবীর | ২০১১ |
| ৩৯ | হায়দার আহমদ খান, এফসিএ | ২০১২ |
| ৪০ | নেসার মাকসুদ খান | ২০১৩ |

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ৪১ | ওসামা তাসীর | ২০১৪ |
| ৪২ | হুমায়ুন রশিদ | ২০১৫ |
| ৪৩ | হুমায়ুন রশিদ | ২০১৬ |
| ৪৪ | কামরুল ইসলাম, এফসিএ | ২০১৭ |
| ৪৫ | কামরুল ইসলাম, এফসিএ | ২০১৮ |
| ৪৬ | ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী | ২০১৯ |
| ৪৭ | এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস | ২০২০ |
| ৪৮ | এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ | ২০২১ |
| ৪৯ | আরমান হক | ২০২২ |

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ০১ | ইসহাক মোহাম্মদ | ১৯৬৭-৬৮ |
| ০২ | মুখলেছুর রহমান | ১৯৬৯-৭০ |
| ০৩ | মুখলেছুর রহমান | ১৯৭০-৭১ |
| ০৪ | মুখলেছুর রহমান | ১৯৭১-৭২ |
| ০৫ | মুখলেছুর রহমান | ১৯৭৩-৭৪ |
| ০৬ | এম. এ. হক | ১৯৭৫ |
| ০৭ | এ. বি. সিদ্দিকী | ১৯৭৬ |
| ০৮ | মোশাররফ হোসেন | ১৯৭৭ |
| ০৯ | এম. এ. রাজ্জাক মিয়া | ১৯৭৮-৭৯ |
| ১০ | মজিবুর রহমান | ১৯৭৯-৮০ |
| ১১ | মজিবুর রহমান | ১৯৮০-৮১ |
| ১২ | এ. এ. মনিরুজ্জামান | ১৯৮২-৮৩ |
| ১৩ | রমিজ উদ্দীন ফকির | ১৯৮৪ |
| ১৪ | সায়েদুর রহমান | ১৯৮৫ |
| ১৫ | মাসুদুর রহমান | ১৯৮৬ |
| ১৬ | মাসুদুর রহমান | ১৯৮৭-৮৮ |
| ১৭ | মাসুদুর রহমান | ১৯৮৮-৮৯ |
| ১৮ | এম. এ. খালেক | ১৯৮৯-৯০ |
| ১৯ | মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া | ১৯৯১ |
| ২০ | মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া | ১৯৯২ |
| ২১ | খোরশেদ আলী মোল্লা | ১৯৯৩ |
| ২২ | মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক | ১৯৯৪ |
| ২৩ | সৈয়দ তৌফিক আলী | ১৯৯৫ |
| ২৪ | আবসার করিম চৌধুরী | ১৯৯৬ |
| ২৫ | মঞ্জুর হোসেন | ১৯৯৭ |
| ২৬ | জাফর ওসমান | ১৯৯৮ |
| ২৭ | নাসির হোসেন | ১৯৯৯ |
| ২৮ | মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা | ২০০০ |
| ২৯ | আবসার করিম চৌধুরী | ২০০১ |
| ৩০ | হোসেন খালেদ | ২০০২ |
| ৩১ | হোসেন খালেদ | ২০০৩ |
| ৩২ | এম. আবু হোরায়রাহ্ | ২০০৪ |
| ৩৩ | হোসেন এ সিকদার | ২০০৬ |
| ৩৪ | মোঃ আলাউদ্দিন মালিক | ২০০৭ |
| ৩৫ | খন্দকার শহীদুল ইসলাম | ২০০৮ |
| ৩৬ | মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক | ২০০৯ |
| ৩৭ | মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক | ২০১০ |
| ৩৮ | নাসির হোসেন | ২০১১ |
| ৩৯ | আবসার করিম চৌধুরী | ২০১৩ |
| ৪০ | খন্দকার শহীদুল ইসলাম | ২০১৪ |

| ক্রমিক নং | নাম | সাল |
|---|---|---|
| ৪১ | মোঃ শোয়েব চৌধুরী | ২০১৫ |
| ৪২ | খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ | ২০১৬ |
| ৪৩ | হোসেন এ সিকদার | ২০১৭ |
| ৪৪ | রিয়াদ হোসেন | ২০১৮ |
| ৪৫ | ইমরান আহমেদ | ২০১৯ |
| ৪৬ | মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন | ২০২০ |
| ৪৭ | মনোয়ার হোসেন | ২০২১ |
| ৪৮ | মনোয়ার হোসেন | ২০২২ |

# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২২

**বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম**

**ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**
**সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দ**
**২০২২ সালের পরিচালনা পর্ষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ**
**ডিসিসিআই'র সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ**
**ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ**

**আসসালামু আলাইকুম**

ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে জানাই সুস্বাগতম।

গত বছর বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি মাইলফলক অনুষ্ঠান পালন করেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তী অর্থাৎ গৌরোবজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ছিল উল্লেখযোগ্য। অতিমারির প্রভাব থাকা সত্বেও বাংলাদেশ ইউএনসিডিপি-এর দ্বিতীয় ত্রি-বার্ষিক মূল্যায়নে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সকল সূচকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, যা কিনা বিশ্বের দরবারে আমাদের মর্যাদাকে আরো উন্নীত করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর করোনা অতিমারির ধকল অনেকাংশে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে এবং ৭.২৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক গতি কিছুটা তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। এ বছরটিতে বহুমুখী অবকাঠামো উন্নয়ন-নির্ভর উন্নতি ছিল উল্লেখ করার মতো। বহুল আকাঙ্খিত স্বপ্নের পদ্মা বহুমুখী সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন একধাপ এগিয়েছে, যার ফলে আশা করা যায় জিডিপিতে এই বিশাল অবকাঠামো ১.৩% থেকে প্রায় ২% অবদান রাখতে পারবে। পাশাপাশি নড়াইলে দেশের প্রথম ছয় লেনের মধুমতি সেতু নির্মাণ, নারায়নগঞ্জে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণসহ সারা দেশে অন্যান্য ছোট ছোট বেশ কিছু সেতু দেশব্যাপি একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে, যার ফলে সাপ্লাই চেইনসহ ঢাকার সাথে অন্যান্য প্রধান প্রধান শহর যেমন: খুলনা, যশোর এবং বরিশালের সাথে যোগাযোগের সময় অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। এই শহরগুলোর আশেপাশের এলাকাগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্বও সমভাবে উন্নীত হয়েছে। তবে বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে মূল্যস্ফীতির চাপ একইসাথে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসায় অর্থনীতিকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে এক নতুন যুগে প্রবেশের সূচনা করতে পেরেছে। দেশব্যাপি বিদ্যুতায়ন এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেশ অবদান রাখার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ২০২২ অর্থবছরে ৩৪% প্রবৃদ্ধিতে প্রথমবারের মত রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে রেকর্ড ৫২.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

গত দুই বছর ধরে বিশ্বকে এক অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত করোনা অতিমারি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। এটা ঠিক যে, সময় বিশ্ব অর্থনীতি কোভিডের ভয়ানক প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে শুরু করেছিল ঠিক তখনই চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এই পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়ে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে সংকুচিত করেছে এমনকি জ্বালানি, খাদ্যপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যংকগুলোকে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হয়েছে। বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে ধস, শিল্প খাতে উৎপাদন হ্রাস, সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রম, পণ্য ও সেবার চাহিদা হ্রাস, কর্মসংস্থানের অভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, ইউএস

# Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the Year 2022

**Bismillahir Rahmanir Rahim**

**Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)**
**Respected Former Presidents and Business Leaders**
**My Colleagues from the Board of Directors-2022**
**All Officials and Staff of DCCI**
**Ladies and Gentlemen**

**Assalamu Alaikum**

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 61st Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

Last year, Bangladesh celebrated several milestone events—the 50th anniversary of glorious independence and the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Despite having pandemic vulnerability, Bangladesh also qualified all criteria of economic graduation into a developing economy given by UNCDP in second triennial review which has enhanced our national dignity in the world map.

Year 2022 was very significant in the national context of Bangladesh, continuing the streak of glorious legacy of remarkable achievements. In this year, pandemic stress has been largely contained and economic development got the pace back with 7.25% GDP growth. I would also like to mark this year as the extraordinary year for diverse infrastructure led development. Our infrastructure network has made a great leap with the completion of the important Padma Bridge which is expected to boost Bangladesh's annual GDP in the range of 1.3 to 2%. Besides, the construction of the country's first-ever six-lane Modhumoti Bridge in Narail, the 3rd Shitalakhya Bridge in Narayanganj and other small bridges that builds strong country-wise communication connectivity. This durable connectivity will link both northern and eastern regions of the country significantly reducing the supply chain cost and time between Dhaka and major business centers of Khulna, Jashore and Barisal boosting the countryside economic potentials and inclusive economic growth. However, the inflationary impact alongwith foreign currency reserve downfall has caused some economic challenges for all from the Middle of the year onwards.

In the year 2022, Bangladesh has moved to a new era ensuring 100% electricity coverage of the country. The nationwide electrification coupled with a rise in people's purchasing power has contributed to the economic growth of the country and created many formal and informal jobs. Export earning crossed $50 billion milestone for the first time ever, posting a record high of USD 52.18 billion in FY2022 with 34% growth made another landmark.

Over the past two years, the world has confronted an unprecedented pandemic consequence. While the global economy is recovering from the COVID-19 pandemic, the ongoing Russia-Ukraine crisis has aggravated the fragile recovery from the pandemic, weakening global growth prospects significantly, rising energy, food and commodity price, soaring inflation and tightening monetary policy stances by major central banks. Global

ফেডারেল কর্তৃক পলিসি রেট বৃদ্ধি এক ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় অর্থনীতিসমূহে অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা করা হচ্ছে। এই ভূ-অর্থনৈতিক মন্দা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের অবতারনা করেছে। এর প্রভাবে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি আর উচ্চ হারে আমদানি এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সমস্যার কারণে বাড়ছে মুদ্রা বিনিময় হার। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে চলতি হিসাব ব্যালেন্স ১৮.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে অবনমিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরও ছিল ৪.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ধারা চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চলতি হিসাবের অবনমনের ধারা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির প্রতিফলন। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে উন্নতি সাধন করেছে। একই সময়ে বাংলাদেশ ৬ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সহনীয় মূল্যস্ফীতি, সহনীয় বাজেট ঘাটতি, টেকসই ঋণ-জিডিপি'র অনুপাত বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মহামারির এই অনাকাঙ্খিত চ্যালেঞ্জ ও অথনৈতিক মন্দা মোকাবেলায়, সাপ্লাই চেইন পুনঃরুদ্ধারে, অনিশ্চয়তাকে সুযোগে রূপান্তরে সর্বোপরি অর্থনৈতিক পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে আমাদের সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতকেই সাহসী, বিচক্ষণ এবং সামষ্টিক ভূমিকা পালনের উপর জোরারোপ করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে বেসরকারিখাত বরাবরের মতই পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সামনে থেকে মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার সময়োপযোগী, প্রশংসনীয় এবং সুনির্দিষ্ট স্থিতিশীল নীতি সহায়তা ও বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অতিমারি পরবর্তী পর্যায়কে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অর্থনৈতিক পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৮টি পদক্ষেপে ২২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমানের (জিডিপি'র ৫.৩১%) প্রণোদনার ঘোষণার মত এমন সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে ডিসিসিআই শ্রদ্ধাভরে প্রশংসা করেছে। ২০২২ সালের জুন মাস নাগাদ অর্থনৈতিক পুনঃরুদ্ধারে বরাদ্দকৃত প্রণোদনার টাকার প্রায় ৮০% বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। সরকারের সময়োপযোগী প্রণোদনা প্যাকেজ, সাহসী নীতি নির্দেশনা বেসরকারিখাতকে অতিমারির নেতিবাচক প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেক সাহায্য করেছে। সমন্বিত অতিমারি পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়ার আওতায় প্রায় ৭৩ মিলিয়ন মানুষ ও ২ লক্ষাধিক প্রতিষ্ঠান সুবিধা পেয়েছে। (অর্থ মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০২২, সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাতা- ৮ থেকে ৯)। ডিসিসিআই'র এসএমই বান্ধব নীতি সহায়তামূলক উদ্যোগের কারণে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ার প্রবাহ গতি অনাকাংশে গতি পেয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সরকারের দিকনির্দেশনায় বেসরকারিখাত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক নের্তৃত্ব অর্থনৈতিক হতাশা কাটিয়ে উঠে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে অনেক দিক দিয়েই সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। বাংলাদেশের এই দ্রুত ঘুরে দাড়ানো বিশ্বে দেশের অর্থনৈতিক গতিচিত্রকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে এবং তা সর্বোচ্চ দূর্যোগ সহনীয় অর্থনীতি হিসেবে সুখ্যাতি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম সর্বাধিক সহনীয় অর্থনীতির দেশ এবং এশিয়াতে ৩য় সর্বোচ্চ সহনীয় অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অর্থনীতির এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সত্বেও বাংলাদেশ ২০২২ সালে ৭.২৫% হারে জিডিপি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সাপ্লাই চেইনে সৃষ্ট ধসের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির বিষয়ে তাদের অভিক্ষেপ পুণঃবিবেচনা করেছে। তদুপরি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ধারণা করছে যে, বাংলাদেশের জিডিপি আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক বড় বড় দেশ যেমন: ফিলিপাইন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আরব আমিরাত, সিংগাপুর এবং হংকং-এর চাইতেও বেশি অর্জিত হবে।

এটা নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গর্বের যে, করোনা মহামারির মধ্যেও আমরা আমাদের মাথাপিছু আয় স্থিতিশীল রেখে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে পেরেছি। ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল শ্রেণিপেশার জনগোষ্ঠী থাকায় এবং প্রায় ৩০ মিলিয়নের অধিক ভোক্তাশ্রেণির কারণে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে একটি পছন্দনীয় গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে গড়তে পেরেছে। ভবিষ্যতেও ক্রমবর্ধমান এই মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল শ্রেণিপেশার জনগোষ্ঠী আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে, এমনকি এশিয়াতে এই শ্রেণিপেশার জনগোষ্ঠীর অবদান অদূর ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

supply chain disruptions, reduction of industrial production, limiting trade, formal and informal businesses, shrinking demand for products & services, job loss and commodity price hikes amid aggressive policy rate hikes by the US Fed created significant global uncertainties. The US and European economies faced massive blow with deep concern of recession. The effects of geoeconomic fallout on the rest of the World, including Bangladesh, cause multidimensional challenges. The acute effects are the mounting inflation and exchange rate hike due to high import volume and subsequent balance of payments adversities. In Bangladesh, there was a significant deterioration in the current account balance during FY2021-22 reaching USD18.69 billion rising from USD4.57 billion the previous year. The trend continued during the first two months of the current financial FY2022-23. The trend in deteriorating current account balance in Bangladesh is a reflection of increasing trade deficit. Bangladesh's trade deficit hiked up to USD33.22 billion in FY2021-22. Bangladesh has exhibited sustained economic growth and made remarkable progress in all socio-economic indicators over the past decades. Alongside, with the 6% plus average growth during this period, Bangladesh has been able to maintain macroeconomic stability with tolerable inflation, reasonable budget deficit, sustainable debt-GDP ratio and greater resilience to external shocks.

The unprecedented pandemic challenge underscored the need for bold, prudent and collaborative roles of the private and public sectors to curb the economic shock, supply-chain recovery, transform uncertainty into opportunity and accelerate economic recovery pace. Private sector, as usual, played frontier role with planned course of actions, under the economic leadership of Honourable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Government has undertaken timely, laudable and focused policy measures and resilient endeavours, incentives to restrain the consequences of pandemic and war on businesses, economy and people. DCCI profoundly appreciates timely leadership of Honourable Prime Minister for pro-economic decisions and declaration of a comprehensive stimulus and economic recovery programme that has gradually been expanded to 28 measures amounting USD 22.08 billion (5.31% of GDP). By June 2022, around 80% percent of the economic recovery financing programme has been implemented. The timely stimulus packages and bold policy direction of the Government helped private sector to mitigate the adverse impact of the pandemic. The inclusive pandemic recovery programmes cover around 73 million individual and around 200000 institutional beneficiaries. [Ministry of Finance, September 2022, Recent Macroeconomic Development, p. 8-9]. The disbursement process and flow enriched due to relentless pro SME policy advocacy from DCCI.

Private sector with the guidance of public sector and economic leadership has overcome the economic distress and brought the economy back on the track to some extent in many avenues. The rapid turnaround to some extent has changed the economic appearance of the country globally and elevated the position of Bangladesh as the most disaster resistant economy. As a result, Bangladesh has been considered as the top 5th resilient economy in the world and 3rd top resilient economy in the Asia.

Despite such a grim outlook and unprecedented state of world economy, Bangladesh performed fairly well with 7.25% GDP growth in 2022. Meanwhile, international organizations have revised down their economic growth projections for Bangladesh because of Russia-Ukraine war and supply chain disruptions. However, the IMF previously projected that GDP of Bangladesh is expected to surpass many developing economies like the Philippines, Norway, Denmark, UAE, Singapore and Hong Kong by the year 2025.

It is a matter of pride for our economy that we were successful in sustaining the growth of per capita income to USD 2,824 amidst the pandemic. The ever-growing Middle and Affluent Class people (MAC) with a consumer base of approximately 30 million helps making the country an attractive destination for foreign investment and trade and this MAC continues to grow and Asia is the greater place for higher MAC share in the near future.

আঞ্চলিক এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দেশকে বহুলাংশে সাহায্য করেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মোটামোটি সহনশীল ব্যয়, বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ এবং ঋণ প্রবাহ থেকে এটা বুঝা যায় যে অর্থনীতির পুর্নবাসনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত আঙ্কটাডের গ্লোবাল ট্রেড আপডেট-এর মতানুযায়ী, বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য শক্তিশালী রয়েছে এবং সেবা বাণিজ্য অবশেষে কোভিডপূর্ব পরিস্থিতিতে ফিরে আসতে পেরেছে। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ রেকর্ড ২৮.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২০ সালের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ইতিবাচক ধারা ছিল বেশিরভাগ ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, অতিমারির প্রতিবন্ধকতাসমূহের উপর ভর্তুকি এবং প্রণোদনা প্যাকেজের কারণে শক্তিশালী পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়ার ফলাফল।

২০২২ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল ২৪.০৬%, ২০২১ অর্থবছরে যা ছিল ২৩.৭০%। সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বেসরকারিখাতের জন্য বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কার্যকর বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বন্দর, যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি, বেসরকারিখাতের জন্য ব্যবসা সহায়ক কর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরো সহজীকরণ এবং সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসের জন্য এমনকি বাংলাদেশে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন সেবার ফি ও নানা ধরণের চার্জসমূহ কমিয়ে এনেছে। পিপিপি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার গুরুত্বারোপ করছে। বর্তমানে পিপিপি উদ্যোগের আওতায় মোট ৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। দেশে সরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি'র অনুপাত জিডিপি'র প্রায় ৮ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও বৃহৎ প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। ক্রমবর্ধমান বেসরকারি বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত থাকায় দেশে সামগ্রিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে গত আগস্টে মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ৯.৫% ছাড়িয়েছে, যা বিগত এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ এছাড়াও সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.১%। বিশ্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে খাদ্য এমনকি খাদ্য বাহির্ভূত দ্রব্যমূল্যের স্ফীতি বৃদ্ধির ফলে সারা বছর ধরেই সাধারণ মূল্যস্ফীতির ধারাতে কিছুটা উর্ধ্বমুখী ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহ ১৫.১% হারে কমে গিয়ে ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। (বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারলি, এপ্রিল-জুন ২২, পাতা ১৫)। বৈশ্বিক নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধির ফলে মার্কিন ডলারের তীব্র চাহিদা থাকার ফলে ২০২২ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে মুদ্রার বিনিময় হার ৯.৩% হারে দরপতন পরিলক্ষিত হয়। ফলে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অক্টোবরে নেমে ৩৫.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা কিনা গত ২৮ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন (বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারলি প্রতিবেদন)।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

কোভিড মহামারির ৩ বছর পর বেশিরভাগ অর্থনীতিই ধীরে ধীরে এর মারাত্মক প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। তবে এই পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়াও বেশ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোভিডের নতুন নতুন ধরণ একই সাথে বিদ্যমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এই দ্রুত পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করছে। বিশ্ব অর্থনীতি এক দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা আর নিকট অতীতকালে আর দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অবলম্বন করায় প্রবৃদ্ধি কিছুটা থমকে গিয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবীদদের মতানুযায়ী, প্রায় সব দেশেই উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা কর্তন করা হয়েছে এমনকি একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আবির্ভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তাঁরা ধারণা করছেন। আইএমএফ-এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের প্রাক্কলনের তুলনায় ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এ বছর ৩.২% এবং ২০২৩ সালে ২.৯% নেমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডব্লিউটিও'র পূর্বাভাস অনুযায়ী বাজার বিনিময় হারে বৈশ্বিক জিডিপি ২০২২ সালে ২.৮% এবং ২০২৩ সালে ২.৩% বাড়তে পারে। ২০২৩ সালের প্রাক্কলনটি তার বিগত বছরের ধারণাকৃত হারের চেয়ে ১% কম।

Prudent macroeconomic management helps the country to attract domestic and foreign investment. Moderate trend of cost of bank borrowing, private and public investment and credit growth existing in economy justify the reality of our economic rehabilitation.

According to UNCTAD's Global Trade Update in February 2022, world trade in goods remained strong and trade in services finally returned to its pre-COVID-19 level. Overall, the global trade reached a record level of USD 28.5 trillion in 2021 with 25% increase on 2020. The positive trend for international trade in 2021 was largely the result of increases in commodity prices, subsiding pandemic restrictions and a strong recovery in demand due to economic stimulus packages.

The private investment to GDP ratio was recorded 24.06% in FY22 which was 23.70% FY21. The government has been putting special emphasis on enhancing investment and ensuring investment-friendly environment for the private sector. For enhancing productive investment, the government has taken initiatives to remove the key bottlenecks in the economy with special emphasis on power and energy, port, communication and ICT sectors. To create an investment-friendly environment for the private sector, ensure business-friendly tax management and increase public sector investment, the government has taken various reforms initiatives to streamline the business processes in Bangladesh. The government slashed down fees and charges applicable on various business processes to reduce the costs of doing business and improve how Bangladesh is viewed as a destination for business operation. The government is also emphasising on project implementation under the Public-Private Partnership (PPP) to attract investment required for the implementation of the government's development plans. At present, 77 projects are scheduled to be implemented under the PPP. Public investment to GDP ratio for the country has been hovering around 8% of the GDP. Taking the importance of required infrastructural development for achieving the projected GDP growth into account, the government emphasizes timely implementation of all important infrastructure projects including mega projects. Due to increasing trend of private investment, overall investment trend of the country tends to increase.

Bangladesh witnessed a record 9.5% inflation in August, the highest in 12 years, due to adverse effects of fuel price hike and it was possible to rein in September as inflation was recorded 9.1% in September. High trend of general inflation is seen across the year due to increasing food and non-food inflation caused by soaring international commodity market price and energy tariff hike to some extent.

Remittance declined moderately in FY2022 by 15.1% to USD 21.0 Billion compared to the previous fiscal year [BB Quarterly, Apr-Jun 22, p. 15]. At the last quarter of FY2022, exchange rate depreciated by 9.3% because of high demand for US Dollar stemming from the persistence of global commodity price hike. As a result, in September 2022, the foreign exchange reserve slipped to USD 35.98 billion from USD 46.4 Billion in the middle of October 2022 which is lowest in 28 months [BB Quarterly Report].

**Respected Members of DCCI**

Almost 3 years after the emergence of the (COVID-19) pandemic, many economies of the world are gradually recovering from the severe socioeconomic setbacks. However, the recovery remains volatile. New variants and fresh waves of COVID infections along with shocks such as the ongoing war in Ukraine, are hindering a return to swift growth. The global economy is experiencing persistent inflation not seen in a generation. A deep tightening of monetary policy in many countries, including the United States, threatens to halt global growth. Real wages and consumer confidence are in freefall, fueling further headwinds to growth. Growth expectations have been cut in all regions and a global recession is likely, at least to some extent, according to the forecasts of the eminent economists. The latest 2022 report by International Monetary Fund (IMF) paints a bleak picture of global economic recovery with global economic growth at 3.2% in 2022 and 2.9% in 2023, slower than their forecasts in previous reports. According to the WTO forecast, world GDP at market exchange rates will grow by 2.8% in 2022 and 2.3% in 2023 — the latter is 1.0 percentage point lower than what was previously projected.

২০২১ সালে বৈশ্বিক বাণিজ্য রেকর্ড ২৮.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ইউক্রেন যুদ্ধ, পরবর্তীতে রাশিয়ার উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবরোধ ও চীনে চলমান লকডাউন থাকা সত্ত্বেও ২০২২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধির ধারা সচল ছিল। ২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকে বৈশ্বিক বাণিজ্যের মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১ সালের একই সময়ের তুলনায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ও চতুর্থ প্রান্তিকের চেয়ে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। গত বছর বেশির ভাগ বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিই ছিল নিম্নমুখী। ২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি কোভিড পূর্ববর্তী ২০১৯ সালের চেয়ে ৩০% বেশি ছিল। পক্ষান্তরে বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে কেবলমাত্র ৬%। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ও জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ও মোট বাণিজ্যের মূল্যমানের মধ্যকার পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের দ্বিতীয় অর্ধে বিশ্ব বাণিজ্য স্বাভাবিক গতি হারায় এবং তা আগামী ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডব্লিউটিও'র অর্থনীতিবীদগণ প্রত্যাশা করছেন যে, বিশ্ব মার্চেন্ডাইজ বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালে ৩.৫% হারে বাড়তে পারে যা কিনা এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রাক্কলিত ছিল মাত্র ৩%।

উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির উপর একাধিক আঘাত তাদের অর্থনৈতিক পুনঃরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্থ করেছে এবং বিশ্ব বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চাইতে কম হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের জন্য ২০২১ সালের আগস্টে সকল অর্থনীতির জন্য আইএমএফ ৬৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের 'স্পেশাল ড্রইং রাইটস্' নামে বিশেষ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করে যাতে অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার অব্যাহত রাখা যায়। তখন থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ১০৫টি দেশ এটা ব্যবহার করেছে। সর্বশেষ আইএমএফ এর তথ্যমতে, এপ্রিল ২০২২ থেকে এই বরাদ্দের আওতায় এসডিআর থেকে বাংলাদেশ ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পেয়েছে এবং এই বরাদ্দকে ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের কাছে প্রায় ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহারযোগ্য হিসেবে রয়েছে। আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

আঙ্কটাড-এর সর্বশেষ প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিবেদন ২০২২ অনুযায়ী, ২০২১ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবাহ ছিল ১.৫৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০ সালের চাইতে ৬৪% বেশি। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ পরিবেশ ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা অতিমারির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিশ্বের অধিকাংশ দেশে খাদ্য, জ্বালানি এবং আর্থিক সংকট সৃষ্টি করেছে। বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা ২০২২ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবাহে মারাত্মক নিম্নমুখী প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব ২০২২ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবাহ নিম্নমুখী ধারায় হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। উন্নত দেশেসমূহের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশেসমূহে এফডিআই প্রবাহ কিছুটা শ্লথ ছিল, যদিও তা প্রায় ৩০% হারে বেড়ে হয়েছিল ৮৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে কোভিডের বারংবার আঘাত সত্ত্বেও এফডিআই টানা তৃতীয় বছরের মত সর্বোচ্চ ৬১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। এফডিআই আহরণে এশিয়া ছিল সর্বাধিক বৃহৎ অঞ্চল যেখানে বৈশ্বিক এফডিআই'র প্রায় ৪০% এসেছে। এই অঞ্চলের ৬টি দেশেই মোট এফডিআই'র প্রায় ৮০% এসেছে। এলডিসিভুক্ত দেশেসমূহে এফডিআই প্রবাহ প্রায় ১৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এই গ্রুপে প্রথম সারির ৫টি কোম্পানি থেকে শুধু বাংলাদেশে আসা মোট এফডিআই ছিল প্রায় ৬৯%। ৯টি এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে এফডিআই প্রবাহ ৬% বেড়ে দাড়িয়েছে ৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথবা এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে আসা এফডিআই'র এক তৃতীয়াংশ। বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১৩% বা ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ যা কিনা কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের প্রায় সমান।

**সম্মানিত ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ**

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোভিডের প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্থিতিশীল বেসরকারিখাত, রেমিট্যান্সের ভাল প্রবাহ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর ভর করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মার্চেন্ডাইজ বাণিজ্য রেকর্ড ১৫৫.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামো মোটামোটি পূর্ববর্তী বছরের মতই রয়েছে, শিল্প খাতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেলেও জিডিপিতে কৃষি এবং সেবা খাতের অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৬.০১% থেকে কিছুটা বেড়ে ৩৭.০৭% উন্নীত হয়েছে তবে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১২.০৭% থেকে নেমে ১১.৫০% এবং সেবা খাতের অবদান ৫১.৯২% থেকে নেমে ৫১.৪৪% ছিল।

Global trade hits record high of $28.5 trillion in 2021. Progress continued in the 2022's first half despite the outbreak of war in Ukraine and subsequent sanctions imposed against the Russian Federation, as well as continued lockdowns in China. The value of global trade reached a record level of about USD 7.7 trillion in Q1 2022, an increase of about USD 1 trillion relative to Q1 2021, and of about USD 250 million relative to Q4 2021. Most of the merchandise trade growth during the last year was nominal. In Q1 2022, the trade was about 30% higher than the pre-pandemic level of 2019. By contrast, trade volume increased to a much lower extent about 6%. The divergence between value and volume is due to rising commodity price, especially for energy products and general inflation. However, World trade has lost its momentum in the second half of 2022 and is expected to remain subdued in 2023 as multiple shocks weigh on the global economy.

A double hit to emerging market and developing economies from worsening pandemic dynamics would severely set back their recovery and drag global growth below outlook's baseline. In August 2021, IMF proposed USD650 Billion general allocation of Special Drawing Rights (SDR) to boost reserve assets of all economies tailored to catalyse a sustainable, inclusive recovery. Since then, 105 countries have used until July 2022. According to the latest IMF data, from April 2022, as part of this allocation, Bangladesh received the equivalent of about USD 1.4 billion in SDR, bringing its total allocation to about USD 2.9 billion. As of April 2022, Bangladesh still has about USD 2.7 billion available for use. Bangladesh has shown a great deal of caution in pursuing different lending facilities from the IMF.

According to the latest UNCTAD's World Investment Report 2022, Global FDI flows in 2021 was USD 1.58 trillion. However, the global environment for international business and cross-border investment changed dramatically in 2022. The war in Ukraine – on top of the lingering effects of the pandemic – is causing adverse food, fuel and financing crises in many countries around the world. Investment uncertainty could put significant downward pressure on global FDI in 2022. Therefore, Global FDI flow in 2022 is likely to move on a downward trajectory, at best remaining flat. FDI flows to developing economies grew slower than those to developed regions but still increased by 30% to USD 837 billion. In developing Asia, despite successive waves of COVID-19, FDI rose to an all-time high for the third consecutive year, reaching USD 619 billion. Asia is the largest recipient region, accounting for 40% of global FDI. 6 economies account for more than 80% of FDI to the region. FDI in LDCs increased by 13% to USD 26 billion despite we have seen an acceleration of fund repatriation by the oil companies. The top 5 recipients in Bangladesh account for 69% of total FDI in the group. In the 9 Asian LDCs, FDI inflows rose by 6% to USD 9.8 billion, or one third of the LDCs' total. In Bangladesh, inflow rose by 13% to USD 2.9 billion – around the pre-pandemic level.

**Respected Members of DCCI**

Despite COVID-19 strain in the global economy, Bangladesh registered 7.25% GDP growth in FY 2021-22 backed by steady private sector, remittance growth and economic resilience withstanding economic shocks. Despite global trade slow down, merchandise trade of Bangladesh recorded USD 155.88 billion. The structure of the economy remains almost same as earlier year with marginal increase of industry contribution and decrease of agriculture and service sector contribution to GDP. In FY2022, the contribution of industry sector to GDP ratio increased marginally to 37.07% from 36.01% whereas the share of agriculture reduced from 12.07% to 11.50% and service sector from 51.92% to 51.44%

২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ১৯.৭৩% বেশি। পণ্য রপ্তানি থেকে এসেছে ৫২.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সহায়ক নীতি সহায়তা, বন্দর চার্জে ছাড় এবং নিরবিচ্ছিন্ন বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে গত বছরের তুলনায় পণ্য রপ্তানি ২৬.৮৬% বেশি অর্জিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি মারত্মকভাবে ব্যাহত হয় যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালের আগস্টে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩.৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জানুয়ারি ২০২২ এ ছিল ৫.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ অর্থবছরে ৭৯.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানির বিপরীতে ২০২২ সালে আমদানি বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩০.২৮% বা ১০৩.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালের বাণিজ্য ঘাটতি ৩৭.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ২০২২ সালে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫০.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যাতে করে বুঝা যায় যে, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংকোচনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্বেও যখন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য জুন মাসে মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়, আগস্টে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.০৭% যা কিনা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি। ঋণের সুদের সীমা ৯% থাকার কারণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি কাজ করছে না। অধিক ঋণ প্রবাহ উর্ধ্বমুখী মুদ্রা সরবরাহকে নিশ্চিত করে যা শেষ পর্যন্ত মূল্যের উপর চাপ বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ২০২১ সালের ২৩.৭% এর তুলনায় ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৪.০৬%। ২০২০-২১ সালে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবাহ বেড়ে দাঁড়ায় ১৩.৬৬% যা বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি পরবর্তী বছরের জন্য বেসরকারিখাতের জন্য ১৪.৮% এবং সরকারিখাতের জন্য ৩২.৬% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে বেসরকারিখাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থনৈতিক পুনঃরুদ্ধারে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা কিনা গত বছর প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল। গ্রীনফিল্ড প্রকল্পসমূহে বৈদেশিক ঋণ আকৃষ্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খুব একটা ভাল নয় এবং এর অন্যতম কারণ হলো নীতি অসংগতি ও লভ্যাংশ ফেরত নেয়ার প্রক্রিয়ার জটিলতা। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যমতে, বাংলাদেশে এফডিআই টু জিডিপি'র অনুপাত বৈশ্বিক গড় ১.৭% এর বিপরীতে মাত্র ০.৬%। উন্নত এবং এশিয়ার দেশগুলোতে এফডিআই প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে, বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়, তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা ভাল।

বেকারত্বের হার বৃদ্ধি দেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের একটি বিষয় যেটা ২০২২ সালে ৫% এর কাছাকাছি থাকতে পারে, কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের চাইতে ০.৬% বেশি। কোভিডের কারণে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই বেকারত্বের হার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় ৩৩ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং ২০২২ সালে সেবা খাত সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। কোভিড সময়ে সৃষ্ট নতুন বেকারত্ব ও দারিদ্রতার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। তবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বৃদ্ধি বেকারত্বের বিরূপ প্রভাব কিছুটা হলেও হ্রাস করতে পেরেছে।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

আমরা এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছি যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে মন্দার কবলে পড়েছে আর এই পরিস্থিতি বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহ এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। এতদসত্বেও, দ্রুত কোভিডের প্রভাব থেকে উত্তোরণ এবং বিশ্ব বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বোচ্চ ৫টি সর্বাধিক সহনশীল অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করেছে। প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সূচকে ধারাবাহিকভাবে ভালো করার ফলে বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে পেরেছে।

উপরে বর্ণিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে এলডিসি থেকে উত্তোরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে ডিসিসিআই সারা বছর সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে কার্যকর নীতি পদক্ষেপ হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার সম্ভাবনাময় দেশসমূহের কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্টস (সেপা) স্বাক্ষর এবং আমদানি শুল্ক কাঠামো পরিবর্তনের পক্ষে মতামত প্রদান করে আসছে। এলডিসি থেকে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

In FY 2021-22, total export trade reached USD52.08 billion, 19.73% higher than export target, of which USD 52.04 billion was contributed by goods. Goods export marked 26.86% higher than last year due to flexible policy support, port charge waiver and uninterrupted port operation. Bangladesh experienced drastic fall in export in FY2020-21 as the country earned USD 38.75 billion export earning during FY21. In FY2022, export recorded a low of USD3.41 billion in August 2021 and high of USD 5.16 billion in January 2022. Import also increased by 30.28% to USD 103.09 billion in FY2022 against USD 79.13 billion in FY2021. Trade balance recorded a higher deficit of USD 50.21 billion during FY22 as compared to the deficit of USD 37.33 billion during FY2021. This trade state indicates that foreign trade of country is reviving to the large extent.

Despite the contractionary stance of the Bangladesh Bank when monetary policy for FY2022-23 was unveiled in June 2022, Bangladesh's private sector credit growth surged to 14.07% in August 2022, almost touching the central bank's target for the entire fiscal year. The contractionary monetary policy is not working owing to 9% interest cap on loan. A higher credit growth means the money supply is on the rise, which will ultimately put an adverse impact on price pressure. The private investment to GDP ratio slightly increased to 24.06 % in FY2022 over 23.7% in FY2021. Private sector credit growth accelerated to 13.66% in FY2020-21 which is highest in last four-years. As a result, the monetary policy of FY2022-23 targeted 14.8% and 32.6% private and public sector credit growth respectively in next year. Due to global economic stagnation, the private sector growth target is not very optimistic whereas Government target is incremental as Government expenses is on the rise due to growing commitment of Government expenditure. The relentless effort of Government for economic recovery will help turn around with the private sector credit growth which remains stagnant during the last year. Bangladesh has been tracked as one of the bottom-placed countries in attracting 'greenfield' foreign direct investment, as recorded in 2021, for factors like disharmonious regulations and profit-repatriation unease. According to World Bank, FDI to GDP of Bangladesh is only 0.6% against world average of 1.7%. FDI inflows in Developed economies and Asian economies have heavily declined but Bangladesh received also lower FDI but a bit better rate than neighboring economies.

Unemployment rate, a major concern of the country, will likely remain at 5% in 2022, higher than the pre-pandemic level by 0.6%. COVID impact on employment loss in both formal and informal sectors was noticeable. However, different research studies showed that new poverty has gone up to 33 million and service sector has recorded highest amount of unemployment in 2022. The correlation of unemployment and poverty amidst the pandemic time has been prevalent. However, extensive social safety net programme has reduced and shielded higher poverty.

**Respected Members of DCCI**

We are going through such a time when the overall global economy has been impacted due to the global crisis resulting from the Ukraine-Russia war, which has disrupted the energy supply chain and depreciated the exchange rate of the Taka against the US Dollar. Despite this, Bangladesh has been termed as the 5th top resilient economy globally due to quick pandemic recovery management and contribution to the revival of the global trading system. With consistent performance in major economic indicators, Bangladesh sets to graduate into a developing and developed economy by 2041.

In view of the given local and global business and economic context, DCCI, throughout the year, prioritizes the comprehensive economic diplomacy agenda of the Government as an effective policy measure to face the challenges of LDC graduation expediting bilateral and multilateral Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA) with selective countries and revision of import tariff structure. DCCI continuously voiced for improving negotiation skills and agility in the post-LDC graduation era. DCCI also emphasizes linked

ডিসিসিআই সর্বদাই সংশ্লিষ্ট মহলকে বলে আসছে। সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ডিসিসিআই সবসময় সম্মিলিত মুদ্রানীতি ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। অর্থনীতিতে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় ডিসিসিআই কিছু কৌশলগত ও সাহসী সংস্কার প্রস্তাব করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ডিসিসিআই মনে করে, সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন একইসাথে বন্দরের সক্ষমতাও আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের জন্য সিএমএসএমইকে ই-কমার্স ব্যবসায় আরো বেশি হারে মনোনিবেশ করার জন্য ডিসিসিআই প্রস্তাব করে আসছে। এছাড়াও ডিসিসিআই বিকল্প অর্থায়ন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ ডিসকাউন্টিং প্ল্যাটফর্ম, ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ার ব্যপকতা এবং অর্থায়নের সহজলভ্যতা, ব্যাংক-কাস্টমার দূর্বল সম্পর্ক এবং সিএমএসএমই'র জন্য জামানতের বিষয়গুলোর উপর বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে এসেছে। আরো একটি বৃহৎ বিষয় হলো সিএমএসএমই'র পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়ার ফলে করোনা অতিমারির প্রভাবে এই খাতটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উপরন্তু, সম্প্রতি বিদ্যুতের স্বল্প উৎপাদন, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি এই দূর্দশাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। দেশের সিএমএসএমই খাতকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হয়, তন্মধ্যে মূলধন সহায়তার অভাব, পুরোনো প্রযুক্তি, পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখা, দক্ষ কর্মী ও মানব সম্পদের অভাব, উচ্চ ব্যাংক সুদের হার, গ্যাস ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত সরবরাহ, অবকাঠামোর অভাব, নীতি সংস্কারে অপর্যাপ্ততা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম। ২০২২ সালে এই বিষয়গুলোকে আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট তুলে ধরেছি। এছাড়াও বিভিন্ন ফোরাম এবং সেমিনারেও আমরা এ সকল সমস্যাগুলোর কথা বলে আসছি।

বিশ্বজুড়ে কোভিডের কারণে বাংলাদেশে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে পাশাপাশি এ খাতের প্রতিযোগী সক্ষমতা ও সামর্থ্য উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অপরদিকে গতানুগতিক ধারার অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজ ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারেনা। এর ফলে সিএমএসএমই'র টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন উৎস থেকে এর জন্য সুবিধাজনক অর্থায়নের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে সারা বছর ধরেই বিশেষ করে সিএমএসএমই'র স্বার্থে ডিসিসিআই মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে। সিএমএসএমইরা যাতে করে সহজে ঋণ পেতে পারে সেজন্য ডিসিসিআই বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ প্রদান নীতিমালা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার সম্বলিত "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই'র কোন বিকল্প নেই। সিএমএসএমই খাত যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রায় সঠিকভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য অর্থায়ন একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেদিকে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ঢাকা চেম্বার "ইস্যুজ অ্যান্ড অপরচুনিটি ইন সিএমএসএমইস" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে।

ঢাকা চেম্বারের সদস্যগণ প্রণোদনা প্যাকেজ হতে যাতে করে সহজে ও স্বাচ্ছন্দে ঋণ পেতে পারেন তার জন্য ডিসিসিআই এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে একটি নীতি বৈঠকের আয়োজন করে এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর করা হয়। এতে করে ডিসিসিআই'র সদস্যদের প্রতি স্বার্থ সুরক্ষায় এর অঙ্গীকার রক্ষার প্রতিফলন ঘটে। সিএমএসএমই'র বৃহত্তর স্বার্থে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের থেকে সংকলিত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলে পৌছানো হয়েছে, যাতে করে এই খাতটিতে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

Monetary and Fiscal Policies for coordinated economic development. Besides, some bold and strategic reforms are consistently being proposed by DCCI considering the cumulative impact of the price hike of fuel which caused inflationary pressure on the economy. DCCI also prioritized boosting export by expanding the service sector and ensuring increased capability in port and logistics as port logistics management is an important element of international trade competitiveness.

DCCI urges the need for CMSMEs for digital transformation into e-commerce. It also proposed alternative financing platforms like discounting platforms, expedited loan disbursement process by the banks and easy access to finance addressing complicated disbursement process, poor bank and client relationships and collateral issues for the CMSME sector. Another major issue was the revival of CMSMEs, the CMSME industry most negatively impacted by the pandemic. In addition, the recent electricity crisis and inflationary fuel prices have further exacerbated the predicament. Some of the main challenges facing the nation's CMSMEs include a lack of capital support, outdated technology, the inability to market goods and maintain product quality, lack of skilled work force, high bank interest rate, insufficient supply of gas and electricity, lack of suitable infrastructure facilities, insufficient policy reforms and the state of the law and order. In 2022, we addressed these issues and challenges with the Ministry of Industries, the National Board of Revenue (NBR) and the Bangladesh Bank. We also suggested follow-up actions to improve the sector in various forums and seminars.

Besides, due to the worldwide COVID stress, CMSME development in Bangladesh has been severely hindered, reducing its competitiveness and strength. On the other hand, the conventional financing mechanism does not assure easy access to financing. That is why, we feel that CMSMEs need to be underpinned by smooth and convenient financing support mechanisms from diverse sources for their sustainable business operation. In this regard, Dhaka Chamber as a voice of CMSME has tackled each issue and raised voices in support of the CMSME sector. We published a booklet titled “How to get CMSME loan” incorporating the CMSME financing facilities provided by Commercial Bank and Non-Banking financial institutions and notices of Bangladesh Bank to help the CMSMEs with updated information on access to finance.

In the context of Bangladesh, there is no alternative to Cottage, Micro, Small & Medium enterprises for rapid industrialization and national economic growth through lower capital investment and employment generation. Taking these challenges and the immense potential of CMSMEs in Bangladesh for further economic development into account, financing is a core issue that needs immediate attention for the desired development of CMSMEs in the country so that the sector can appropriately contribute to the country’s economic growth journey. In view of the above, Dhaka Chamber organized a Workshop on “Issues and Opportunities in CMSME lending”.

For easy and smooth disbursement of loan under the stimulus package for the DCCI members, we have arranged a policy dialogue with the SME foundation and signed an MoU with SMEF as a commitment to the best interests of our CMSME members. Furthermore, we also agreed to do some training and research work with SMEF for the betterment of CMSMEs.

The recommendations received from different events were communicated with relevant policymakers in different platforms in different manners to ensure that they are addressed for easing off the financing barriers for the CMSME sector of the country.

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

ডিসিসিআই বেসরকারিখাতের অন্যতম প্রধান সংগঠন হিসেবে সর্বদা সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে, যাতে করে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ ও নানামুখী উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উপযোগী হয় সে হিসেবে জাতীয় বাজেটের উপর সুপারিশমালা, মুদ্রানীতির উপর সুপারিশ, বিভিন্ন নীতি সংস্কারের উপর সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিসিসিআই সংশ্লিষ্ট সরকারি মহলের সাথে একসাথে মূল্যায়ন করে থাকে।

বেসরকারিখাতের স্বার্থে একটি ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ডিসিসিআই বিভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পখাত সম্পর্কিত খসড়া নীতিমালার উপর নীতি সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এ বছর ডিসিসিআই খসড়া আয়কর আইন ২০২২, দ্বিতীয় খসড়া শিল্প নীতিমালা, জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩, খসড়া এপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইনস ২০২২, খসড়া আমদানি, রপ্তানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০২২, খসড়া হালকা শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, খসড়া টেকসই ফ্রেইট ট্রান্সপোর্ট স্ট্র্যাটেজি ২০৩০, এগ্রিমেন্ট অন দি প্রোমোশন এন্ড রিসিপ্রোকাল প্রটেকশন অব ইনভেস্টমেন্টস, খসড়া জাতীয় কৃষি বিপণন নীতিমালা ২০২২, খসড়া তথ্য সংরক্ষণ আইন ২০২২, খসড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা ২০২২, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন আইন ২০২২ এবং এলডিসি থেকে উত্তোরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি কৌশলঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এর উপর গবেষণা-লব্ধ নীতি সুপারিশ প্রেরণ করেছে।

যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি অতিমারির ধকল কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ তা আবার নতুন একটি সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পরিবহন ব্যয়সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি সামগ্রিক অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গ্যাস ও জ্বালানি তেলের সরবরাহ কম থাকায় বাংলাদেশে অনেকগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তাদের স্বাভাবিক উৎপাদনে যেতে পারছেনা। উৎপাদনমুখী শিল্প যেগুলো আগে থেকেই কম গ্যস সরবরাহ সহ অধিক ইনপুট খরচের কারণে সমস্যায় ছিল সেগুলো আরো বেশি সমস্যার মধ্যে পড়েছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কারখানাসমূহকে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হতে হচ্ছে। অপরদিকে গ্যাস ও বিদ্যুতের স্বল্পতায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে দেশের প্রধান রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক খাত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। অর্থনীতির স্বার্থে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডিসিসিআই সম্ভাব্য উত্তোরণের উপর সুপারিশমালা পেশ করেছে। জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সম্ভাব্য কার্যকর সমাধান বের করে বিকল্প উপায়ের সন্ধানে ডিসিসিআই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কি কি ধরণের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তার উপরও একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে ডিসিসিআই। এই গবেষণা  দেশের ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ইতিবাচক ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে কৌশল নির্ধারনে সহায়তা করবে। এলডিসি থেকে উত্তোরণের পর বাংলাদেশের বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে বিশেষকরে অবকাঠামো, আর্থিক, সেবা এবং উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে। এলডিসি পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগী সক্ষমতা হারাতে হতে পারে এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ডিসিসিআই এফডিআই আকর্ষনে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন নতুন সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে অবকাঠামো উন্নয়নে, নীতি সংস্কারে এবং ব্যবসায় নিবন্ধনের সহজ প্রক্রিয়া প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিসিসিআই সরকারের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

ডিসিসিআই প্রায় সকল জাতীয় কমিটি এবং সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে বেসরকারিখাত নির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে আসছে। এ বছর ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে লক্ষ্যে নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বেসরকারিখাতের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিসিসিআই এ বছর ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার/কর্মশালা/আলোচনা অনুষ্ঠান/কনফারেন্সের আয়োজন করেছে এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে ২৯টি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

**Respected Members of DCCI**

DCCI, as one of the leading voices of the private sector, has continuously communicated with the Government to ensure that the challenges to trade and investment are addressed through policy and non-policy initiatives and interventions of the government. Reactions on the national budget, monetary policy statement, need of amending different policies are continuously assessed in collaboration with different relevant government authorities to ensure that needs of the business community are addressed.

In order to create an enabling business environment, DCCI has forwarded policy inputs to different draft national policies for trade, investment and industry to ease the policy ecosystem and further development of the private sector. During the year, DCCI provided research-based policy inputs on the Draft Income Tax Act 2022, Second Draft National Industrial Policy, National Budget for FY2022-23, Zero Draft Apprenticeship Guidelines 2022, Draft Trade (Import and Export) Management Act, 2022, Draft Light Engineering Industry Development Policy, 2022, Draft Sustainable Freight Transport Strategy 2030, Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, Draft National Agricultural Marketing Policy, 2022, Draft Data Protection Act, 2022 and Draft Bangabandhu Sheikh Mujib Industrial Award Policy, 2022, The Bangladesh Bank Amendment Act, 2022 and LDC Graduation and ICT Strategies: Bangladesh Perspective, Draft Agricultural and Food Processing Industry development Policy 2022.

As soon as the global economy starts recovering from the pandemic, the Ukraine- Russia war plunges it into a new crisis. The increase in gas tariff and the fuel price hike immediately impacted negatively on transportation, essential commodities and electricity which finally affected the entire economy. Due to a gas and fuel shortage, many power plants in Bangladesh are not operating to their usual capacity. This is hurting the manufacturing industries, which are already under huge pressure due to reduced gas supply and higher input costs. As a result, production costs have already increased and factories may be forced to cut output. On the other hand, the country's export-oriented apparel sector is heading for a gloomy situation due to the production disruption amid a severe supply shortage of gas and electricity. In this regard, DCCI placed effective recommendations to fight back the situation and recover the economy. DCCI took the research initiative to map out actionable solutions to address the energy price hike issue and propose some alternative options so that people are not being put under a burden. DCCI also conducted studies to identify the support needed to address the challenges of the export-oriented industries upon LDC graduation as well as to develop strategies that will motivate foreign investors regarding the country's business environment to strengthen the export market.

After graduation, Bangladesh will need foreign investment especially in infrastructure, financial, service and manufacturing sectors. Keeping in mind that Bangladesh may face challenges after LDC graduation in terms of sustaining export competitiveness, DCCI is continuously taking initiatives to explore new horizon of trade and investment opportunities and attract FDI in Bangladesh. In this regard, DCCI is relentlessly working with the Government for infrastructure development, policy reforms and ease of business registration process which will attract foreign investors in Bangladesh.

This is also to be noted that DCCI has been a member of the national committee and almost all sub-committees and actively working for private sector-led inclusive economic competitiveness in post LDC graduation era. Moreover, DCCI-led standing committees played important roles this year to strengthen policy advocacy roles aiming at steering economic growth and providing recommendations to policymakers. DCCI organized 26 important seminar/workshop/dialogue/conference and 29 call-on meetings with the policymakers for enabling the environment for the private sector.

২০২২ সালে আমরা রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বিদেশী বিনিয়োগ, প্লাস্টিক খাত, জাতীয় বাজেট, কর ও ভ্যাট, এলডিসি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শুল্ক কাঠামোর সংস্কার, স্টার্ট-আপ ব্যবসা, দূর্যোগ অর্থায়ন পরিস্থিতি, ঔষধ শিল্প রপ্তানি, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং এসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে করণীয় নির্ধারনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিস আবিদা ইসলাম, বাংলাদেশে কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত আসেইন ইসায়েভ, বাংলাদেশে রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত মুকাঙ্গিরা জেকলিন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য প্রতিনিধি রুশনারা আলী, সিঙ্গাপুর এন্টারপ্রাইজ এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশে শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত প্রফেসর সুদর্শন ডিএস সেনাভিরত্ন, বাংলাদেশে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত এলান এল ডেনিয়েগা, বেলজিয়াম ভিত্তিক ফ্ল্যান্ডার্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ট্রেড-এর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক কমিশনার মিস বেবেটে ডেসফোসেজ, নয়াদিল্লীতে রোমানিয়ার দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর আইয়োনাত ভিজিরু, তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি, আইএফসি প্রতিনিধি সেলমা রাসাভাক, কেনিয়া থেকে আগত উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল, পাকিস্তানের এফপিসিসিআই থেকে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদল, বাংলাদেশে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলে এবং রোমানিয়ার আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরিচালক সাদিয়া জাবিন খানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

এছাড়াও আমরা রাজউক-এর চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান মিয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এর সাথে সাক্ষাৎ করি।

পাশাপাশি বেসরকারিখাতের জন্য ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারিখাতের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা পেশ করে থাকে। জাতীয় নীতি বিশ্লেষকগণ, অর্থনীতিবীদ, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকগণ আমাদের অর্থনীতি-বান্ধব পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং প্রয়াসকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

বাংলাদেশে বেসরকারিখাত নির্ভর শিল্প উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও মুদ্রানীতি উভয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ সেজন্যই ২০২২-২৩ অর্থবছরে একটি দৃঢ় ও সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটটি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাতে চাই যে, ডিসিসিআই ব্যবসা বান্ধব জাতীয় বাজেট প্রণয়নে তথ্য-সমৃদ্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর নীতিসহায়তামূলক কার্যক্রম ও দায়িত্ব আরো জোরদার করেছে বিশেষ করে অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব থেকে ব্যবসা বাণিজ্যকে দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে।

বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকার গণমুখী ও ব্যবসা বান্ধব বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। সিএমএসএমই খাতকে রক্ষায় ডিসিসিআই সিএমএসএমই বান্ধব ভ্যাট ও এসডি এ্যাক্ট প্রণয়ন সহ অন্যান্য বাজেট প্রস্তাবনা যেমন: মূল্য সংযোজন অনুযায়ী ভ্যাট নির্ধারন, অনলাইনে ভ্যাট প্রদান ব্যবস্থা রাখা, লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হারহ্রাসকরণ, ডিভিডেন্টের উপর কর প্রত্যাহার, বিদ্যমান করদাতাদের উপর নতুন করের বোঝা না চাপিয়ে কর জাল বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর জোরারোপ, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, নতুন ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের উপর ভ্যাট অব্যাহতি, কর আহরণে বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়, ৫২ ধারায় সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া, ১৬নং বিধি এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৩ই এর উপবিধি (১), পুঁজিবাজার, লাভ লোকসানের উপর ভিত্তি করে কর মূল্যায়ন, গবেষণা ও

We organized these events in 2022 prioritizing the core areas of growth pillars of the economy such as Export diversification, FDI, Plastic sector, National budget, Tax and Vat, Post LDC issues, Trade & Investment, Tariff structure, Startup business, Disaster financing landscape, Export of Pharmaceutical Sector, Exploring business and investment opportunities, Efficient port logistic Management and SME financing.

We had also undertaken different important measures to explore new trade and investment opportunities and attract FDI in Bangladesh. In this connection, we called on Abida Islam, Ambassador of Bangladesh to Mexico, Asein Isaev, Ambassador of Kyrgyzstan to Bangladesh, Mukangira Jacqueline High Commission of Rwanda to Bangladesh, Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy for Bangladesh (Trade & Investment Partnership between Bangladesh and UK), the delegation from Enterprise Singapore, Prof. Sudarshan D.S. Seneviratne, High Commissioner of Sri Lanka in Dhaka, ALAN L. DENIEGA, Ambassador, Embassy of Phillippines to Bangladesh, Babette Desfossez, Trade & Investment Commissioner, Flanders Investment & Trade (Belgium), Ionut Viziru, Minister Counselor-Head of Economic and Commercial Office-Embassy of Romania in New Delhi, Mosud Mannan, ndc, Ambassador of Bangladesh in Turkey, Selma Rasavac IFC's CMA team, high-profiled Delegation from Kenya, Business Delegation of Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI), Pakistan, Ahmed Sule, High Commissioner of Nigeria to Bangladesh and Sadia Jabeen Khan, Director International Affairs, Romania.

In addition, we called on Abdur Rouf Talukder, Governor of Bangladesh Bank and Md. Anisur Rahman Miah, Chairman, Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK).

Besides, DCCI as a commitment to a continuous private sector-friendly economic environment has assessed biannually the overall macroeconomic state and their implications on the private sector accordingly identified the current and likely challenges for the economy and formulated the recommendations and policy suggestions. National Policy analysts, economists and researchers and policymakers of the Government endorsed our economy-friendly assessments, recommendations and considered our initiatives to some extent.

**Respected Members of DCCI**

Both fiscal policy and monetary policy are important in deciding Bangladesh's private-sector-led industrial growth, hence a tighter and more cautious monetary policy for FY2022-23 has been declared. The National Budget for FY 2022-23 was crucial for the economy. I am happy to announce that DCCI has enhanced its cooperation and policy advocacy responsibilities with the NBR and PMO by providing fact-based inputs for a business-friendly national budget, with a particular emphasis on the rapid recovery of enterprises from pandemic impacts.

A pro-people and business national budget of Tk. 6,78,064 crore, the largest in the economic history of Bangladesh, has been declared. To safeguard the CMSME sector, DCCI was vocal to introduce CMSME friendly provisions in VAT & SD Act along-with other budget proposals such as imposing VAT based on the value addition of a product, enhancing the threshold level for turnover tax, quarterly VAT return, online VAT return system while putting emphasis on reducing corporate tax for both listed and non-listed companies, withdrawal of tax on dividend, increase the tax net without creating pressure on existing tax payers, promote export diversification, financial sector development, waiver of vat and taxes of new small ventures, non-exercise of judicial power to collect tax, Payment of suppliers under section 52, rule 16 and sub-section

উন্নয়ন, অটোমেশন, চামড়া শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ অন্যান্য ব্যবসা ও শিল্প বিষয়ক সুপারিশমালা জাতীয় বাজেট (২০২১-২২) এ সন্নিবেশনের জন্য পেশ করেছে। কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার উন্নয়ন বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা খাত ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ডিসিসিআই'র নীতিসহায়তামূলক ভূমিকা ইতিবাচক হিসেবে কাজ করেছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২.৫% কমিয়ে ব্যবসায়ী ও ব্যাক্তি পর্যায়ে কিছুটা স্বস্তি আনতে পেরেছে। এছাড়াও গ্রস রিসিপ্ট (তিন কোটি টাকার উপর) কর ০.৫% থেকে কমিয়ে ০.২৫% নির্ধারণ, পাইকারি বিক্রেতাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেয়া, শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে অগ্রিম কর ৪% থেকে ৩% নির্ধারণ, আমদানি-বিকল্প এসএমই'র জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিলাসবহুল পণ্য আমদানি পর্যায়ে শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটকে ফিরে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, এনবিআর-এর আয়ের ৩৬% আসে ভ্যাট থেকে, ৩৪% আসে কর থেকে, ৩০% আসে এসডি এবং অন্যান্য আমদানি শুল্ক থেকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিসিসিআই পাবলিকলি লিস্টেড এবং নন-লিস্টেড কোম্পানির জন্য কর্পোরেট করে হার যৌক্তিকীকরণের জন্য এনবিআর-এর সাথে শক্তিশালী নীতিসহায়তামূলক ভূমিকা পালন করেছে, যাতে করে এই হারকে প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায়। বর্তমানে বিশ্বে কর্পোরেট করের গড় হার ২৩.৬%, এশিয়াতে ২১.১৩% এবং ওইসিডিভুক্ত দেশেগুলোতে ২৩%. অপরদিকে সাধারণ কর্পোরেট করের হার ৩০%, সর্বাধিক ৪৫% এবং সর্বনিম্ন ১০%।

এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট ৮টি সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ৪টি আংশিকভাবে। কর্পোরেট কর, পারকুইজিট সীমা, ডিম্ড এক্সপোর্ট এবং ভ্যাট বিষয়ক সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। এনবিআর ডিসিসিআই'র কর্পোরেট কর, এমএসএমই বান্ধব ভ্যাট ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পমুখী বেশ কিছু সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়িত করেছে। প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্পোরেট করের হার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা বাংলাদেশে বহুমুখী উৎপাদন খাতে এমনকি ক্রমবর্ধমান সেবাখাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ সক্ষমতায় উন্নতি আনবে। সরকার তাই ডিসিসিআই প্রদত্ত বেশ কিছু ব্যবসা বান্ধব সুপারিশমালা পুরোপুরি কিছু ক্ষেত্রে আংশিক গ্রহণ করেছে। ডিসিসিআই ঘোষিত বাজেটকে বেসরকারিখাতের পুনঃরুদ্ধারে কাজে আসবে বলে মনে করে। এই বাজেটে অর্থনীতিকে পুনঃরুদ্ধারের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে একই সাথে জীবন ও জীবিকার সমন্বয়ের বিষয়টিও।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

কোভিড-১৯ সৃষ্ট অতিমারি সমগ্র সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে বিশ্ব অর্থনীতিকে এক নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের স্থান হিসেবে ব্র্যান্ড করার জন্য ডিসিসিআই বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রয়াস হাতে নিয়েছে। ডিসিসিআই বেশ কিছু সময়োপযোগী পুনঃরুদ্ধার বান্ধব সুপারিশমালা পেশ করেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিধারা, স্থানীয় পরিবর্তন এবং এলডিসি পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে মাথায় রেখে একটি সমন্বিত রোড-টু-রিকভারি এজেন্ডারও প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে ডিসিসিআই। এই মুহূর্তে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বিত উদ্যোগ রোড-টু-রিকভারির দিকে বিশ্বকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

উপরন্তু, এ বছর ডিসিসিআই কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডিসিসিআই-এর সদস্যদের প্রদানকৃত সেবার মান বৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা রেখেছে। অতিমারির সময়ে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রটোকল মেনেই ডিসিসিআই-এর সদস্যদের সেবা প্রদান করে এসেছে। কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে ডিজিটাল সদস্যসেবার প্রয়োজনীয়তার অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ২০২২ সালে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বেশ উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে ডিসিসিআই দেশের অন্যতম ডিজিটাল চেম্বার হিসেবে এর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে।

(1) of section 53E of the Income Tax Ordinance 1984, capital market, Tax assessment based on profits and loss, Research and development, automation, Leather sector, Power and Energy Sector along with other business and industry related recommendations to incorporate in the National Budget of FY 2021-22. DCCI also proposed rational allocation in development budget, higher allocation in social safety net and health sector to keep the pandemic effects at minimum in the economy with a view to ensuring quick COVID recovery.

I am pleased to refer that the policy advocacy roles of DCCI acted positively and NBR brought relief for both businesses through reducing corporate tax rate 2.5% from existing rate for listed and non-listed companies with some condition reducing Gross Receipt (more than Tk. 3 crore) tax from 0.5% to 0.25%, providing protection measures of whole sellers because of wholesalers sell more traded products on lower margin profit rate and the same product changes the hands of traders more than once, reducing AT for industrial raw material from 4% to 3%, providing protectionist measures for import-substituting SMEs and increasing duty for importing the luxury product on import stage.

If we recap the national budget FY2021-22, we found that 36% of NBR revenue comes from VAT, 34% comes from Tax, 30% comes from SD and other Import duty. During FY2022-23, DCCI played a strong advocacy role in pursuing National Board of Revenue (NBR) to prioritize the interest of the private sector for rationalization of corporate tax for publicly listed and non-listed companies in line with competing countries. At present, the average corporate tax rate in the world is 23.6%, in Asia 21.13% and the OECD countries 23%. On the other hand, general corporate tax threshold is 30%, maximum of 45% and minimum 10%.

It is encouraging that total eight (8) proposals have been implemented in the FY2022-23. Of which four (4) are fully implemented and rest four (4) are partially implemented. The implemented proposals were corporate tax, perquisite, deemed export and VAT. NBR has accepted partially DCCI proposals by reducing corporate tax, MSME-friendly VAT measures and pro-industry measures. Gradual reduction of the corporate tax in line with competing countries will help improve investment competitiveness of Bangladesh encouraging local and foreign investment in diversified manufacturing and emerging service sectors. Government has approved fully and partially some pro-business budget proposals shared by DCCI. DCCI found as a whole the budget private sector recovery friendly. This national budget had more focus on revival of economy balancing life and livelihood.

**Respected Members of DCCI**

The COVID-19 pandemic has brought an unprecedented challenge to the global economy severely impacting the global supply chain system. DCCI undertook many focused initiatives to brand Bangladesh as a promising investment destination and secure new trade and investment opportunities unlocked due to the pandemic. DCCI put forwarded timely and economic recovery-friendly recommendations including the need for formulating a comprehensive road-to-recovery agenda aligning with global economic trends, local changes, and LDC graduation-led economic transition since this critical time demands regional and global integration through a global agenda of the road-to-recovery.

Moreover, DCCI played a vital role in post COVID situation this year. DCCI devoted its best endeavors to improving and strengthening its membership services. DCCI continued its membership services following the health and safety protocol enforced by the Government. As part of the underlined need for digital membership services in the post-COVID situation, DCCI improved itself as a digitally transformed chamber in 2022. Presently, DCCI is the pioneer chamber being the first digital chamber in the country.

ডিসিসিআই অনলাইনে সদস্যপদ সার্টিফিকেট প্রদান, নবায়ন এবং সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে ডিজিটাইজ্ড করতে পেরেছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন, কিংবা লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিসিসিআই সদস্যদের সময় ও মূল্য কমিয়ে আনতে ডিসিসিআই বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিসেস (ওএসএস) পোর্টালের সাথে এর বেশ কয়েকটি সেবাকে সন্নিবেশিত করেছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ীদের এই বিষয়গুলো অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণ যাতে করে সহজে জামানতবিহীন, স্বল্প নথিপত্রে অর্থায়ন পেতে পারে এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে, ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে ডিসিসিআই "ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ প্রাপ্তির সহজ প্রক্রিয়া" বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

এলডিসি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ধারাকে ধরে রাখাটাই সরকারি এবং বেসরকারিখাতের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যবসার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে বেসরকারিখাতের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ডিসিসিআই চারটি অত্যন্ত সময়োপযুগী গবেষণা পরিচালনা করেছে।

দেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি রপ্তানিমুখী শিল্প সর্বদা নানা ধরনের প্রণোদনা পেয়ে থাকলেও এলডিসি উত্তোরণের পর আর এই সুবিধাগুলো প্রদান করা সম্ভব হবেনা। এই সকল প্রণোদনা সুবিধা না থাকার প্রভাব বিশ্লেষণে ডিসিসিআই "এলডিসি উত্তোরণের পর বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের উপর নগদ ভর্তুকি হিসেবে প্রণোদনা প্রত্যাহারের প্রভাব" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। চমকপ্রদভাবে এই গবেষণা থেকে পাওয়া যায় যে মূলত নগদ প্রণোদনা এবং রপ্তানি আয়ের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই। নগদ প্রণোদনার পরিবর্তে ব্যবসায় ব্যয়হ্রাস, শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ, উন্নত বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি বিকল্প হিসেবে রপ্তানি সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করতে পারে। "এলডিসি পরবর্তী সময়ে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য টেকসই রপ্তানি বাজার টিকিয়ে রাখতে উপায়সমূহ" শিরোনামে আরো একটি গবেষণার দ্বারা ডিসিসিআই বেশ কিছু উপায় সুপারিশ করেছে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, সহজে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা নিরবচ্ছিন্ন রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির অনুঘটকের অনুক্রম বুঝার জন্য আরো ১২টি বেশি অগ্রাধিকার ভিত্তিক অনুঘটকসহ একটি থ্রি-ফ্যাক্টর সমাধান ম্যাট্রিক্স পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মত দূর্যোগপ্রবণ দেশের জন্য একটি সুন্দর কাঠামোর দূর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে করে ব্যবসা-বাণিজ্যকে রক্ষা করা যায়। বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে দূর্যোগ ঝুকি অর্থায়নের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি অনুধাবনের জন্য ডিসিসিআই স্ট্রেংথেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার) প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা করেছে। "দূর্যোগ অর্থায়ন ল্যান্ডস্কেপ এবং ঝুকি অর্থায়নের উন্নয়ন" শিরোনামে এই গবেষণাটি করা হয়। এতে দেখা যায় যে, সর্বাধিক মাত্রার দূর্যোগ হলো অগ্নিকান্ড যার জন্য তেমন কোন সুরক্ষা কৌশলই নেই। একই সাথে দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান নীতিমালা এবং কাঠামো দূর্যোগ-পরবর্তী সময়ের জন্য সীমিত মনে হয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি এবং জ্বালানির সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কারণে সরকার প্রাথমিক জ্বালানি গ্যাসের মূল্য বাড়াতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। যখন উৎপাদনমুখী শিল্প তাদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হিমসিম খাচ্ছে তখন ঢাকা চেম্বার "বাংলাদেশে উৎপাদনমুখী শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব" শিরোনামে আরো একটি গবেষণা করেছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি শুধুমাত্র উৎপাদনমুখী শিল্পই নয় বরং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই গবেষণা সিস্টেম লস এবং সকল অনিয়ম, অপচয় ও অবৈধ সংযোগ দূরীকরণের সুপারিশ করেছে।

DCCI has digitized membership services including issuing online membership certificates, membership renewal and Certificate of Origin. Integration of DCCI with BIDA's one-stop services (OSS) also immensely facilitated DCCI members to reduce their time and cost in getting business permits, registration and licenses from other government agencies. All these things helped the traders in economic recovery in post COVID situation.

DCCI initiated a workshop titled "Procedures and preparedness of getting SME loans/stimulus package from a bank" to facilitate access to finance for the MSMEs with the aim to identify the financing gap for the MSMEs, facilitating easy loan for MSMEs without collateral, reduce documentary hassle for MSMEs to getting loans and build a relationship with the bankers for future actions.

**Respected Members of DCCI**

Sustaining growth has become one of the prime concerns of both the Government and Private Sector in post LDC graduation. To ensure a smooth transition of the private sector by identifying business challenges and mitigation strategies, DCCI has conducted four timely studies.

Export-oriented industry, being the key driving factor of the country's rapid growth, has always received various incentives which will disappear upon graduation of the country. To understand the impact of the withdrawal of these incentives DCCI has conducted the study titled "Impact of withdrawal of cash incentive as Export Subsidy on export earning in Bangladesh upon LDC graduation". Intriguingly, it was found from this study that there is practically no significant relationship between cash incentives and export earnings in Bangladesh. However, several alternatives to cash incentives such as reduction in the cost of doing business, strong backward-forward linkage, improved port logistics management, and trade agreements, etc. have emerged as important catalysts for export competitiveness. DCCI has also drafted some way forward for post-LDC graduation in the study titled "Implication, identification of a way forward for a sustainable export market of selected and promising export-oriented industries upon LDC graduation". This study reveals that among 24 selected catalysts of export growth post-LDC, easy access to finance is considered highly important to ensure uninterrupted export growth. Alongside this, to understand the hierarchy of the other catalysts of export growth, a three-factor solution matrix was devised incorporating 12 high-priority catalysts.

A well-structured Disaster Risk Financing strategy holds prime importance to safeguard businesses in disaster-prone countries like Bangladesh. To understand the Disaster risk financing landscape through the lens of the private sector, DCCI has conducted a study under the Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER) project titled "Disaster financing landscape and development of Risk financing". This study unveils that the highest numbers of disasters are fire and of other different natures for which there are no definite hedging strategies. At the same time, the present policies and framework regarding DRM are found to be limited to post-disaster recovery rather than reducing disaster risk ex-ante.

Government was forced to raise the primary energy gas price due to the global price hike and supply crunch of energy. While the manufacturing industry started to struggle to continue its production, Dhaka Chamber came forward with another study on this issue titled "Implications of Energy (Natural Gas) Price Hike on the Manufacturing Industries in Bangladesh". This study unveiled that this price hike not only impacted the manufacturing industries but also hit the entire economy by triggering inflation. The findings suggested reducing system loss and removing all irregularities including waste and illegal connections can act as a remedy.

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

ডিসিসিআই'র ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যক্রমকে সহজতর করতে এমএসএমইদের জন্য নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে ঢাকা চেম্বারকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সমাজের সাথে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০২২ সালে ঢাকা চেম্বারকে আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন: বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি মিশন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, আন্তর্জাতিক চেম্বারসমূহ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগীতামূলক এমনকি অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২২ সালে ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে অর্থনৈতিক কূটনীতির ব্যবহার, ঢাকা চেম্বারের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং ঢাকা চেম্বারের সদস্য কোম্পানিগুলোর জন্য সহজে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করতে বেশি মনযোগী ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা চেম্বার কলকাতায় ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং ইস্তানবুলে ৮৬ সদস্য বিশিষ্ট দুইটি বড় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।

**ভারতের কলকাতায় প্রেরিত বাণিজ্য প্রতিনিধিদল**

বাংলাদেশ এবং ভারত দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রতিবেশি বন্ধু রাষ্ট্র দীর্ঘ অনেক বছর ধরে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। আর দুই দেশের মধ্যে এই বহুমাত্রিক সম্পর্ক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং যোগাযোগের মাধ্যমে অনন্য এক উচ্চতায় পৌছেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সুদৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো বহুদূর নিয়ে যেতে দুদেশের জন্যই কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে। দুদেশের মানুষের মধ্যে আন্তঃসংযোগ, প্রায় একই ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ও কলকাতার মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ ও কলকাতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক জোরদারে আরো বেশি কাজে লাগবে। আর এই অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ঢাকা চেম্বার ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল কলকাতায় প্রেরণ করে। সফরে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদল ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সাথে বেশ কিছু ব্যবসায়ী বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপার্ক পরিদর্শন করে।

এই সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদলটির সাথে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পর্যটন বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট-এর সাথে বৈঠক করেন। এছাড়াও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী (ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব) অরুপ রয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস প্রতিনিধিদলের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ করেন।

এক নজরে কিছু কার্যক্রম

- ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলটি ১৫টি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করেছে
- চারটি প্রধান চেম্বারের সাথে বৈঠক, ৩৫০টির ও অধিক বিটুবি অনুষ্ঠিত
- কলকাতা চেম্বারের সাথে শিল্পায়ন কার্যকর বৈঠক
- ইন্ডিয়ান চেম্বার আয়োজিত "এক্সপ্লোরিং ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ
- বেঙ্গল চেম্বার আয়োজিত 'ইন্ডাস্ট্রি মিট'-এ অংশগ্রহণ

**Respected Members of DCCI**

Trade Facilitation Department of DCCI plays a forefront role to facilitate international trade by improving market access opportunities for MSMEs, promoting Bangladesh's economic interests through economic diplomacy and integrating Dhaka Chamber with regional and global actors and providing global market access support to member companies of Dhaka Chamber. During the year 2022, diverse focused activities were executed to internationalize Dhaka Chamber integrating with regional and global actors, expanding collaboration with Foreign Missions of different countries in Bangladesh, Bangladesh Missions abroad and forging partnership with International Chambers and International Trade Promotion Agencies.

During the year 2022, Dhaka Chamber set priority for branding Bangladesh, economic diplomacy for attracting foreign direct investment, internationalization of Dhaka Chamber and improving market access opportunities Dhaka Chamber member companies. In this connection, DCCI organized a 47-member business delegation to Kolkata, India and an 86-member business delegation to Istanbul, Türkiye.

**Dhaka Chamber Business Delegation to Kolkata, India**

Bangladesh and India, two long-standing friendly neighbors in South Asia, have been maintaining excellent bilateral diplomatic and economic relation since ages. The multidimensional relations between our two friendly countries have reached to new height encompassing trade, commerce, investment and connectivity.

Kolkata (West Bengal) is a gateway for Bangladesh and India to take forward our comprehensive bilateral economic relation towards a new phase of cooperation. Strong people to people bondage, common cultural heritage, values, deepening economic engagement and enhanced connectivity between Bangladesh and Kolkata unlock new opportunities in the field of trade and investment.

The bilateral relations between Kolkata (West Bengal) and Bangladesh hold great promises for the future as well as further integration of the South Asian region. Prioritizing economic, commercial and cultural bondage between Bangladesh and Kolkata, Dhaka Chamber organized a 47-member business delegation to Kolkata.

During the visit, Dhaka Chamber delegation joined in several interactive business meetings with Indian Chamber of Commerce (ICC), Calcutta Chamber of Commerce and Bengal Chamber of Commerce & Industry (BCCI). The delegation also visited industrial parks of West Bengal.

The delegation members called on Minister of Industry, Commerce and Enterprises and Chairman, West Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC). The delegation also called on Principal Secretary, Tourism Department, Government of West Bengal and Deputy Chairman, Kolkata Port Trust.

The delegation also interacted with Arup Roy, Minister in Charge, Department of Co-operation, Government of West Bengal and Sobhandeb Chattopadhyay, Minister in Charge, Department of Agriculture, Government of West Bengal. Andalib Elias, Deputy High Commissioner of Bangladesh in Kolkata also joined the delegation in the different programs.

**Delegation at a Glance and Executed Activities**

- 47-member delegation representing 15 sectors
- Engaged with four leading chambers in Kolkata and had about 350 B2B meetings
- Industry Interactive Meet organized by Calcutta Chamber of Commerce
- Seminar on "Exploring Trade & Investment Opportunities between Bangladesh and India" organized by Indian Chamber of Commerce (ICC)
- Industry Meet organized by Bengal Chamber of Commerce and Industry

- পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জির সাথে বৈঠক
- পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজম বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নন্দিনি চক্রবর্তীর সাথে বৈঠক
- পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাজিব সিনহার সাথে বৈঠক
- পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহির সাথে বৈঠক
- পশ্চিমবঙ্গের জেমস এন্ড জুয়েলারি পার্ক ও ফুড পার্ক পরিদর্শন

**কলকাতা সফরের আউটকাম**

**ভারতের বিনিয়োগ আকর্ষণ**

- ভারতের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের ঔষধ, পাদুকা, জ্বালানি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা প্রকৌশল শিল্প এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য সম্ভাবনাময় বলে উল্লেখ করা হয়।
- বাংলাদেশে ৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য দ্রুত প্রস্তুতের আহ্বান

**বাজারে প্রবেশাধিকার এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব সুদৃঢ়করণ**

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কম্প্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সেপা) স্বাক্ষরের উদ্যোগ তরান্বিতকরণ
- বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য যৌথভাবে বিভিন্ন শুল্ক ও অশুল্ক বাধা বিষয়ে কাজ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বার, আইসিসি, কলকাতা চেম্বার এবং বেঙ্গল চেম্বার, কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের সমন্বয়ে একটি ভার্চুয়াল সরকারি-বেসরকারি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা যেতে পারে
- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য বাধা দূরীকরণে সুযোগ, চ্যালেঞ্জ এবং দূর্বলতা খুঁজে বের করতে আইসিসি ও ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে একটি গবেষণা পরিচালনা করতে পারে

**অবকাঠামো এবং পোর্ট**

- পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে দুই অঞ্চলের মধ্যে রেল যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি করতে পারলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আশাব্যঞ্জক স্থানে পৌঁছতে পারে
- সময় এবং লিড টাইম বাঁচাতে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চাইলে কলকাতা বন্দর ব্যবহার করতে পারে
- ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা মোংলা বন্দর ব্যবহার বাংলাদেশের সাথে ভারতের উত্তর পূর্ব অংশের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে
- কলকাতার উচ্চ পর্যায়ের সরকারি নীতিনির্ধারকগণ এবং কর্মকর্তারা দুপাশের স্থলবন্দরগুলোর আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন
- স্থলবন্দরগুলোর সমস্যা সহজেই সমাধানের জন্য কোনরকম নীতিগত হস্তক্ষেপ ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, আইসিসি এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে কাজ করতে পারে
- ডব্লিউবিআইডিসি ভারতীয় অংশে বেসরকারি ট্রাকের বিধি বহির্ভূত পার্কিং-এর বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করবে
- পশ্চিমবঙ্গ কিছু নির্ধারিত জায়গায় এবং বাংলাদেশ সীমান্তে সমন্বিত চেকপোস্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, মানুষের আসা-যাওয়া সহজ হয় ও স্থলবন্দরগুলোর ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকরী করা যায়।

- Called on Dr. Partha Chatterjee, Minister-In-Charge, Department of Industry, Commerce & Enterprises Government of West Bengal, India
- Called on Nandini Chakravorty, I.A.S, Principal Secretary, Tourism Department, Government of West Bengal, India
- Called on Rajiva Sinha, Chairman, West Bengal Industrial Development Corporation, India
- Called on Samrat Rahi, Deputy Chairman, Kolkata Port Trust, West Bengal
- Industry visit (Gems and Jewellery Park and Food Park III Sankrail)

**Outcome of the Visit: Dhaka Chamber Business Delegation to Kolkata, India:**

**Attracting Investment from India**

- Sensitizing Indian entrepreneurs to invest in the EZs of Bangladesh that are already completed for operations. Pharmaceuticals, footwear, energy, food processing, light engineering and ICT are some of the areas where Indian investors can tap the opportunities in Bangladesh.
- Expediting the development process of three Special Economic Zones (SEZs) for Indian investors in Bangladesh.

**Promoting better Market Access and Strengthening Economic Partnership**

- Expediting the initiative of signing Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Bangladesh.
- Joint collaboration on different tariff and non-tariff issues for better trade facilitation. In this connection, virtual public-private collaboration platform engaging Dhaka Chamber, ICC, Calcutta Chamber and Bengal Chamber in collaboration with the Deputy High Commission of Bangladesh in Kolkata and the High Commission of India in Dhaka may be formed.
- ICC and Dhaka Chamber will initiate a joint study to identify opportunities, challenges and weaknesses in the existing operation of trade and commerce between India and Bangladesh.

**Infrastructure and Port**

- Improving the transportation system, specifically more railway accessibility to boost bilateral trade to the expected level
- Bangladesh can use Kolkata port as port of call while exporting and importing in order to reduce cost and lead time.
- Better utilization of Mongla port by the Indian businesses to improve the trade between Bangladesh and North Eastern States of India
- Greater importance by the high-level Government officials and policy makers of Kolkata to modernize the land ports of two sides.
- West Bengal Industrial Development Corporation, ICC and Dhaka Chamber may work together to identify and solve the problems in the land ports which can be solved easily without policy intervention.
- West Bengal Industrial Development Corporation will take initiative to solve the problem of informal non-government truck parking in the land ports of Indian side
- West Bengal is in the process for establishing integrated check-posts at the selected checkpoints and land borders with Bangladesh for efficient management of land ports and facilitating cross-border trade and movement of people.

**বিমান যোগাযোগ**

- বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে নতুন নতুন বিমান চলাচল রুট চালু করা
- কলকাতার পর্যটন বিভাগ ঢাকা থেকে আগরতলা পর্যন্ত বিমান যোগাযোগ চালুর প্রস্তাব করেছে
- ঢাকা থেকে ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে যেহেতু যাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে

**খাতভিত্তিক সহযোগিতা**

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি এবং ফিনটেক খাতে নতুন সুযোগ খুঁজে বের করতে প্রয়োজন যৌথ সহযোগিতা
- বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরো বাড়াতে দু'দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে
- পরিবেশ বান্ধব পণ্য বিশেষ করে পাট পণ্যকে প্রচার করতে যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন

**পর্যটন**

- দুই দেশের ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে চা ভিত্তিক পর্যটন, হেরিটেজ, সংস্কৃতি, খাদ্য, স্বাস্থ্য পর্যটনকে প্রচার করা
- সার্কিট ট্যুরিজমকে জনপ্রিয় করে তুলতে কলকাতার ট্যুরিজম বিভাগ বাংলাদেশের ট্যুরিজম কর্পোরেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে
- কলকাতার ট্যুরিজম বিভাগ আইসিসি'র সাথে যৌথভাবে ভারত ও বাংলাদেশে কনফারেন্সের আয়োজন করবে

**দক্ষতা উন্নয়ন**

- দুই দেশের মধ্যকার শিল্প ও একাডেমিয়ার সংযোগ
- শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলোর যৌথ উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী বিনিময় এবং ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চালু করা
- বাংলাদেশে প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ
- বাংলাদেশি পাট পণ্যের জন্য বৃহৎ বাজার সুবিধা সন্ধান যদিও টেক্সটাইল খাতেও রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা

**ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ**

- কলকাতার পর্যটন বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদান, পুরাতন পাসপোর্ট বহন এবং অনলাইনে টাকা প্রদানের সীমা বৃদ্ধি বিষয়ে একসাথে কাজ করবে

**বিটুবি নেটওয়ার্কিং সেশনের আয়োজন**

- এই সফরে প্রায় ৩৫০টির ও বেশি বিটুবি নেটওয়ার্কিং হয়েছে

**তুরস্কের ইস্তানবুলে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল**

তুরস্ক দুইটি প্রধান উপমহাদেশ এশিয়া এবং ইউরোপের সংযোগস্থল হিসেবে এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ব্যাপকহারে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহাল রেখে আসছে। বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সুযোগে কাজে লাগাতে ঢাকা চেম্বার ৮৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তুরস্কের ইস্তানবুলে প্রেরণ করেছে।

**Air Connectivity**

- Introducing new air routes between Bangladesh and India.
- Tourism department of Kolkata undercrossed air connectivity between Dhaka and Agartala.
- Increasing number of air flights in line with growing passenger number.

**Sectoral Collaboration**

- Joint collaboration for exploring opportunities in the healthcare, education, skill development, IT and Fin-tech industry.
- Fostering greater connectivity and participation of SMEs of two countries to promote commercial connections.
- Joint collaboration to promote eco-friendly products especially jute products.

**Tourism**

- Promoting tea tourism, heritage, cultural, food and health tourism under win-win business framework engaging tour operators of both countries.
- Department of Tourism of Kolkata showed interest to sign MoU with counterpart in Bangladesh to promote tourism sector and introduce circuit tourism.
- Department of Tourism of Kolkata in collaboration with ICC showed interest to organize joint event/conference in India and Bangladesh.

**Skill Development**

- Cross country industry and academia linkage
- Collaboration between universities and colleges of Bangladesh and India to link the education sector of both countries
- Arrangement of cross-institutions student exchange and internship program
- Collaboration and skill development to support the engineering industry in Bangladesh
- Identified greater market for Bangladeshi finished jute products in India whereas textile sector has huge potential.

**Simplification of Visa Procedure**

- Ministry of Tourism and Ministry of Foreign Affairs of Kolkata will work together to ease the visa procedure focusing on multiple entry for all categories of VISA, withdraw the provision of carrying old passports and ease online payment increasing limit.

**B2B Networking Meetings**

- Members of the delegation took part in more than 350 B2B networking meetings.

**Dhaka Chamber Business Delegation to Istanbul, Turkiye**

Turkiye, as a gateway to two major continents, Asia and Europe maintains comprehensive bilateral economic relation with emerging economy of Asia. The bilateral relation between Turkiye and Bangladesh holds great promises for the future integration. Prioritizing economic opportunities between Bangladesh and Turkiye in various dimensions, DCCI organized and led 86-member business delegation to Istanbul, Turkiye.

**এক নজরে প্রতিনিধিদলের বিভিন্ন কার্যক্রম**

- ৮৬ সদস্যের দলটি মোট ২১টি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করেছে
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চেম্বার ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্সের সাথে এবং তুরস্কের বিদেশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক বোর্ড (ডেইক) আয়োজিত তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলে অংশগ্রহণ
- বিজনেস ফোরামগুলোতে প্রায় ৮৫০টিরও বেশি বিটুবি অনুষ্ঠিত
- ৪টি শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন
- তুরস্কের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

সফরকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদল ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্স এবং ডেইক আয়োজিত তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল সহ বেশ কয়েকটি সভায় অংশগ্রহণ করে। গেদিক হোল্ডিংস লিঃ ইনকর্পোরেশন, আনাদুলু ইসুজু, অটোমোটিভ সাব-কন্ট্রাকটিং স্পেশালাইজড অর্গানাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন এবং গেবজে কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি জোন এ অবস্থিত শিল্পঞ্চলে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এছাড়াও দলটি রাহমি কোচ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে আমার সাথে তুরস্কের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী ড. মেহমেত মুস, ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং গেদিক হোল্ডিংস এর চেয়ারম্যান হুলিয়া গেদিক এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি প্রতিনিধিদলের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

**সফরের আউটকাম**

**বিনিয়োগ আকর্ষণ**

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে, হাই-টেক পার্কে, ঔষধ, পাদুকা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেক্ট্রনিকস, অটোমোটিভ, পাট, হালকা শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তুরস্কের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানানো হয়
- তুরস্কের বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তির আদান প্রদান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে
- তুরস্কের বিনিয়োগ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে বিদ্যমান তবে আরো বেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে আসতে চায়। বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আদান প্রদান, যৌথভাবে মেলার আয়োজন এবং খাতভিত্তিক বাণিজ্যিক আলোচনা আয়োজনের মাধ্যমে দু'দেশের বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে

**বাজার সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচার**

- দু'দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে
- বাণিজ্য সম্প্রসারণে শুল্ক ও অশুল্ক বাঁধার বিষয়ে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ। এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বার ও ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা যেতে পারে
- বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈরি পোষাক ও সিরামিক রপ্তানির ক্ষেতে বিদ্যমান শুল্ক কমানোর আহ্বান জানানো হয়
- তুরস্ক হয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার (মেনা) দেশসমূহে এবং ইউরোপে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির বিষয়ে তুরস্কের সহযোগিতা প্রত্যাশা

### Delegation at a Glance and Executed Activities

- 86-member delegation representing more than 21 sectors
- Engaged with second largest Chamber of the World–the Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) and Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DEİK)/Turkiye- Bangladesh Business Council
- Took part in more than 850 B2B meetings and Turkiye-Bangladesh Business Forum
- Arranged four Industry visits
- Call on Trade and Commerce Minister of Turkiye

During the visit, Dhaka Chamber delegation joined in several interactive business meetings with Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DEİK)/ Turkiye- Bangladesh Business Council. The delegation also visited several industrial parks including Gedik Holding Ltd. Inc., Anadolu Isuzu, Automotive Subcontracting Specialized Organized Industrial Zone (TOSB) and Gebze Chemical Industry zone. The delegation also visited the Rahmi M. Koc Museum.

As the leader of the delegation I have met Dr. Mehmet MUS, Trade and Commerce Minister of the Republic of Turkiye, President of the Istanbul Chamber of Commerce and Hülya GEDİK, Gedik Holdings, Chairman of the Board of the Gedik University. Mosud Mannan, ndc, Ambassador of Bangladesh in Ankara, Turkiye also joined us in various meetings.

### Outcome of the Visit

The outcomes of the visit are noted below:

### Attracting Investment

- Encouraging Turkish entrepreneurs to invest in the EZs, Hi-tech Parks of Bangladesh. Pharmaceuticals, Footwear, Food-processing, Electronics, Automotive, Jute, Light engineering and ICT are some of the areas where Turkish investors can tap the investment opportunities in Bangladesh
- Knowledge sharing, technology transfer and research can be important avenues for Turkish investment in Bangladesh
- Turkish entrepreneurs are already operational in Bangladesh and others are very keen to explore these possibilities further. The bilateral trade between these two countries can be increased through exchange of business delegations, exhibitions and sector specific business dialogues

### Promoting better Market Access and Trade growth

- Expediting the initiative of signing FTA between two countries
- Joint collaboration on different tariff and non-tariff issues for better trade facilitation. In this connection, virtual public-private collaboration platform engaging DCCI and ICOC were underscored
- Reduction of existing tariff on Ceramics and RMG for export growth of these Bangladeshi made products to Turkiye
- Turkiye can allow access to MENA countries and other countries in Europe for export from Bangladesh

**দক্ষতা উন্নয়ন**

- গেদিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে কাজে আসবে। গেদিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের আরো বেশি হারে স্কলারশিপ প্রদান করবে।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প ও একাডেমির মধ্যকার দূরত্বকে কমিয়ে আনার বিষয়টিকে ঢাকা চেম্বার অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।
- বাংলাদেশে রয়েছে অনেক ভাল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট, প্রায় ৬৫% কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে আমাদের। খাতভিত্তিক দক্ষতা পরিবৃত্তি আমাদের এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে।

**বিটুবি নেটওয়ার্কিং সভা**

- প্রায় ৮৫০টি বিটুবি নেটওয়ার্কিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

**পৃষ্ঠপোষকতা কর্মসূচির অধীনে আন্তর্জাতিক বায়ার সেলার মিটে ঢাকা চেম্বারের সদস্য কোম্পানিসমূহের অংশগ্রহণ**

উপরোল্লিখিত দুইটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ ছাড়াও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায়, বায়ার-সেলার মিটে (স্পনসর্ড ইভেন্ট) প্রেরণ করে থাকে।

- আসামের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত "দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট বায়ার সেলারস মিট ২০২২"-এ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় গত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে এই আয়োজনটি করে। প্রতিনিধিদলের সকল খরচ আয়োজকদের পক্ষ থেকে বহন করা হয়।
- কলকাতায় ২৪-২৫ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জুটেক্সপো ২০২২' এ ডিসিসিআই'র চারটি সদস্য কোম্পানিকে প্রেরণ করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের সকল ব্যয় বহন করা হয়।
- তুরস্ক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্পন্সরে বায়ার্স মিশল ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে দুই জন সদস্যের অংশগ্রহণ।
- ভারতের কলকাতায় ৪-৫ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'টেক্সটাইল বায়ার সেলার মিট'-এর বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে দুইটি সদস্য কোম্পানি অংশগ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের সকল ব্যয়ভার বহন করা হয়।

**অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং ঢাকা চেম্বারের সাথে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংযোগ**

ডিসিসিআই'র অফিস বিয়ারার্স ও পরিচালনা পর্ষদ এ বছর সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশন প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সকল সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বাঁধা খুঁজে বের করাসহ, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা সন্ধান করা, বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করা, এলডিসি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ, যৌথ গবেষণা পরিচালনা, বিজনেস টু বিজনেস কানেক্টিভিটি এবং আন্তর্জাতিক সংযোগের উপকারীতা ভোগ করা।

### Skills and Development

- The Cooperation Agreement between Gedik University, Istanbul and DCCI opens up the scopes of industrial and business research cooperation and training for various skills development avenues. Gedik University, Istanbul will increase number of scholarship for potential Bangladeshi students keen to study in this university
- Dhaka Chamber prioritizes bridging the gap between industry and academia connecting local and global knowledge for striving business development
- Bangladesh has a good demographic dividend with 65% working-age people. Sectoral skills transfer can help much to utilize our demographic dividend

### B2B Networking Meetings

- Took part in more than 850 B2B networking meetings

### Participation of Dhaka Chamber member companies in the International Buyer-Seller Meet under sponsorship program

In addition to organizing aforesaid two game-changing delegation to uphold the image of the Dhaka Chamber in the international arena, we facilitated participation of eligible Dhaka chamber member companies in the international fairs and buyer-seller meet under sponsorship program (complementary round trip air ticket, hotel and local transport) provided by the organizers in India and Türkiye respectively.

- Organized an 11-member Business delegation of Dhaka Chamber to participate in the '2nd NORTH-EAST BUYER SELLERS MEET 2022' in Guwahati, Assam, India under sponsorship program. Indian Chamber of Commerce (ICC), India in association with the Ministry of External Affairs, Government of India organized the aforementioned buyer seller meet on 28th July, 2022. The organizer borne the cost of travel expenses, accommodation and local transport for the participants of Dhaka Chamber.
- Facilitated four member companies of DCCI to participate in the 'Reverse Buyer Seller Meet titled JUTEXPO 2022' in Kolkata, West Bengal, India during 24th – 25th March 2022. The organizer-Jute Products Development and Export Promotion Council (JPDEPC), India provided airfare and accommodation to the participants of Dhaka Chamber.
- Facilitated two members of DCCI to join the Buyers Mission in Turkey under sponsorship program (accommodation and local transport), provided by the he Government of Türkiye.
- Facilitated to two member companies of DCCI to participate in an exclusive B2B Matchmaking Program titled "Textile Buyer Seller Meet" during 4th to 5th November 2022 in Kolkata, India. Indian Chamber of Commerce (ICC), India in association with the Ministry of Commerce, Government of India organized the event. The organizer provided complementary round trip air ticket and hotel to the participants of Dhaka Chamber.

### Economic diplomacy and integrating Dhaka Chamber with regional and global actors

President of DCCI conducted meeting with Ministers and Government officials of different countries along with High Commissioners and Ambassadors of different Foreign Diplomatic Missions in Bangladesh as well as Bangladesh Missions abroad. The objectives of the meetings were to address trade barriers, prioritize the area of actions to explore bilateral trade and investment opportunities, improve the brand image of Bangladesh, strengthen economic cooperation in the wake of smoother transition to LDC graduation of Bangladesh, address the post LDC challenges, promote joint research, strengthen business to business connectivity and reap the grater benefit of global integration.

**গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈঠকের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

### কসোভোর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি'র সাথে সাক্ষাৎ

কসোভোর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি'র সাথে ঢাকা চেম্বারের সাক্ষাৎ ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সাক্ষাৎ হয়। সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্ভাবনা অন্বেষণ, নতুন বাজার সম্প্রসারণ, দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর, বাংলাদেশী পণ্য কসোভোর উপর দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রে, যেমন: আলবেনিয়া, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোবিনা, মন্টিনিগ্রো, নর্থ মেসিডোনিয়া এবং সার্বিয়াসহ ইউরোপে রপ্তানি সুবিধা প্রদান, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ তথ্য-প্রযুক্তি পেশাদার ও দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও সভায় এসএমই খাতের প্রচার, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ, ঢাকা থেকে কসোভোর ভিসা সেবা প্রদান, বাণিজ্য প্রসারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

### পাকিস্তানের বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব আহসান আলী মাঙ্গি এর সাথে বৈঠক

পাকিস্তানের বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব আহসান আলী মাঙ্গির সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেশ কিছু বিষয় যেমন: দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ, শুল্ক ও অশুল্ক বাঁধা, বাংলাদেশে বিনিয়োগ নীতিমালা সংক্রান্ত ইকোসিস্টেম এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ঢাকা-করাচি এবং লাহোরের মধ্যে সরাসরি কার্গো ফ্লাইট চালু করা, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড রপ্তানিতে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ, মান ও কনফরমিটি যাচাই এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, বাংলাদেশ পাকিস্তানের মধ্যকার যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের পুনঃস্থাপন পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ করে আইটি খাত, প্রকৌশল যন্ত্র, অটোমোবাইল এবং বাণিজ্যিক গাড়ি এবং নির্মাণ সামগ্রী (মার্বেল) ইত্যাদি খাত নিয়ে আলোচনা করা হয়।

### যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ দূত রুশানারা আলী, এমপি'র সাথে বৈঠক

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ দূত রুশানারা আলী, এমপি'র সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক গত ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্যকে কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিনিয়োগ, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে দু'দেশের উদ্যোক্তাদের একসাথে কাজ করার সম্ভাবনার উপর আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের সবুজ শিল্পায়ন বিশেষ করে তৈরি পোষাক খাতে সবুজ শিল্প-কারখানা, চামড়া ও পাদুকা, আইসিটি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

### বাংলাদেশ নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর শাভোসি এর সাথে সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর শাভোসি এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ১১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার বাণিজ্য প্রসারকে আরো শক্তিশালী করা, ডি-৮ এর মধ্যকার পিটিএসমূহকে এফটিএ-তে রূপান্তর, বেসরকারিখাতের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবসায়ী ফোরাম গঠন, বাংলাদেশের সাথে ইরানের ন্যানো প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি শেয়ার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি নির্ধারণ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের আদান প্রদান, কৃষিখাতে সহযোগিতা, ভার্চুয়ালি বিটুবি ম্যাচ-মেকিং এর আয়োজন, ঢাকা চেম্বার ও তেহরান চেম্বারের মাঝে সংযোগ স্থাপনসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

### বাংলাদেশ ও ভারতে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলি এর সাথে বৈঠক

বাংলাদেশ ও ভারতে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলি-এর সাথে বৈঠক ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নাইজেরিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়। দুই দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনে চেম্বার টু চেম্বার, জিটুজি সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও ঔষধ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, যন্ত্রাংশ, তৈরি পোষাক, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে একযোগে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। বিটুবি সভা আয়োজন, পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহে (ইসিওডব্লিওএএস),

**Some of the key meetings are noted below:**

### Meeting with Kreshnik Ahmeti, Deputy Foreign Minister of the Republic of Kosovo

The meeting between Kreshnik Ahmeti, Deputy Foreign Minister of the Republic of Kosovo and Dhaka Chamber was held on 10th October 2022. The meeting discussed to explore bilateral commercial opportunities, expand trade basket, agreement on Double Taxation Avoidance Treaty, bilateral free trade agreement (FTA), transshipment of Bangladeshi products through Kosovo to its neighboring markets such as Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia including EU (after LDC graduation), hire IT professionals and skilled construction workers of Bangladesh for economic reconstruction of Kosovo, SME promotion, engagement of private sector in the joint economic commission, Kosovo visa services from Dhaka, cultural engagement for trade promotion and investment in industrial sectors.

### Meeting with Ahsan Ali Mangi, Secretary, Trade Development Authority of Pakistan

The meeting between Ahsan Ali Mangi, Secretary, Trade Development Authority of Pakistan and Dhaka Chamber was held on 18th October 2022. The meeting discussed about diverse issues encompassing bilateral trade, commerce, investment, tariff and non-tariff issues, investment policy eco-system of Bangladesh and future trade potentialities between Bangladesh and Pakistan. The meeting also discussed about the necessity to establish direct flights including cargo flights from Dhaka to Karachi and Lahore; removing antidumping duty on Hydrogen Peroxide export from Bangladesh; mutual recognition of the standards and conformity assessment; re-establishment of the Joint Economic Commission between Pakistan and Bangladesh and extending mutual cooperation especially focusing on IT, engineering products, automobile & commercial vehicles and construction material (marble).

### Meeting with Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy

The meeting between Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy and Dhaka Chamber was held on 29th March 2022. The meeting discussed about way forward for expansion of bilateral economic relations encompassing trade, investment, industry, healthcare and education sectors. The meeting also underscored to expand trade and investment cooperation particularly focusing on green RMG industry, leather & Footwear, ICT and renewable energy sectors of Bangladesh.

### Meeting with Mansour Chavoshi, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bangladesh

The meeting between Mansour Chavoshi, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bangladesh and Dhaka Chamber was held on 11th October 2022. The meeting discussed on boosting intra D-8 trade and promoting stronger cooperation to transform D8 PTA into D8 FTA, forming Joint Business Forum engaging private sector, sharing the experience of Iran's Nano technology, medical sciences and biotechnology, finding credible & acceptable mechanism regarding mode of international trade payment settlement, arranging reciprocal business delegation promoting cooperation in agriculture sector, virtual B2B meetings, strengthening connectivity between Dhaka Chamber & Tehran Chamber and connecting SMEs of both countries.

### Meeting with Ahmed Sule, High Commissioner of Nigeria in India and Designate to Bangladesh

The meeting between High Commission of Nigeria to Bangladesh and Dhaka Chamber was held on 25th July 2022. In the meeting, Ahmed Sule, High Commissioner of Nigeria proposed to establish Nigeria Bangladesh Business Council (NBBC) to benefit mutually both countries in trade and investment. The meeting also stressed on connecting SMEs of two countries through chamber to chamber and government to government collaboration; forging collaboration on pharmaceuticals, energy, power, parts, garments, health and education

গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি এ্যাক্ট (এজিওএ) এবং আফ্রিকান কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এরিয়া (আফসিএফটিএ)-তে বাংলাদেশের রপ্তানি সুবিধার বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়।

### বাংলাদেশ নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত এলান এল ডেনিয়েগা এর সাথে বৈঠক

বাংলাদেশ নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত এলান এল ডেনিয়েগা এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ১১ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্ভাব্য খাতে দুদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। আইটি, আইটিইএস, ফিনটেক, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া, পাদুকা, প্লাস্টিক পণ্য, এফএমসিজি, রিটেইল এবং ঔষধ শিল্পে যৌথ সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সরাসরি বিমান চলাচল, একক দেশীয় মেলা আয়োজন এবং ভার্চুয়াল বিটুবি আয়োজনের আহ্বান জানানো হয়।

### বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত প্রফেসর সুদর্শন ডিএস সেনেভিরাত্নে এর সাথে বৈঠক

বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত প্রফেসর সুদর্শন ডিএস সেনেভিরাত্নে এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বৃহৎ আকারে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের বিষয়ে, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, এফটিএ স্বাক্ষর, সেবা বাণিজ্য বৃদ্ধিতে যৌথ উদ্যোগ, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বিশেষ করে শিপিং, পর্যটন, শিক্ষা খাতে, সমুদ্র অর্থনীতিতে সরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা, বিলাসবহুল ক্রুজ সার্ভিস চালু করা, স্বাস্থ্য ও পিলগ্রিম ট্যুরিজমের বিষয়ে বিষদ আলোচনা হয়। তিনি বাংলাদেশকে শ্রীলংকার সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান।

### বাংলাদেশ নিযুক্ত রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত মিস জেকলিন মুকাঙ্গিরার সাথে বৈঠক

বাংলাদেশ নিযুক্ত রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত মিস জেকলিন মুকাঙ্গিরার সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূত বলেন যে, বাংলাদেশ ইস্ট আফ্রিকান কমিউনিটি (ইএসি) এবং কমন মার্কেট ফর ইস্টার্ন এন্ড সাউদার্ন আফ্রিকা (কোমেসা)-এর আওতায় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকতর সংযোগ, ব্যবসায়িক আলোচনার আয়োজন, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের আদান-প্রদান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির আহ্বান সভায় গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশী পাট, পাট পণ্য, নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্রের জন্য রুয়ান্ডা একটি সম্ভাবনাময় বাজার। উপরন্তু, রুয়ান্ডাতে বাংলাদেশীদের জন্য ডাক্তার, নার্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, কৃষিবিদ, গবেষক এবং দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের ভাল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের বিএসটিআই ও রুয়ান্ডার ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ড (আরবিএস)-এর মধ্যে একটি সমঝোতামূলক চুক্তি থাকতে পারে যাতে করে উভয় পক্ষই একে অপরের মান সনদ গ্রহণ করতে পারে।

### নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত আসেইন ইসায়েভের সাথে বৈঠক

নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত আসেইন ইসায়েভের সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কিভাবে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো প্রসার করা যায় সে ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়। সিআইএস ভুক্ত দেশসমূহ এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিরগিজস্তান একটি গেটওয়ে হিসেবে কাজে লাগতে পারে। সেখানে পর্যটন, শিক্ষা, সুতা এবং জুয়েলারি খাতে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ইসলামিক হেরিটেজ, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সংযোগ স্থাপনে অনেক কাজে আসতে পারে। বাংলাদেশ ও কিরগিজস্তানের ব্যবসায়ীরা যৌথ উদ্যোগে স্পিনিং মিল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারে কেননা এ খাতে উভয় দেশেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশী স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ কিরগিজস্তান থেকে প্রতিযোগী বাজার মূল্যে স্বর্ণ আমদানি করতে পারেন।

sectors; organizing virtual B2B meetings and Charting possibilities of Bangladesh to leverage the benefit of Economic Community of West African States (ECOWAS), Growth and Opportunity Act (AGOA) and African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

### Meeting with Alan L. Deniega, Ambassador of the Philippines in Bangladesh

The meeting between Embassy of the Philippines in Bangladesh and Dhaka Chamber was held on 11th May 2022. The meeting discussed about potential areas for expanding bilateral commercial relations Between Bangladesh and the Philippines encompassing industrial collaboration focusing on IT & ITES, Fintech, Agro & Food Processing, Leather & Footwear, Plastic Products, FMCG & Retail, and Pharmaceuticals; initiative to sign FTA; direct air link between two countries; single country exhibition and Virtual B2B matchmaking.

### Meeting with Prof. Sudharshan D.S. Seneviratne, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Bangladesh

The meeting between High Commission of Sri Lanka in Bangladesh and Dhaka Chamber was held on 5th April 2022. The meeting discussed about importance of broaden economic partnership, expansion of trade basket, expediting signing of Free Trade Agreement (FTA), undertaking collaborative activities and cooperation to expand service trade opportunities, bilateral investment cooperation focusing on shipping, tourism and education, forging G2G level cooperation in blue economy, cooperation in the luxury cruise, health & wellness tourism and pilgrim tourism and using Sri Lankan port to cut lead time while exporting from Bangladesh.

### Meeting with Jacqueline Mukangira, High Commissioner of Rwanda to Bangladesh

The meeting between High Commissioner of Rwanda to Bangladesh and Dhaka Chamber was held on 27th March 2022. The meeting discussed that Bangladesh can explore opportunities and forge collaboration with Rwanda in order to access other promising markets in the African continent under the framework of East African Community (EAC) and Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). The meeting underscored increasing business to business connectivity, frequent exchange of meetings, B2B interaction, exchange of delegations for bilateral trade expansion between Bangladesh and Rwanda. It was discussed in the meeting that Rwanda is a promising market for Bangladeshi made jute goods, construction materials and furniture. Moreover, Bangladesh may explore job opportunities for skilled workforce like doctor, nurse, civil engineer, architecture, agriculture scientist/researcher and skilled construction workforce in Rwanda. The meeting also underscored collaboration between Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) and Rwanda Bureau of Standards (RBS) for mutual acceptance of standardization certificates.

### Meeting with Asein Isaev, Ambassador of Kyrgyzstan to India

The meeting between Kyrgyzstan Embassy in New Delhi and Dhaka Chamber was held on 23rd March 2022. The meeting discussed to identify issues and measures to expand our bilateral trade; possibility to use Kyrgyzstan as a gateway to penetrate in the CIS countries and Central Asian region; explore commercial opportunities in tourism, education, cotton and Jewellery sector and frame double taxation avoidance agreement to stimulate trade and encourage investment. The meeting also discussed to connect Islamic heritage, culture and food to boost bilateral cooperation. Kyrgyzstan Embassy proposed to forge joint venture to set-up spinning mills as both countries have common skills in this sector. Moreover, Bangladeshi gold traders can import gold from Kyrgyzstan at a competitive price.

### ফ্ল্যান্ডার্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড (বেলজিয়াম)-এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বেবেটে ডেসফোসেজ এর সাথে বৈঠক

ফ্ল্যান্ডার্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড (বেলজিয়াম)-এর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বেবেটে ডেসফোসেজ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ১৬ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহযোগিতার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের মাঝে সংযোগ স্থাপন, দ্বিপাক্ষিক রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ এবং সম্ভাবনাময় পণ্য খুঁজে বের করা এবং দুদেশের ব্যবসায়ীদের মাঝে বিটুবি ম্যাচ-মেকিং এর আয়োজনের আহ্বান জানানো হয়।

### মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম এর সাথে বৈঠক

মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মেক্সিকোর বাজারে কি করে বাংলাদেশের বহুমুখী পণ্য সহজে রপ্তানি করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং মেক্সিকোর মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষর, মেক্সিকোর মিডিয়াতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্র্যান্ডিং-এর সুযোগ, দক্ষ মানব সম্পদ প্রেরণ, দক্ষ পেশাজীবি প্রেরণ, মেক্সিকান বিজনেস কাউন্সিল ফর ফরেইন ট্রেড (সিওএমসিই) দ্বারা ভার্চুয়াল বিজনেস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, মেক্সিকান ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশি সুপার মার্কেট, পাটের ব্যাগ প্রস্তুতকারক এবং ডিউটি-ফ্রি শপের উদ্যোক্তাবৃন্দের একটি সংযোগ করার সুপারিশ করা হয়।

### তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি এর সাথে বৈঠক

তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তুরস্কের ইস্তানবুলে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা ও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকর্ষনের বিভিন্ন সম্ভাবনার দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়।

### ভিয়েতনাম বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক

৩১ সদস্য বিশিষ্ট ভিয়েতনামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারে ২৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এক বাণিজ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্বে ছিলেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডু কুয়োক হাং। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত পাম ভিয়েট চিয়েন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ২৭টি ভিয়েতনামের কোম্পানি এই প্রতিনিধদলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাণিজ্য আলোচনা শেষে ডিসিসিআই'র প্রায় ১০০টি কোম্পানির সাথে ভিয়েতনামের কোম্পানিগুলোর প্রায় ৭০টি বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত হয়।

### কেনিয়া থেকে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক

কেনিয়ার দ্বিপাক্ষিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মোয়ী লেমোশিরার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কেনিয়া বাংলাদেশের সাথে ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ককে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্কে রূপদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোষাক এবং টেক্সটাইল পণ্য আমদানি করতে ইচ্ছুক। সভায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীল এবং সেবা খাতে প্রাযুক্তিক জ্ঞান আদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ থেকে দক্ষ মানবসম্পদ পাঠানো ও একটি যৌথ ট্রেড কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ থেকে কেনিয়াতে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বেশ সম্ভাবনা রয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। ঢাকা চেম্বার সেদেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সম্ভাবনা খুঁজে বের করা, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রপ্তানি ও ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করার উপর জোরারোপ করে।

### Meeting with Babette Desfossez, Trade & Investment Commissioner, Flanders Investment & Trade (Belgium)

The meeting between Flanders Investment & Trade (Belgium) and Dhaka Chamber was held on 16th May 2016. The meeting discussed to boost bilateral trade and investments through collaboration and different engagements, business to business connectivity, measures for diversifying bilateral trade basket and spotting potential products for mutual trade benefit and facilitation of targeted matchmaking connecting Belgium companies with credible Bangladeshi Companies.

### Meeting with Abida Islam, Ambassador of Bangladesh in Mexico

The meeting between Bangladesh Embassy in Mexico and Dhaka Chamber was held on 27th January 2022. The meeting discussions included identification of issues and measures to expand our diversified exportable products to Mexican market, FTA between Bangladesh and Mexico, branding economic opportunities of Bangladesh in Mexican Media, exploring market to export skilled manpower and professionals from Bangladesh, virtual business platform to be developed by Mexican Business Council for Foreign Trade (COMCE), introduction of Mexico- Bangladesh Business platform and establish connection of Mexican businesses who showed interest to set link with Bangladeshi Super market, import jute sack and set-up duty free shop.

### Meeting with Mosud Mannan, ndc, Ambassador of Bangladesh in Ankara, Türkiye

The meeting discussions included organizing Dhaka Chamber Business Delegation to Istanbul, expanding bilateral commercial interests and creating an enabling environment for bilateral FTA.

### Meeting with the Delegation from Vietnam

The meeting between delegation of Vietnam and Dhaka Chamber was held on 25th October 2022.The 31 members delegation of Vietnam was led by Do Quoc Hung, Deputy Director General, Ministry of Industry & Trade of Vietnam. Pham Viet Chien, Ambassador, Embassy of Viet Nam in Bangladesh also joined the delegation. The delegation also included 27 Vietnamese companies engaged in diverse sectors. Around 70 B2B matchmaking meetings, connecting Vietnamese companies with more than 100 DCCI member companies were also organized during the meeting.

### Meeting with High-Profile Delegation of Kenya

The meeting between high level delegation from Kenya and Dhaka Chamber was held on 25th July 2022. The delegation composed of 15 members, led by Ambassador Moi Lemoshira, Director General, Bilateral and Political Affairs of Kenya. The delegation of the Kenya showed interest to transform 50 years of diplomatic relations of two nations into trade relation and import RMG and textile from Bangladesh. The meeting also discussed to establish Joint Trade Committee to boost trade and investment, create partnership through migrating skilled human resources from Bangladesh to transfer technical know-how in manufacturing and service sector value chain process of Kenya, explore opportunities to export jute goods to Kenya. Dhaka Chamber also stressed on reaping the opportunity of leasing land and exploring the possibility of contract farming in Kenya, exporting marine engineers to Kenya and easing visa procedure.

### পাকিস্তানের এফপিসিসিআই থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক

পাকিস্তানের ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফপিসিসিআই) থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইরফান ইকবাল শেখ, সভাপতি, এফপিসিসিআই প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব প্রদান করেন। সভায় সার্কের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তানে বাংলাদেশের ঔষধ, তৈরি পোষাক, কৃষিপণ্য, টাইলস এবং সিরামিক রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। যৌথ উদ্যোগে আইটি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতামূলক জয়েন্ট ভেঞ্চারের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া ঢাকা থেকে করাচি ও লাহোরে সরাসরি বিমান চলাচলের প্রস্তাব করা হয়। এফপিসিসিআই পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে ভিসা প্রক্রিয়া আরো সহজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

### ইরাকের বাণিজ্য প্রতিনিধির সাথে বৈঠক

ইরাকের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক ১৮ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন নাজাফ চেম্বারের বিজনেস এডভাইজার হাসনাইন মহিউদ্দিন। সভায় ইরাকের ব্যবসায়ীদের মাঝে বাংলাদেশে ব্যবসা করার বিষয়ে আস্থার উন্নয়ন ঘটানো জরুরী বলে উল্লেখ করা হয়। সভা শেষে ইরাকের তিনটি কোম্পানির সাথে ঢাকা চেম্বারের তিনটি কোম্পানির বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পাট, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ঔষধ, নির্মাণ এবং পর্যটন শিল্প নিয়ে আলোচনা হয়।

### শ্রীলংকার ন্যাশনাল চেম্বার অব এক্সপোর্টার্স এর সাথে বৈঠক

শ্রীলংকার ন্যাশনাল চেম্বার অব এক্সপোর্টার্স-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বার ও ন্যাশনাল চেম্বার অব এক্সপোর্টার্স মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় করার উপর জোরারোপ করা হয়। উভয় পক্ষের যে যে খাতসমূহে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে সেই পণ্যগুলোর তালিকা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

### আরমেনিয়া চেম্বার অব কমার্সের সাথে সভা

আরমেনিয়া চেম্বার অব কমার্সের সাথে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়ন, বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার হিসেবে ইউরেশিয়ান ইকোনোমিক ইউনিয়নে প্রবেশের জন্য আরমেনিয়াকে গেইটওয়ে হিসেবে ব্যবহার, যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠন, নিয়মিত ব্যবসায়ী আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন, বিটুবি'র আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

### যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টিকো ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টিকো ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক ৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রপ্তানির ক্ষেত্রে লিড টাইম কমানো, লজিস্টিক খরচ কমিয়ে বন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে পোর্টিকো আন্তর্জাতিক বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন। পোর্টিকো বন্দরে বাংলাদেশ ফ্রি পোর্ট জোন স্থাপন করতে পারে মর্মে প্রস্তাব দেয়া হয়। উপরন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পোর্টিকো বন্দরকে ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

## Meeting with Business Delegation of Federation of Pakistan Chamber of Commerce & Industry (FPCCI)

The meeting between Business Delegation of Federation of Pakistan Chamber of Commerce & Industry (FPCCI) and Dhaka Chamber was held on 25th July 2022. Irfan Iqbal Sheikh, President, FPCCI, led the delegation of Pakistan. The meeting discussed promoting regional cooperation to speed up development and prosperity under framework of the SAARC and beyond. The delegation underscored to import medicines, apparel, agro-products, tiles and ceramics from Bangladesh. The meeting also discussed more collaboration on IT and Education sector through joint ventures, establishing direct flight including cargo flights from Dhaka to Karachi & Lahore. FPCCI also discussed to ease and simplify the visa issuance procedure to Pakistani businessmen who are keen to visit Bangladesh for business purpose.

## Meeting Business Delegation of Iraq

The meeting between Business Delegation of Iraq and Dhaka Chamber was held on 18th June 2022. The four members Delegation of Iraq was led by Hassanein Muhiddin, Business Advisor of Najaf Chamber. The meeting discussed that finished & non finished Jute products of Bangladesh have huge demand in Iraq. The meeting also discussed about building confidence of the Businessmen of Iraq to do business with Bangladesh. In the meeting, three B2B interactions was organized engaging three companies of Bangladesh. The B2B interactions covered Jute, Agro & Food processing, Pharmaceuticals, construction and tourism sectors.

## Meeting with National Chamber of Exporters, Sri Lanka

The virtual meeting between National Chamber of Exporters, Sri Lanka and Dhaka Chamber was held on 27th July 2022. The meeting discussions focused on enhancing bilateral trade and economic ties through the cooperation of Dhaka Chamber and National Chamber of Exporters of Sri Lanka. The meeting also discussed to exchange list of potential and interested businesses for B2B meetings.

## Virtual Meeting with Armenia Chamber of Commerce

The virtual meeting between Armenia Chamber of Commerce & Industry and Dhaka Chamber was held on 7th September 2022. The meeting discussed on finding ways to improve bilateral trade, using Armenia as a gateway to access Eurasian Economic Union (EAEU) for Bangladesh's export, forming Joint Business Council, organizing business dialogue and B2B interaction. Moreover, three companies from Bangladesh and three companies from Armenia also participated in the meeting representing Agro, food processing, leather, IT and tourism sectors. Three B2b interactions covering aforementioned sectors were also held during the meeting.

## Meeting with Portico International Port, UK

The meeting between USA's Portico International and Dhaka Chamber was held on 3rd November 2022. The meeting discussed about reducing lead time, logistics cost and improve trade facilitation environment of Bangladesh by establishing direct shipping connectivity between Chattogram Port and Portico International Port. The meeting also discussed that a Bangladesh Free Port Zone can be set-up in the Portico port. Moreover, the Portico port may use as transshipment port for Bangladesh to ship products to other European markets.

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চেম্বার প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঢাকা চেম্বারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ফরেইন ইকোনোমিক রিলেশনস্ বোর্ড অব তুর্কি (ডেইক)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ঢাকা চেম্বার এবং ইসলামাবাদ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ঢাকা চেম্বার এবং রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ঢাকা চেম্বার এবং আলবেনিয়ার তিরানা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ঢাকা চেম্বার এবং বঙ্গীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাউন্সিল (বিএবিসি)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত দেশভিত্তিক ওয়েবিনার/সেমিনার আয়োজন করা হয়ঃ

- বাংলাদেশ সাউথ কোরিয়া ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশনের সাথে ভার্চুয়াল ডায়লগের আয়োজন।
- "এক্সপ্লোরিং ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড রোমানিয়া" শিরোনামে সেমিনার আয়োজন।
- বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের উপর আলোচনা সভা।
- বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজনেস নেটওয়ার্কিং সভা আয়োজন।

ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের জন্য বৈশ্বিক বাজার সম্পৃক্ততা ও নতুন নতুন রপ্তানি বাজারের সন্ধানে ২০২২ সালে প্রায় ১২৭০টি বিটুবি সভার আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের কিছু আউটকাম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া বায়ার সেলার মিট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের ৫০টি কোম্পানিকে ইন্দোনেশিয়ার বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।
- ইতালির দূতাবাসের সাথে ৩৮টি সদস্য কোম্পানিকে সম্পৃক্ত করা হয়।
- আলজেরিয়ার বাজারের সাথে প্রায় ২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সদস্য কোম্পানিকে সম্পৃক্ত করা হয়।
- ১০টি কোম্পানিকে মেক্সিকোর বাজারের বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।
- শ্রীলংকার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে ১৫টি কোম্পানিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।
- এছাড়াও সদস্যদের মাঝে ২৩টিরও বেশি ব্যবসায়ীক সার্কুলার প্রেরণ করা হয়। এই সার্কুলার গুলোতে ব্যবসা, বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বায়ার সেলার মিট এবং আন্তর্জাতিক মেলার তথ্য ছিল।

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

২০২২ সালে কোভিড পরবর্তী সময়টি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আমরা আমাদের সদস্যদের প্রদানকৃত সেবাসমূহকে আরো ডায়নামিক, উন্নত ও শক্তিশালী করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্বেও আমরা ব্যবসায়ীদের দ্বারপ্রান্তে আমাদের সেবাসমূহকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। ডিজিটাল মেম্বারশীপ সেবার উপরও আমরা বেশ গুরুত্ব দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে আমরা চেম্বারকে একটি কাগজমুক্ত চেম্বারের রূপান্তরের প্রয়াস নিয়েছি। ডিসিসিআই দেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল চেম্বারে রূপান্তরে বদ্ধপরিকর।

In order to extend the bilateral cooperation, boost trade and investment and increase global connectivity, Trade Facilitation Department undertook initiative to expand the bilateral partnership with different international Chambers and organizations. In this connection, Memorandum of Understanding (MoU) was executed with the following international organizations along with revisiting the MoU with the exiting international partner organizations:

- MoU between Dhaka Chamber and Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DeiK), Türkiye.
- MoU between Dhaka Chamber and Islamabad Chamber of Commerce and Industry (ICCI), Pakistan.
- MoU between Dhaka Chamber and Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI), Pakistan.
- MoU between Dhaka Chamber and the Chamber of Commerce & Industry of Tirana, Albania.
- MoU between Dhaka Chamber and Bongiyo Antorjatik Banijyo Council (BABC), India.

Trade Facilitation Department was instrumental in organizing the following country specific webinar/seminar to promote bilateral trade and investment:

- Virtual Dialogue on Bangladesh-South Korea Trade and Investment Cooperation in the context of Post LDC Perspective.
- Seminar on Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania
- Trade & Investment Partnership between Bangladesh and UK.
- Bangladesh-Vietnam Business Networking Meeting.

In addition to exploring measures for global market integration and arranging more than 1270 B2B meetings during the year 2022, targeted initiatives were undertaken to enhance global market access of member companies of Dhaka Chamber. The outcome of the initiatives is noted below:

- Connected 50 member companies of Dhaka Chamber in the Indonesian market through BD-Indonesia Buyer-Seller meet
- Introduced 38 member companies of Dhaka Chamber to Italian Embassy for market connectivity
- Introduced 20 small and medium companies to Algerian market
- Introduced 10 companies to Mexican market
- Introduced 15 companies to connect with relevant partners in Sri Lanka
- Circulated more than 23 trade/business connectivity circulars to member companies of Dhaka Chamber. These circulars disseminated information about trade, investment, international buyer-seller meet, international exhibition held in different countries (USA, UAE, Türkiye, German, Italy, Egypt , Saudi Arabia, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia and Vietnam).

**Respected Members**

The aftermath of COVID-19 in 2022 was a challenging time. We have devoted our best efforts to dynamic, improve and strengthen our membership services. We have tried to bring our membership services to the doorsteps of more businessmen despite the various odds. We tried to put emphasis on the need for digital membership services. As part of this, we continue to evolve DCCI as the chamber transitions to a paperless office in 2022. DCCI is the pioneer chamber in the country in fulfilling its promise of becoming a digital chamber.

অনলাইন মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট, মেম্বারশিপ নবায়ন পাশবুক, নবায়ন, সার্টিফিকেট অব অরিজিন আমরা আমাদের সদস্যপদ সেবাকে পুরোপুরি ডিজিটাইজড করতে পেরেছি। বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই'র সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) সেবাটি প্রদান করা হচ্ছে। একইসাথে মেম্বারশিপ সেবার সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে স্থানীয় কিংবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠনসমূহ, ডিসিসিআই'র সদস্যগণ ব্যবসা করার অনুমতিপত্র, রেজিস্ট্রেশন, অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে অনলাইনে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন।

ডিসিসিআই'র সেবা ঢাকার সব জায়গায় পৌঁছে দিতে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারের পর "মোহাম্মদপুর সার্ভিস জোন" স্থাপন করেছে যাতে করে বর্তমান সেবাসমূহকে সদস্যদের মাঝে আরো দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হয়। মোহাম্মদপুর ও এর আশেপাশের এলাকার ব্যবসায়ীগণ ঢাকা চেম্বারের সেবা মতিঝিলে না এসেও এখন গ্রহণ করতে পারবেন। এ বছরই উত্তরাতে এ ধরণের আরেকটি সার্ভিস জোন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারের যাত্রার শুরু থেকেই এর আয় থেকে এর নিজস্ব ব্যয়ভার মিটিয়ে আসতে পারছে এবং ২০২২ সালও এর ব্যতিক্রম নয়। পাশাপাশি ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার ব্যবসায়ী সমাজে এক ধরনের আস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে।

### সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

এ পর্যায়ে আমি ২০২২ সালে ডিসিসিআই'র কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম এবং সাফল্যের উপর আলোকপাত করবো।

### ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ১৯৯৯ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ডিবিআই'র প্রধান লক্ষ্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, বিভিন্ন কর্পোরেটে কর্মরত এক্সিকিউটিভ, চাকুরি প্রত্যাশীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা আরো বেশি পেশাদারিত্বের সাথে, সফলতার সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও আন্তর্জাতিক বাজারের অপরিসীম সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

২০২২ সালে ডিবিআই অত্যন্ত সফলতার সাথে জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সহযোগিতায় সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সে পরিচালনা এবং পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। কোর্সটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়াও ২০২২ সালে মডিউল-১ (স্ট্রাটেজি অ্যান্ড প্ল্যানিং), ৩১তম ব্যাচ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২), ৩২তম ব্যাচ (জুন-আগস্ট ২০২২), ৩৩তম ব্যাচ (নভেম্বর ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩)। মডিউল-২ (সোসিং), ৩০তম ব্যাচ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) এবং ৩১তম ব্যাচ (নভেম্বর ২০২২- জানুয়ারি ২০২৩)। মডিউল-৩ (অপারেশন্স), ২৯তম ব্যাচ (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) এবং ৩০তম ব্যাচ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)। মডিউল-৪ (লজেস্টিক), ২৮তম ব্যাচ (এপ্রিল-জুন ২০২২), ২৯তম ব্যাচ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এবং ৩০ ব্যাচ (নভেম্বর ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩) সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালে সর্বমোট ১২৪ জন পরীক্ষার্থী পুরাতন এসসিএম মডিউলের ১৪৩টি মডিউলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ২০ জন পরীক্ষার্থী নতুন এসসিএম মডিউলের ২০ মডিউলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। আইটিসি'র নির্দেশিত নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমেই উল্লেখিত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আইটিসি নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

### পিজিডি ইন আইটিএম অ্যান্ড সিভিআইটিএম:

ডিবিআই অত্যন্ত সফলতার সাথে 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক পিজিডি কোর্সের ২টি কার্যক্রম ভার্চুয়ালি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে এবং কোর্সের ৫ম (অক্টোবর ২০২১-মার্চ ২০২২) ও ৭ম ব্যাচে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২২) যথাক্রমে ৪২ ও ৩০ প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন। এছাড়াও ডিবিআই আয়োজিত এই পিজিডি কোর্সের ৬ষ্ঠ ব্যাচ (জানুয়ারি-জুন ২০২২) এবং ৮ম ব্যাচে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২) যথাক্রমে ১৭ ও ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট অনলাইন ভিত্তিক 'কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক পিজিডি কোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং এ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচে (অক্টোবর ২০২১-মার্চ ২০২২) ও ৬ষ্ঠ ব্যাচে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২২)

We have fully digitized membership services including Online Membership Certificate, Membership Renewal Passbook, Membership Renewal and Certificate of Origin (CoO). Certificate of Origin is being issued as part of integration of DCCI's services with BIDA's One Stop Services (OSS). Alongwith this, the process of launching the membership service program continues. BIDA's One Stop Services (OSS) will greatly facilitate domestic foreign non-profit organizations and DCCI members to obtain business and investment permits, registrations and licenses from other government agencies to reduce their time and costs.

To ensure the service reach out of DCCI across the Dhaka, DCCI has launched "Mohammadpur Service Zone" after DCCI Gulshan Center to enhance and facilitate the existing service delivery range. Businessmen of Mohammadpur and adjoining areas can avail Dhaka Chamber services from nearby Mohammadpur Service Zone. Another such service zone in Uttara area will be launched soon in next year. It is worth mentioning that DCCI Gulshan centre has been operating with profit since inception and with no exception in 2022 generating massive confidence among the local business community on DCCI.

**Respected Members**

I would like to share some of the institutional activities and achievements of the DCCI executed in 2022.

**Activities of DCCI Business Institute (DBI)**

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established in 1999 by DCCI. The main objectives of DBI are to train and upgrade the attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them look forward to deal more successfully with the business world to face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

In 2022, DBI successfully conducted the Supply Chain Management (SCM) courses and examinations of the International Trade Centre (ITC), Geneva. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalized market at home and abroad, by effectively managing the supply chain.

During 2022, the batches of Module # 1 (Strategy & Planning) - 31$^{st}$ batch (January-March, 2022), 32$^{nd}$ batch (June-August, 2022), 33$^{rd}$ batch (November 2022-January, 2023). The batches of Module# 2 (Sourcing) - 30$^{th}$ batch (January-March, 2022) and 31$^{st}$ batch (November 2022-January, 2023). The batches of Module# 3 (Operations) - 29$^{th}$ batch (January-March, 2022) and 30$^{th}$ batch (July-Sept, 2022). The batches of Module# 4 (Logistics) - 28$^{th}$ batch (April-June, 2022), 29$^{th}$ batch (July-Sept, 2022) and 30$^{th}$ Batch (November 2022-January, 2023) were successfully started. A total of 124 examinees participated in 143 modules in old version SCM modules and 20 examinees participated in 20 modules in new version SCM modules in 2022. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

**PGD in ITM & CVITM:**

DBI has successfully organized two (2) online batches (5$^{th}$ Batch and 7$^{th}$ Batch) of PGD in 'International Trade (Import & Export) Management (ITM)' for the session October 2021-March 2022 and April-September 2022 with 42 & 30 participants respectively. DBI has also successfully organized one in-person batch (6$^{th}$ Batch) of the same PGD programme for January-June 2022 with 17 Participants. Another In-person batch (8$^{th}$ Batch) of PGD in ITM for the session July-December 2022 has been started successfully with 16 participants.

DBI has also successfully organized two (2) online batches (4$^{th}$ Batch and 6th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management (CVITM)' for the session October 2021-March 2022 and April-September 2022 with 37 & 331 participants respectively. DBI has successfully organized one in-person batch (5$^{th}$ Batch) of the

যথাক্রমে ৩৭ এবং ৩৩১জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এই কোর্সের ৫ম ব্যাচে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) এবং ৭ম ব্যাচে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২) যথাক্রমে ২৭ ও ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। পিজিডি কোর্সটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর সাথে ডিবিআই যৌথভাবে পরিচালনা করেছে।

২০২২ সালে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশাল ইউনিভার্সিটি-এর সাথে ডিবিআই যৌথভাবে অনলাইন ভিত্তিক 'ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলোজি (ফিন-টেক)' এবং 'বিজনেস ডাটা এ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং' বিষয়ক পিজিডি কোর্স পরিচালনা করে। 'ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলোজি' কোর্সের অধীনে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ব্যার্চের কোর্স কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কোর্সের ৩য় ব্যাচে (ডিসেম্বর ২০২১-ফেব্রুয়ারি ২০২২) ১৪ জন, ৪র্থ ব্যাচে (মার্চ-মে ২০২২) ৩৫ জন এবং ৫ম ব্যাচে (জুন-আগস্ট ২০২২) ১৫ জন প্রশিক্ষার্ণী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে পরিচালিত এ কোর্সের ৬ষ্ঠ ব্যাচে ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অপরদিকে, 'বিজনেস ডাটা এনালাইসিস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং' পিজিডি কোর্সের ১ম ব্যাচে (জুন-আগস্ট ২০২২) ৩৪ জন এবং সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে পরিচালিত ২য় ব্যাচে ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

দি ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর সাথে যৌথভাবে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) ৩ মাসব্যাপী অন-লাইন ভিত্তিক 'ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং' কোর্স পরিচালনা করেছে।

চলতি বছর ডিবিআই পরিচালিত ৫৪টি স্বল্পমেয়াদী কোর্স ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপে সর্বমোট ৫৭২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ডিবিআই পরিচালিত উক্ত কোর্স সমূহে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স কর্মক্ষেত্রে তাদের আচরণ, মানসিক সক্ষমতা ও দক্ষতা, জ্ঞান এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

**ডিবিআই কলেজের কার্যক্রম**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (কলেজ) চার বছর মেয়াদী প্রফেশনালস বিবিএ প্রোগ্রাম চালু করেছে এবং বর্তমানে ৫ম ব্যাচের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের যথাযথ দেখভালের কারণে অত্র কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের ধারাবাহিতকা অব্যাহত রেখেছে। কলেজেরে ১ম ব্যাচ হতে ৪র্থ পর্যন্ত প্রায় ৫০% শিক্ষার্থীববৃন্দ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পরীক্ষাসমূহে ৩.৫ সিজিপিএ এবং অনেকক্ষেত্রে তারচেয়ে বেশি অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, কলেজের ২য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মোঃ মামুনুর রশিদ ৮ম সেমিস্টারের পরীক্ষায় জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.৯৫ জিপিএ পেয়ে, সমগ্র বাংলাদেশে ১ম স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে ভালো করছে। ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ইনটার্নশীপ কর্মসূচির আওতায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, তারমধ্যে ৫জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টার্ন করেছে। অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'তে ইন্টার্ন করেছে। ২০২২ সালে পরিচালিত ১১ ব্যাচে আরো নতুন শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ডিবিআই কলেজের নবায়ন ২০২৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১১তম ব্যাচে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিবিআই কলেজে আরো উজ্জ্বল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

same PGD programme for January-June 2022 with 27 Participants. Another In-person batch (7th Batch) of PGD in CVITM for the session July-December 2022 has been started successfully with 36 participants. These PGD courses are organized jointly with American International University-Bangladesh (AIUB).

PGD in BC: DBI has also successfully organized two (2) online batches (3rd Batch and 4th Batch) of PGD in 'Business Communication (BC)' for the session January -June 2022 and July-December 2022 with 21 and 17 participants respectively. The turn up of participants in the PGD programmes in 2022 exhibits the popularity of these PGD programmes. This PGD courses are organized jointly with Bangladesh University of Professionals (BUP).

In 2022, DBI has been conducting 3 months-long online Certificate Courses on 'Financial Technology (FIN-TECH)' and 'Business Data Analysis & Financial Forecasting', jointly with Daffodil International University (DIU). During the year, DBI has successfully organized four (4) batches (2nd batch, 3rd batch, 4th batch & 5th batch) of the certificate course on Financial Technology (Fin-Tech). The third batch of Fin-Tech certificate course was held from December 2021 to February 2022 with 14 participants, the fourth batch of this certificate course was held from March-May 2022 with 35 participants, and the fifth batch of this certificate course was held during June-August 2022 with 15 participants. The sixth batch of this certificate course started in September 2022 with 15 participants.

On the other hand, the first batch of the certificate course on Business Data Analysis & Financial Forecasting was held in June-August 2022 with 34 participants and 2nd batch of this Certificate course started in September 2022 with 22 participants.

DBI is also going to offer another three (03) months-long Online Certificate Course on 'Financial Accounting (FA)', jointly with The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB).

DBI has organized fifty-four (54) short training courses and workshops on various topics during the year. A total of five hundred seventy-two (572) participants participated in these training courses and workshops.

The participants of the above courses expressed great satisfaction with the outcome of the courses which enhanced their forward-looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally.

**Activities of DBI College**

DCCI Business Institute (College) in its office premises, offers 4-year Professional BBA program under the curriculum of National University. At present, 5 batches are operational at a time.

With adequate supervision and monitoring of the college authorities, the students of the college are doing outstanding performance in the public exams. From 1st batch to 4th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 in 8th semester, which was the highest in whole Bangladesh. Students from other running batches like 5th, 6th, 7th, 8th and 9th batch are also performing well. The students of the college also got opportunities to do their internship programs in renowned organizations throughout the country. 05 students have already worked as interns in Bangladesh Bank from DBI College. In addition to that, Students from DBI College also get special privileges from Dhaka Chamber of Commerce & Industries (DCCI) to do internships in the member organizations of DCCI.

Affiliation of DBI College has been renewed. It has been extended up to 2026. Steps are underway to attract more students for 11th Batch in 2022. For attracting more bright and intelligent students, DBI College launched an extensive initiative on social media like face-book boosting, DBI College page promotion, contacting with potential admission candidates through facebook, messenger.

## ডিসিসিআই কলেজ লাইব্রেরির কার্যক্রম

ডিসিসিআই লাইব্রেরি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠীত হয়। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৮৫০০টি বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ রয়েছে। লাইব্রেরিটি ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীদের, ফ্যাকাল্টি সদস্যদের এমনকি ডিসিসিআই সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায্য করছে। এ বছর ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে একটি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আরো সুক্ষভাবে লাইব্রেরির সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দরপত্র দেখার জন্য ও আন্তর্জাতিক বিজনেস ডিরেক্টরি কনসাল্ট করার জন্য ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ এ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে সরকারি, বেসরকারি প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংক্রান্ত প্রকাশনা নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৩০-৪০ জন ডিসিসিআই লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন বই-পত্র, জার্নাল এবং রেফারেন্স বই সংগ্রহে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। লাইব্রেরীর সেবা প্রদান কার্যক্রম অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে চেম্বারের সদস্যদের আরো সহজে ও কম সময়ে সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

## বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), দেশের ৩টি প্রধান বাণিজ্য সংগঠনের একটি অন্যতম প্রয়াস, যেটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মত গঠিত পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম, যা বেসরকারিখাতের পক্ষ হতে পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নীতিমালা সংস্কার ও প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করে থাকে। দেশের অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে, বিল্ড গবেষণা পরিচালনা এবং পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ আয়োজনের মাধ্যমে নীতি সহায়তা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পলিসি পেপার, পলিসি ব্রিফ এবং স্বাধীনভাবে পরিচালিত গবেষণা, বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিল্ড বাংলাদেশের বেসরকারিখাতের চাহিদাসমূহ উপস্থাপন করে, সেই সাথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও কর্মপন্থা উপস্থাপন করে থাকে। সরকারের নিকট বেশকিছু পলিসি পেপার উপস্থাপনের মাধ্যমে ২০২২ সালে বিল্ড ২৫টি রিফর্ম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, যার কিছু নিচে তুলে ধরা হলোঃ

- 'রপ্তানি নীতিমালা ২০২১-২৪'-এ 'মেডিক্যাল এবং পার্সনাল প্রটেকশন ইক্যুইপমেন্ট' খাত কে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও অর্ন্তভূক্তি। উক্ত রপ্তানি নীতিমালায় 'রিসাইকেল প্রডাক্ট' কে বিশেষ উন্নয়নশীল খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
- সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সিআইটি রেট ২.৫% হ্রাসকরণ। 'ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২২'-এর মাধ্যমে সিআইটি রেট বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাক্রমে ২০% এবং ২৭.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের আরো সংস্কারের মাধ্যমে দেশের বেসরকারিখাত যেন উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিল্ড প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
- 'ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২২'-এর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) 'ডব্লিউপিপিএফ' অধ্যায়টি নন-এ্যাডমিসিবল হিসেবে রহিত করেছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয় 'জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২'-এ 'লজিস্টিক' শিল্পকে অগ্রাধিকারমূলক এবং রপ্তানি-বহুমুখীকরণ খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সাথে উক্ত নীতিমালায় লজিস্টিক খাতের ২১টি সাব-সেক্টর কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- চামড়া শিল্পে বন্ড সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং বন্ড সুবিধা প্রাপ্তিতে নীতিমালা সহজীকরণে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## Activities of DBI College Library

Dhaka Chamber library was established in 1969 which a well-equipped library with collection of 8,500 books, journals, magazines, BBA course related books and others publications. DCCI Library has served satisfactorily to its honorable members, faculty members, DBI college students and DCCI In house people since its inception. It is the spine of the learning, research and development activities of DCCI and DBI College. DCCI Library has been introduced Library Management Software. As a result, all library service activities provided through Library Management Software. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Business Directories. Allowing users especially for students to borrow a good number of books and also served to the library members regarding various Business information from internet. It has also an enriched archive section with rare collection including government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with study space. On an average 30-40 users visit and use the library every day.

DCCI library, undertook several major initiatives to upgrade and modernize its collection building programmes, reader services, and conservation of library materials. The major activities completed during the period were automation of the circulation system in the lending service, improved user services, and more efficient collection management.

## Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) is the national Public-Private Dialogue (PPD) platform supported by three leading chambers is uniquely positioned to deliver research-driven policy recommendations to the government for the private sector. BUILD undertakes analysis and advocacy to support the PPD process and assists in ensuring the development of specific, measurable, implementable and results-based recommendations for the government to improve the country's economic, social and business development.

BUILD develops policy paper, policy briefs, undertakes independent research and initiates projects to raise issues of the private sector and suggests reforms for unlocking regulatory barriers for investment and business. Through different policy papers of BUILD about 25 reforms were implemented in 2022. Some of the important ones are:

- Inclusion of Medical and Personal Protective Equipment as High Priority sector in the Export Policy 2021-24. Recycled products as one of the Special Development Sector in the Export Policy 2021-24;
- Reduction of CIT rate for both publicly and non-Publicly traded companies at 2.5%. Now the CIT rates are 20% and 27.5% consecutively through Finance Act. 2022, however BUILD is still working so that businesses can benefit from these reforms;
- NBR has eliminated the clause of WPPF as non-admissible item through the final Finance Act-2022;
- Ministry of Industries has included logistics as the export-diversified and priority sector in the National Industrial Policy (NIP) 2022. Along with that, a list of 21 logistics sub-sectors is included in the NIP.
- Leather sector has been allowed continuous Bond.

## ২০২২ সালে বিল্ডের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### রোডম্যাপ

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য চামড়া খাতের রপ্তানি বিষয়ক রোডম্যাপ প্রস্তুত।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য প্লাস্টিক খাতের রপ্তানি বিষয়ক রোডম্যাপ প্রস্তুত।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য হালকা প্রকৌশল শিল্পের রপ্তানি বিষয়ক রোডম্যাপ প্রস্তুত।

### নীতি সহায়তা

- জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ এর জন্য করা বিষয়ক সুপারিশমালা, ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২২, টিডিএস, রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এবং আমদানি নীতি ২০২১-২৪, শিল্পনীতি ২০২২, কোম্পানীজ অ্যাক্ট ১৯৬৯ এবং ইন্টার্নাল রিসোর্স মবিলাইজেশন কমিটির সদস্য হিসেবে এনবিআরের নিকট সুপারিশমালা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশে 'ন্যাশনাল লজিস্টিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি' প্রণয়নে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে সুপারিশ।

### গবেষণা

- বাংলাদেশে উৎপাদিত এমপিপিপি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির প্রবেশাধিকার এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা চিহ্নিতকরণ।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা
- বাংলাদেশের রপ্তানির সম্ভাবনাময় পণ্যেসমূহের আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ।
- ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি যৌক্তিকীকরণ এবং সহজীকরণ।
- চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের ডিএফকিউএফ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নীতিমালা এবং করণীয় নির্ধারণ।
- কোম্পানী নিবন্ধন পদ্ধতি সহজীকরণ এবং সার্বিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন।
- টেক্সটাইল সাসটেইনোবিলিটি প্লাটফর্ম (টিএসপি) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ডায়ালগ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের সুপারিশামালা সন্নিবেশিতকরণ।
- বাংলাদেশ ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রকল্পের আওতায় 'এগ্রো-ট্রেড সেকশন ইন বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল সাপোর্ট' বিষয়ক স্টেকহোল্ডার আলোচনার সুপারিশ।
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২২-এর পর্যালোচনা।

### জরিপ

- আইডিজি, ইউএসএইচ-এর সহায়তায় বিল্ড সারাদেশ ব্যাপী 'বিজনেস কনফিডেন্স সার্ভে ২০২২' পরিচালনা করছে
- শুল্ক, কর এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রয়োজনের নিরিখে গবেষণা/জরিপ পরিচালনা।

### ওয়ার্কিং কমিটির সভা

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ-এর সভাপতিত্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং আইসিটি ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। সভায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও আইসিটি বিষয়ক এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন এবং মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়।

**Some important activities of BUILD in 2022 are as follows:**

**Road Maps:**

- Leather Sector Export Roadmap for Ministry of Commerce
- Plastic sector Export Roadmap for Ministry of Commerce
- Light Engineering Export Roadmap for Ministry of Commerce

**Policy Recommendations**

- Tax related proposals in the National Budget 2022-23, Finance Act 2022, TDS, Export Policy 2021-24 and Import Policy 2021-24, Industrial Policy-2022, Companies Act-1969. Recommendation to NBR as a Member of Internal Resource Mobilization Committee.
- Framework for National Logistics Development Policy of Bangladesh.

**Studies**

- Providing Policy Advocacy Support to Identify, Pursue and Access International Markets for the Locally Produced MPPE Products.
- An Analysis of the ranking of Bangladesh in Women, Business and Law- Policy Recommendations for improvement.
- Identify Gaps in the Standards Developed by BSTI Focusing Export Potential Products Aligning with the International Standards.
- Trade License-Needs Rationalization & Simplification.
- DFQF Market Access to China- Policies & Measures to Maximize the Benefits.
- Improved Business Environment & Simplification of Company Registration Process.
- Consolidated Report on the Dialogues and Discussions held under the Textile Sustainability Platform (TSP) Project.
- Inclusive Policy Reform Support for Gender Responsive Public Procurement Rules in Bangladesh.
- Report on detailed stakeholders' discussion sessions to gather views & ideas for Agro-Trade Section of Bangladesh Trade Portal supported by Bangladesh Trade Facilitation (BTF) Project.
- Review of Light Engineering Industry Development Policy 2022.

**Surveys**

- BUILD is presently conducting its Business Confidence Survey 2022 covering all over the Bangladesh with the support from IDG, USAID.
- BUILD initiates small surveys as and when required on Tax related issues, Women Entrepreneurship development etc.

**Working Committee Meetings:**

- 4IR and ICT Working Committee chaired by Bikarna Kumar Ghosh, Managing Director, Bangladesh Hi-Tech Park Authority. The meeting discussed on action plan for the 4IR&ITCWC Based on the 2nd Working Committee Meeting and presented in the 3rd Meeting in 2022. A concept Note on skilling and re-skilling was prepared and discussed on September 21, 2022.

- ১৭ আগস্ট, ২০২২ তারিখে বিল্ডের 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট' ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মোঃ নাসের-এর এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমার সভাপতিত্বে কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত নানাবিধ উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
- বিল্ডের 'লজিস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট' ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং বিল্ডের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে কমিটির ৩য় সভা গত ৩১ আগস্ট, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে 'ন্যাশনাল লজিস্টিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি'-এর ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নে কর্মপন্থা নির্ধারণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।
- বিল্ডের 'ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং এমসিসিআই'র সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত কমটির ৯ম সভা গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং নবায়ন কার্যক্রম সহজীকরণ ও দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসের সুপারিশমালা পেশ করা হয়। এছাড়াও বন্ড লাইসেন্স এবং অনলাইনে ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- 'সাসটেইনএ্যাবল এবং গ্রীন গ্রোথ' বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগের কো-চেয়ার হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিজেএমইএ'র সভাপতি। আইএফসিএ এবং পিআরও-এর সহযোগিতায় বিল্ড টেকসই তৈরি পোষাক খাতের কার্বন নিঃসরন রোধকল্পে পলিসি পেপার প্রস্তুতকরণে কাজ করে যাচ্ছে।
- বিল্ডের 'ট্যাক্সেশন' ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার হলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই সভাপতি। এসএমই ডেভেপলমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার হলেন শিল্প সচিব এবং চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি।

**ওয়ার্কশপ/সেমিনার/স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন/ডায়ালগ/ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**

- গত ০৬ জুন, ২০২২ তারিখে আইএফসি এবং এফসিডিও-এর সহায়তা 'নারী উদ্যোক্তাদের ক্রস বর্ডার বাণিজ্য সহজীকরণ' বিষয়ক সেমনিার আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের আঞ্চলিক চেম্বার সমূহের সাথে আরো ১৪টি সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।
- আইএফসি'র সহায়তায় বিল্ড দেশের ৮টি বিভাগ এবং ১৮টি জেলায় নারী উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে।
- গত ২৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে বিল্ড এবং বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স যৌথভাবে 'ডিএফকিউএফ মার্কেট একসেস অফ বাংলাদেশ টু চায়না' শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং বিল্ড কর্তৃক গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখে 'এলডিসি উত্তরণ: ঔষধ শিল্পের প্রস্তুতি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।
- ব্যাংক হতে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি, ছাদে সোলার প্যানেল নির্মানে মান নিয়ন্ত্রণ, ফুড প্রসেসিং এবং এগ্রো মেশিনারিজ সেক্টর প্রভৃতি খাতে বিল্ড স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভার আয়োজন করে।
- ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর 'সি ট্রেডস প্রোগ্রাম', আইএফসিএ এবং ডব্লিউওবি-এর সহায়তায় বিল্ড বেশকিছু পরামর্শক সভার আয়োজন করে।
- টেকসই এলডিসি উত্তোরণে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি আলোচনার লক্ষ্যে সিলেটের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত।
- 'ন্যাশনাল লজিস্টিকস ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইন বাংলাদেশ: এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম গ্লোবাল গুড প্রাক্টিস' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

- The 10th Financial Sector Development Working Committee (FSDWC) Meeting was held on August 17, 2022, co-chaired by Abu Farah Md. Nasser, Deputy Governor, Bangladesh Bank (BB), and President, DCCI. The meeting discussed a number of financing schemes announced by the Bangladesh Bank to support SMEs and Women Entrepreneurs.
- The 3rd Logistics Infrastructure Development Working Committee was held on August 31, 2022, co-chaired by Md. Tofazzel Hossain Miah, Senior Secretary of Prime Minister's Office, and Abul Kasem Khan, former Chairperson of BUILD to discuss on the National Logistics Development Policy (NLDP) Framework.
- The 9th Meeting of the BUILD's Trade & Investment Working Committee held on September 28, 2022, co-chaired by Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce (MoC) GoB and Md. Saiful Islam, President, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI). Trade License-Needs Rationalization & Simplification along with Bonded Warehouse License issue and present status of providing online Phytosanitary Certificate were discussed in the meeting.
- Another PPD platform is Sustainability and Green Growth Co-Chaired by Secretary, MOEFCC and President BGMEA. BUILD prepared a policy paper with the support from IFC and PRO on Sustainable RMG sector-De-carbonization and Circularity will be presented in the next meeting at the end of November.
- Taxation working Committee Co-Chaired by Chairman, NBR and President, FBCCI is on the way. SME Development Working Committee Co-Chaired by Secretary, MOI and President, CCCI will discuss the Light Engineering Policy 2022 in the beginning of December, 2022.

**Workshops, Seminars, Stakeholder Consultation, Dialogue, FGDs etc.**

- Dissemination Seminar on Policy Recommendations to Make Trading Across Border Easier for Women Owned Business (WOB) with the support of IFC & FCDO was held on 6 June, 2022 with a view to broadcast the findings and recommendations of the 14 awareness workshops with regional women Chambers.
- Series of Virtual Outreach, Consultation and Awareness Workshops for Women-Owned Entrepreneurs on Trade Procedure covering eight (8) Division & eighteen (18) districts of the country and 2 e-commerce based WE Forum in association with International Finance Corporation (IFC).
- Virtual Discussion Meeting DFQF Market Access for Bangladesh to China was organized jointly by BUILD andBCCCI on 24th March, 2022.
- A Seminar on 'Preparedness of Pharmaceutical Sector for LDC Graduation' jointly organized by Economic Relations Division (ERD) and BUILD on August 10, 2022.
- Procedures and preparedness of getting loan from stimulus package from banks, Public Procurement Policy, Quality Management of Rooftop Solar Equipment, Food Processing and Agro Machineries Sector are some important topics where BUILD conducted stakeholder consultation sessions.
- Besides, a series of consultation Sessions on several topics were organized by BUILD in association with International Trade Centre (ITC)–SheTrades Programme, WOB, IFC etc.
- Local Level Stakeholders Consultation on Inclusive, Smooth and Sustainable LDC Graduation, Sylhet.
- Workshop on Formulation of National Logistics Development Policy for Bangladesh: Experiences from Global Good Practices

**জাতীয় কমিটি**

- এলডিসি উত্তোরণ বিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং অধিদপ্তর জাতীয় কমিটি সমূহের সাথে বিল্ড নিরলসভাবে কাজ করছে।

**প্রকাশনা**

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়াদি নিয়ে বিল্ডের দ্বিমাসিক নিউজলেটার।
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, দি ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ ওভজারভার, বণিক বার্তা প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় বিল্ড নিয়মিতভাবে আর্টিকেল প্রকাশ করে আসছে।

## ডিসিসিআই'র প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী

ডিসিসিআই বেসরকারিখাতের উন্নয়নে, বাজার সম্প্রসারণে এবং টেকসই সিএমএসএমই খাতের স্বার্থে কাজ করে যেতে, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে, বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্প-বিনিয়োগ আকর্ষণে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত যেমনঃ বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি, ইইউ, আইটিসি, টিএফও, এসকাপ, জিটিজেড, জাইকা, আইএফসি, জেট্রো, এসইডিএফ, ডব্লিউসিসি এবং সিসিপিআইটি। ডিসিসিআই এ বছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে।

### ১. সুপার প্রকল্প

ইউরোপীয়ান সিভিল প্রটেকশন অ্যান্ড হিউমেনিটারিয়ান এইড অপারেশনস-এর অধীনে এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনাল ইটালিয়া অনলাউস, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে বাস্তবায়িত ''স্ট্রেনদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার)" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বেসরকারিখাতের সহায়তায় বাংলাদেশে রেজিলিয়েন্ট আরবান কমিউনিটি তৈরিতে অংশীদারিত্ব ও মাল্টিস্টেকহোল্ডার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ একটি দূর্যোগ সহনীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্ত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। সুপার প্রকল্পটি এই সুযোগকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিদ্যমান মানবিক গঠনের দূরত্বকে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ভূমিকম্পজনিত দূর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

সুপার প্রকল্পের আওতায় এবছর 'প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক ১টি ওয়ার্কশপ এবং 'সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় ভূমিকম্প মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় দেশের বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি' বিষয়ক ১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ঢাকা চেম্বারের ভবনে অগ্নি নির্বাপন বিষয়ক একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং 'প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন অ্যান্ড লিডারশীপ ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক জাতীয় সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা চেম্বার 'ডিজাস্টার ফিন্যান্সিং ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব রিস্ক ফিন্যান্সিং স্ট্রাটেজি' বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে।

ডিসিসিআই, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণে "প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)" স্থাপন করেছে। পিইওসি-এর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে দেশের বেসরকারিখাতের সার্বিক সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার 'প্রাইভেট সেক্টর ইমারর্জেন্সি রেসপন্স টিম (পিইআরটি)' গঠন করেছে। ডিসিসিআইতে স্থাপিত 'পিইওসি' বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি হিসেবে 'ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার' সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা ও মানবিক সাহায্য সংস্থা-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। এছাড়াও ব্যবাসয়িক প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা মোকাবেলায়, 'পিইওসি' দেশের সিটি কর্পোরেশসমূহের জরুরী সেবা কেন্দ্র, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজউক সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করবে।

### National Committees

- BUILD is member of a number of national committees formed by different Ministries/Agencies. Working closely for LDC Graduation activities.

### Publications

- Regularly publishes its Bi-Monthly Newsletter Connect both hard and online and disseminates all over the country and international organization.
- Publishes Annual Reports
- BUILD publishes relevant Articles in Financial Express, The Business Standard, Daily Star, Bangladesh Observer, Banik Barta etc.

### DCCI Project Activities

DCCI has been actively cooperating with various international agencies like the World Bank, ADB, UNDP, USAID, EU, ECHO, ITC, TFO, ESCAP, GTZ, APO, JICA, IFC, JETRO, SEDF, WCC, CCPIT etc. in carrying out various joint project activities for the creation of a favorable investment climate and promotion of trade and industry. DCCI has implemented the following projects and organized different activities during this year:

### 1. SUPER Project

DCCI has continued "Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER)" Project funded by European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) under the framework of partnership with ActionAid International Italia Onlus (ActionAid Italy), Action Aid Bangladesh (AAB), World Vision Germany (WVG), World Vision Bangladesh (WVB), United Purpose (UP) and DCCI. The project aims to increase collaboration and multi-stakeholder initiatives engaging the private sector in creating more resilient urban communities in Bangladesh.

As a whole, the country has global recognition as a country of resilience. Amid commendable progress in disaster risk reduction and humanitarian response coordination in Bangladesh, there is a huge opportunity to engage the private sector institutionally. The SUPER project has been designed to maximize this opportunity as well as contribute to minimizing the existing gap in the humanitarian architecture of the country. Though the main focus of the project is Earthquake Disaster Risk Management (EQDRM) the project will contribute to the overall system.

During this year SUPER Project has organized a Workshop on "Private Sector Participation in Disaster Risk Management in Bangladesh", and a Seminar on "The earthquake resilience of relevant government departments and increase the involvement of private sector in disaster risk management (DRM) in Bangladesh", a fire and earthquake preparedness mock drill at DCCI premises, a TV talk show and National Symposium on "Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management". DCCI also completed a research study on "Disaster financing landscape and development of Risk financing strategy" under this project.

DCCI has established the country's first-ever Private Sector Emergency Operation Center (PEOC) under this project. DCCI has also established a Private Sector Emergency Response Team (PERT) to support the operation of PEOC to cater to the interests of the private sector. The PEOC will act as an interface of coordination for the Private Sector with the National Emergency Operation Centre (NEOC) and other humanitarian actors. The PEOC will also link with Emergency Operation Centers (EOC) at City Corporations, Fire Service and Civil Defense (FSCD), and RAJUK, and relevant organizations needed to ensure real-time coordination for seamless communication in case of any disaster experienced by any business organization.

### ২. আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রকল্পের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত ডিসিসিআই-আইটিসি প্রজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার আওতায় (কস্ট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) ৫টি কোম্পানি চীনের বাজারে রপ্তানির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং চীনের সাংহাইয়ে অনলাইন ভিত্তিক 'চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

### ৩. এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ

'দি এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ', ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে গ্লোবাল এ্যাফেয়ার্স কানাডা-এর ওমেন ইন ট্রেড ফর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেইনেবল প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশে এসএমই রপ্তানিকারকদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার প্রবেশাধিকারের সুযোগ তৈরি করবে, যেটি দেশের দারিদ্রতা নিরসনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। বাংলাদেশের পাট এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। এ প্রকল্পের আওতায় গত বছর ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ অনলাইন ভিত্তিক টিওটি কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং চেম্বারের ২জন এসএমই উদ্যোক্তা আগামী বছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

### সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের প্রথম আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দেশীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে সদা সচেষ্ট। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা চেম্বার কে একটি স্বনামধ্য ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামনের দিনগুলোতে ঢাকা চেম্বার এ ধারাবাহিকতা অব্যহাত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং এ বিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য।

## ২০২২ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

বেসরকারিখাতের উন্নয়নকল্পে ২০২২ সালে ঢাকা চেম্বার ২৬টি খাতভিত্তিক সেমিনার, ওয়েবিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করে, যেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই'র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালা ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ঢাকা চেম্বার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যকার 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' ০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনার ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বাংলাদেশ ও রোমানিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগ ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- "প্রাক-বাজেট আলোচনা: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত" শীর্ষক লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ০৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি; প্লাস্টিক খাতের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- 'বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা; প্রেক্ষিত এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগ ১৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।

**2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project:**

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC, and aims at increasing exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including 6 Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intra-regional trade. During this year, under this project's support, five (3) companies have received online training on "building export capacity in exporting to the Chinese market" and participated in the international virtual fair named "China International Import Expo (CIIE)" this year.

**3. Export Launchpad Bangladesh**

The Export Launch Pad Bangladesh, a project jointly funded by the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) of the Islamic Development Bank (IDB) Group and Global Affairs Canada (GAC) through its Women in Trade for Inclusive and Sustainable (WITISG) project, is designed to help SME exporters in Bangladesh take full advantage of international market opportunities (including duty-free and quota-free access through the market access initiative), and thus contribute to economic growth and poverty reduction for the country. The jute and processed food sectors are the main areas of focus for Bangladesh. Under this initiative, DCCI officials received online TOT last year and 2 SME members have been selected primarily to participate in the international fair the next year.

**Respected Members**

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains high quality services for its esteemed members as well as business community both at home and abroad. DCCI has been recognised as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

**DCCI Events During 2022**

In the year 2022, DCCI conducted 26 various sector specific seminars, webinars, workshop, conferences for the interest of private sector which are stated below:

- DCCI organized the Meet the Press held on February 06, 2022.
- Virtual Workshop on "Procedures and preparedness of getting SME loans/stimulus package from a bank" on 12th February.
- Webinar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 19th February.
- National Disaster Preparedness Day 2022 Mock Drill on 9th March.
- Seminar on "The earthquake resilience of relevant government departments and increase the involvement of private sector in disaster risk management (DRM) in Bangladesh" on 9th March.
- Seminar on "Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania" on 15th March.
- "Live Pre-budget discussion: The private sector perspective" held on 31st March, 2022.
- Webinar on "Sustaining Export Growth in a Post LDC World: Strategies of Bangladesh for Plastic Sector" on 9th April.

- ২০ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
- "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়াম এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার"-এর উদ্বোধন ১৭ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স-এর মতবিনিময় সভা ২৫ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত "বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার এবং বিটুবি সেশন ২৬ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া ০৯ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন; টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে" বিষয়ক সেমিনার ১২ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং'-বিষয়ক অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের ১ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১০ জুন, ২০২২ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।
- "এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ঔষধ খাতের রপ্তানি : কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক সেমিনার ২৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার ১৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'হংকং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বন্দরের লজিস্টিক খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা' শীর্ষক সেমিনার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্য আলোচনা সভা' এবং 'বিটুটি ম্যাচ-মেকিং সেশন' ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক কাঠামো: প্রেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের উত্তরণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপ ২৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'সিএমএসএমই স্টার্টআপদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার ২৯ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'সিএমএসএমইদের অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ০১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে 'ইউকে-বাংলাদেশ বিজনেস নেটওয়ার্কিং' সভা অনুষ্ঠিত।
- ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে 'কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

**ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, ওয়েবিনার এবং ওয়ার্কশপে যোগদান**

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আয়োজিত "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিল্পখাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

২. বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের ২৬তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

৩. পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত '২০২১ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

৪. বিডা আয়োজিত "বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

- Virtual Dialogue on "Bangladesh-South Korea Trade & Investment Opportunities" on 19th April.
- Discussion Meeting on "Dissemination of the Present Status of One Stop Service System of BIDA" on 20th April.
- Virtual FGD on "Disaster financing landscape and development of Risk financing strategy" on 26th April.
- National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management and Launching of Private Sector Emergency Operation Center (PEOC) held on 17th May, 2022.
- Industry Interactive Meet with the Calcutta Chamber of Commerce held on May 25, 2022.
- An Interactive business meeting and a B2B session between DCCI delegation and Indian Chamber of Commerce held on 26th May, 2022.
- DCCI organized National Budget Reaction meeting with the media held on 9th June 2022.
- Seminar on "Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment" held on 12th June, 2022.
- Seminar on "Export of Pharmaceutical Sector upon LDC graduation: Strategies & Way forward" on 23rd July.
- Seminar titled "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 14th August.
- Seminar on "Exploring business and investment opportunities for Bangladesh via Hongkong" jointly organized by DCCI & HKTDC on 12th September.
- Seminar on "Efficient Port Logistic Management & Trade Competitiveness of Bangladesh" on 19th September.
- "Bangladesh-Vietnam Business Networking Meeting" held on 25th October, 2022.
- Workshop on "Competitive Tariff Structure: Post-LDC Graduation Context" on 26th October.
- Seminar on "Journey of the CMSME's from the Start up to Scale up: Challenges and Prospects" on 29th October.
- Workshop on "Issues and Opportunities in CMSME lending" held on 12th November 2022.
- Bangladesh-UK Business Networking Meeting held on 1st December 2022.
- Workshop on Customs, VAT and Income Tax Management held on 3rd December 2022.

**Meetings & Events attended by the President, DCCI**

1. DCCI Acting President Arman Haque participated as a panel speaker of the seminar on "Fourth Industrial Revolution: The Role of Academia and Industry in Bangladesh" organized by BUET.
2. DCCI President Rizwan Rahman joined the 26th Trustee Board meeting of BUILD virtually.
3. DCCI President Rizwan Rahman joined the webinar on "State of Bangladesh Economy 2021" as a panel discussant organized by Policy Research Institute virtually.
4. DCCI Acting President Arman Haque attended the NCMID meeting on "Business and Investment Environment Development" organized by BIDA.

৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি'-এর ১৪তম সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরামান হকের যোগদান।

৬. ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিভিন্ন সেবার মূল্য পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক ডিবিআই'র পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

৮. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস-২০২২' বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

৯. ডিবিআই রিসোর্স পার্সনদের সাথে ঢাকা চেম্বার কর্তৃপক্ষের ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

১০. মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন।

১১. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাণিজ্য সংগঠন আইন' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড মহামারীর সচেতনতা বিষয়ক ভার্চুয়াল মতিবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

১৩. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলায় খসড়া আয়কর আইন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১৪. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ডিসিসিআই'র 'সংবাদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত।

১৫. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসের এজাজ বিজয় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৬. তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭. 'বিজনেস ইনসাইডার' পত্রিকায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

১৮. এইচকেটিডিসি আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর সংযোগ স্থাপন' শীর্ষক ওয়েবিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

১৯. বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার রাষ্টদূত আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি যোগদান করেন।

২০. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

২১. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

২২. জাপানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৩. দুবাইতে অনুষ্ঠিত 'দুবাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৪. পিআরআই এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেসম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

5. DCCI Acting President Arman Haque attended the 14th meeting of Private Sector Development Policy Co-ordination Committee organized by PMO.
6. DCCI Acting President Arman Haque attended the meeting of the Chief Controller of Imports and Exports to facilitate the provision of services and review of fixed fees for various services organized by Ministry of Commerce.
7. DCCI Acting President Arman Haque joined the Inaugural Ceremony of Postgraduate Diploma Courses organized by DBI virtually
8. DCCI President Rizwan Rahman joined the meeting with the Council of Chamber President's-2022 organized by FBCCI virtually.
9. DCCI Acting President Arman Haque participated at the view exchanging meeting with the Resource Persons of DBI virtually.
10. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with the Ambassador of Bangladesh to Mexico virtually.
11. DCCI President Rizwan Rahman joined the meeting on the issues of To Act meeting organized by FBCCI virtually.
12. DCCI Acting President Arman Haque participated a meeting on Covid awareness organized by Ministry of Health virtually.
13. DCCI President Rizwan Rahman attended the meeting on the Draft Income Tax Act in Bangla organized by FBCCI.
14. DCCI President Rizwan Rahman chaired the Meet the Press of DCCI.
15. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with Naser Ezaz Bijoy, CEO of Standard Chartered Bank, Bangladesh.
16. DCCI President Rizwan Rahman had a virtual meeting with the Ambassador of Bangladesh in Ankara Mosud Mannan, ndc.
17. DCCI President Rizwan Rahman gave an interview to the Business Insider.
18. DCCI President Rizwan Rahman joined a webinar on "Connecting South Asia with Global Markets through Hong Kong" as Panel Dissussant organized by HKTDC virtually.
19. DCCI President Rizwan Rahman attended the reception organized by the Ambassador of the Russia.
20. DCCI President Rizwan Rahman chaired a workshop on "Procedures and preparedness of getting SME loans/stimulus package from a bank" organized by DCCI virtually.
21. DCCI President Rizwan Rahman chaired a webinar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organized by DCCI.
22. DCCI President Rizwan Rahman attended the National Day celebration of Japan organized by Japan Embassy in Dhaka.
23. DCCI President Rizwan Rahman attended the preparatory meeting on FBCCI's Presentation at the Launching of UAE-Bangladesh Business Council in Dubai.
24. DCCI President Rizwan Rahman joined the Webinar on "Boosting Bangladesh's Trade Competitiveness" jointly organized by PRI-World Bank as guest speaker.

২৫. ডিবিআই-এর পার্টনার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই-এর ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

২৬. বিয়াকের ৩৫তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২৭. 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিট ২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

২৮. জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতিমূলক দিবস ২০২২ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহড়া কর্মসূচিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

২৯. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো: রাহমাতুল মুনীম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 'জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩'-এর জন্য ঢাকা চেম্বারের সুপারিমশালা উপস্থাপন করেন।

৩০. বিয়াক আয়োজিত 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি' বিষয়ক ওয়েবিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৩১. বাংলাদেশ সফররত রোমানিয়ার বুখারেস্ট-এর মেয়র রবার্ট নেগোইতা-এর সম্মানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৩২. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত 'নিরাপদ পয়ঃবর্জ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৩৩. ফরেন ইকোনোমিক রিলেশন্স বোর্ড অফ তুর্কি এবং তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল এর মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৩৪. এ্যাসকাপ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তোরণে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার' শীর্ষক জাতীয় ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

৩৫. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ ও রোমানিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।

৩৬. জেনারেশন আনলিমিটেড বাংলাদেশ-এর স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

৩৭. লন্ডন চেম্বার অব কমার্স এবং বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করন।

৩৮. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত '৪২তম পরামর্শক কমিটি'-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৩৯. জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'দি অর্ডার অফ দি রাইজিং সান' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৪০. বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আয়োজিত নেটওয়ার্ক রিসিপশনে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৪১. বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী, এমপি-এর সাথে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।

25. DCCI Acting President Arman Haque chaired the Co-ordination meeting among the partner universities and organizations of DBI: UIU, AIUB, NSU, BUP, DIU, ULAB, ICSB, ICMAB, NUB, BUET, IBA, ICAB organized by DBI virtually.

26. DCCI President Rizwan Rahman joined the 35th Board meeting of BIAC virtually

27. DCCI Acting President Arman Haque joined India-Bangladesh Stakeholders' Meet 2022 virtually

28. DCCI President Rizwan Rahman attended the National Disaster Preparedness Day-2022 Mock Drill organized by DCCI.

29. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with the NBR Chairman Abu Hena Md. Rahmatul Muneem regarding National Budget FY 2022-23.

30. DCCI President Rizwan Rahman joined a webinar on "Alternative dispute resolution and international sales of goods: time to benefit from the CISGS" as panel speaker organized by BIAC

31. DCCI President Rizwan Rahman attended the reception in honour of visiting Mayor of Bucharest-3rd District, Romania Robert Sorin Neoita organized by Dhaka South City Corporation (DSCC).

32. DCCI President Rizwan Rahman attended a workshop on "Safe Sewage-waste management: Our Role to play" organized by Dhaka North City Corporation as panel discussant.

33. DCCI President Rizwan Rahman joined a virtual meeting with the Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) and Turkey-Bangladesh Business Council.

34. DCCI President Rizwan Rahman joined 'National Workshop on Challenges of Resource Mobilization for Bangladesh's Smooth Graduation from the LDC Group' jointly organized by ESCAP and Ministry of Finance virtually.

35. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar on "Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania" organized by DCCI.

36. DCCI President Rizwan Rahman attended the 3rd National Steering Committee Meeting of Generation Unlimited (GenU) Bangladesh.

37. DCCI President Rizwan Rahman virtually joined a meeting with London Chamber of Commerce and British Bangladesh Chamber of Commerce.

38. DCCI Acting President Arman Haque attended the 42nd Consultation Committee meeting jointly organized by NBR and FBCCI.

39. DCCI President Rizwan Rahman attended the conferment ceremony of "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" awarded to Matiur Rahman, Former President, DCCI organized by Japan.

40. DCCI President Rizwan Rahman attended the Networking Reception organized by British High Commission.

41. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with Rushanara Ali, M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy for Bangladesh (Trade & Investment Partnership between Bangladesh and UK).

৪২. এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মতবিনিময় করেন।

৪৩. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২২'-এর লাইভ অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৪৪. নোয়াব-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৪৫. ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের সভাপতিত্বে ডিবিআই আয়োজিত পিজিডি কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

৪৬. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি; প্লাস্টিক খাতের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

৪৭. অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত ভার্চুয়াল 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৪৮. বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

৪৯. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা; প্রেক্ষিত এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।

৫০. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

৫১. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সিএনএন'র সাথে কনসালটেশন সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৫২. আইসিএবি'র পর্ষদ সদস্যবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

৫৩. বাংলাদেশস্থ নরওয়ের দূতাবাস আয়োজিত নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৫৪. ডিসিসিআই আয়োজিত 'দূর্যোগে অর্থায়ন এবং রিস্ক ফিন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

৫৫. এফবিসিসিআই আয়োজিত ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

৫৬. বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন আয়োজিত "সেলিব্রেটিং ইউরোপ ডে ২০২২" শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৫৭. 'ইউএস বাংলাদেশ ইকোনোমিক ফোরাম: সেলিব্রেটিং ফিফটি ইয়ার্স অব রিলেশনশীপ' বিষয়ক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৫৮. বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়ার কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৫৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৬০. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বেলজিয়ামের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বেবেট ডেসফোসেজ এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

৬১. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা চেম্বার এবং এ্যাকশন এইড যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত।

42. DCCI President Rizwan Rahman met the delegation from Enterprise Singapore.

43. DCCI President Rizwan Rahman attended a Live Budget Discussion Programme 2022-23 organized by FBCCI.

44. DCCI President Rizwan Rahman attended the 25th Year of Publication of NOAB organized by NOAB.

45. DCCI Acting President Arman Haque joined the inauguration ceremony of PGD course of DBI organized by DBI virtually

46. DCCI President Rizwan Rahman chaired the webinar on "Sustaining Export Growth in a Post LDC World: Strategies of Bangladesh for Plastic Sector" organized by DCCI.

47. DCCI President Rizwan Rahman joined a pre-budget discussion meeting organized by Ministry of Finance.

48. DCCI President Rizwan Rahman attended the 5th Annual General Meeting (AGM) of BPCCI.

49. DCCI President Rizwan Rahman chaired the webinar on "Bangladesh-South Korea Trade & Investment Opportunities" organized by DCCI.

50. DCCI President Rizwan Rahman chaired the discussion meeting on "Dissemination of the Present Status of One Stop Service System of BIDA" organized by DCCI.

51. DCCI President Rizwan Rahman attended the Consultation meeting with CNN.

52. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with the Office Bearers of ICAB.

53. DCCI President Rizwan Rahman attended met Minister of Foreign Affairs, Anniken Huitfeldt organized by Royal Norwegian Embassy.

54. DCCI President Rizwan Rahman chaired a focused group discussion on "Disaster financing landscape and development of Risk financing strategy" organized by DCCI.

55. DCCI President Rizwan Rahman attended the US-Bangladesh Business Summit organize by FBCCI.

56. DCCI President Rizwan Rahman attended the "Celebrating Europe Day 2022".

57. DCCI President Rizwan Rahman attended the US-Bangladesh Economic Forum: Building on 50 Years of Friendship.

58. DCCI President Rizwan Rahman attended a programme of celebrating 50 years of Diplomatic Relation between Bulgaria and Bangladesh.

59. DCCI President Rizwan Rahman attended the reception organized by the Ambassador of Spain, Francisco Benítez.

60. DCCI President had a bilateral meeting with Trade and Investment commissioner of Belgium Babette Desfossez.

61. DCCI President Rizwan Rahman attended the National Symposium on "Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management" jointly organized by DCCI and Action Aid Bangladesh.

৬২. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন।

৬৩. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক-এর সাথে নয়াদিল্লী ভিত্তিক রোমানিয়া দূতাবাসের মিনিষ্টার কনস্যুল (ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল) ইনোট ভিজিরো সাক্ষাৎ করেন।

৬৪. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ২৭তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান করেন।

৬৫. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

৬৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত '১ম ইকোনোমিক ডিপ্লোমেসি ইউক' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

৬৭. মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৬৮. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৬৯. রাজউকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সাথে ডিসিসিআই সভপতি রিজওয়ান রাহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৭০. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭১. সিপিডি'র বাজেট বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭২. বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত 'মুদ্রানীতি' বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭৩. ইকোনোমিক রিপোটার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'বাজেট ২০২২-২৩' বিষয়ক ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭৪. আইএফসি'র প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত।

৭৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত '২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ' শীষক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭৬. 'পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার' শীর্ষক সিপিডি'র সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭৭. যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৭৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে "এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে ঔষধ খাতের রপ্তানি : কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৭৯. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাথে কেনিয়ার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সভা অনুষ্ঠিত।

৮০. ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেনের সাথে পাকিস্তান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৮১. বাংলাদেশে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলেহ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

62. DCCI President Rizwan Rahman led a business delegation to West Bengal, Kolkata, India.

63. DCCI Acting President Arman Haque met Ionut Viziru, Minister Counselor-Head of Economic and Commercial Office-Embassy of Romania in New Delhi.

64. DCCI Acting President Arman Haque attended the 27th Annual Council 2021 of ICC Bangladesh.

65. DCCI President Rizwan Rahman shared DCCI's initial reaction on the proposed national budget 2022-23 with the media.

66. DCCI President Rizwan Rahman attended the `1st Economic Diplomacy Week, Dhaka 'Connectivity -Themes, Maps and Ideation' as panel discussant organized by Ministry of Foreign Affairs.

67. DCCI President Rizwan Rahman attended the 20th Anniversary programme of Minister-My One Group.

68. DCCI President Rizwan Rahman had a meeting with Mosud Mannan, ndc, Ambassador, Embassy of Bangladesh in Türkiye.

69. DCCI President Rizwan Rahman met the newly appointed Chairman of RAJUK.

70. DCCI President Rizwan Rahman attended the dinner programme hosted by Vikram Doraiswami, High Commissioner of India to Bangladesh.

71. DCCI President Rizwan Rahman attended a Budget Discussion Programme as a guest speaker organized by CPD.

72. DCCI President Rizwan Rahman attended a meeting on "Monetary Policy Stance" organized by Bangladesh Bank.

73. DCCI President Rizwan Rahman attended a Webinar on 'Reflections on Budget 2022-23' organized by ERF as a panel discussant

74. DCCI President Rizwan Rahman met IFC's CMA team led by Selma Rasavac.

75. DCCI President Rizwan Rahman attended the meeting on Export Targets of FY 2022-23 organized by Ministry of Commerce.

76. DCCI President Rizwan Rahman attended a seminar on Public Infrastructure organized by CPD as a panel speaker.

77. DCCI President Rizwan Rahman attended the US National Day event organized by US Embassy in Bangladesh.

78. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar on "Export of Pharmaceutical Sector upon LDC graduation: Strategies & Way forward" organized by DCCI.

79. DCCI Acting President Monowar Hossain met the high-profile delegation from Kenya..

80. DCCI Acting President Monowar Hossain met the Business Delegation from Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI), Pakistan.

81. DCCI Acting President Monowar Hossain met Ahmed Sule, High commissioner of Nigeria to Bangladesh.

৮২. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভাবনা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৮৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিল্ড আয়োজিত 'এলডিসি উত্তোরণ: ঔষধ শিল্পের প্রস্তুতি' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

৮৪. ইউএসডিএ এবং বিটিএ যৌথভাবে আয়োজিত 'এগ্রো ট্রেড-বেইজড টাইম রিলিজ স্টাডি' শীর্ষক ভেলিডেশন ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৮৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত এলডিসি গ্রাজুয়েশন বিষয়ক কমিটির ৭ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি যোগদান করেন।

৮৬. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৮৭. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে ইসো'র ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা রায়ানা হোসেন বৈঠক করেন।

৮৮. বিল্ড-এর 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেপমেন্ট' ওয়ার্কিং কমিটির ১০ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৮৯. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেনের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৯০. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ১৪৩তম পর্ষদ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৯১. গবেষণা প্রতিষ্ঠান র‍্যাপিড আয়োজিত 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক ভার্চুয়াল পরামর্শক সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৯২. বিল্ড-এর 'লজিস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট' ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির অংশগ্রহণ।

৯৩. এইচকেটিডিসি আয়োজিত 'নতুন অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৯৪. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইন্ডাস্ট্রি এ্যাওয়ার্ড পলিসি ২০২২' বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৯৫. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্র (ডিসিসিআই) এবং আর্মেনিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

৯৬. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে রোমিনার ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স সাদিয়া জাবিন খান বৈঠক করেন।

৯৭. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা চেম্বার এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৯৮. ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

৯৯. ঢাকা চেম্বার এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

82. DCCI President Rizwan Rahman attended a seminar on "Bangabandhu's Economic and Commercial Thoughts" organized by FBCCI as panel discussant.

83. DCCI President Rizwan Rahman attended a seminar on "Preparedness of Pharmaceutical Sector for LDC Graduation" as special guest jointly organized by ERD and BUILD.

84. DCCI President Rizwan Rahman attended the validation workshop of the Agro trade-based Time Release Study (TRS) jointly organized by USDA and BTF as special guest.

85. DCCI President Rizwan Rahman attended the 7th meeting of LDC Graduation Committee organize by PMO.

86. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar titled "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organized by DCCI.

87. DCCI President Rizwan Rahman met Rayana Hossain, Founder and Managing Director, ISHO.

88. DCCI President Rizwan Rahman joined the 10th meeting of Financial Sector Development Working Committee of BUILD.

89. DCCI President Rizwan Rahman attended the memorial programme on the illustrious son of Dhaka Late Alhaj Anwar.

90. DCCI President Rizwan Rahman attended the 143rd Board meeting of Export Promotion Bureau.

91. DCCI President Rizwan Rahman attended the technical consultation "Towards a Transformed and Revitalized Trade and Economic Partnership with the EU: Issues and Priorities for Bangladesh" organized by RAPID as a panel speaker.

92. DCCI President Rizwan Rahman joined the 3rd meeting of the Logistics Infrastructure Development Working Committee.

93. DCCI Acting President Arman Haque joined the RTD on "Charting a Sustainable and Robust Path to Opportunities in a New Era" organized by HKTDC as panel speaker.

94. DCCI President Rizwan Rahman joined the meeting on the Draft Bangabandhu Sheikh Mujib Industry Award Policy -2022 organized by Ministry of Industries.

95. DCCI Acting President Arman Haque joined the meeting between DCCI and Armenia Chamber of Commerce and Industry virtually.

96. DCCI President Rizwan Rahman met Sadia Jabeen Khan, Director International Affairs, Romania.

97. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar on "Exploring business and investment opportunities for Bangladesh via Hongkong" jointly organized by DCCI and HKTDC.

98. DCCI President Rizwan Rahman attended the 6th meeting of National Trade Facilitation Committee (NTFC).

99. DCCI President Rizwan Rahman attended the MoU Signing Ceremony between DCCI & SME Foundation.

১০০. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী-এর সম্মানে ভারতীয় দূতবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

১০১. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বন্দরের লজিস্টিক খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা : ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১০২. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তুরস্কের ইস্তানবুল সফর করে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভা ও বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সেশনে অংশগ্রহণ করে।

১০৩. বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

১০৪. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক ডিবিআই আয়োজিত 'মাস্টারক্লাস-মাস্টার ইন কেওয়স ইন ইউরো বিজনেস' শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১০৫. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের সাথে ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-এর চেয়ারম্যান রাজকিরন এবং পরিচালক দেবপ্রিয় বৈঠক করেন।

১০৬. ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব পাকিস্তান-এর সচিব আহসান আলী মানঙ্গী ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যোগদান করেন।

১০৭. বিএফটিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৪তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১০৮. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজেনেস নেটওয়ার্কিং সেশন' ও 'বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সেশন' অনুষ্ঠিত।

১০৯. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'কম্পিটিটিভ ট্যারিফ স্ট্রাকচার: এলডিসি গ্রাজুয়েশন' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

১১০. ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১১১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'সিএমএসএমই স্টার্টআপদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১১২. তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণার ৯৯তম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১১৩. এলডিসি গ্রাজুয়েশন বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি যোগদান করেন এবং গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১১৪. ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদল ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যোগদান করেন।

১১৫. যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পোর্টিকো-এর প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১১৬. ক্যাপিটাল মার্কেট স্টাবিলাইজেশন ফান্ড-এর কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১১৭. ইপিবি-এর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে বৈঠক করেন।

১১৮. 'টেকসই উন্নয়ন এবং আধুনিক বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেট সেবা' বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

১১৯. 'জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈকি সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি' উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

100. DCCI President Rizwan Rahman attended a farewell reception in honour of Vikram K. Doraiswami, High Commissioner of India.

101. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar on "Efficient port logistic Management & trade competitiveness of Bangladesh" organize by DCCI.

102. DCCI President Rizwan Rahman led a 86-member business delegation to Istanbul, Türkiye.

103. DCCI President Rizwan Rahman attended the 50th Anniversary of Diplomatic relation between the Kingdom of Thailand and Bangladesh.

104. DCCI Acting President Arman Haque attended the workshop on Business Masterclass-Master the Chaos in Your Business organized by DBI.

105. DCCI Acting President Arman Haque met Rajkiran, Chairman and Debapriya, Director of Transport Corporation of India Ltd.

106. DCCI Acting President Arman Haque met Ahsan Ali Mangi, Secretary, Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) .

107. DCCI President Rizwan Rahman joined the 54th meeting of BFTI Board of Directors.

108. DCCI President Rizwan Rahman chaired the "Bangladesh-Viet Nam Business Networking Meeting and B2B Match-Making" organized by DCCI.

109. DCCI President Rizwan Rahman chaired the workshop on "Competitive Tariff Structure: Post-LDC Graduation Context" organized by DCCI.

110. Salman Fazlur Rahman, Private Sector Industry and investment Adviser to the Prime Minister and Nasrul Hamid, State Minister for Power, Energy and Mineral Resources met the business Leaders at BIDA. DCCI President Rizwan Rahman attended this programme.

111. DCCI President Rizwan Rahman chaired the seminar on "Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects" organized by DCCI.

112. DCCI President Rizwan Rahman attended the reception on the occasion of 99th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Türkiye.

113. DCCI President Rizwan Rahman made a presentation and disseminated DCCI's research studies at the National Seminar on LDC Graduation, organized by Economic Relations Division.

114. DCCI President Rizwan Rahman met the delegation from USAID.

115. DCCI President Rizwan Rahman met the delegates from Portico, UK.

116. DCCI President Rizwan Rahman attended the inaugural ceremony of Capital Market Stabilization Fund (CMSF)

117. DCCI President Rizwan Rahman met A.H.M. Ahsan, Vice Chairman of EPB.

118. DCCI President Rizwan Rahman attended a seminar on "Resilient Internet for Sustainable Development and Smart Bangladesh" as a panel speaker.

119. DCCI President Rizwan Rahman attended the "Celebration of 50th Anniversary of Japan- Bangladesh diplomatic relationship".

১২০. আলজেরিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২১. ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এর সাথে ইরাকের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

১২২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিল্পমন্ত্রণালয়, বিল্ড এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'লজিস্টিক পলিসি প্রণয়ন' বিষয়ক ওয়ার্কশপের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত 'এলডিসি গ্রাজুয়েশন: ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন' বিষয়ক জাতীয় সেমিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১২৪. জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২৫. 'বাংলাদেশ ১০০' বিষয়ক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১২৬. শ্রীলংকার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২৭. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর আশুলিয়া ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের বার্ষিক বনভোজন ২০২২-এ ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

**ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার সমূহ**

১. মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্টদূত আবিদা ইসলামের সাথে ডিসিসিআই সভপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎকার ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২. ভারতে নিযুক্ত কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত এসিয়েন ইসায়েভ-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎকার ২৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।

৩. ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত আরমান হক-এর সাথে ভারতে নিযুক্ত রুয়ান্ডার হাইকমিশনার মুকাংগিরা জ্যাকুলি-এর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৪. ডিসিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সাথে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী, এমপি সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৫. ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার প্রফেসর সুদর্শন সেনেভিরত্নে সাক্ষাৎ করেন।

৬. ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা-এর সাক্ষাৎকার ১১ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।

৭. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্রোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৮. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নরের সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৯. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে কেনিয়ার দ্বিপাক্ষিক ও পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মই লিমোশিরা-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

১০. দি ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বারর্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ইরফান ইকবাল শেখ'র নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারের পর্ষদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১১. বাংলাদেশে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলেহ ও ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

120. DCCI President Rizwan Rahman attended the National Day of Algeria.

121. DCCI President Rizwan Rahman met the business delegation from Iraq.

122. DCCI President Rizwan Rahman attended the Workshop on Formulating Logistics Policy jointly organized by PMO, Ministry of Industries, BUILD and World Bank Group as a panel discussant.

123. DCCI President Rizwan Rahman attended the National Seminar on LDC Graduation: Investment and Export Diversification organized by ERD as a panel discussant.

124. DCCI President Rizwan Rahman attended the farewell dinner in honour of ITO Naoki, Ambassador of Japan to Bangladesh organized by MoFA.

125. DCCI President Rizwan Rahman attended the "G100 Meeting Bangladesh" as Special Guest of hosted by G100 Bangladesh.

126. DCCI President Rizwan Rahman virtually joined the discussion meeting of National Chamber of Commerce (NCC), Sri Lanka.

127. DCCI President Rizwan Rahman attended the annual Picnic of DCCI 2022 held at the main campus of Daffodil International University.

**DCCI President/ Board of Directors Called on**

1. DCCI President called on Abida Islam, Ambassador of Bangladesh in Mexico on 27th January.
2. Asein Isaev, Ambassador of Kyrgyzstan to Bangladesh called on DCCI President on 23rd March.
3. Mukangira Jacqueline High Commission of Rwanda to Bangladesh called on DCCI Acting President on 27th March.
4. Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy for Bangladesh (Trade & Investment Partnership between Bangladesh and UK) called on DCCI President on 29th March.
5. Prof. Sudharshan D.S. Seneviratne, High Commissioner of Sri Lanka in Bangladesh called on DCCI President.
6. Alan L Deniega, Ambassador of the Philippines in Bangladesh called on DCCI President on 11th May.
7. DCCI President and the members of the Board of Directors had a meeting with West Bengal Industry, Commerce and Enterprises Minister Dr. Partha Chatterjee in Kolkata.
8. DCCI President and the members of the Board of Directors called on newly appointed Governor of Bangladesh Bank Abdur Rouf Talukder.
9. Moi Lemoshia, Ambassador of Kenya in Bangladesh along with high level members from Kenyian government called on DCCI Board of Directors.
10. Irfan Iqbal Sheikh, President of the Federation of Pakistan Chamber of Commerce & Industry (FPCCI) met the DCCI Office Bearers.
11. Nigerian Business delegation led by Ahmed Sule; High Commissioner of Nigeria in Bangladesh called on the DCCI Board of Directors.

১২. তুরস্কের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ড. মেহমুদ মুস-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

১৩. রিপাবলিক অব কসোভো-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

১৪. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতির সাথে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশি সাক্ষাৎ করেন।

১৫. এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ৩০ মার্চ, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৬. ১৬ মে, ২০২২ তারিখে বেলজিয়ামের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বাবেটি ডেসফোসেজ-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৭. ০১ জুন, ২০২২ তারিখে ভারতে অবস্থিত রোমানিয়া দূতাবাসের মিনিস্টার কনসুল্যার (ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল) ইনোট ভিজিরো-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৮. ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে তুরস্কের আঙ্কারায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৯. রাজউক-এর চেয়াম্যান আনিসুর রহমান মিয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

২০. আইএফসি-এর প্রতিনিধি সালমা রাসাভেক-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎ ২৬ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২১. ইসহো-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়ানা হোসেন ১৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২২. রোমানিয়া'র পরিচালক (ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স) সাদিয় জাবিন খান ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২৩. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে ইরাকের সুলাইমানি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান সিরওয়ান মোহাম্মদ মাহমুদ-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

**ঢাকা চেম্বারের সভাপতির বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ**

- ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ২৫-২৮ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফর করে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব রিজওয়ান রাহমান ১৯-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন।
- ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ২৭ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত তুরস্কের ইস্তাম্বুল সফর করে।

**ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান**

১. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হেসেন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিলের ১৭তম সভায় যোগদান করেন।

২. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-এর মূল্যায়ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক গোলাম জিলানী অংশগ্রহণ করেন।

৩. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান চলাচিত্র : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৪. এফবিসিসিআই আয়োজিত 'কাউন্সিল অক চেম্বার প্রেসিডেন্টস'-এর সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

৫. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ডিবিআই-এর ট্রেনিং কোর্সের প্রশিক্ষকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

12. DCCI President called on Turkish Trade and Commerce Minister Dr. Mehmut MUS in Ankara, Turkiye.
13. DCCI President and the Office Bearers had a meeting with Kreshnik Ahmeti, Deputy Foreign Minister of Kosovo.
14. Mansour Chavoshi, Ambassador of Iran in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers.
15. The delegation from Enterprise Singapore called on DCCI President on 30th March.
16. Babette Desfossez, Trade & Investment Commissioner, Flanders Investment & Trade (Belgium) called on DCCI President on 16th May.
17. Ionut Viziru, Minister Counselor-Head of Economic and Commercial Office-Embassy of Romania in New Delhi called on DCCI President on 1st June.
18. DCCI President called on Mosud Mannan, ndc, Ambassador, Embassy of Bangladesh in Ankara, Turkey on 14th June.
19. DCCI President called on Anisur Rahman Miah, Chairman, RAJUK on 14th June.
20. DCCI President met Selma Rasavac from IFC on 26th June.
21. Rayana Hossain, Founder and Managing Director, ISHO called on DCCI President on 14th August.
22. Sadia Jabeen Khan, Director, International Affairs, Romania called on DCCI President on 12th September.
23. A business delegation from Sulaimany Chamber of Commerce & Industry from Iraq called on DCCI President on 16th November.

**Trade Delegation**

- President of DCCI led a business delegation to West Bengal, Kolkata, India from 25 to 28 May.
- President of DCCI visited USA as a member of Prime Minister's entourage from September 19 to 23.
- President of DCCI led a business delegation to Istanbul, Türkiye from 27th September to 1st October.

**Meetings Attended by the Members of the Board of Directors**

1. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 17th meeting of National Productivity Council.
2. Golam Zilani, Director, DCCI attended the Evolution Committee meeting on National Productivity Excellence Award organized by Ministry of Industries
3. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a Seminar on "Current Scenario of Circular Economy in Bangladesh: Problem and Prospects" organized by FBCCI.
4. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended the meeting with the Council of Chamber President's-2022 organized by FBCCI.
5. Monowar Hossain, Vice President, DCCI, attended a view exchange meeting with the Resource Persons of DBI.

৬. মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত-এর সাথে ডিসিসিআই ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৭. ডিসিসিআই-এর সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৮. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'কানেক্টিং সাউথ এশিয়া উইথ গ্লোবাল মার্কেটস থ্রো হংকং' শীর্ষক ওয়েবিনারে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৯. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১০. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিকিউটিভ কমিটির ২৫তম সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

১১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডারর্স মিট ২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১৩. জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত 'মক ড্রিলে' ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৪. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন 'বাংলাদেশে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি' শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৫. তুরস্কের ইস্তানবুল গেদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারপার্সন-এর সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

১৬. ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও রোমানিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৭. বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোক্তাদের ভার্চুয়াল বিজনেস ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

১৮. ডিসিসিআই আয়োজিত 'বার্ষিক সাধারণ সভার গুরুত্ব এবং লিমিটেড কোম্পানীর কমপ্লায়েন্স' শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংগ্রহণ করেন।

১৯. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রুয়ান্ডার হাইকমিশনার-এর সাথে মতবিনিময় করেন।

২০. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে বাণিজ্য আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২১. ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী, এমপি-এর সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

২২. ডিসিসিআই, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত লাইভ 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২৩. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি; প্লাস্টিক খাতের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

২৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার, বাণিজ্য চুক্তি এবং ডব্লিউটিও ইস্যুজ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই পরিচালক সামির সাত্তার অংশগ্রহণ করেন।

6. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI joined a meeting with Ambassador of Bangladesh in Mexico Virtually.
7. Board of Directors, DCCI joined the "Meet The Press" organized by DCCI.
8. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI joined a Webinar on "Connecting South Asia with Global Markets through Hong Kong" organized by DCCI.
9. Board of Directors joined the workshop on "Procedures and preparedness of getting SME loans/stimulus package from a bank" organized by DCCI.
10. Shahid Hossain, Director, DCCI joined the 25th Meeting of National Productivity Executive Committee organized by Ministry of Industries.
11. Board of Directors joined a Webinar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organized by DCCI.
12. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI joined India-Bangladesh Stakeholders' Meet 2022 virtually.
13. DCCI Office Bearers attended the National Disaster Preparedness Day 2022 Mock Drill organized by DCCI.
14. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a Seminar on "The earthquake resilience of relevant government departments and increase the involvement of private sector in disaster risk management (DRM) in Bangladesh" organized by DCCI.
15. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI joined a virtual discussion meeting with Chairperson, Istanbul Gedik University, Türkiye.
16. Board of Directors, DCCI attended a Seminar on "Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania" organized by DCCI.
17. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI joined a virtual Business Match-Matching between Indonesian and Bangladeshi business entrepreneurs.
18. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a workshop on "Importance of AGM and Compliance of Limited company" organized by DCCI.
19. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the High Commission of Rwanda to Bangladesh.
20. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with the delegation from USB Certification from Türkiye.
21. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended the meeting with Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy for Bangladesh (Trade & Investment Partnership between Bangladesh and UK).
22. Board of Directors attended the live Pre-Budget Discussion Meeting 2022-23 organized by DCCI.
23. Board of Directors, DCCI joined a Webinar on "Sustaining Export Growth in a Post LDC World: Strategies of Bangladesh for Plastic Sector" organized by DCCI.
24. Sameer Sattar, Director, DCCI attended a workshop on Preferential Market Access & Trade Agreement and WTO Issues organized by Ministry of Commerce.

২৫. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ 'বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা; প্রেক্ষিত এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে অংশগ্রহণ করেন।

২৬. 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৭. আইসিএবি'র প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

২৮. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নে স্ট্রাটেজি নির্ধারণ' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২৯. ডিসিসিআই'র সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৩০. ডিসিসিআই এবং সুপার প্রজেক্ট কনসোরটিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়াম এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সী অপরাশেন সেন্টার"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩১. ভিয়েতনামের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হো চো মিন-এর ১৩২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাস এবং বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

৩২. ইংরেজী দৈনিক 'দি বিজনেস পোস্ট' আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

৩৩. ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন।

৩৪. ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত ভারতে অবস্থিত রোমানিয়া দূতাবাসের মিনিস্টার কনসুল্যার (ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল) ইনোট ভিজিরো-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক সাক্ষাৎ করেন।

৩৫. ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ-এর ২৭তম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

৩৬. 'জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩: ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩৭. ডিবিআই আয়োজিত 'বিজনেস ডাটা এ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৩৮. বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২২ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন; টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে" বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩৯. রাজউকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সাথে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৪০. ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪১. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ঔষধ খাতের রপ্তানি : কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক সেমিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪২. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে কেনিয়ার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

25. Board of Directors joined a Webinar on Bangladesh-South Korea Trade & Investment Opportunities organized by DCCI.

26. Board of Directors attended a discussion meeting on "Dissemination of the Present Status of One Stop Service System of BIDA" organized by DCCI.

27. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with ICAB Office Bearers.

28. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI joined a FGD on "Disaster financing landscape and development of Risk financing strategy" organized by DCCI.

29. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with ALAN L. DENIEGA, Ambassador, Embassy of Philippines in Dhaka.

30. Board of Directors attended the National Symposium on "Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management" jointly organized by DCCI and ActionAid Bangladesh.

31. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended the function of 132nd Birth Anniversary of President Ho Chi Minh organized by Vietnam Embassy & Bangladesh-Vietnam Chambers of Commerce & Industry.

32. Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI attended the Pre-Budget Discussion titled, "Economic Recovery and the Upcoming Budget for FY23" as a Panel Speaker organized by The Business Post.

33. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI visited Kolkata as a part of DCCI's business delegation.

34. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended meeting with Ionut Viziru, Minister Counselor-Head of Economic and Commercial Office-Embassy of Romania in New Delhi.

35. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended the 27th Annual Council of ICC Bangladesh.

36. Board of Directors, DCCI attended DCCI's Initial Budget Reaction FY2022-23.

37. Monowar Hossain, Vice President, DCCI joined Online Certificate Course on 'Business Data Analysis & Financial Forecasting', held Virtually.

38. Board of Directors, DCCI attended the seminar on "Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment" jointly organized by DCCI & Bangladesh Accreditation Board.

39. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended meeting with the newly appointed Chairman of RAJUK.

40. Board of Directors, DCCI called on Governor of Bangladesh Bank.

41. Board of Directors, DCCI attended the Seminar on "Export of Pharmaceutical Sector upon LDC graduation: Strategies & Way forward" organized by DCCI.

42. Board of Directors attended the meeting with the high-profile delegation from Kenya.

৪৩. ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৪৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার হাইকমিশনারের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৪৫. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪৬. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪৭. বিডা আয়োজিত 'মিট দ্যা ইনভেস্টর্স' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক সামির সাত্তার যোগদান করেন।

৪৮. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৪৯. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৫০. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫১. ডিসিসিআই আয়োজিত 'বন্দরের লজিস্টিক খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫২. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভায় পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৫৩. বাংলাদেশ সফররত রিপাবলিক অব কসোভো-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি এবং ঢাকা চেম্বারের সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৫৪. বাংলাদেশস্থ ইরানের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৫. ডিবিআই আয়োজিত 'বিজনেস মাস্টারক্লাস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

৫৬. ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান রাজকিরন এবং পরিচালক দেবপ্রিয়-এর সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৫৭. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং ভিয়েতনামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

৫৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক কাঠামো : প্রেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের উত্তোরণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫৯. ডিসিসিআই আয়োজিত 'সিএমএসএমই স্টার্টআপদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬০. 'ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৬১. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাস্টিকা লিগাল মাইন্ডস যৌথভাবে আয়োজিত 'নিড ফর এ ইভেক্টিভ কম্পিটিশন রেজিম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

৬২. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ 'বাংলাদেশ-ইউকে বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং'-এ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

43. Board of Directors attended the meeting with the Business Delegation from Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI).

44. Board of Directors, DCCI attended meeting with the High commissioner of Nigeria to Bangladesh Ahmed Sule.

45. Board of Directors, DCCI attended the Seminar titled "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organized by DCCI.

46. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the memorial programme of Illustrious son of Dhaka Late Alhaj Anwar Hossain.

47. Sameer Sattar, Director, DCCI attended 'meet the Investors' organized by BIDA.

48. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 26th DITF steering Committee meeting.

49. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 27th DITF steering Committee meeting.

50. Board of Directors, DCCI attended Seminar on "Exploring business and investment opportunities for Bangladesh via Hongkong" jointly organized by DCCI & HKTDC.

51. Board of Directors, DCCI attended Seminar on "Efficient port logistic Management & trade competitiveness of Bangladesh" organized by DCCI.

52. Board of Directors, DCCI attended the 9th meeting of DCCI Board of Directors.

53. Arman Haque, Senior Vice President and Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Kreshnik Ahmeti, Deputy Foreign Minister of the Republic of Kosovo.

54. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with Ambassador of Iran in Bangladesh held at DCCI Gulshan Centre.

55. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended a workshop on Business Masterclass-Master the Chaos in Your Business.

56. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended the meeting with Rajkiran, Chairman and Debapriya, Director of Transport Corporation of India Ltd.

57. Board of Directors, DCCI attended meeting with the Business delegation from Vietnam.

58. Board of Directors, DCCI attended workshop on "Competitive Tariff Structure: Post-LDC Graduation Context".

59. Board of Directors, DCCI attended Seminar on "Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects" organized by DCCI.

60. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended Presentation on Disaster Response Exercise and Exchange (DREE) Bangladesh-2022 on Subject Matter Expert Exchange.

61. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI attended a Seminar on "Need for an effective competition regime in Bangladesh" organized in collaboration with Bangladesh Competition Commission and Justicia Legal Minds.

62. The Board of Directors, DCCI attended the "Bangladesh-Viet Nam Business Networking Meeting and B2B Match-Making" organized by DCCI.

**সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)**

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে ঢাকা চেম্বারের ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা চুক্তি (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে।

এছাড়ও ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সহযোগিতা স্মারক অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিবিআইতে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, প্রশিক্ষণ কোর্সের আধেয়ের যুগোপযোগীকরণ ও সংযোজন, নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকবৃন্দকে ডিবিআইতে প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্মতি, খাত ভিত্তিক গবেষণা প্রণয়ন, ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষানবীশ হিসেবে চেম্বারের কাজের সুযোগ প্রদান, যৌথ সম্মতির ভিত্তিতে লোগো ব্যবহার, চাকুরী মেলা, ওয়েবিনার ও সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে একযোগে কাজ করায় সম্মত হয়েছে। নিচে এ সকল চুক্তিসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইস্তাম্বুল গেদিক বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

২। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর।

৩। ফরেন ইকোনোমিক রিলেশন্স বোর্ড অফ তুর্কি (ডেইক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মাধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৪। ঢাকা চেম্বার এবং ইসলামাবাদ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৫। রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৬। দি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ টিরানা, আলবেনিয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৭। ভারতের বঙ্গীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাউন্সিল-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৯. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সেবা সমূহে দ্রুততম সময়ে প্রদানে নিশ্চিতকরণে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

**২০২২ সালে প্রকাশনা সমূহ**

ডিসিসিআই'র গবেষণা বিভাগের সহযোগিতায় জনসংযোগ বিভাগ এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো:

- ইন্ট্রোডিউসিং ডিসিসিআই ২০২২
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২
- ডেলিগেশন ব্রশিউর, কলকাতা
- ডেলিগেশন ব্রশিউর, ইস্তানবুল
- সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি শীর্ষক বুকলেট
- ট্যাক্স গাইড ২০২২-২৩
- ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ

**স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম**

ডিসিসিআই-এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৫টি বিশেষ কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালক 'সমন্বয়কারী পরিচালক' হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২০২২ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৫৯টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে

## Signing Memorandum of Understanding (MoU) for bilateral cooperation

In order to extend the bilateral cooperation, boost trade and investment and increase global connectivity, Trade Facilitation Department undertook initiative to expand the bilateral partnership with different international Chambers and organizations.

Moreover, DBI has also taken initiative for signing Memorandum of Cooperation (MoC) with different Universities for expansion of its training areas. Partner organizations have found it mutually beneficial to offer specially-designed and mutually agreed programs, share resource persons and develop content on different areas of collaboration, conduct sector-wise business research activities. A list of MoUs and MoCs signed are given below:

1. MoU between Dhaka Chamber and Istanbul Gedik University, Türkiye
2. MoU between Dhaka Chamber and SME Foundation
3. MoU between Dhaka Chamber and Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DEiK), Türkiye
4. MoU between Dhaka Chamber and Islamabad Chamber of Commerce and Industry (ICCI), Pakistan
5. MoU between Dhaka Chamber and Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI), Pakistan
6. MoU between Dhaka Chamber and the Chamber of Commerce & Industry of Tirana, Albania
7. MoU between Dhaka Chamber and Bongiyo Antorjatik Banijyo Council (BABC), India.
8. Memorandum of Understanding (MoU) between Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Department of Management, University of Dhaka.
9. Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation, operational modalities and other stipulations to ensure easy, online and timely delivery of services to the clients between Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC) and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

## Publication in the year 2022

Research & Development (R&D) Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following publications in 2022.

- Introducing DCCI 2022
- Annual Report 2022
- Delegation Brochure for Kolkata
- Delegation Brochure for Istanbul
- Booklet on Procedures of getting CMSME loan
- DCCI TAX Guide 2022-23
- DCCI Monthly REVIEW

## Standing Committee activities and Board Meetings

15 Standing Committees and 5 Internal Committees headed by a member of Board of Directors each who acted as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year conducted 59 meetings where some important policy recommendations were made for development of the private sector and support desired

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং যুগ্ম-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর বারটি (১২)টি বোর্ড সভা এবং একটি (১)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

**সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম**

২০২২ সালে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন সিলেট এবং সুনামগঞ্জ এলাকায় বন্যা দূর্গত ২৫০০টি পরিবারের জরুরী খাদ্য সহায়তা ও ঔষধ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৪,৪৮,৮৫০/- (চৌদ্দ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে।

**ডিসিসিআই'র সদস্যপদ**

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা চেম্বারে এ অর্থবছরে ৬২৫ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ২০৮ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩৭১৬ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চেম্বারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৪৫৪৯ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ২০২২ সালের শেষ নাগাদ ঢাকা চেম্বারের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

**ডিসিসিআই-এর আর্থিক অবস্থার হিসাব**

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ২০২২ সালে ঢাকা চেম্বারের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নয়ন হয়েছে। চলতি বছরে ট্যাক্স ব্যতীত ব্যয়াতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ৪,৯০,৭০,৮২২ টাকা, ২০২১ সালে যার পরিমাণ ছিল ৪,৬৫,২২,৬০৬ টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০২২ সালে ৫.৪৮% হারে ২৫,৪৮,২১৬ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮,১৬,১৮,৫৯২ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৪,৬৮,৪০,৯৪৬ টাকা, অর্থাৎ ২০২২ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বেড়েছে ৩,৪৭,৭৭,৬৪৬ টাকা বা ২৩.৬৮%। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩২.১৩% বৃদ্ধিতে, অর্থাৎ ২০২২ সালে খরচ বেড়েছে ৩,২২,২৯,৪৩০ টাকা। ২০২২ সালে চেম্বারের মোট খরচ হয়েছে ১৩,২৫,৪৭,৭৭০ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১০,০৩,১৮,৩৪০ টাকা।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৭৯,৩৬,১৫,৭৭৯ টাকা থেকে ৩,১০,৪৩,৮৫৭ টাকা অর্থাৎ ৩.৯১% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৮২,৪৬,৫৯,৬৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২২ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

**ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,**

২০২২ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা পরলোক গমন করেছে, তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ গভীর সমবেদনা পেশ করেছে। ডিসিসিআই নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

economic growth. I would like to take the privilege to thank all coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors and members of all the Standing Committees for their cordial cooperation and efforts throughout the year.

12 Board meetings and 01 emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held till end of December to discuss the managerial and financial issues along with suggesting policy issues to improve management efficiency of the Chamber.

### Social Welfare Activities

During the year 2022, DCCI foundation has donated BDT. 14,48,850/- (Fourteen Lakh Forty-Eight Thousand Eight Hundred and Fifty) as emergency relief to purchase daily necessary food items and emergency medicines and distributed among 2,500 flood-affected families in Sylhet and Sunamganj districts.

### Membership Enrollment

DCCI is being supported by a large number of members engaged in several businesses ranging from export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate, trading, ICT and other avenues in form of MSMEs. I am delighted to mention that during the financial year, 625 new members were enrolled and 208 inactive members revived their membership despite the ongoing novel coronavirus pandemic. In addition, 3,716 members have renewed their membership. Total membership reached 4,549 as of September 2022 which is really a commendable achievement. If this trend continues, total membership number will significantly increase by the end of this calendar year.

### DCCI Accounts

I am delighted to mention that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2022. We have achieved Tk. 4,90,70,822 as the excess of Income over Expenditure after tax in 2022 whereas it was Tk. 4,65,22,606 in 2021. Excess of Income over Expenditure has increased by 5.48% or Tk. 25,48,216 in 2022 compared to previous year.

Membership subscription, building rent, interest on deposits, training and project are the key income generating sources of the Chamber. Total income of the Chamber has reached Tk. 18,16,18,592 in 2022 as against Tk. 14,68,40,94 in 2021. Income for DCCI in 2022 has decreased by 23.68% or Tk. 3,47,77,646 compared to previous year. On the other hand, total expenditure has increased by 32.13 % or Tk. 3,22,29,430 in 2022 compared to 2021. Total expenditure has reached Tk. 13,25,47,770 in 2022 whereas it was Tk. 10,03,18,340 in 2021.

The total savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 82,46,59,636 in 2022 from Tk. 79,36,15,779 in 2021, registering 3.91% growth, which is equivalent to Tk. 3,10,43,857.

### Ladies and Gentlemen

Let me pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls belonging to eminent politicians, nationally important, socially enlightened persons and dignitaries from diverse streams, DCCI members and family members of DCCI family who left us in 2022 and sympathy to their all grieved and shocked family members.

এছাড়াও ২০২২ সালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে ডিসিসিআই শোক প্রকাশ করেছে:

- বৃটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ
- প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত
- জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি বেনজীর আহমেদ-এর মাতা মনুজা খাতুন
- প্রখ্যাত চলচিত্র পরিচালক, প্রযোজক, গীতিকার ও লেখক এবং একুশে পদক বিজয়ী শিল্পী গাজী মাজহারুল আনোয়ার
- জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও একুশে পদক বিজয়ী সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ
- র‍্যাংগস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আকতার হোসেন
- বিশিষ্ট শিল্পপতি ও স্কয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী-এর স্ত্রী অনিতা চৌধুরী
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা'র বিশেষ সহযোগী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহবুব জামিল
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী'র মাতা ওয়াহিদা খানম
- ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এ এম মুবাশ-শার-এর ভাই এবং দি নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক এ এম মাহফুজুল
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর প্রাক্তন সভাপতি রাকিবুর রহমান
- ডিসিসিআই'র সিনিয়র অফিসার রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের বাবা রতন চট্টোপাধ্যায়
- ডিসিসিআই'র যুগ্ম-নির্বাহী সচিব উৎপল কুমার সাহা-এর বাবা উপেন্দ্র নাথ সাহা
- প্রখ্যাত গীতিকার ও সাংবাদিক কে জি মোস্তফা
- ঢাকা চেম্বারের যুগ্ম নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান'র পিতা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
- প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
- ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মতিউর রহমানের বড় ভাই এবং নবারুন মটরস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক লেঃ শফিকুর রহমান
- বাংলা ট্র্যাক গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রুপ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আমিনুল হক
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রাহ্-এর ছোট ভাই মোঃ একরেমা
- ৪ জুন ২০২২ এ সিতাকুন্ডে কন্টেইনার ডিপোজিট দুই হাজার নিহত ৪৬জন
- ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এ ঝালকাটিতে লঞ্চে অগ্নিকান্ডে নিহত ৪১ জন

DCCI expressed deep shock and mourn at the sad demise of following persons in 2022:

- Her Majesty the Queen Elizabeth II, Britain's longest reigning monarch
- Justice Shahabuddin Ahmed, Former President of The Pepole's Republic of Bangladesh
- Abul Maal Abdul Muhith, Former Finance Minister of Bangladesh
- Fazle Rabbi Miah, Deputy speaker of the national parliament
- Akbar Ali Khan, Former Adviser to the Caretaker Government
- Monuja Khatun, mother of Banajir Ahmed, Former President, DCCI
- Gazi Mazharul Anwar, Film Director, producer, lyricist and screenwriter, Awardee of Ekushe Padak and Indepedence award
- Reazuddin Ahmed, Veteran Ekushe Padak winning journalist, and former President of National Press Club
- Akther Hussain, Founder Chairman, Rangs Group
- Anita Chowdhury, wife of Square Group founder Samson H. Chowdhury
- Mahbub Jamil, a businessman and former special assistant to the Chief Advisor of Caretaker Government
- Wahida Khatun, mother of Enamul Haque Patwary, Former Director, DCCI
- A M Mufazzal, Editor, The New Nation and Brother of A M Mubash-Shar, Former Senior Vice President, DCCI.
- Rakibur Rahman, Former President of Dhaka Stock Exchange Ltd.
- Ratan Acharjee, Father of Rahul Acharjee, Senior Officer, IT, DCCI
- Upendra Nath Saha, Father of Utpal Kumar Saha, Joint Executive Secretary, DCCI
- K G Mustafa, Eminent Lyricist and Journalist
- Mamtaj Uddin Ahmed, Father of AHM Maniruzzaman, Joint Executive Secretary, TF, DCCI
- Abdul Gaffar Chowdhury, Veteran journalist and columnist
- Gias Uddin Ahmed, Former Director, DCCI
- Ln. Shafiur Rahman, Chairman & Managing Director of Nabarun Motors Ltd. and elder brother of DCCI's former President Matiur Rahman
- Mohammad Aminul Haque, Founder & Group Chairman, Bangla Track Group
- Md. Ekrema, younger brother of M Abu Horairah, former Vice President, DCCI
- 46 people died in Sitakundo Container Depot Fire incident on 4$^{th}$ June 2022
- 41 people died in a fire incident in the launch tragedy in Jhalakathi on 24 December, 2021

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,**

পরিশেষে আমি বলে চাই, কোভিড পরবর্তী মহামারী এবং বিশ্ব বাণিজ্যের এ দুদোল্যমান অবস্থায়ও ২০২২ সালটি ঢাকা চেম্বার একটি কর্মচঞ্চল ও সফল বছর হিসেবে পার করেছে। এ সময়ে ঢাকা চেম্বার কে দেশের বেসরকারিখাতের শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিগণিত করতে আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা, ব্যবসায়ী সামাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকারের সাথে নিরলসভাবে একসাথে কাজ করেছি।

আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০২২ সালে দেশে ও বর্হিবিশ্বে ঢাকা চেম্বারের ইমেজ বৃদ্ধিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। এছাড়াও দেশের ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে ডিসিসিআই গবেষণা ভিত্তিক কার্যক্রমও সম্প্রসারণ করেছে।

২০২২ সালে ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব প্রদান করার বিষয়টি আমার জন্য ছিল অত্যন্ত সম্মানের। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ সহ ডিসিসিআই'র সকসল সদস্যবৃন্দ ও চেম্বারের সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ কে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমি আমার সকল পূর্বশূরীদের ও উত্তরশূরীদের প্রতি গভীর আস্থা জানাচ্ছি। ২০২৩ সালের নব-নির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা রাখি, ডিসিসিআই'র গতিশীলতা আনয়নে এই নতুন নেতৃত্ব আরও কার্যকর ভাবে কাজ করবে এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে, তার সফল বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আজ আমার শেষ দিন। এ প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্বে দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার একটি বড় অর্জন।

নব-নির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে পুনরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান করার জন্য আমি আবারো আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ



**রিজওয়ান রাহমান**
সভাপতি, ডিসিসিআই।
ডিসেম্বর ২১, ২০২২।

**Distinguished Members**

In conclusion, I would like to highlight that DCCI had a vibrant year in 2022 despite having post pandemic moderate transitional phase couled with world's economic turbulence. During this time, we made every effort to position DCCI as the active and visible chamber in the nation and became a crucial partner of the government in reviving trade, investment and economic activity, safeguarding business community and advancing national economic and development agenda.

I would like to congratulate Board of Directors, Conveners, Joint Conveners, Standing Committee members of 2022 and all officials of the Secretariat for their tireless work and significant contribution to uphold the image of the Chamber at home and abroad. I am also delighted to announce that DCCI further enhanced its research-based policy advocacy responsibilities for the development of business environment with the unwavering effort and sincerity.

It is my great honour and privilege to lead DCCI as the President in 2022. I would like to thank all members of Board, former Presidents, DCCI members and all officials of DCCI secretariat for keeping their trust on me to lead the DCCI in 2022.

I want to express my sincere gratitude to all of my predecessors and successors. I also like to congratulate DCCI's newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Board of Directors for the year 2023. I believe that the new leadership at DCCI will bring more energy to lift DCCI to new height and further drive the country's quest to realize long-cherished vision of being a developed country by 2041. My term as DCCI President ends today. Serving this great institute has been always a rewarding experience for us.

I would like to once again congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI.

I thank you all once again for your valued and kind presence in the 61st AGM of DCCI and to grace this occasion.

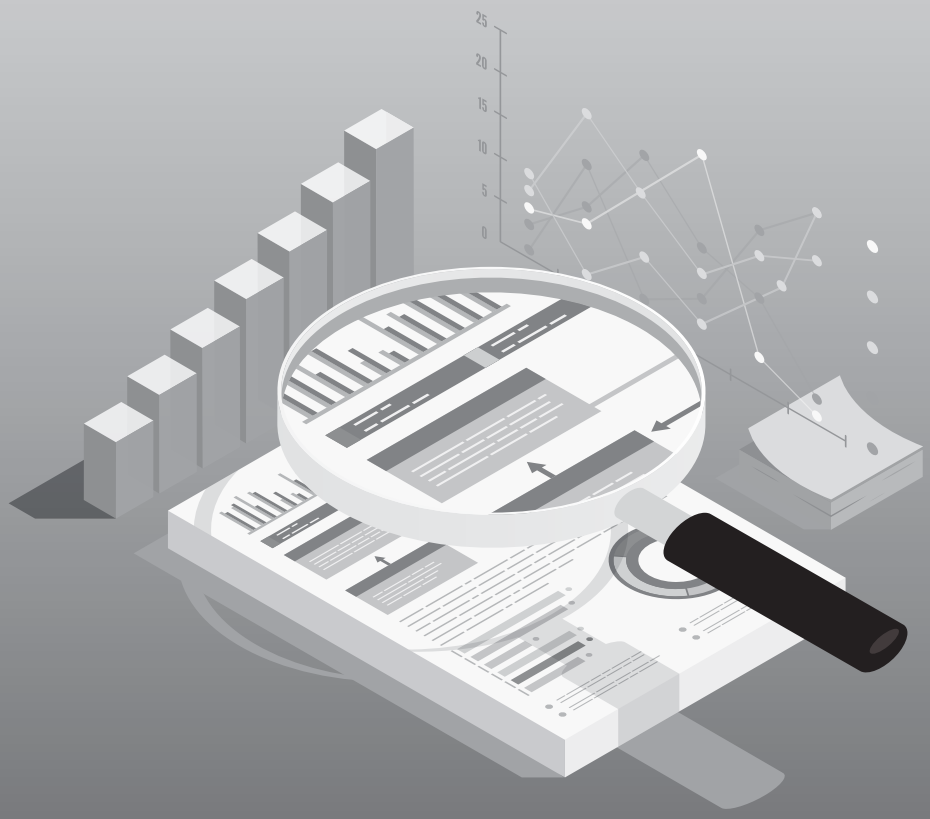
Allah Hafiz



**Rizwan Rahman**
President, DCCI
Date: 21 December, 2022

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (DCCI)

## FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022



## Independent Auditor's Report

## To the members of Dhaka Chamber of Commerce and Industry

## Report on the audit of the financial statements

### Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Dhaka Chamber of Commerce and Industry ("the Chamber") which comprise the Statement of Financial Position as at September 30, 2022 and the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to the financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Chamber as at 30 September 2022, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Chamber in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the project's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**Main Office:** Gulshan Pink City, Level #7, Plot #15, Road #103, Gulshan, Dhaka 1212, Bangladesh; ☎ +880-2-81824-6, ✉ aqasem@aqcbd.com
**Chattogram Office:** Faruk Mahal (3rd Floor), Plot#93, Agrabad C/A, Chittagong-4000, Bangladesh; ☎ +880-31-715656, 718066, ✉ aqasemctg@aqcbd.com
**Tax & Company Affairs Office:** Ivory Krishnachura (5th Floor), 3/1-E, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh; ☎ +880-2-9551103, 9584925, ✉ aqasemtax@aqcbd.com

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Chamber's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Chamber to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, section 213 (4), we also report the following:.

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of these books;

(c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

**A. Qasem & Co.**
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No: 2-PC7202

**Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE**
Partner
Enrolment Number: 643

DVC: 2211200643AS248233

Place: Dhaka
Date: 19 November 2022

AQC SINCE 1953

# Dhaka Chamber of Commerce & Industry

## Statement of Financial Position

### As at 30 September 2022

| Assets | Notes | Amounts in BDT<br>As at 30 September 2022 | <br>As at 30 September 2021 |
|---|---|---|---|
| **Non-current assets** | | | |
| Property, plant and equipment | 3.1 | 73,039,174 | 40,306,229 |
| Intangible asset | 3.2 | 1,881,642 | 1,445,053 |
| Capital work-in progress (Gulshan centre) | 3.3 | 70,339,200 | 70,339,200 |
| Investment property | 3.4 | 16,934,242 | 17,825,518 |
| | | **162,194,258** | **129,916,000** |
| **Current assets** | | | |
| Investment in FDR | 4.0 | 820,292,616 | 789,817,804 |
| Accounts receivable | 5.0 | 68,548,312 | 60,964,846 |
| Interest receivable | | 110,696,126 | 97,718,426 |
| Deferred revenue expenditure | 6.0 | 146,635 | 498,115 |
| Advance, deposits and pre-payments | 7.0 | 61,392,217 | 62,280,944 |
| Inventories | | 1,494,931 | 1,752,779 |
| Cash and cash equivalents | 8.0 | 4,367,020 | 3,797,975 |
| | | **1,066,937,857** | **1,016,830,889** |
| **Total assets** | | **1,229,132,115** | **1,146,746,889** |
| **Funds and liabilities** | | | |
| **Current liabilities** | | | |
| Liabilities for expenses and services | 9.0 | 3,109,217 | 2,047,745 |
| Other Liabilities | 10 | 87,862,900 | 71,836,599 |
| Advance building rent | 11 | 1,814,388 | 1,956,488 |
| | | **92,786,505** | **75,840,832** |
| **Funds** | | | |
| General fund | 12 | 990,822,249 | 941,613,778 |
| DCCI relief and social welfare fund | 13 | 13,345,734 | 9,969,634 |
| DCCI development fund | 14 | 99,754,104 | 91,244,104 |
| Provision for gratuity | 15 | 32,423,523 | 28,078,541 |
| | | **1,136,345,610** | **1,070,906,057** |
| **Total fund and liabilities** | | **1,229,132,115** | **1,146,746,889** |

**Footnotes:**

1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**A. Qasem & Co.**
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No: 2-PC7202

**Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE**
Partner
Enrolment Number: 643

DVC: 2211200643AS248233

Place: Dhaka
Date: 19 November 2022

**Rizwan Rahman**
President

**N.K A Mobin, FCS ,FCA**
Director

**Afsarul Arifeen**
Secretary General

# Dhaka Chamber of Commerce & Industry

## Statement of Comprehensive Income

## For the year ended 30 September 2022

| | Notes | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | For the year ended 30 September 2022 | For the year ended 30 September 2021 |
| **Income** | | | |
| A) **General income** | | | |
| Subscriptions | 16 | 43,423,225 | 41,480,525 |
| Admission fee | 17 | 7,471,500 | 7,395,750 |
| Bulletin fee | 18 | 3,161,450 | 3,006,763 |
| Certificate of origin fee | | 1,807,295 | 1,521,411 |
| Certification and attestation fee | | 1,457,817 | 1,567,677 |
| Rent | 19 | 27,966,471 | 23,999,381 |
| Income from investment - interest | 20 | 50,230,414 | 54,044,385 |
| DBI (DCCI Business Institute) | | 13,943,109 | 11,590,321 |
| Conference and delegation | | 7,230,860 | - |
| Miscellaneous income | 21 | 3,596,194 | 1,880,733 |
| | | **160,288,335** | **146,486,946** |
| **B) Extraordinary income** | | | |
| Projects income | 22 | 2,012,452 | 354,000 |
| Bangladesh Trade and Investment Summit | | 19,317,805 | - |
| | | **21,330,257** | **354,000** |
| **C) Total income (A+B)** | | **181,618,592** | **146,840,946** |
| **Expenditure** | | | |
| **D) General expenses** | | | |
| Pay and allowances | 23 | 56,371,388 | 51,530,986 |
| Postage and telephone | 24 | 2,296,551 | 967,395 |
| Printing and stationery | | 1,099,827 | 776,690 |
| Newspapers, bulletin and publications | 25 | 4,587,861 | 3,245,238 |
| Travelling and conveyance | | 172,862 | 204,212 |
| Repairs and maintenance | 26 | 2,343,483 | 2,196,656 |
| Fuel and lubricants | | 526,377 | 408,806 |
| Entertainment | | 784,527 | 503,767 |
| Audit and legal fees | 27 | 1,191,500 | 784,867 |
| Subscription expense | | 121,667 | 160,753 |
| Seminar and symposium, conference and delegation | 28 | 6,503,085 | 1,710,364 |
| AGM, EGM and election expenses | | 2,014,356 | 1,158,035 |
| Utility charges | 29 | 2,581,775 | 2,297,199 |
| Rent -Gulshan centre | | 488,564 | 2,016,000 |
| DBI (DCCI Business Institute) | | 13,261,889 | 10,848,305 |
| Iftar party expense | | 1,477,550 | 281,160 |
| Rates and taxes | | 1,149,016 | 1,197,180 |
| Estate expenses | | 1,225,511 | 489,048 |
| Deferred revenue expenses-written off | | 351,480 | 351,480 |
| Research and studies expense | | - | 300,000 |
| Depreciation | | 9,276,785 | 5,779,360 |
| Miscellaneous expenses | 30 | 3,486,901 | 1,826,848 |
| | | **111,312,955** | **89,034,349** |
| **E) Extraordinary expenses** | | | |
| Project expenses | | 2,276 | 203,260 |
| Bangladesh Trade and Investment Summit | | 11,285,043 | - |
| | | **11,287,319** | **203,260** |
| **F) Total expenditure (D+E)** | | **122,600,274** | **89,237,609** |
| **Excess of income over expenditure before Tax** | | **59,018,318** | **57,603,337** |
| Income tax | | 9,947,496 | 11,080,731 |
| **Excess of income over expenditure after Tax** | | **49,070,822** | **46,522,606** |

**Footnotes:**
1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**A. Qasem & Co.**
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No: 2-PC7202

**Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE**
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2211200643AS248233

Place: Dhaka
Date: 19 November 2022

**Rizwan Rahman**
President

**N.K A Mobin, FCS ,FCA**
Director

**Afsarul Arifeen**
Secretary General

# Dhaka Chamber of Commerce & Industry

## Statement of Cash Flows

### For the year ended 30 September 2022

| | Amounts in BDT | |
|---|---|---|
| | For the year ended 30 June 2022 | For the year ended 30 June 2021 |
| **Cash flows from operating activities** | | |
| Excess of income over expenditure for the year | 49,070,822 | 46,522,606 |
| Adjustment for items not involving movement of cash: | | |
| Depreciation on fixed assets | 9,276,785 | 5,779,360 |
| Fixed assets written off | (6,899,753) | - |
| Gratuity provision | 4,344,982 | 3,182,642 |
| (Increase) / Decrease in current assets: | | |
| Accounts receivable | (7,583,466) | (11,921,624) |
| Interest receivable | (12,977,700) | 38,279,103 |
| Deferred revenue expenditure | 351,480 | 351,480 |
| Advance, deposits and prepayments | 888,727 | 53,178,280 |
| Inventories | 257,848 | (145,457) |
| Increase / (Decrease) in current liabilities: | | |
| Liabilities for expenses and services | 1,061,473 | (3,900,243) |
| Liabilities for other finance | 16,026,302 | 16,360,723 |
| Advance building rent | (142,100) | (3,492,939) |
| **Net cash provided by operating activities** | **53,675,400** | **144,193,931** |
| **Cash flows from investing activities** | | |
| Acquisition of fixed assets | (45,001,969) | (4,652,966) |
| Disposal of assets | 10,346,677 | - |
| Changes in investment in FDR | (30,474,812) | (77,274,728) |
| Work-in progress (Gulshan flat) | - | (70,339,200) |
| **Net cash used in investing activities** | **(65,130,104)** | **(152,266,894)** |
| **Cash flows from financing activities** | | |
| General fund | 137,649 | (1,144,117) |
| DCCI relief and social welfare fund | 3,376,100 | (3,331,082) |
| DCCI development fund | 8,510,000 | 9,348,034 |
| **Net cash used in financing activities** | **12,023,749** | **4,872,835** |
| **Net increase in cash and cash equivalents** | **569,045** | **(3,200,128)** |
| Opening cash and cash equivalents | 3,797,975 | 6,998,103 |
| **Cash and cash equivalents at the end of the year** | **4,367,020** | **3,797,975** |

**Footnotes:**

1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**A. Qasem & Co.**
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No: 2-PC7202

**Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE**
Partner
Enrolment Number: 643

DVC: 2211200643AS248233

Place: Dhaka
Date: 19 November 2022

**Rizwan Rahman**
President

**N.K A Mobin, FCS ,FCA**
Director

**Afsarul Arifeen**
Secretary General

**Dhaka Chamber of Commerce & Industry**
**Notes to the Financial Statements**
**as at and for the year ended 30 September 2022**

## 1 Background

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1914.

### 1.1 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

## 2 Basis of preparation of financial statements

### 2.1 Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

### 2.2 Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Bangladeshi Taka (BDT) which is the Chamber's functional currency.

### 2.3 Authorization for issue

The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on 19th November 2022.

### 2.4 Property, plant and equipment

**(a) Recognition, measurement and subsequent cost**

Items of property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, according to IAS 16 Property, Plant and Equipment. The cost of an item of property, plant and equipment comprises its purchase price, import duties and non-refundable taxes, after deducting trade discount and rebates, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the intended manner.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably.

**(b) Depreciation**

Depreciation on fixed assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

## 2.5 Investment property

The chamber building have been recognized as Investment property according to IAS 40. Building are allocated as per space occupied basis. Rental spaces are 63,115 sq.ft and own occupied spaces are 25,900 sq.ft .The value of the investment property is measured under cost model.

**Depreciation**

Depreciation on building is charged @ 5% on reducing balance method.

## 2.6 Taxation

**(a) Current tax**

Current tax is the expected tax payable on taxable income for the year, based on tax rates and tax laws which are enacted at the reporting date, including any adjustment for tax payable in previous periods as per IAS 12 Income Taxes. In accordance with income tax SRO 210/2013, dated 01 July 2013, the chamber's income is exempted from tax except income from interest and income from business of the Chamber.

**(b) Deferred tax**

Deferred tax is provided on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they are reversed, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

Deferred tax was not recognized after assessing the probability of the availability of future business income against which temporary differences can be utilized.

## 2.7 Provisions

As per IAS 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets, a provision is recognized in the statement of financial position when there is a present obligation (legal or constructive) of a past event and when it is probable that a outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

## 2.8 Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with International Financial Reporting Standards (IFRSs) requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of the assets and liabilities and disclosure of the contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.

## 2.9 Reporting period and comparative

Financial statements of the Chamber covered the period from 01 October 2021 to 30 September 2022. Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

## 2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the financial statements

The management of the Chamber is responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

## 2.11 Cash flows

The Chamber has been following Indirect Method of cash flows as per IAS 7 "Statement of Cash Flows" for presentation.

### 2.12 Inventories

Inventories are valued at lower of cost and net realizable value as per IAS 2 Inventory.

### 2.13 Revenue recognition

The Chamber recognizes revenue when the amount of revenue can be reliably measured; when it is probable that future economic benefits will flow to the entity; and when specific criteria have been met as per IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. Interest Income is recognized on accrual basis.

### 2.14 Employee benefits

The chamber has an unfunded gratuity for its employee. Adequate provisions have been kept the financial statements. The chamber is in process to recognized the fund with NBR.

### 2.15 Related party transactions

As per IAS 24 "Related Party Transaction", a related party is a person or entity that is related to Chamber. Related party transaction is a transfer of resources, services, or obligations between a reporting entity and a related party, regardless of whether a price is charged.

### 2.16 Responsibility of the preparation and presentation of the financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

### 2.17 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | As at 30 September | |
| | | 2022 | 2021 |
| **3.01** | **Property, plant and equipment** | | |
| **(A)** | **At Cost** | | |
| | Opening balance | 106,448,474 | 102,875,833 |
| | Add: Additions during the year | 44,094,969 | 3,572,641 |
| | | 150,543,443 | 106,448,474 |
| | Less: Disposals / adj. during the year | (10,346,677) | - |
| | Closing balance | **140,196,766** | **106,448,474** |
| **(B)** | **Less: Accumulated depreciation** | | |
| | Opening balance | 66,142,246 | 61,662,333 |
| | Add: Charge during the year | 7,915,099 | 4,479,912 |
| | | 74,057,345 | 66,142,245 |
| | Less: Acc. depreciation of disposed assets | (6,899,753) | - |
| | Closing balance | **67,157,592** | **66,142,245** |
| **(A-B)** | **Written down value** | **73,039,174** | **40,306,229** |
| **3.02** | **Intangible Asset** | | |
| **(A)** | **At Cost** | | |
| | Opening balance | 2,730,246 | 1,649,921 |
| | Add: Additions during the year | 907,000 | 1,080,325 |
| | | 3,637,246 | 2,730,246 |
| | Less: Disposals / adj. during the year | - | - |
| | Closing balance | **3,637,246** | **2,730,246** |
| **(B)** | **Less: Accumulated Amortization** | | |
| | Opening balance | 1,285,193 | 923,930 |
| | Add: Charge during the year | 470,411 | 361,263 |
| | | 1,755,604 | 1,285,193 |
| | Less: Acc. amortization of disposed assets | - | - |
| | Closing balance | **1,755,604** | **1,285,193** |
| **(A-B)** | **Written down value** | **1,881,642** | **1,445,053** |

**3.03 Capital work-in progress (Gulshan centre)**

In 2016, DCCI purchased an office space measuring 3,324 sft from M/S Building Technology & Ideas Ltd. (bti) for Gulshan Centre. The total amount of Taka 7,03,39,200 were paid in 2 installments during June 2016 to January 2017 as per contract. The property is under process of registration.

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | As at 30 September | |
| | | 2022 | 2021 |
| **3.04** | **Investment property** | | |
| **(A)** | **At Cost** | | |
| | Opening balance | 46,015,642 | 46,015,642 |
| | Add: Additions during the year | - | - |
| | | 46,015,642 | 46,015,642 |
| | Less: Disposals / adj. during the year | - | - |
| | Closing balance | **46,015,642** | **46,015,642** |
| **(B)** | **Less: Accumulated depreciation** | | |
| | Opening balance | 28,190,124 | 27,251,939 |
| | Add: Charge during the year | 891,276 | 938,185 |
| | | 29,081,400 | 28,190,124 |
| | Less: Acc. depreciation of disposed assets | - | - |
| | Closing balance | 29,081,400 | 28,190,124 |
| **(A-B)** | **Written down value** | **16,934,242** | **17,825,518** |
| | Details are shown in the enclosed Annexure-1 | | |
| **4.0** | **Investment in fixed deposit (FDR) accounts:** | | |
| | FDR accounts (short term investment) | 697,931,753 | 667,456,941 |
| | Double benefit scheme | 122,360,863 | 122,360,863 |
| | | **820,292,616** | **789,817,804** |
| **5.0** | **Accounts receivable** | | |
| | **Considered good** | | |
| | Building rent | 81,270 | 366,595 |
| | Utility charge (Electricity) | 1,317,794 | 1,311,736 |
| | Utility charge (WASA) | 423,090 | 355,461 |
| | Sponsorship and other income receivable | 1,212,828 | 177,000 |
| | Current A/C with DBI-BBA | 53,593,630 | 47,799,687 |
| | Current A/C with DCCI Foundation | 11,919,700 | 10,954,367 |
| | | **68,548,312** | **60,964,846** |
| **6.0** | **Deferred revenue expenditure** | | |
| | Opening balance | 498,115 | 849,595 |
| | Less: Written off | 351,480 | 351,480 |
| | | **146,635** | **498,115** |

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan centre in five years effective from the year 2017.

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | As at 30 September | |
| | | 2022 | 2021 |
| **7.0** | **Advances, deposits and pre-payments** | | |
| | **Advances** | | |
| | Advance against salaries | 56,333 | 24,773 |
| | Advance against expenses | 1,376,623 | 7,556,333 |
| | Advance income tax (TDS) | 57,220,985 | 52,587,444 |
| | | **58,653,941** | **60,168,550** |

Advance income tax represent tax deducted at source from interest income and rental income of premises. Advance tax was not adjusted in the relevant assessment year as minimum tax under 82C of Income Tax Ordinance 1984 for not submitting annual tax return. The Chamber has started submitting annual tax retune from this year and will adjust the advance tax against tax provision after obtaining assessment order from NBR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Security deposits** | | |
| | Gulshan centre - Rent | - | 400,000 |
| | PDB - Electricity connection | 314,000 | 314,000 |
| | T&T - Telephone lines | 5,540 | 5,540 |
| | Others | 149,360 | 59,360 |
| | | **468,900** | **778,900** |
| | **Prepayments** | | |
| | City Corporation tax | 897,885 | 798,120 |
| | Prepaid insurance premium | 442,664 | 122,673 |
| | Prepaid subscription - ICCB/FBCCI | 172,083 | 38,750 |
| | Prepaid AGM/ election expenses | 91,025 | 45,160 |
| | Prepaid internet connectivity | 646,235 | 258,507 |
| | Patent and trade marks | 16,884 | 29,534 |
| | Prepaid other expenses | 2,600 | 40,750 |
| | | **2,269,376** | **1,333,494** |
| | | **61,392,217** | **62,280,944** |
| **8.0** | **Cash and cash equivalents** | | |
| | Cash in hand | 56,756 | 40,484 |
| | Cash at Bank (Project account) | 4,977 | 4,977 |
| | Cash at Bank | 4,305,287 | 3,752,514 |
| | | **4,367,020** | **3,797,975** |
| **9.0** | **Liabilities for expenses and services** | | |
| | Salaries payable | 91,633 | 12,768 |
| | Employer's contribution to Provident fund | 152,725 | 138,360 |
| | Utility charges (electricity/water/gas) | 435,674 | 629,028 |
| | Rent/Utility suspense (tenants) | - | 137,649 |
| | Provision for annual leave | 8,744 | 200,217 |
| | Telephone expenses | 7,384 | 18,741 |
| | Bulletin and publications | 25,000 | - |
| | Newspaper and periodicals | 8,400 | - |
| | Entertainment | 7,000 | 5,880 |
| | Fax and internet connectivity and postage | 113,805 | 21,884 |
| | Audit fee and legal expenses | 198,000 | 205,000 |
| | Seminar payable | 15,280 | - |
| | Washing expense and others | 1,896 | 8,996 |
| | Estate expenses | 142,789 | 68,731 |
| | Reception, dinner & delegation fee payable | 103,560 | 118,800 |
| | Printing and stationary | 7,200 | - |
| | DBI college scholarship fund | 67,000 | 67,000 |
| | DBI expenses | 1,723,127 | 414,691 |
| | | **3,109,217** | **2,047,745** |

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | As at 30 September | |
| | | 2022 | 2021 |
| **10** | **Other Liabilities** | | |
| | Employees' contribution to provident fund | 244,636 | 170,328 |
| | Staff income tax | 61,600 | 59,200 |
| | Tax / VAT deducted at sources (parties) | 61,485 | 488,935 |
| | Advance subscription (Note 10.1) | 11,005,913 | 10,295,787 |
| | Subscription advance | 9,650 | 10,350 |
| | Security deposits | 6,953,536 | 2,454,457 |
| | Project -METABUILD / AVC project | 854,102 | 1,748,217 |
| | Credit card liabilities -CBL | 2,189 | 29,172 |
| | DBI training fee | 5,141,633 | 3,243,193 |
| | Provision for Income Tax | 63,528,156 | 53,336,960 |
| | | **87,862,900** | **71,836,599** |
| **10.1** | **Advance subscription (Deferred income)** | | |
| | Opening balance | 10,295,787 | 9,476,875 |
| | Transferred to income | 10,295,787 | 9,476,875 |
| | | - | - |
| | **Recognized as at reporting date:** | | |
| | Subscriptions (note 16) | 8,955,750 | 8,274,875 |
| | Admission fee (note 17) | 1,393,500 | 1,413,000 |
| | Bulletin fee (note 18) | 656,663 | 607,912 |
| | | **11,005,913** | **10,295,787** |
| **11** | **Advance building rent** | | |
| | Opening balance | 1,956,488 | 5,449,427 |
| | Advance rent received during the year | 2,592,000 | - |
| | | 4,548,488 | 5,449,427 |
| | Advance rent adjusted during the year | 2,734,100 | 3,492,939 |
| | | **1,814,388** | **1,956,488** |
| **12** | **General fund** | | |
| | Opening balance | 941,613,778 | 896,235,289 |
| | Prior year's adjustment | 137,649 | (1,144,117) |
| | | 941,751,427 | 895,091,172 |
| | Excess of income over expenditure for the year | 49,070,822 | 46,522,606 |
| | | **990,822,249** | **941,613,778** |
| **13** | **DCCI relief and social welfare fund** | | |
| | Opening balance | 9,969,634 | 13,300,716 |
| | Received from members during the year | 3,426,100 | 3,256,500 |
| | | 13,395,734 | 16,557,216 |
| | Paid during the year against Relief Fund | (50,000) | (6,587,582) |
| | | **13,345,734** | **9,969,634** |
| **14** | **DCCI development fund** | | |
| | Opening balance | 91,244,104 | 81,896,070 |
| | Collections during the year | 6,250,000 | 6,330,000 |
| | Interest on development fund FDR | 2,260,000 | 3,018,034 |
| | | **99,754,104** | **91,244,104** |
| **15** | **Deferred liability - Gratuity** | | |
| | Opening balance | 28,078,541 | 24,895,899 |
| | Provision made during the year | 4,344,982 | 3,430,588 |
| | | 32,423,523 | 28,326,487 |
| | Paid during the year | - | (247,946) |
| | | **32,423,523** | **28,078,541** |

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | For the year ended | |
| | | 30 September 2022 | 30 September 2021 |
| **16** | **Subscriptions** | | |
| | New | 6,615,000 | 6,693,750 |
| | Renewal | 41,964,875 | 39,200,000 |
| | Arrear | 3,790,100 | 3,861,650 |
| | Advance adjustment | 9,000 | - |
| | | 52,378,975 | 49,755,400 |
| | Portion attributable to the period from October 2022 to December 2022 transferred to deferred income (note 10.1) | (8,955,750) | (8,274,875) |
| | | **43,423,225** | **41,480,525** |
| **17** | **Admission fee** | | |
| | Admission fee | 6,615,000 | 6,693,750 |
| | Re-admission fee | 2,250,000 | 2,115,000 |
| | | **8,865,000** | **8,808,750** |
| | Portion attributable to the period from October 2022 to December 2022 transferred to deferred income (note 10.1) | (1,393,500) | (1,413,000) |
| | | **7,471,500** | **7,395,750** |
| **18** | **Bulletin fee** | | |
| | Current | 3,564,113 | 3,375,125 |
| | Arrear | 253,350 | 239,550 |
| | Advance adjustment | 650 | - |
| | | 3,818,113 | 3,614,675 |
| | Portion attributable to the period from October 2022 to December 2022 transferred to deferred income (note 10.1) | (656,663) | (607,912) |
| | | **3,161,450** | **3,006,763** |
| **19** | **Rent** | | |
| | Building rent | 27,658,598 | 23,920,381 |
| | Auditorium rent | 307,873 | 79,000 |
| | | **27,966,471** | **23,999,381** |
| **20** | **Income from investment - interest** | | |
| | Interest from fixed deposits (Note 20.1) | 50,054,173 | 53,992,591 |
| | Interest from STD and savings account | 176,241 | 51,794 |
| | | **50,230,414** | **54,044,385** |
| **20.1** | **Interest from fixed deposits** | | |
| | DCCI fund | 44,489,837 | 45,855,832 |
| | DCCI scholarship fund | 434,737 | 375,063 |
| | DCCI retirement benefit fund | 1,697,837 | 2,151,739 |
| | DCCI research fund | 3,431,762 | 5,609,957 |
| | | **50,054,173** | **53,992,591** |

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | For the year ended | |
| | | 30 September 2022 | 30 September 2021 |
| **21** | **Miscellaneous income** | | |
| | Membership forms fee | 125,000 | 100,250 |
| | Photocopy charge realized | - | 595 |
| | Advertisement income | 1,530,974 | 537,541 |
| | Services income | 839,500 | 717,139 |
| | Commercial history book sale | 2,000 | 3,000 |
| | Seminar and workshop | 227,620 | 56,658 |
| | Internet connectivity | - | 20,000 |
| | Other income-misc | 871,100 | 445,550 |
| | | **3,596,194** | **1,880,733** |
| **22** | **Projects income** | | |
| | Income from project | 2,012,452 | 354,000 |
| | | **2,012,452** | **354,000** |
| **23** | **Pay and allowances** | | |
| | Pay and allowances | 51,396,983 | 47,640,175 |
| | Liveries and uniforms | 51,775 | 63,095 |
| | Gratuity expense provision | 4,344,982 | 3,430,588 |
| | Employees insurance premium (Pension) | 577,648 | 397,128 |
| | | **56,371,388** | **51,530,986** |
| **24** | **Postage and telephone** | | |
| | Postage and stamps | 721,359 | 153,430 |
| | Telephone | 85,390 | 87,135 |
| | Fax charges | 10,530 | 6,263 |
| | Internet connectivity | 1,479,272 | 720,567 |
| | | **2,296,551** | **967,395** |
| **25** | **Newspapers, bulletin and publications** | | |
| | Newspapers and periodicals | 96,386 | 86,592 |
| | Bulletin | 3,530,485 | 2,217,476 |
| | Publication | 960,990 | 941,170 |
| | | **4,587,861** | **3,245,238** |
| **26** | **Repairs and maintenance** | | |
| | Car | 97,996 | 372,107 |
| | Computer and software expense | 892,711 | 380,594 |
| | Lift | 252,530 | 179,400 |
| | AC | 205,800 | 309,897 |
| | Generator | 94,500 | 63,100 |
| | Building | 49,732 | 4,220 |
| | Others | 750,214 | 887,338 |
| | | **2,343,483** | **2,196,656** |

| | | Amounts in BDT | |
|---|---|---|---|
| | | For the year ended | |
| | | 30 September 2022 | 30 September 2021 |
| **27** | **Audit and legal fees** | | |
| | Statutory audit | 138,000 | 115,000 |
| | Internal audit | 60,000 | 240,000 |
| | Legal expense | 993,500 | 429,867 |
| | | **1,191,500** | **784,867** |
| **28** | **Seminar and symposium, conference and delegation** | | |
| | Seminar and symposium | 912,790 | 553,156 |
| | Conference and delegation | 5,590,295 | 1,157,208 |
| | | **6,503,085** | **1,710,364** |
| **29** | **Utility charges** | | |
| | Electricity | 4,955,856 | 5,102,793 |
| | WASA | 742,468 | 777,082 |
| | Gas | 24,387 | 27,837 |
| | Utility reimbursement from tenants (Note-29.1) | (3,140,936) | (3,610,513) |
| | | **2,581,775** | **2,297,199** |
| **29.1** | **Utility reimbursement from tenants** | | |
| | Electricity | 2,876,356 | 3,130,267 |
| | WASA | 264,580 | 480,246 |
| | | **3,140,936** | **3,610,513** |
| **30** | **Miscellaneous expenses** | | |
| | Gift and presentation | - | 372,692 |
| | Festival/national day expenses | 35,000 | 30,000 |
| | Washing expenses | 16,220 | 8,590 |
| | ISO 9001 Certification expense | 92,000 | 50,700 |
| | Photography | 1,080 | 19,200 |
| | Bank charge | 2,172 | 12,652 |
| | Training expenses | 6,750 | 211,875 |
| | Insurance | 147,995 | 101,560 |
| | Advertisement expenses | 459,790 | 212,240 |
| | Service charge-membership etc. | 20,960 | 12,641 |
| | Reception and dinner | 1,494,360 | 668,527 |
| | Commercial history (Bangla) | 606,666 | - |
| | Employees Hajj expense | 61,504 | 30,752 |
| | Patent and trade marks | 12,650 | 13,800 |
| | Service charge-Mohammadpur booth | 91,605 | |
| | Others expense | 438,149 | 81,619 |
| | | **3,486,901** | **1,826,848** |

**31 Subsequent events**

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and

**32 Comparative statement of operating activities**

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

**Dhaka Chamber of Commerce & Industry**
**Schedule of Property, plant and equipment**
**As at 30 September 2022**
**Annexure-1**

**A. Property, plant and equipment**

| Particulars | Cost | | | | Dep. | Depreciation | | | | Written Down Value (WDV) as at 30 September 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 01 October 2021 | Additions during the year | Disposals/ adjustment | As at 30 September 2022 | Rate | As at 01 October 2021 | Charged during the year | Disposals/ adj. | Accumulated as at 30 Sep. 2022 | |
| | Taka | Taka | Taka | Taka | % | Taka | Taka | Taka | Taka | Taka |
| Land | 29,157 | - | - | 29,157 | - | - | - | - | - | 29,157 |
| Building | 19,349,621 | 16,381,028 | (3,444,908) | 32,285,741 | 5% | 11,591,484 | 1,113,884 | (1,583,417) | 11,121,951 | 21,163,790 |
| Machine and equipment | 16,440,957 | 4,684,451 | (582,969) | 20,542,439 | 15% | 9,094,149 | 1,780,665 | (422,808) | 10,452,006 | 10,090,433 |
| Furniture fixtures | 14,625,756 | 7,378,787 | (1,200,895) | 20,803,648 | 10% | 7,245,176 | 1,432,720 | (768,730) | 7,909,166 | 12,894,482 |
| Books | 1,080,819 | - | - | 1,080,819 | 10% | 975,629 | 10,519 | - | 986,148 | 94,671 |
| Electrical installation | 4,982,459 | 4,092,563 | - | 9,075,022 | 10% | 2,543,325 | 653,170 | - | 3,196,495 | 5,878,527 |
| Sanitary fittings and renovation | 1,769,974 | 1,700,835 | (117,222) | 3,353,587 | 10% | 895,421 | 254,559 | (87,427) | 1,062,553 | 2,291,034 |
| Air cooler | 13,707,263 | 5,265,534 | (1,337,456) | 17,635,341 | 15% | 10,508,916 | 1,245,326 | (1,175,749) | 10,578,493 | 7,056,848 |
| Wall clock | 2,050 | - | - | 2,050 | 15% | 1,634 | 62 | - | 1,696 | 354 |
| Franking machine | 17,500 | - | - | 17,500 | 15% | 17,480 | 3 | - | 17,483 | 17 |
| Sundry assets | 2,989,561 | 723,899 | - | 3,713,460 | 12.50% | 1,245,718 | 308,468 | - | 1,554,186 | 2,159,274 |
| Water installation | 126,766 | - | - | 126,766 | 2.50% | 42,779 | 2,100 | - | 44,879 | 81,887 |
| Crockery and cutleries | 296,576 | - | - | 296,576 | 10% | 218,740 | 7,784 | - | 226,524 | 70,052 |
| Telephone installation | 1,348,705 | 257,676 | - | 1,606,381 | 10% | 1,225,780 | 38,060 | - | 1,263,840 | 342,541 |
| Lift | 10,843,860 | - | - | 10,843,860 | 10% | 8,436,896 | 240,696 | - | 8,677,592 | 2,166,268 |
| Auditorium | 9,055,810 | | - | 9,055,810 | 5% | 4,525,999 | 226,491 | - | 4,752,490 | 4,303,320 |
| Transformer | 1,359,181 | - | - | 1,359,181 | 15% | 1,292,415 | 10,015 | - | 1,302,430 | 56,751 |
| E-mail/internet installation | 649,767 | 455,196 | - | 1,104,963 | 10% | 435,407 | 66,956 | - | 502,363 | 602,600 |
| DCCI car | 3,951,964 | 3,155,000 | (3,013,227) | 4,093,737 | 15% | 3,327,208 | 477,979 | (2,419,997) | 1,385,190 | 2,708,547 |
| Diesel generator | 2,068,090 | - | (650,000) | 1,418,090 | 15% | 1,829,492 | 4,533 | (441,625) | 1,392,400 | 25,690 |
| Island development | 1,445,498 | - | - | 1,445,498 | 5% | 623,299 | 41,110 | - | 664,409 | 781,089 |
| Gift assets | 307,140 | - | - | 307,140 | - | 65,299 | - | - | 65,299 | 241,841 |
| **As at 30 Sept 2022** | **106,448,474** | **44,094,969** | **(10,346,677)** | **140,196,766** | | **66,142,246** | **7,915,099** | **(6,899,753)** | **67,157,592** | **73,039,174** |
| **As at 30 Sept 2021** | **102,875,833** | **3,572,641** | **-** | **106,448,474** | **-** | **61,662,334** | **4,479,912** | **-** | **66,142,246** | **40,306,229** |

**B. Intangible asset**

| Particulars | Cost | | | | Dep. | Amortization | | | | Written Down Value (WDV) as at 30 September 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 01 October 2021 | Additions during the year | Disposals/ adjustment | As at 30 September 2022 | Rate | As at 01 October 2021 | Charged during the year | Disposals/ adj. | Accumulated as at 30 Sep. 2022 | |
| | Taka | Taka | Taka | Taka | % | Taka | Taka | Taka | Taka | Taka |
| MIS and Software | 2,730,246 | 907,000 | - | 3,637,246 | 20% | 1,285,193 | 470,411 | - | 1,755,604 | 1,881,642 |
| **As at 30 Sept 2022** | **2,730,246** | **907,000** | **-** | **3,637,246** | **-** | **1,285,193** | **470,411** | **-** | **1,755,604** | **1,881,642** |
| **As at 30 Sept 2021** | **1,649,921** | **1,080,325** | **-** | **2,730,246** | | **923,930** | **361,263** | **-** | **1,285,193** | **1,445,053** |

**C. Investment property**

| Particulars | Cost | | | | Dep. | Depreciation | | | | Written Down Value (WDV) as at 30 September 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 01 October 2021 | Additions during the year | Disposals/ adjustment | As at 30 September 2022 | Rate | As at 01 October 2021 | Charged during the year | Disposals/ adj. | Accumulated as at 30 Sep. 2022 | |
| | Taka | Taka | Taka | Taka | % | Taka | Taka | Taka | Taka | Taka |
| Building | 46,015,642 | - | - | 46,015,642 | 5% | 28,190,124 | 891,276 | - | 29,081,400 | 16,934,242 |
| **As at 30 Sept 2022** | **46,015,642** | | **-** | **46,015,642** | | **28,190,124** | **891,276** | **-** | **29,081,400** | **16,934,242** |
| **As at 30 Sept 2021** | **46,015,642** | **2,772,064** | **-** | **46,015,642** | | **27,251,939** | **938,185** | **-** | **28,190,124** | **17,825,518** |
| **Grand Total (A+B+C)** | **155,194,362** | **45,001,969** | **(10,346,677)** | **189,849,654** | | **95,617,563** | **9,276,785** | **(6,899,753)** | **97,994,595** | **91,855,059** |

## Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

**Comparative Statement of Operating Activities**
**For the year ended 30 September 2022**
**Annexure-2**

| Particulars | Amounts in BDT<br>For the year ended<br>30 September 2022 | <br><br>30 September 2021 |
|---|---|---|
| Subscription income | 43,423,225 | 41,480,525 |
| Admission fee | 7,471,500 | 7,395,750 |
| Bulletin fee | 3,161,450 | 3,006,763 |
| | **54,056,175** | **51,883,038** |
| Less: Pay and allowances | 56,371,388 | 51,530,986 |
| **Surplus /(deficit)** | **(2,315,213)** | **352,052** |
| | | |
| Less: Utilities- net | 2,581,775 | 2,297,199 |
| Printing and stationery | 1,099,827 | 776,690 |
| Postage and telephone | 2,296,551 | 967,395 |
| Subcription and donation | 121,667 | 160,753 |
| News paper, bulletin and publications | 4,587,861 | 3,245,238 |
| Rates and taxes | 1,149,016 | 1,197,180 |
| Entertainment | 784,527 | 503,767 |
| Seminar and symposis, conference and delegation | 6,503,085 | 1,710,364 |
| Travelling and conveyance | 172,862 | 204,212 |
| AGM, EGM and election expenses | 2,014,356 | 1,158,035 |
| Audit and legal fee | 1,191,500 | 784,867 |
| Repairs and maintenance | 2,343,483 | 2,196,656 |
| Fuel and lubricants | 526,377 | 408,806 |
| Rent-Gulshan centre | 488,564 | 2,016,000 |
| Iftar party expenses | 1,477,550 | 281,160 |
| Estate expenses | 1,225,511 | 489,048 |
| Deferred revenue expenses - written off | 351,480 | 351,480 |
| Project expenses | 2,276 | 203,260 |
| Depreciation | 9,276,785 | 5,779,360 |
| Research and Studies | - | 300,000 |
| Income tax expenses | 9,947,496 | 11,080,731 |
| Miscellaneous expenses | 3,486,901 | 1,826,848 |
| | **51,629,450** | **37,939,049** |
| **(Deficit)** | **(53,944,663)** | **(37,586,997)** |
| Add: Income | | |
| Certificate of origin | 1,807,295 | 1,521,411 |
| Certification and attestation fee | 1,457,817 | 1,567,677 |
| Project Income | 2,012,452 | 354,000 |
| Bangladesh Trade & Investment Summit (Net) | 8,032,762 | - |
| Congerence and delegation | 7,230,860 | - |
| Miscellaneous income | 3,596,194 | 1,880,733 |
| | **24,137,380** | 5,323,821 |
| **(Deficit)** | **(29,807,283)** | **(32,263,176)** |
| | | |
| Add : Interest income | 50,230,414 | 54,044,385 |
| DBI (DCCI Business Institute)-net | 681,220 | 742,016 |
| | **50,911,634** | **54,786,401** |
| **Surplus** | **21,104,351** | **22,523,225** |
| Add : Rent | 27,966,471 | 23,999,381 |
| **Excess of income over expenditure for the year** | **49,070,822** | **46,522,606** |

# ২০২২ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি



**গিয়াস উদ্দিন আহমেদ**

জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটি জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক, মমতা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এবং বৃটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের পরিবেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও অর্থনীতি, বাণিজ্য বিষয়ে তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। গত ০৯ জুন, ২০২২ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**মোঃ মাজহারুল ইসলাম**

জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হসপিটাল ফিজিশিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক এবং বাংলাদেশ ফিজিও-অর্থো সার্জিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস কর্পোরেশন-এর স্বত্বাধিকারী এবং ব্যানপোজ্যাক অর্থোপেডিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

# ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর তারিখের ক্রমানুসারে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে, জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।



**মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন**

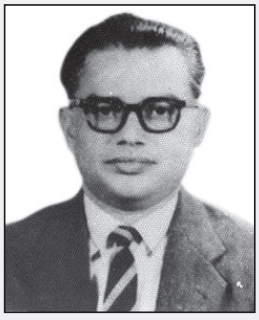
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। তাঁর প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ কোম্পানি জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**আবু নাসের আহম্মদ**

আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।



**আবুল কাশেম, এফসিএ**

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



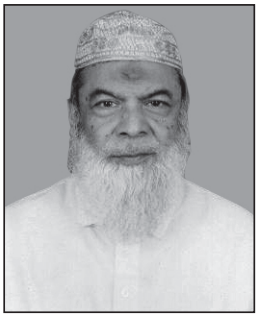
**আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন**

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, হিসেবে চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**আলহাজ্ব নাজির হোসেন**

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর এবং সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ০৭ আগস্ট, ১৯৯৬ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**ফজলুল করিম চৌধুরী**

ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।



নুরউদ্দিন আহমেদ

নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।



মোহাম্মদ সাখী মিঞা

মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকুরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**এম ইউনুস, এফসিএ**

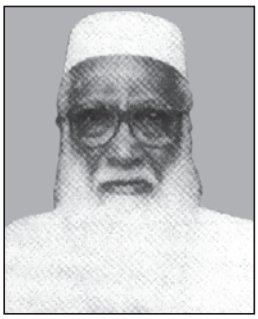
এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী**

ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন।

একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। এ ছাড়াও আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান**

মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি খবধফবৎ হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যানমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



**এ রব চৌধুরী**

এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

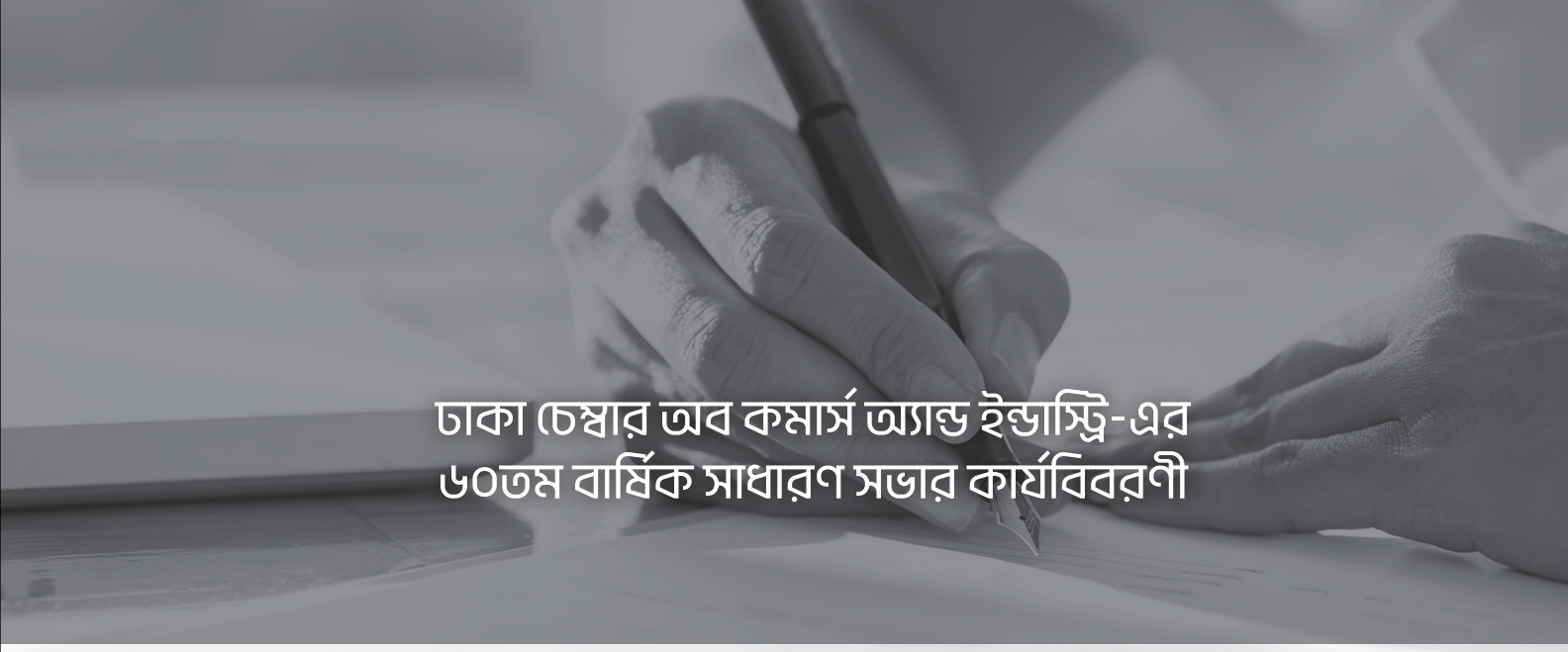


**আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন**

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকাল ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলাহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন: গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসুতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেনস শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২১ বুধবার, বেলা ৩:৩০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম-এ বর্তমান ও নতুন পর্ষদ, প্রাক্তন সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্যদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

## ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

| ক্রমিক নং | প্রতিনিধির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১. | এ. কে. ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান | মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস |
| ২. | এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া | মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল |
| ৩. | পারভেজ রানা মিন্টু | মেসার্স প্যাসিফিক হার্ডওয়ার |
| ৪. | শেখ নিয়ামুল করিম রাসেল | মেসার্স বাংলাদেশ এলিভেটর লিমিটেড |
| ৫. | মোঃ কবির হোসেন | মেসার্স বে ফিস ইন্টারন্যাশনাল |
| ৬. | ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব | মেসার্স একিউরেট টেকনোলজি লিঃ |
| ৭. | আবু নাইম রিপন | মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী |
| ৮. | মোঃ ইমাম বক্স | মেসার্স এশিয়ান পেইন্ট এন্ড ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ |
| ৯. | আলহাজ্ব আব্দুস সালাম | মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স |
| ১০. | মোঃ সবুর খান | মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ |
| ১১. | আসিফ ইব্রাহীম | মেসার্স নিউএইজ গার্মেন্টস লিমিটেড |
| ১২. | আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ | মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড |
| ১৩. | মোঃ আলাউদ্দিন মালিক | মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস |
| ১৪. | দাতা মাগফুর | মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড |
| ১৫. | মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না | মেসার্স ক্রিয়েশন (প্রাইভেট) লিঃ |
| ১৬. | শামস মাহমুদ | মেসার্স শাশা ডেনিমস লিমিটেড |
| ১৭. | আশরাফ আহমেদ | মেসার্স রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড |
| ১৮. | এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ | মেসার্স ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিঃ |
| ১৯. | এম. এ. মোমেন | মেসার্স টোকা ইংক বিডি লিঃ |
| ২০. | সৈয়দ আমিনুল কবির | মেসার্স মে ইন্টারন্যাশনাল |
| ২১. | ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী | মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ |

| ক্রমিক নং | প্রতিনিধির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ২২. | হোসেন এ সিকদার | মেসার্স কোহিনুর লেদার প্রোডাক্ট লিঃ |
| ২৩. | মাহাবুব আনাম | মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস |
| ২৪. | মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন | মেসার্স নাইস পাওয়ার এ্যান্ড আইটি সল্যুশন |
| ২৫. | ইমরান আহমেদ | মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স |
| ২৬. | দয়াল চৌধুরী | মেসার্স দয়াল ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল |
| ২৭. | জাহিদ হোসেন লিটন | মেসার্স উইরো এন্টারপ্রাইজ |
| ২৮. | মোঃ জাভেদ আহমেদ | মেসার্স তাহসীন বিউটি ফ্যাশন |
| ২৯. | এম. খায়রুল আলম | মেসার্স এ আর সার্ভিস |
| ৩০. | ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা | মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন |
| ৩১. | নূর-ই-আলম | মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল |
| ৩২. | মোঃ আলাউদ্দিন | মেসার্স আজাদ স্প্রীং কোং |
| ৩৩. | মোঃ হাবিবুল্লাহ সরকার | মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেডিং কর্পোরেশন |
| ৩৪. | এম এ মালেক | মেসার্স পেডরোলো এনকে লিমিটেড |
| ৩৫. | মোঃ সাইফুর রহমান সাইফ | মেসার্স ফেয়ার অ্যান্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলোজি লিঃ |
| ৩৬. | আহমেদ উল্লাহ | মেসার্স ফারুক গার্মেন্টস |
| ৩৭. | হোসেন আকতার | মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিঃ |
| ৩৮. | মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন | মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুটস কোং |
| ৩৯. | পারভেজ আহমেদ | মেসার্স রিহান কর্পোরেশন |
| ৪০. | মোক্তার হোসেন চৌধুরী | মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস |
| ৪১. | নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার | মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল |
| ৪২. | ইঞ্জিঃ এম. এ. হক | মেসার্স ট্রান্সমেড লিমিটেড |
| ৪৩. | মাসুক হোসেন | মেসার্স মাসুক হোসেন |
| ৪৪. | মোহাম্মদ আবু হেনা | মেসার্স এইচ. এন এন্টারপ্রাইজ |
| ৪৫. | ইঞ্জিঃ মোস্তফা কামাল | মেসার্স বিএনএফ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ |
| ৪৬. | এম এ সাত্তার | মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিঃ |
| ৪৭. | আব্দুল হক, এফসিএ | মেসার্স ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ |
| ৪৮. | মোঃ আব্দুর রশিদ | মেসার্স শীমরু ইমপোর্ট |
| ৪৯. | মোঃ মতিন মিয়া | মেসার্স সিলভার টয় লিমিটেড |
| ৫০. | মোহাম্মদ সাদ্দাম আলী | মেসার্স আরাফাত এন্টারপ্রাইজ |
| ৫১. | মোঃ দুলাল হোসেন | মোসার্স বাংলাদেশ ইমপেক্স গ্যালারী |
| ৫২. | সারমাদ মানসুর | মেসার্স সিনধিয়া এন্টারপ্রাইজ |
| ৫৩. | মিস. কানিজ ফাতেমা | মেসার্স ট্রিপ জিপ |
| ৫৪. | মোঃ মামুন উর রহমান | মেসার্স এক্সপোপ্রো |
| ৫৫. | মাহমুদ হাসান | মেসার্স হাসান ট্রেড ইমপেক্স |
| ৫৬. | রাকিব উদ্দিন সরকার | মেসার্স ডিজিকম ইনটারন্যাশনাল লিঃ |
| ৫৭. | নাসিরউদ্দিন এ. ফেরদৌস | মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী |
| ৫৮. | এ কে এম দেলোয়ার হোসেন | মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ |
| ৫৯. | মোঃ আব্দুল মমিন | মেসার্স প্রোপার টিম লিমিটেড |

| ক্রমিক নং | প্রতিনিধির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৬০. | জি. এম. হাফিজুর রহমান | মেসার্স গাজী এন্টারপ্রাইজ |
| ৬১. | সেলিম আহমেদ | মেসার্স কোয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ |
| ৬২. | খায়রুল মজিদ মাহমুদ | মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ |
| ৬৩. | মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী | মেসার্স জে. এন. কর্পোরেশন |
| ৬৪. | এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান) | মেসার্স বিডিকম অনলাইন লিঃ |
| ৬৫. | রিজওয়ান রাহমান | মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ |
| ৬৬. | আবুল কাসেম খান | মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড |
| ৬৭. | আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ | মেসার্স দীন মোহাম্মদ |
| ৬৮. | এম. এ. রশিদ শাহ সম্রাট | মেসার্স ফ্লাইট এক্সপার্ট |
| ৬৯. | এম এ হামিদ | মেসার্স দিগন্ত এ্যাডভারটাইজিং |
| ৭০. | গোলাম জিলানী | মেসার্স গেটওয়ে গ্রুপ লিমিটেড |
| ৭১. | ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক | মেসার্স সিয়াম এন্টারপ্রাইজ |
| ৭২. | ওসামা তাসীর | মেসার্স ফোর উইংস লিমিটেড |
| ৭৩. | এনামুল হক পাটোয়ারী | মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস্ এক্সপোর্ট কর্পোরেশন |
| ৭৪. | মিনহাজ আহমেদ | মেসার্স আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড |
| ৭৫. | মালিক তালহা ইসমাইল বারী | মেসার্স ইউনিমার্ট লিঃ |
| ৭৬. | মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা | মেসার্স এস.এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ |
| ৭৭. | মোঃ আব্দুল মান্নান | মেসার্স বেঙ্গল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল |
| ৭৮. | সামির সাত্তার | মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং |
| ৭৯. | মনোয়ার হোসেন | মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং |
| ৮০. | মোঃ জিয়া উদ্দিন | মেসার্স একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিঃ |
| ৮১. | মাহবুবুর রহমান | মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড |
| ৮২. | এম আবু হোরায়রাহ্ | মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন |
| ৮৩. | হোসেন খালেদ | মোসার্স এ জি অটোমোবাইলস |
| ৮৪. | আরমান হক | মেসার্স গ্যাস ওয়ান লিমিটেড |
| ৮৫. | আরিফ হোসেন খান | মেসার্স রাণী ফুড ইন্ডাস্ট্রি লিঃ |
| ৮৬. | মোঃ সাহিদ হোসেন | মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন |
| ৮৭. | মোহাম্মদ জামশের আলী | মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার |
| ৮৮. | ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম | মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ |
| ৮৯. | আলহাজ্ব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন | মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ |
| ৯০. | আনোয়ার হোসেন মন্ডল | মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল বিডি |
| ৯১. | মিসেস সুরাইয়া আলম | মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন |
| ৯২. | এম. এস. সিদ্দিক | মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল |
| ৯৩. | খন্দ. রাশেদুল আহসান | মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ |
| ৯৪. | হায়দার আহমদ খান, এফসিএ | মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং |
| ৯৫. | রাশেদ মাকসুদ খান | মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড |
| ৯৬. | মোঃ বিল্লাল হোসেন (বেলাল) | মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল |
| ৯৭. | মোঃ রমজান আলী | মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার |

| ক্রমিক নং | প্রতিনিধির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ৯৮. | ওসমান গনি | মেসার্স আগামী প্রকাশনী |
| ৯৯. | মোঃ মাহফুজ খান | মেসার্স ডট ফাইভ প্রাইভেট লিমিটেড |
| ১০০. | আহমেদ হোসেন মজুমদার | মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন |
| ১০১. | মোঃ শামীম ভূঁইয়া | মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল |
| ১০২. | এম সালিম সোলায়মান | মেসার্স মাসকো ইন্টারন্যাশনাল |
| ১০৩. | মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ | মেসার্স রিলাইএ্যাবল কর্পোরেশন |
| ১০৪. | মোঃ নাজমুল হুদা চৌধুরী | মেসার্স তমা ইলেক্ট্রনিক্স |
| ১০৫. | এ এস এম নজরুল ইসলাম | মেসার্স মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড |
| ১০৬. | মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ | মেসার্স ফারুক গার্মেন্টস |
| ১০৭. | জাফর ওসমান | মেসার্স জাজ ইনোভেটিভ্স লিঃ |
| ১০৮. | মোঃ ইকরাম ঢালী | মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ |
| ১০৯. | এম এস সেকিল চৌধুরী | মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ |
| ১১০. | শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম (ডলার) | মেসার্স রুটস্ সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড |
| ১১১. | নূর হোসেন | মেসার্স এঞ্জেল কর্পোরেশন |
| ১১২. | ড. লকিয়ত উল্লাহ | মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ |
| ১১৩. | স্বপন কুমার দাস | মেসার্স প্রকৃতি |
| ১১৪. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মেসার্স শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড |
| ১১৫. | এম শফিকুল আলম, এফসিএ | মেসার্স ন্যাশনাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড |
| ১১৬. | মোহাম্মদ সেলিম মিয়া | মেসার্স শাহাজাদা অপটিক্স |
| ১১৭. | রিয়াদ হোসেন | মেসার্স আর এইচ ইন্টারন্যাশনাল |
| ১১৮. | খন্দকার আতিকুর রহমান | মেসার্স আর্ক কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড |
| ১১৯. | হুমায়ুন রশিদ | মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড |
| ১২০. | মিসেস ইসমাত জেরিন খান | মেসার্স জার্মাজ লিমিটেড |
| ১২১. | মির্জা আব্দুল খালেদ | মেসার্স লায়ন ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সার্ভিসেস |
| ১২২. | একেএম মিজানুর রহমান, এফসিএ | মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন |
| ১২৩. | রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ | মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং |
| ১২৪. | মোঃ কামাল উদ্দিন | মেসার্স জেড এম জেড ইন্টারন্যাশনাল |
| ১২৫. | রাজিব এইচ চৌধুরী | মেসার্স ডিফেন্স ডায়নামিক এন্টারপ্রাইজ |
| ১২৬. | মোঃ হারুন অর রশিদ | মেসার্স হারুন কম্পোজিট মিলস্ লিমিটেড |
| ১২৭. | মোঃ ওমর আলী | মেসার্স ওমর সাফারি লিমিটেড |
| ১২৮. | আরিফ হোসেন | মেসার্স পাটওয়ারি ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন |
| ১২৯. | মোঃ এনামুল হক | মেসার্স মডার্ন এন্টারপ্রাইজ |
| ১৩০. | মোঃ নুরুজ্জামান দিপু | মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস |
| ১৩১. | কাউসার মৃধা | মেসার্স মৃধা ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন |
| ১৩২. | ওয়াসিক বিন বশির | মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেডিং কর্পোরেশন |
| ১৩৩. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মেসার্স ভাসটেক লিঃ |
| ১৩৪. | নাসির হোসেন | মেসার্স নাহারিন কর্পোরেশন |
| ১৩৫. | নাজির হোসেন | মেসার্স এন. এইচ. ইন্টারন্যাশনাল |
| ১৩৬. | আখতারুজ্জামান | মেসার্স এক্সপো কর্পোরেশন |
| ১৩৭. | মিসেস ইরিনা ইসলাম | মেসার্স অথেনটিক ইমপোর্ট |

| ক্রমিক নং | প্রতিনিধির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|
| ১৩৮ | আব্দুল হক, এফসিএ | মেসার্স ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ |
| ১৩৯ | আরফানুল আলম | মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) |
| ১৪০ | সৈয়দ নবিউর রহমান | মেসার্স আরমান হক ডেনিম্‌স লিমিটেড |
| ১৪১ | মিস. ফাতিন হক | মেসার্স ট্রেড ডিজাইন সল্যুসন লিঃ |
| ১৪২ | বজলুল হক | মেসার্স ট্রেড ইন্টারকন্টিনেন্টাল লিমিটেড |
| ১৪৩ | জেইন হোসেন | মেসার্স ট্রেড এগ্রোটেক লিমিটেড |

সভার শুরুতে ডিসিসিআই-এর মহাসচিব আফসারুল আরিফিন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সকলে আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ও চেম্বারের মহাসচিবের আহ্বানে ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি ২০২১ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। বিশেষত ঢাকা চেম্বারের অন্যতম সদস্য, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক ও জাতীয় সংসদের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার প্রফেসর আলী আশরাফ, এমপি, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মাহবুব-উজ্জ-জামান, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক দ্বীন মোহাম্মদ ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), প্রাক্তন আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, এমপি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিলর প্রাক্তন সভাপতি ও এ্যাডভোকেট আব্দুল বাসেদ মজুমদার, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবীদ সারাহ বেগম কবরী, বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুজ্জামান খান, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, শিক্ষাবিদ ও নাট্যলেখক ড. ইনামুল হক, বিশিষ্ট সংঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর, দোহাটেক নিউ মিডিয়া-এর চেয়ারম্যান লুনা শামসুদ্দোহা, উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডুরান্ড মেহমুদুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হোসেন আকতার-এর বড় বোন রাশিদা বেগম, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম-এর বড় বোন শাহানা রহমান চৌধুরী, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক এম সালেম সোলায়মানের বাবা মোহাম্মদ সোলায়মান, ডিসিসিআই'র ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজেস স্ট্যান্ডিং কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এসিআই লিমিটেড'র চেয়ারম্যান আনিস-উদ্দ দৌলা-এর স্ত্রী নাজমা দৌলা, বিশিষ্ট শিল্পপতি আজম জে চৌধুরী'র স্ত্রী মেরিনা ইয়াসমিন চৌধুরী, কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ আফজল খান এডভোকেট, ডিসিসিআই অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (গবেষণা ও উন্নয়ন) এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী-এর বাবা মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং মাতা রহমতেন্নেছা, ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ-এর বড় ভাই আবুল কালাম মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ, ঢাকা চেম্বারের সহকারী নির্বাহী সচিব (প্রশাসন) মুন্সী মোঃ আজিজুর রহমানের বড় মেয়ে তাসনিম বিনতে আজিজ, ডিসিসিআই'র সাপোর্ট স্টাফ কাজী রহিমউল্ল্যাহ-এর মাতা কুরফুলের নেসা-এর জন্য শোক প্রকাশ করেন। মরহুমদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং করোনাভাইরাস সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত সকলের আরোগ্য ও সার্বিক উন্নতি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রাহ্।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব আফসারুল আরিফিন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

**আলোচ্যসূচি-১ঃ ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;**

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ২০২২ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তার পক্ষ থেকে চেম্বারের ৬০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম সবিস্তারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন, তাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন এবং ডিসিসিআই'র বয়োজ্যেষ্ঠ, সম্মানিত সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

রিজওয়ান রাহমান, ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, "সভাপতি হিসেবে প্রথমবারের মতো ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। সফলতা ও কিছু সীমাবদ্ধতার মাঝে এটি ছিল আমার জন্য এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি-চেম্বারের গত বছরের সাফল্য ও কার্যক্রম মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ, সদস্যদের সেবার মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য"।

কোভিড-১৯ মহামারিতে বৈশ্বিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হলেও বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৪৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বেসরকারি বিনিয়োগের অবস্থা কিছুটা স্থবির হলেও আমদানি-রপ্তানি, রেমিটেন্সসহ Economic Indicators সমূহ দ্রুত উন্নতি করায় এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অর্থনীতির দ্রুত recover-এর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ঢাকা চেম্বারের সুপারিশসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ২০২০ এর পর ২০২১ সালেও বিশ্বব্যাপী কোভিডের প্রকোপ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে বাংলাদেশের বেসরকারিখাতে কার্যক্রমও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। মহামারিকালীন সময়ের এই প্রভাব থেকে অর্থনীতি ও বেসরকারিখাতকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার Road to recovery-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। যেখানে Survive, Revive, Thrive এই তিনটি পর্যায়কে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের রোডম্যাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ডিসিসিআই ২০২১ সালের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই Road to recover'র গুরুত্ব বিবেচনায় ঢাকা চেম্বার বেসরকারিখাতের Survival strategy-কে অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে সরকারের সহযোগিতা ও policy makers দের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসা পুনরুদ্ধারের জন্য CMSME-দের অর্থের যোগান, LDC Graduation, স্থানীয় ব্যবসায় বৃদ্ধি, Industry & Academia Linkage, স্থানীয় বাজার উন্নয়ন, Export diversification, FDI, Automobile শিল্পের উন্নয়ন, Industrial fuel sources, Sustainable river dredging, আর্থিক খাতের সংস্কার, National Budget, ট্যাক্স ও ভ্যাট, শিল্প নীতি, পর্যটন এবং দেশীয় জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি শীর্ষক ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ webinar, Stakeholder discussion, dialogue আয়োজন করা হয়েছে। যার ফলাফল হিসেবে উক্ত ওয়েবিনার হতে গৃহীত ৫৯৩টি নীতি ও সুপারিশমালা সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেসরকারিখাতের স্বার্থ রক্ষার্থে এ বছর ৪৮ জন শীর্ষস্থানীয় Policy Maker এর সঙ্গে Call on সহ ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে আয়োজিত মোট ১০৪টি সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপ, ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব করে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থান তুলে ধরা হয় এবং বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন মিডিয়াতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হয়। এছাড়া তিনি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরেন, যেমন-

- ২০২১ সালে সিএমএসএমই খাতের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ডিসিসিআই থেকে এ খাতের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ও চ্যালেঞ্জগুলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন ও এনবিআর এর নিকট তুলে ধরা হয়।
- ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে "SME Circulars of Bangladesh Bank" নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে যাতে করে CMSME খাতের উদ্যোক্তাগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল নির্দেশনা সমূহ একত্রে পেতে পারে এবং সে অনুযায়ী ঋণ গ্রহণে সমর্থ হয়।
- CMSME'র পুনরুদ্ধারে ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুততম সময়ে এর উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে ডিসিসিআই যথাক্রমে "Challenges and way forward for CMSME to get low-cost financing in post COVID Bangladesh" এবং "Post pandemic industrial recovery: skill requirement for employment creation and retention for CMSME" শীর্ষক দুইটি সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম ডিসিসিআই সদস্যদের মাঝে পরিচালনা করে। এছাড়া, Post LDC Graduation চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Export Diversification ও Local market Development বিষয়ে দুইটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের চাহিদানুযায়ী ডিসিসিআই থেকে পরিচালনা করা হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট প্রণয়নের জন্য সুপারিশমালা, বাজেটের উপর প্রতিক্রিয়া, Monetary Policy এর উপর বিবৃতি, প্রয়োজনীয় নীতি সংশোধনী যেমনঃ রপ্তানি, আমদানি, আইসিটি, চামড়া, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, CMSME পুনরুদ্ধার নীতি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ডিসিসিআই এর মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ২০২৬ সাল পরবর্তী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমূহ বজায় রাখার লক্ষ্যে বেসরকারিখাতের প্রস্তুতি এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য নীতি সংস্কার, কৌশলগত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৬টি বিশেষ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত জাতীয় কমিটি ও প্রায় সকল উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে এবং বেসরকারিখাতের স্বার্থে ডিসিসিআই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধারের জন্য ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে যেসকল সুপারিশমালা সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপূর্তমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও

বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, BSEC চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। একইসাথে ডিসিসিআই'র বিভিন্ন আয়োজনে কমপক্ষে ১২ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও আইন প্রনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

- ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং বেসরকারিখাতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন খসড়া নীতিমালায় ডিসিসিআই হতে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম খসড়া শিল্প নীতিমালা ২০২১, প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, হালাল সনদ নীতিমালা ২০২০, জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫। এছাড়াও, ডিসিসিআই "Current State & Future outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective" শীর্ষক অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যাতে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বেসরকারি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণয় পূর্বক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংস্কারের সুপারিশ করা হয়।
- এই বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে "Bangladesh is Building Bangladesh" এমন নয় বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অংশীদার হবার নিমিত্তে বাংলাদেশ করোনাকালীন সময়েও অর্থনীতির চলমান ধারা অব্যাহত রেখেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে সপ্তাহব্যাপী দেশের বৃহত্তম ভার্চুয়াল "Bangladesh Trade and Investment Summit-2021" আয়োজন করে। যা দেশের বেসরকারিখাতের সর্ববৃহৎ Digital Engagement কে দৃশ্যমান করেছে।
- এই সামিটে ৩৮টি দেশের ৫৫২টি স্থানীয় ও বিদেশি কোম্পানীর অংশগ্রহণে ৩৬৯টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ সম্ভাবনার সৃষ্টি, ১৩টি দেশ থেকে ২০টি কোম্পানির যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ, ১৪টি দেশের বিভিন্ন কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে ২৬টি পণ্যের আমদানি এবং ১৩টি দেশে বাংলাদেশী পণ্যর রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে গত জানুয়ারি মাসের ৫-৭ তারিখে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ব্যবসা বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের স্বার্থে ডিসিসিআই Business Conclave 2021 আয়োজন করে। এই কনক্লেভে ৯টি দেশের ২৩৪টি স্থানীয় ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে প্রায় ১৩২টি বিটুবি সংগঠিত হয়।
- সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সচিবালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতার জন্য Human Resource বিভাগে ডিসিসিআই সচিবালয়ে মোট ৮ জনকে নতুনভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সচিবালয়ের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে চতুর্থ তলায় সচিবালয় ডেকোরেশন ও রিনোভশেন করা হয়েছে এবং গুলশান সেন্টার স্থানান্তর করে নিজস্ব স্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
- **ডিসিসিআই'র সদস্যপদ-সংক্রান্ত**

  কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও, ঢাকা চেম্বারের এ অর্থবছরে ৬৩৩ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ২১২ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩৪৮০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর চেম্বারের সদস্য সংখ্যা ১২.৯৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৪৩২৫ জনে এসে দাঁড়িয়েছে।
- **বিদেশি ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে**

  ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য ঢাকা চেম্বার দেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস, বিদেশি মিশন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, আন্তর্জাতিক চেম্বার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আরো গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম আলোচনার আয়োজন করে। এ বছর মোট ২০জন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান ঢাকা চেম্বারের আমন্ত্রিত হয় এবং তারা দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।
- **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রসঙ্গে**

  দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ঢাকা চেম্বার এ বছর ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- **স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম প্রসঙ্গে**

  ডিসিসিআই-এর ২০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৫টি বিশেষ কমিটি প্রায় ৭৫টি আলোচনা সভা করে এবং এ সকল সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম এর প্রসঙ্গে**

  এ বছর করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ (এক) কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার লক্ষ্যে 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' কে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন করোনা মহামারীতে আক্রান্ত রোগীদের

চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এফবিসিসিআইকে ৬,১৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পনের হাজার) টাকা মূল্যমানের ১০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর মেশিন প্রদান করে।

- **ডিসিসিআই এর আর্থিক হিসাব প্রসঙ্গে**

২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা চেম্বারের আয় হয়েছে ১৪ কোটি ৬৮ লাখ ৪০ হাজার ৯৪৬ টাকা। এ বছরে চেম্বারের ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ০৩ লাখ ১৮ হাজার ৩৪০ টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৯ কোটি ১৮ লাখ ২০ হাজার ৩৩৩ টাকা। পক্ষান্তরে, চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.২৯% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৭৯ কোটি ৩৬ লাখ ১৫ হাজার ৭৭৯ টাকায় উন্নীত সাধিত হয়েছে। এছাড়াও, এ বছর চেম্বারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ৪ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের পর ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে জনাব দাতা মাগফুর, সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই ও পরিচালক, দাতা এন্টারপ্রাইজ এবং ইঞ্জিনিয়ার এম, এ ওয়াহাব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একুরেট টেকনোলজি লিমিটেড। এ প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

**আলোচ্যসূচি-২ ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;**

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর ওসামান গনি, সাবেক পরিচালক ডিসিসিআই ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আগামী প্রকাশনী এর প্রস্তাবে জনাব হোসেন আখতার, সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ডিসিসিআই ও গ্রুপ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড, ও সৈয়দ আমিনুল কবির, প্রধান নির্বাহী র্কমকর্তা, মে ইন্টারন্যাশনাল এর সমর্থনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচি-৩ ঃ ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের পরিচালক এবং ২০২২ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;**

চেম্বারের মহাসচিব আলোচ্যসূচি অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়্যারম্যানকে আহ্বান জানান। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ডিসিসিআই ২০২২ সালের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করে বলেন- জেনারেল শ্রেণির ৪ (চার) জন এবং এসোসিয়েট শ্রেণির ২ (দুই) জন প্রার্থী ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের জন্য ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অতঃপর ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের জন্য ডিসিসিআই-এর নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করা হয়। জেনারেল শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন- সামির সাত্তার, এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর, মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন ও মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন: মোঃ আব্দুল মান্নান ও মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী।

অতঃপর ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মোঃ গোলাম মোস্তফা, ২০২২ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে তিনি জানান- সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন- আরমান হক এবং সহ-সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন- মনোয়ার হোসেন। পুনঃনির্বাচিত সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং নির্বাচিত ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দকে নির্বাচন বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। অতঃপর নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন বোর্ড ও এ্যাপিলেট বোর্ডের কার্যক্রম এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ পর্যায়ে, ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনঃনির্বাচিত সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন- কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলে বাংলাদেশ ২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য ৫.৪৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং আইএমএফ-এর তথ্যানুসারে ২০২০ সালে তৃতীয় বৃহত্তম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে যে, কোভিড-১৯ মহামারীতে দেশের প্রায় ২.৬ মিলিয়ন মানুষ বেকার হয়েছে, ৬৬.৬ মিলিয়ন শ্রমিক কাজের সুযোগ হারিয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, নির্মাণ ও পরিবহনসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রায় ১.০৮ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। এক্ষেত্রে, CMSME খাত ২০২১ সালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া এ বছর ৩ কোটির বেশি নতুন দারিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি ২০২১ সালে তাঁর কর্মপরিকল্পনা জানিয়ে বলেন- আগামী বছরের অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে এবং বেসরকারিখাতকে বহুলাংশে উজ্জিবীত করতে আমরা ২০২১ সালের ন্যায় Road to recovery strategy: (Survive, Revive and then Thrive) ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, এ বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্বিতীয়বারের মত উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা ২০২৬ সালে কার্যকর হবে। এটিও অর্থনীতির জন্য বেশ

কিছু নতুন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। বিদ্যমান বেসরকারিখাতকে আগামী দিনের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমরা আগামী বছর কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবো। যেমনঃ LDC হতে উন্নয়ন পরবর্তী সময়ে Local market development, Export diversification এর প্রস্তুতি, বাংলাদেশের Economic Competitiveness কে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে Economic Diplomacy, বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশের ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন, Tax Management Development, CMSME খাতের জন্য আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি, Industry & Academia Linkage, Skills Development, শিল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন, 4IR প্রযুক্তির ব্যবহার, Digital Engagement এবং Blue economy ইত্যাদি। এই সকল Agenda পরিচালনায় তিনি সম্মানিত সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা চেম্বারের ২০২১ সালের পরিচালনা পর্ষদকে তাদের অসাধারণ নেতৃত্ব ও সহযোগীতার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া দেশের বেসরকারিখাতের উন্নয়নে আপনাদের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আগামী বছর "Bangladesh no longer builds Bangladesh but contributes to global development process" এই Spirit নিয়ে দেশের বেসরকারিখাত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ঢাকা চেম্বারের অবস্থান সুদৃঢ় করতে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পুনঃনির্বাচিত সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, CMSME's উদ্যোক্তাদের (বিশেষকরে CMS উদ্যোক্তাদের) সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে আরো বেশি হারে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। Taxation এর জটিল প্রক্রিয়া লাঘবে ঢাকা চেম্বার যাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সেজন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার্থে ঢাকা চেম্বার থেকে গৃহীত প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের রেকর্ড রাখার আহবান করেন।

সাবেক পরিচালক খায়ের এম. খান বলেন, মহামারির সময় ঢাকা চেম্বার ভার্চুয়াল এবং Hybrid ভাবে অনেক ইভেন্টের আয়োজন করেছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি ভারতের সাথে ব্যবসায়ের স্থলবন্দরে ও পরিবহন ব্যবস্থার যে চ্যালেঞ্জ সমূহ বিদ্যমান ও শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ সহ বিভিন্ন NTBs বিষয় (যথা-ভারতের পেট্রাপোল স্টেশনে বাংলাদেশমুখী পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে অনেক সময় যাবৎ আটকে থাকতে হয় যার ফলে প্রচুর বিলম্ব শুল্ক গুনতে হয়) তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি জানান, এ শুল্ককে ৫০% কমানোর জন্যে সভাপতি মহোদয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানান। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সামিট আয়োজনের সুপারিশ করেন।

সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ শারফুদ্দিন বলেন, Taxation প্রক্রিয়ায় এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে ঢাকা চেম্বারকে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে ৩৫ লক্ষ লোকের যে কর্মসংস্থান হবে সে বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের এগিয়ে আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ল অ্যান্ড অর্ডার, অ্যান্টি-স্মাগলিং, কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড এডাল্টারেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২১ এর আহ্বায়ক মোহাম্মদ জমশের আলী উল্লেখ করেন, আমদানি পর্যায়ে ৬৪৬ ধরনের পণ্যে প্রত্যেকবার এলসি পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয় যা হয়রানিমূলক। এই হয়রানি লাঘবে তিনি ঢাকা চেম্বারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান।

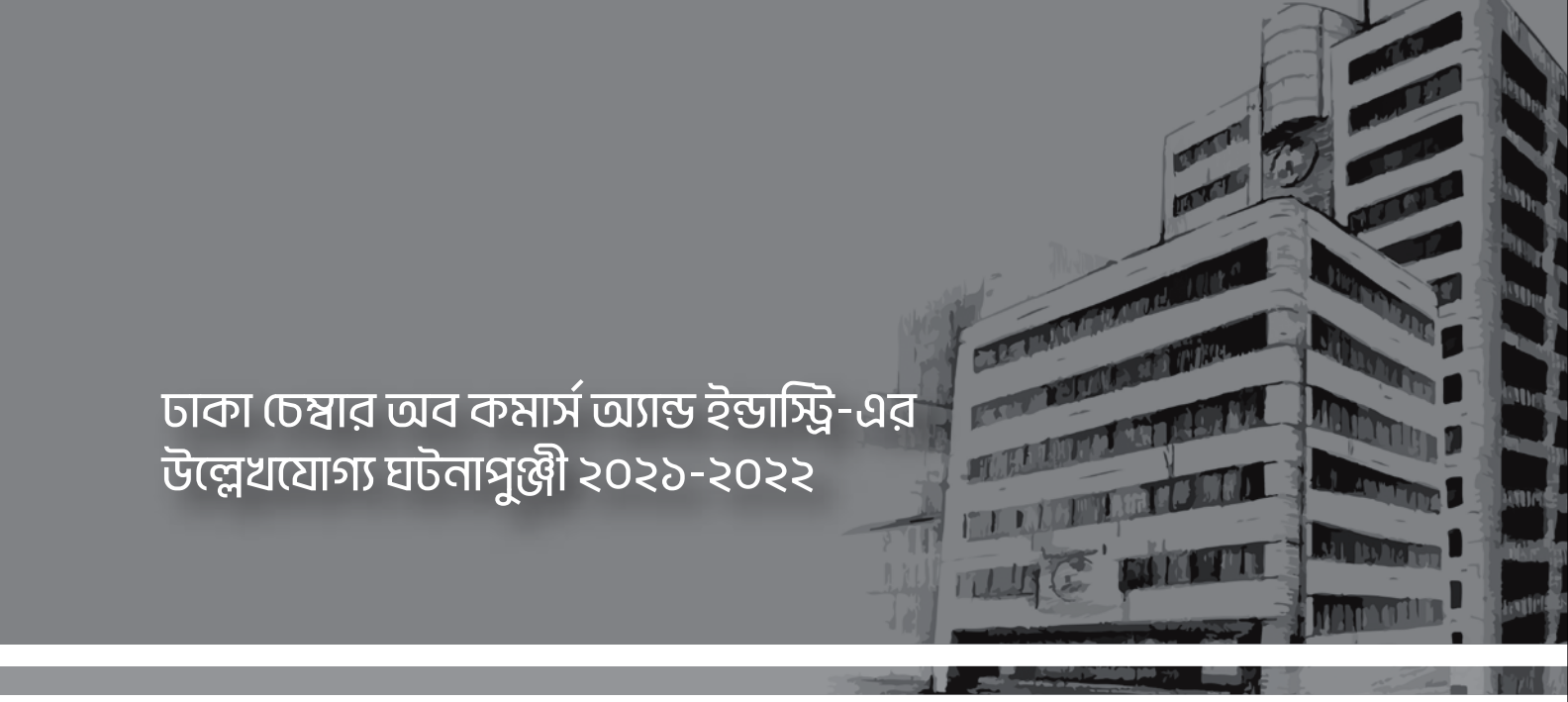
**আলোচ্যসূচি-৪ ঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণঃ**

মহাসচিব ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির উল্লেখ করেন, উক্ত ফর্মসমূহ যথাক্রমে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স জোহা জামান কবির রশিদ অ্যান্ড কোং ও মেসার্স এইচ এম এনাম। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে বিস্তারিত আলোচনার পর মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং-কে নিরীক্ষা ফি মোট ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (ভ্যাট/ট্যাক্স ব্যতীত) পারিশ্রমিক ধার্য্য করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সমর্থন করেন আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, সাবেক সহ-সভাপতি। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**আফসারুল আরিফিন**
মহাসচিব

**রিজওয়ান রাহমান**
সভাপতি



# ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২১-২০২২

| | | |
|---|---|---|
| ২২ ডিসেম্বর ২০২১ | : | ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত। |
| | : | ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত। |
| ০৩ জানুয়ারি ২০২২ | : | বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আয়োজিত "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিল্পখাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক-এর অংশগ্রহণ। |
| ০৪ জানুয়ারি ২০২২ | : | শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এ্যাওয়ার্ড বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক গোলাম জিলানী অংশগ্রহণ করেন। |
| ০৬ জানুয়ারি ২০২২ | : | বিল্ড'র ট্রাস্টি বোর্ডের ২৬তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান। |
| | : | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন' কমিটির সভায় ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন। |
| ১১ জানুয়ারি ২০২২ | : | পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন। |
| | : | বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত 'ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন' শীর্ষক সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন। |
| | : | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর কমিটি'-এর ১৪তম সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক-এর অংশগ্রহণ। |
| ১৬ জানুয়ারি ২০২২ | : | এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা; সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন। |
| ১৭ জানুয়ারি ২০২২ | : | ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিভিন্ন সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে নির্ধারিত ফি পুনঃমূল্যায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন। |
| | : | চীফ কন্ট্রোলার অফ ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন। |
| | : | ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত। |
| ২১ জানুয়ারি ২০২২ | : | ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক ডিবিআই আয়োজিত পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন করেন। |
| | : | সরকারি, বেসরকারি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ যোগদান করেন। |

২২ জানুয়ারি ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এফবিসিসিআই আয়োজিত 'কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্ট-২০২২' শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০২২ : ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই ঊধর্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০২২ : ডিবিআই রিসোর্স পার্সন এবং ডিসিসিআই ম্যানেজমেন্ট'র মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০২২ : মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন।

২৯ জানুয়ারি ২০২২ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা ভাচুয়ালি অনুষ্ঠিত।

৩০ জানুয়ারি ২০২২ : এফবিসিসিআই'র 'ন্যাশনাল ইকোনোমিক পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'কোভিড সচেতনতা' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

: এফবিসিসিআই আয়োজিত 'খসড়া আয়কর আইন' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন'-এ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

: 'কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনিবআর' শীর্ষক কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ সহ সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসের এজাজ বিজয় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: এইচকেটিডিসি আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলের দেশসমূহের অধিকতর যোগাযোগ স্থাপন' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

: বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মহাব্যবস্থাপক (এসএমইএসপিডি) মোঃ জাকের হোসেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় যোগদান করেন।

: পিআরআই-এর চেয়ারম্যানের ড. জায়েদী সাত্তার এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই 'কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং আপন এলডিসি গ্রাজুয়েশন' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক সামির সাত্তার সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

: 'কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনিবআর' শীর্ষক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ সহ সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিকিউটিভ কমিটির ২৫তম সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২২-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ফজলে কবির ও এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফাইন্যান্স একাউন্টস্' কমিটির ২য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : জাপানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: এফবিসিসিআই আয়োজিত 'ইউএই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক নাসিরউদ্দিন এ. ফেরদৌস-এর সভাপতিত্বে 'ব্লু ইকোনোমি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: এফবিসিসিআই আয়োজিত 'ইউএই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

০১ মার্চ ২০২২ : পিআরআই এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

০২ মার্চ ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক সামির সাত্তার-এর সভাপতিত্বে 'কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং আপন এলডিসি গ্রাজুয়েশন' স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ মার্চ ২০২২ : ডিবিআই-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

: বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৩৫তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

০৭ মার্চ ২০২২ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডারস মিট ২০২২'-এ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

০৯ মার্চ ২০২২ : জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার ভবনে আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক মহড়ায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক-এর সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশে দূর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতিতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর নিকট পেশ করেন ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

: ডিসিসিআই পিএফ ট্রাস্টি বোর্ডের ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০২২ : বিয়াক আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য বিনিময়ে সংকট নিরসনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী-এর সভাপতিত্বে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

: সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই কনজুমার রাইটস্ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১২ মার্চ ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড পলিসি' শীর্ষক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৩ মার্চ ২০২২ : বিল্ডের ট্রাষ্টি বোর্ডের ২৮তম সভায় ভার্চুয়ালি যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

: বাংলাদেশ সফররত রোমানিয়ার বুখারেস্টের মেয়র রবার্ট নেগোইতা-এর সম্মানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: সমন্বয়কারী পরিচালক এম এ রশিদ শাহ সম্রাট-এর সভাপতিত্বে 'এসএমই ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ মার্চ ২০২২ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত 'নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সাথে 'তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল' এবং 'ফরেন ইকোনোমিক রিলেসশন্স বোর্ড অব টার্কি'-এর সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ইউনিস্ক্যাপ যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক জাতীয় ওয়ার্কশপে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

: সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ গোলাম জিলানী-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ অ্যান্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ মার্চ ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও রোমানিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং বাংলাদেশ সফররত রোমানিয়ার বুখারেস্টের মেয়র রবার্ট নেগোইতা যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

: তুরস্কের ইস্তাম্বুলে গেদিক বিশ্ববিদ্যালয়-এর চেয়ারম্যানের সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন।

১৬ মার্চ ২০২২ : 'জেনারেশন আনলিমিটেড' শীর্ষক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' শীর্ষক লাইভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক অনলাইন ভিত্তিক বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোক্তাদের মধ্যকার বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৭ মার্চ ২০২২ : বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২০ মার্চ ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২১ মার্চ ২০২২ : ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২২ মার্চ ২০২২ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত '৪২তম পরামর্শক কমিটি'-এর সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের যোগদান।

২৩ মার্চ ২০২২ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে 'বার্ষিক সাধারণ সভার গুরুত্ব এবং লিমিটেড কোম্পানীর কমপ্লায়েন্স' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

২৭ মার্চ ২০২২ : ভারতে বাংলাদেশের জন্য নিযুক্ত রুয়ান্ডার হাইকমিশনার মুকাংগিরা জ্যাকুলিন ডিসিসিআই-এর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে 'এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রোবেইজ সেক্টর' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ মার্চ ২০২২ : বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাস আয়োজিত নেটওয়ার্কিং সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক-এর সাথে তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

২৯ মার্চ ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী, এমপি-এর সাথে দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটেনের হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন, এপেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, এসবিকে টেক ভেঞ্চার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির, বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি মিরান আলী এবং ইউনাইটেড গ্রুপের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইনউদ্দিন হাসান রশিদ যোগদান করেন।

: আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির ৮৭তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৩০ মার্চ ২০২২ : সিঙ্গাপুর এন্টারপ্রাইজ'র প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাজেট ২০২২-২৩' শীর্ষক লাইভ অনুষ্ঠানের আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: নোয়ার-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

৩১ মার্চ ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত লাইভ "প্রাক-বাজেট আলোচনা: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত" রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজার হলে অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি উক্ত অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দৈনিক সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

: ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

০১ এপ্রিল ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে বিজিএমইএ-এর সহ-সভাপতি মিরান আলী সাক্ষাৎ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মতিউর রহমান আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০২ এপ্রিল ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ এপ্রিল ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার প্রফেসর সুদর্শন সেনেভিরত্নে-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং শ্রীলংকান দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি (কমার্শিয়াল) শ্রমালী জয়ারাত্নে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৬ এপ্রিল ২০২২ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'ইফতার মাহফিল' প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত।

০৯ এপ্রিল ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি; প্লাস্টিক খাতের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৬ এপ্রিল ২০২২ : অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট' আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

: ডিসিসিআই পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদের সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ এপ্রিল ২০২২ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'প্রিফারেনশিয়াল মার্কেট এ্যাকসেস অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডব্লিউটিও ইস্যুস' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক সামির সাত্তার যোগদান করেন।

: সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই ফাইনান্স এন্ড অকাউন্টস কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ এপ্রিল ২০২২ : বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১৯ এপ্রিল ২০২২ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা; প্রেক্ষিত এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম দেলোয়ার হোসেন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এ ডায়ালগে ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন এবং কোরিয়ান ইপিজেড কর্পোরেশন (বিডি) লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিহাক সাং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

২০ এপ্রিল ২০২২ : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আয়োজিত সিএনএন-এর সাথে পরামর্শক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৩ এপ্রিল ২০২২ : আইসিএবি-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ এপ্রিল ২০২২ : নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যানিকেন হিউটফিট এর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ নরওয়ের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

২৫ এপ্রিল ২০২২ : বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

২৬ এপ্রিল ২০২২ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "দূর্যোগ অর্থায়ন কাঠামো এবং রিস্ক ফিন্যান্সিং স্ট্রাটেজি" শীর্ষক ভার্চুয়াল ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

২৮ এপ্রিল ২০২২ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০৯ মে ২০২২ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস সামিট' শীর্ষক বাণিজ্য আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: 'সেলিব্রেটিং ইউরোপ ডে'-এর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১০ মে ২০২২ : 'ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম: বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১১ মে ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা সাক্ষাৎ করেন।

: বাংলাদেশ-বুলগেরিয়ার কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

১২ মে ২০২২ : বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূতের বিদায় উপলক্ষে স্পেন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১৪ মে ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালক সামির সাত্তারের সভাপতিত্বে 'কান্ট্রি কম্পিটিটিভনেস আপন এলডিসি গ্রাজুয়েশন' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ মে ২০২২ : বাংলাদেশ সফররত বুলগেরিয়ার ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার বাবেটি ডেসফোসেজ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ মে ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সুপার প্রজক্টে কনসোরটিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়াম এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সী অপরাশেন সেন্টার"-এর উদ্বোধন রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন সিভিল প্রটেকশন অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়াম এইড (ইকো), বাংলাদেশ-এর প্রধান অ্যানা অরল্যানডিনি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

১৯ মে ২০২২ : পশ্চিমবঙ্গ সফরকারী ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির মতবিনিময় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২০ মে ২০২২ : ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠাতা হো চো মিন-এর ১৩২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনামের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২১ মে ২০২২ : ইংরেজি দৈনিক দি বিজনেস পোষ্ট আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩' বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বারের পরিচালক গোলাম জিলানী-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিংকেজ অ্যান্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২২ মে ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী-এর সভাপতিত্বে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ মে ২০২২ : দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফরকারী ডিসিসিআই'র ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদ্যবৃন্দের সাথে ক্যালকাটা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগদান করেন।

২৭ মে ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিদলের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফরের ২য় দিনে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত "বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শোভনদেব চ্যাটার্জি, সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অরুপ রায় প্রধান অতিথি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর নির্বাহী পরিচালক পি কমলাকান্ত ও কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রদূত আন্দালিব ইলিয়াস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সফরকারী ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কলকাতায় তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান রাজীব সিনহা-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত বিটুবি ম্যাচ-মেকিং-এ যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নন্দীনী চক্রবর্তী এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২৮ মে ২০২২ : ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ মে ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ মে ২০২২ : বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নরের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

০১ জুন ২০২২ : ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের সাথে দিল্লীস্থ রোমানিয়া দূতাবাসের কনস্যুলর (ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল) ইনোট ভিজিরো সাক্ষাৎ করেন।

০৪ জুন ২০২২ : আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ২৭তম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

০৯ জুন ২০২২ : জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ এর উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

১০ জুন ২০২২ : ডিবিআই আয়োজিত 'বিজনেস ডাটা এনালাইসিস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং' বিষয়ক অনলাইন কোর্সের উদ্বোধনী সেশনে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১১ জুন ২০২২ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত '১ম ডিপ্লোমেটি উইক' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২ জুন ২০২২ : বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২২ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন; টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে" বিষয়ক সেমিনার ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সফরকারী ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে 'ফিডব্যাক নেটওয়ার্কিং মিটিং' অনুষ্ঠিত।

| | | |
|---|---|---|
| ১৪ জুন ২০২২ | : | তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত। |
| | : | রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মোঃ আনুসির রহমান মিঞা, পিএএ-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন। |
| | : | বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান। |
| ১৬ জুন ২০২২ | : | বাজেট বিষয়ে সিপিডি আয়োজিত আলোচনা সভার প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান। |
| ১৮ জুন ২০২২ | : | ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটি'র ১ম সভা অনুষ্ঠিত। |
| ১৯ জুন ২০২২ | : | ইআরএফ আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন। |
| | : | ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন এর সভাপতিত্বে 'কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং'-স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। |
| ২০ জুন ২০২২ | : | ডিসিসিআই পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্' কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত। |
| | : | ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। |
| | : | পাট বহুমুখীকরণ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন। |
| ২১ জুন ২০২২ | : | মাষ্টারকার্ড আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন। |
| ২৫ জুন ২০২২ | : | ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত। |
| ২৬ জুন ২০২২ | : | সেলমা রাসাভেক-এর নেতৃত্বে আইএফসি'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। |
| ২৭ জুন ২০২২ | : | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন। |
| ২৯ জুন ২০২২ | : | সিপিডি আয়োজিত 'পাবলকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বিষয়ক সেমিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন। |
| | : | যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন। |
| | : | ডিসিসিআই'র 'ইনফরমেশন টেকনোলজি' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। |
| | : | ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন-এর সভাপতিত্বে 'ইকোনোমিক ডিপ্লোমেসি' স্ট্যান্ডিং কমিটি-এর ২য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত। |
| ০২ জুলাই ২০২২ | : | ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমন হক-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ক্রয় কমিটি'-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। |
| | : | ডিসিসিআই পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত। |
| ০৪ জুলাই ২০২২ | : | ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ডিবিআই গভার্নিং বডি'র ১৮তম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত। |
| ১৮ জুলাই ২০২২ | : | ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। |

২০ জুলাই ২০২২ : ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং সমন্বয়কারী পরিচালক, এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ 'ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ৭ম সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২৩ জুলাই ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ঔষধ খাতের রপ্তানি: কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক সেমিনার ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ জুলাই ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে দি ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বারর্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ইরফান ইকবাল শেখ'র নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে নাইজেরিয়া'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে কেনিয়ার দ্বিপাক্ষিক ও পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মই লিমোশিরা-এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বাণিজ্য আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৬ জুলাই ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে 'এস্টেট, কনসট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স' কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ জুলাই ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালক এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাটের সভাপতিত্বে 'এসএমই ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

০২ আগস্ট ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

০৬ আগস্ট ২০২২ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান: বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৭ আগস্ট ২০২২ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: এনবিআর আয়োজিত 'বন্ড লাইসেন্স অ্যাপলিকেশন মডিউল'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৮ আগস্ট ২০২২ : আইসিসি-বাংলাদেশ'র নির্বাহী কমিটির ৮৮তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১০ আগস্ট ২০২২ : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ: ঔষধ খাতের প্রস্তুতি' শীর্ষক সেমিনারের বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১১ আগস্ট ২০২২ : 'এগ্রোবেইজড টাইম রিলিজ স্টাডি' শীর্ষক ওয়ার্কশপের বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি গ্রাজুয়েশন কমিটি'-এর ৭ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি যোগদান করেন।

১৪ আগস্ট ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২২-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে, যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংসদ সদস্য ও এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে ইসহো'র প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিস রায়ানা হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

১৭ আগস্ট ২০২২ : বিল্ড আয়োজিত ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ওয়ার্কিং কমিটির ১০ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী-এর সভাপতিত্বে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ আগস্ট ২০২২ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাকালীন চেয়ারম্যান প্রয়াত আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

২১ আগস্ট ২০২২ : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র পরিচালনা পর্ষদের ১৪৩তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২২ আগস্ট ২০২২ : র‍্যাপিড আয়োজিত 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে খাত সমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ' বিষয়ক ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

: ঢাকা চেম্বারের পরিচালক এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ আগস্ট ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা ভাচুর্য়ালি অনুষ্ঠিত।

২৯ আগস্ট ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে এইচকেটিডিসি'র ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড পলিসি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

৩০ আগস্ট ২০২২ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৩৬তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

: বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

৩১ আগস্ট ২০২২ : বিল্ড'র লজেস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ : বিডা আয়োজিত 'মিট দ্যা ইনভেস্টরস্' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালক সামির সাত্তার যোগদান করেন।

০২ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক এইচকেটিডিসি আয়োজিত "টেকসই অর্থনীতির সম্ভাবনা" শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে 'এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ডিআইটিএফ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান শিল্পমন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প পদক ২০২২'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই এবং আর্মেনিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ডিসিসিআই এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন' কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বার এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী'র বিদায়ে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বন্দরের লজিস্টিক খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

: সমন্বয়কারী পরিচালক, এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভপতিত্বে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯-২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় যোগদান করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পার্ষদের ৯ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে ৮৬ সদস্যের ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ : তুরস্ক সফররত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ইস্তাম্বুল চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত 'তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ : তুরস্ক সফররত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ফরেন ইকোনোমিক রিলেশন্স বোর্ড অব টার্কি (ডেইক) আয়োজিত 'তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

: তুরস্কের বাণিজ্য মন্ত্রী ড. মেহমুদ মুস-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান আঙ্কারায় সাক্ষাৎ করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা এবং ইকোনোমিক জোন পরিদর্শন করেন।

০৬ অক্টোবর ২০২২ : থাইল্যান্ড-বাংলাদেশ-এর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ থাই দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০৮ অক্টোবর ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের পরিচলনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

১০ অক্টোবর ২০২২ : বাংলাদেশ সফররত রিপাবলিক অব কসোভো-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, ঢাকায় নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গানার ইউরিয়া এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক অর্নিবান নিয়োগি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১১ অক্টোবর ২০২২ : বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ অক্টোবর ২০২২ : ডিবিআই আয়োজিত "বিজনেস মাস্টারক্লাস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৭ অক্টোবর ২০২২ : ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হকের সাথে ডিরেক্টর অব ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-এর চেয়ারম্যান দেবপ্রিয় সাক্ষাৎ করেন।

১৮ অক্টোবর ২০২২ : পাকিস্তানের ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-এর সচিব আহসান আলী মাঙ্গী ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২০ অক্টোবর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট-এর ৫৩তম পর্ষদ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৫ অক্টোবর ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্য আলোচনা সভা' এবং 'বিটুটি ম্যাচ-মেকিং সেশন' অনুষ্ঠিত।

২৬ অক্টোবর ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক কাঠামো: প্রেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের উত্তরণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

: প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা'র কার্যালয়ে বেসরকারীখাতের নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৭ অক্টোবর ২০২২ : সমন্বয়কারী পরিচালক, এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভপতিত্বে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ অক্টোবর ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'সিএমএসএমই স্টার্টআপদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'ঢাকা চেম্বারের তুরস্ক বাণিজ্য প্রতিনিধিদল'-এর সদস্যদের সাথে ফিডব্যাক সেশন অনুষ্ঠিত।

: তুরস্কের স্বাধীনতা দিবস-এর ৯৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৩১ অক্টোবর ২০২২ : ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০১ নভেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে ইউএসএআইডি-এর প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

০৩ নভেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে পোর্টিকো ইউকে-এর প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

০৭ নভেম্বর ২০২২ : ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৮ নভেম্বর ২০২২ : ইপিবি-এর ভাইস চেয়ারম্যান এএইচএম আহসান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

০৯ নভেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ১১তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১০ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ ইন্টারনেট গর্ভারন্যান্স ফোরাম আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: জাপান-বাংলাদেশ-এর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১২ নভেম্বর ২০২২ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত 'সিএমএসএমইদের অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মোঃ নাসের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৩ নভেম্বর ২০২২ : আলজেরিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর-এর সভাপতিত্বে 'ইনফরমেশন টেকনোলোজি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১৬ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ সফররত ইরাকের সুলাইমানি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালনা পর্ষদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিল্ড এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'লজিস্টিক নীতিমালা' বিষয়ক সেমিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১৭ নভেম্বর ২০২২ : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত 'এলডিসি গ্রাজুয়েশন: ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন' বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১৯ নভেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ ১০০ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৩ নভেম্বর ২০২২ : শিল্পমন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২২ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

: সমন্বয়কারী পরিচালক, এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভপতিত্বে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকার হাইকমিশন কৃর্তক ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'বাংলাদেশ-শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা' অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২৫ নভেম্বর ২০২২ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর 'বার্ষিক বনভোজন ২০২২' ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র আশুলিয়াস্থ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত।

২৭ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ-কানাডা'র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৩০ নভেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ সফররত 'চেম্বারর্স ওয়েলস'-এর প্রতিনিধিদলের সৌজন্যে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০১ ডিসেম্বর ২০২২ : বাংলাদেশ সফররত ৭ সদস্য বিশিষ্ট চেম্বারস ওয়েলস-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র 'বাংলাদেশ-ইউকে বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং' অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৩ ডিসেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

০৪ ডিসেম্বর ২০২২ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল কনসালটেটিভ সাপোর্ট কমিটি'-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৫ ডিসেম্বর ২০২২ : 'আইডিএলসি এবং প্রথম আলো এসএমই এ্যাওয়ার্ড ২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০৬ ডিসেম্বর ২০২২ : 'ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন এবং খসড়া অডিট রিপোর্ট ২০২১-২২' বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

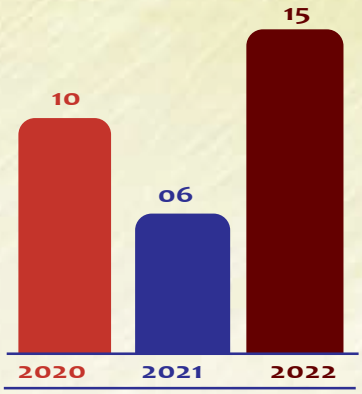
: বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত 'মৈত্রী দিবস' অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৭ ডিসেম্বর ২০২২ : জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সৌজন্যে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

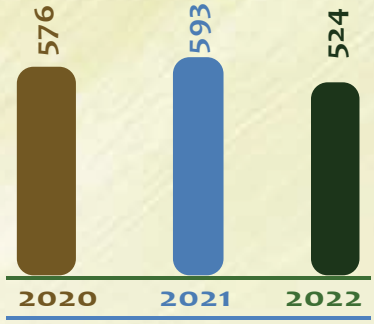
১০ ডিসেম্বর ২০২২ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১২তম সভা কক্সবাজারে সি পার্ল রয়েল টিউলিপ হোটেলে অনুষ্ঠিত।

# DCCI ACTIVITIES *at a Glance 2022*

### National Policy Recommendations



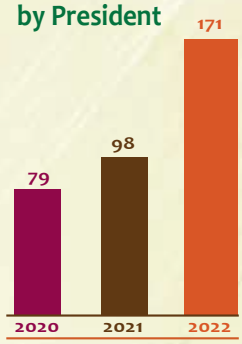

### Recommendation to Government through Webinars & Seminars






**93** days DCCI presence in media for Policy Advocacy

### Meeting attended by President




### Overall 8 Budget Recommendations Implemented

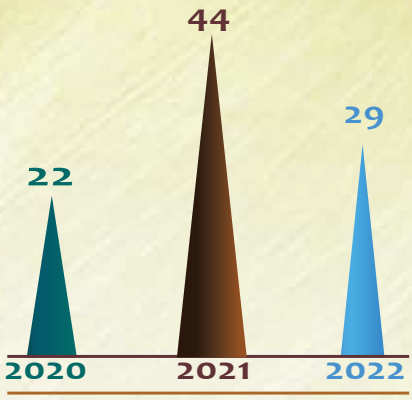



**2.50%** Corporate Tax Reduced conditions applied

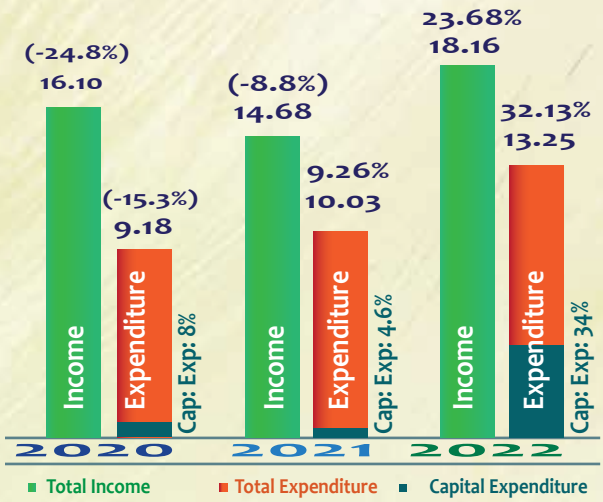
## Key Policy Advocacy



## Call on meeting by DCCI President & BoD




## Status of Income & Expenditure (In crore BDT)

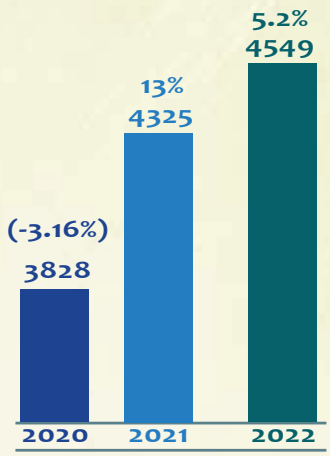



## Membership

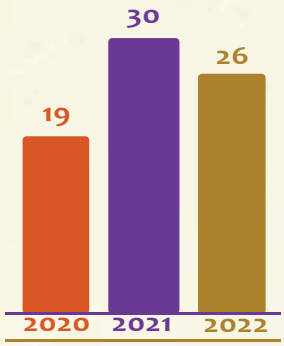
625
New Membership

4,549
Total Membership

## Membership Trend




## Events




4
Core research studies
- Cash incentive upon Graduation
- Export diversification
- Disaster risk financing
- Energy price hike

11
International Delegation
- 5 Inbound
- 6 Outbound

1270+
B2B Sessions

19
Economic Diplomacy Meetings with 16 Countries

# ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত




১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত '২০২১ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।




বাংলাদেশ ও মেক্সিকো'র মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলামের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।



এফবিসিসিআই কর্তৃক ২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে 'কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস'-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি যোগদান করেন। এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



২৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২১'-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উক্ত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।




ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে বিশেষ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে)। ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের ছবিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, (বীর প্রতীক), এমপি (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' কর্তৃক ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে আয়োজিত "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: বাংলাদেশে শিক্ষা ও শিল্পখাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক।



২৫ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)-এর প্রশিক্ষকবৃন্দের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন।



২১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (রপ্তানি ও আমদানি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ছয় মাসব্যাপী দু'টি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগদান করে কোর্স দুটির উদ্বোধন করেন।






ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ফজলে কবির ও এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মহাব্যবস্থাপক (এসএমইএসপিডি) মোঃ জাকের হোসেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সি (এইচকেটিডিসি) আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সংযোগ বৃদ্ধি' বিষয়ক ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।




০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিনের (বাম থেকে দ্বিতীয়) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে) অংশগ্রহণ করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুবাই সফরের প্রস্তুতি উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।



০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি নাসের এজাজ বিজয় (বামে) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)।




১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট (ডান থেকে পঞ্চম), মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কোভিড মহামারী বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।



২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 'ব্লু ইকোনোমি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।






ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে আয়োজিত লাইভ "প্রাক-বাজেট আলোচনা: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত" শীর্ষক অনুষ্ঠানের ছবিতে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি (বামে), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং দৈনিক সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বামে)-এর নিকট পেশ করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)।




দেশের বিভিন্ন খাতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী, এমপি (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে পঞ্চম)। ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটেনের হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন (ডান থেকে পঞ্চম), এপেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডানে), এসবিকে টেক ভেঞ্চার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির (বাম থেকে তৃতীয়), বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি মিরান আলী (বাম থেকে চতুর্থ), ইউনাইটেড গ্রুপের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইনউদ্দিন হাসান রশিদ (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে চতুর্থ) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও রোমানিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস (বাম থেকে তৃতীয়), রোমানিয়ার বুখারেস্টের মেয়র রবার্ট নেগোইতা (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (বামে) ভারতে নিযুক্ত কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত এসিয়েন ইসায়েভ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ২৩ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং দূতাবাসের কনস্যুল এজরিম জাকাইভেকভ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



ভারতে নিযুক্ত রুয়ান্ডার হাইকমিশনার মুকাংগিরা জ্যাকুলিন (বামে) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (মাঝে)। ২৭ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত 'নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।




জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত 'ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি (প্রথম সারি, বাম থেকে চতুর্থ), সচিব মোঃ কামরুল ইসলাম, এনডিসি (প্রথম সারি, বাম থেকে তৃতীয়), অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার সেন, এনডিসি (প্রথম সারি, বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (প্রথম সারি, ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (প্রথম সারি, ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ইউনিস্কেপ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'এলডিসি উত্তরণকালীন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক জাতীয় ওয়ার্কশপে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র ফাতেমা ইয়াসমিন, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থানের প্রতিনিধি এবং বেসরকারিখাতের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।




আইসিসি-বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং 'ইউএন কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ল' যৌথভাবে আয়োজিত 'এডিআর-এর প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক ওয়েবিনার ১০ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।




পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। উক্ত ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি।






এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাজেট প্রত্যাশা: ২০২২-২৩' শীর্ষক লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ৩০ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম (মাঝে) এবং বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ'র সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




১৭ মার্চ, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার, লন্ডন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ও বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি বশির আহমেদ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজার হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বাম থেকে সপ্তম) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে চতুর্থ) ৩০ মার্চ, ২০২২ তারিখে এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন।



জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত 'জনবহুল এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে ভূমিকম্প ও অগ্নিদূর্ঘটনা বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সেমিনার'-এ বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), সচিব মোঃ কামরুল ইসলাম, এনডিসি (বাম থেকে দ্বিতীয়), অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার সেন, এনডিসি (বামে) এবং ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।






জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪২তম সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (বামে)। ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখের ছবিতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা রহমাতুল মুনিম (ডানে) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে তৃতীয়) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।




০৭ মার্চ, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিট'-এ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আরমান হক, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমেদ সহ অন্যান্যরা যোগদান করেন।



ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ০৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (মাঝে), সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) যোগদান করেন।




২৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'লিমিটেড কোম্পানীসমুহের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা ও কমপ্লায়েন্স-এর গুরুত্ব' শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে)।

ডিসিসিআই'র সমন্বয়কারী পরিচালক শামসুজ্জোহা চৌধুরীর (মাঝে) সভাপতিত্বে ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা ২০ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক হোসেন এ সিকদার (বামে) এবং এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (ডান থেকে তৃতীয়) প্রমুখ উক্ত সভায় যোগদান করেন।



সমন্বয়কারী পরিচালক হোসেন এ সিকদার (মাঝে)-এর সভাপতিত্বে ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আরবানাইজেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় আহ্বায়ক মোঃ মিজানুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক জাকির হোসেন (বামে) এবং সদস্য এম আনোয়ারুল হক (ডানে) অংশগ্রহণ করেন।



সমন্বয়কারী পরিচালক গোলাম জিলানী (বাম থেকে চতুর্থ)-এর সভাপতিত্বে ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমি লিংকেজ অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ (ডান থেকে পঞ্চম), যুগ্ম আহ্বায়ক কানিজ ফাতেমা (ডান থেকে চতুর্থ) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।





সমন্বয়কারী পরিচালক এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর সভাপতিত্বে ১৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এসএমই ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় আহ্বায়ক ইশমত জেরিন খান (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ সালাহউদ্দিন ইউসুফ (ডানে) এবং সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।



সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে ষষ্ঠ)-এর সভাপতিত্বে ১০ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় আহ্বায়ক ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ সিয়াম আল-উদ্দিন মালিক (ডান থেকে পঞ্চম), যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ জমশের আলী (বাম থেকে সপ্তম) সহ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



সমন্বয়কারী পরিচালক মালিক তালহা ইসমাইল বারী-এর সভাপতিত্বে ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যুগ্ম-আহ্বায়ক খন্দকার আতিকুর রহমান, তাজিন ইসলাম সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।




০৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি: প্লাস্টিক খাতের কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।




ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় ১৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা: প্রেক্ষিত এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম দেলোয়ার হোসেন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত ডায়ালগে ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন এবং কোরিয়ান ইপিজেড কর্পোরেশন (বিডি) লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিহাক সাং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কতৃপক্ষ (বিডা)-এর 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) কার্যক্রম অবহিতকরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২০ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বামে), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) এবং বিডা'র নির্বাহী সদস্য মহসিনা ইয়াসমিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার প্রফেসর সুদর্শন সেনেভিরত্নে (মাঝে)। ০৫ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে শ্রীলংকান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (কমার্শিয়াল) শ্রমালী জয়ারাত্নে (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।




০৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত 'কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর ব্যবস্থাপনা' (৬ষ্ঠ ব্যাচ) এবং 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা' (৭ম ব্যাচ)-এর ছয় মাসব্যাপী দু'টি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক।

১৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখাছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। উক্ত সভায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।




ঢাকা চেম্বার কর্তৃক ২৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন ও কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক সহ স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।






ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে চতুর্থ) আইসিএবি-এর পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন। ২৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

# ডিসিসিআই আয়োজিত ইফতার মাহফিলের উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত





















ঢাকা চেম্বার এবং সুপার প্রজেক্ট কনসোরটিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়াম এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সী অপরাশেন সেন্টার"-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি (বামে)। ১৭ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান  রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা (ডানে) এবং এ্যাকশনএইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার এবং সুপার প্রজেক্ট কনসোরটিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়ামের "রিস্ক ফিন্যান্সিং স্ট্রাটেজি" বিষয়ক সেশনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান (বামে)। ১৭ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।




১৭ মে, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং সুপার প্রজেক্ট কনসোরটিয়াম যৌথভাবে আয়োজিত "দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ" শীর্ষক জাতীয় সিম্পোজিয়ামের "আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বেইজড সলিউশন ফর হ্যাজার্ড এন্টিসিপেশন" বিষয়ক সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র পরিচালক সামির সাত্তার (ডানে)।



বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত অ্যালেন এল ডেনেইগা (ডান থেকে তৃতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১১ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি আকবর হাকিম (বামে) এবং ফিলিপাইন দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি এবং ভাইস কনস্যুল ক্রিস্টিনা হোপ ভি রাইস (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




০৯ মে, ২০২২ তারিখে 'ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস সামিট'-এ যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি।

২১ মে, ২০২২ তারিখে ইংরেজি দৈনিক 'দি বিজনেস পোস্ট' আয়োজিত '২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উদ্দেষ্টা ড. এ.বি মির্জা আজিজুল ইসলাম (মাঝে), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ সফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বাম থেকে চতুর্থ), এনবিআর'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মজিদ (বাম থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বারের পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডানে) সহ অন্যান্য আলোচকবৃন্দ যোগদান করেন।




শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট থেকে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই আহ্বায়ক এবং আহমদ ফুড প্রডাক্টস্-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহাজ আহমেদ (বামে)। ২৯ মে, ২০২২ তারিখে ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি (ডানে), শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট থেকে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই আহ্বায়ক এবং জারমাটজ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসমাত জেরিন খান (বামে)। ২৯ মে, ২০২২ তারিখে ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।





# BUSINESS DELEGATION TO KOLKATA, INDIA

25-28 May

2022




ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফর উপলক্ষে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত "বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অরুপ রায় (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৬ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়), কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস (ডান থেকে চতুর্থ), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি এবং আরপিও) আশীষ মৃধা (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং চার্নক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত শর্মা (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফর উপলক্ষে ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারএ্যাক্টিভ মিট'-এর বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৫ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ক্যালকাটা চেম্বারের সভাপতি শাইলা মেহতা (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডানে), কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (ডান থেকে তৃতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) ২৭ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক গোলাম জিলানী (ডান থেকে দ্বিতীয়), খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডানে), মোঃ আব্দুল মান্নান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে পঞ্চম) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।




কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ২৭ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে বেঙ্গল চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুবীর চক্রবর্তী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন সভাপতি চন্দ্র শেখর ঘোষ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাজীভা সিনহা (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৭ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে সপ্তম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নন্দীনী চক্রবর্তী (ডান থেকে সপ্তম) কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ২৭ মে, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট (ডান থেকে চতুর্থ), এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন পরিচালক মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



২৭ মে, ২০২২ তারিখে কলকাতা বন্দর ট্রাস্ট-এর সাথে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে সপ্তম) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



২৮ মে, ২০২২ তারিখে কলকাতা শিল্প এলাকার জুয়োলি পার্ক পরিদর্শন পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

# পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোক্তা এবং ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের মধ্যকার বিটুবি ম্যাচ-মেকিং-এর উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত














# জুন ২০২২



ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (সামনের সারিতে, বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০৯ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।




বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২২ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১২ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি, (ডান থেকে দ্বিতীয়), শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা (ডান থেকে চতুর্থ), বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




সিপিডি এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশে সরকারি অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন: মান নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ২৯ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (বামে), নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অফ বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান ড. মাসরুর রিয়াজ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।




০৯ জুন, ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'প্রথম অর্থনৈতিক-কূটনৈতিক সপ্তাহ'-এ যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)।




এফবিসিসিআই আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩' বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ১১ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি এম এ মোমেন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



১৯ জুন, ২০২২ তারিখে ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত '২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি।




'সিপিডি বাজেট সংলাপ ২০২২'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১৬ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে প্রাক্তন মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি (ডানে), আমির খাসরু মাহমুদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মোঃ আনিসুর রহমান মিয়া (ডানে) কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সফর শেষে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১২ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।




তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার মতবিনিময় সভা ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।



ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ২৬ জুন, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে চতুর্থ) এর সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত রোমানিয়া দূতাবাসের ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল বিভাগের প্রধান ইনোট ভিজোরি (বামে) এর সাথে ০১ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (ডানে)।




১০ জুন, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি যৌথভাবে ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টিং' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন।




জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এ, এইচ. এম. সফিকুজ্জামান (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৮ জুন, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক আহমদ উল্ল্যাহ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



# ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা দূর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত











# জুলাই ২০২২



বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নবনিযুক্ত গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার (বাম থেকে সপ্তম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ১৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর কাজী সাইদুর রহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং আবু ফারাহ মোঃ নাসের (ডান থেকে পঞ্চম) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ঔষধ খাতের রপ্তানি: কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ২৩ জুলাই, ২০২২ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (ডান থেকে দ্বিতীয়), সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র সম্মানিত ফেলো প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান (বামে) এবং ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



দি ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ইরফান ইকবাল শেখ (বাম থেকে তেরতম) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে বারতম)। ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখের ছবিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সহ ডিসিসিআই'র পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার হাইকমিশনার আহমেদ সুলেহ (বাম থেকে সপ্তম) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখের ছবিতে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সহ ডিসিসিআই'র পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



কেনিয়ার দ্বিপাক্ষিক ও পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মই লিমোশিরা (ডান থেকে সপ্তম)-এর নিকট হতে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকৈ অষ্টম)। ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখের ছবিতে কেনিয়া সরকারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সহ ডিসিসিআই'র পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।




১৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখের ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন ২০২২) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনারের ছবিতে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডানে), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (বামে) এবং বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে



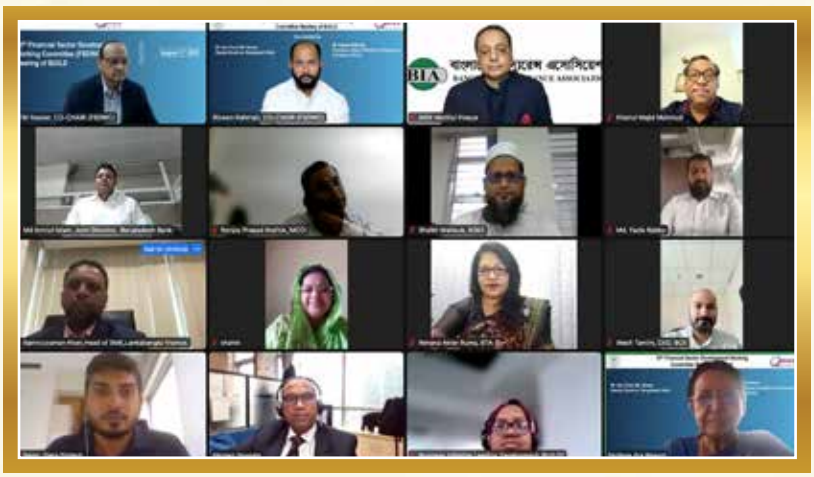

সাসটেইন্যাবল গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ যৌথভাবে আয়োজিত 'এলডিসি উত্তোরণের জন্য ঔষধ খাতের প্রস্তুতি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে ষষ্ঠ), শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা (ডান থেকে পঞ্চম), ইআরডি সচিব শরীফা খান (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং বিল্ড চেয়ারপার্সন ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দর্শন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। ০৭ আগস্ট, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৪৩তম সভায় যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ২১ আগস্ট, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (বাম থেকে পঞ্চম) উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।



১৭ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত বিল্ডের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ১০ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

২২ আগস্ট, ২০২২ তারিখে 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে অর্থনৈতিক পার্টনারশীপ: বাংলাদেশের অগ্রাধিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি মোঃ মাহবুবুল আলম, বিল্ড-এর প্রাক্তন চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান, পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন ড. এম মাসরুর রিয়াজ ৩১ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি আয়োজিত বিল্ডের লজিস্টিক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।




২৯ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড পলিসিজ' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন, আহ্বায়ক নাইমুর রহমান সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



সেপ্টেম্বর
২০২২



DHAKA CHAMBER

# BUSINESS DELEGATION

ISTANBUL, TÜRKIYE

28-30 September 2022




২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ইস্তাম্বুল চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত 'তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।




২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি সেকিব এভডাজিক (বামে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)।




তুরস্কের ফরেন ইকোনোমিক রিলেশন্স বোর্ড অফ টার্কি (ডেইক) আয়োজিত 'তুরস্ক এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ-তুরস্ক বিজনেস কাউন্সিল এবং ডেইক-এর চেয়ারম্যান অনুর ওজডেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসুল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে তুরস্কের বাণিজ্য মন্ত্রী ড. মেহমুদ মুস (মাঝে) কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে) শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন। তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান, এনডিসি (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।




ইস্তানবুল গেদিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন গেদিক বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি হুলিয়া গেদিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বসা, বাম থেকে দশম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বসা, বাম থেকে নবম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ তুরস্কে ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত 'তুরস্ক এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে যোগদানকারী ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



# ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের তুরস্কের বিভিন্ন শিল্পপার্ক পরিদর্শনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত









# তুরস্কের উদ্যোক্তাদের সাথে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের বিটুবি ম্যাচ-মেকিং-এর উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত


















ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বন্দরের লজিস্টিক খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল (বাম থেকে তৃতীয়), পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান ড. এম. মাসরুর রিয়াজ (ডান থেকে তৃতীয়), সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আলী জওহর রিজভী (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়াডার্স এসোসিয়েশন-এর সভাপতি কবির আহমেদ (ডানে), ডিপি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর শামীম উল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)-এর মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব আফসারুল আরিফিন (প্রথম সারিতে, ডানে) ও এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান (প্রথম সারিতে, বামে)। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমান (পিছনের সারিতে, ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন' কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং আর্মেনিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজ সেক্টর' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান (মাঝে), আহ্বায়ক মামুনুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক পারভেজ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।






ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজিত 'হংকং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে থেকে দ্বিতীয়)। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সচিব শরিফা খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডানে) এবং এইচকেটিডিসি'র দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কনসালটেন্ট রাজেশ ভাগত (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'সিএমএসএমই স্টার্টআপদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ২৯ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ছবিতে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আলম (ডান থেকে তৃতীয়), পাঠাও-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), চালডাল-এর ফাইন্যান্স ডিরেক্টর তানভীর রশিদ (ডানে), ফুড পান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দা আমব্রিন রেজা (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ এঞ্জেলস্-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্ঝর রহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।




২৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক কাঠামো: প্রেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের উত্তোরণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান মো. মশিউল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (ডব্লিউটিও সেল, পরিচালক-৩) ফারহানা আইরিছ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র প্রথম সচিব (শুল্ক রেয়াত ও প্রকল্প সুবিধা) ড. মো. নেয়ামুল ইসলাম (ডানে) কে অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।




বাংলাদেশ সফরকারী ভিয়েতনাম বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই-এর 'বিজনেস নেটওয়ার্কিং ও বিটুবি সেশন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ছবিতে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডু হুয়াক হাং (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি এস এম রহমান (ডানে) এবং ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।




বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশি (মাঝে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ১১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



রিপাবলিক অব কসোভো-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি (ডান থেকে চতুর্থ) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং ঢাকায় নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গানার ইউরিয়া (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (প্রথম সারিতে, বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (প্রথম সারিতে, বাম থেকে চতুর্থ), মলয় চক্রবর্তী (প্রথম সারিতে, ডান থেকে পঞ্চম) সহ প্রশিক্ষণার্থীদের ১৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "বিজনেস মাস্টারক্লাস" বিষয়ক ওয়ার্কশপ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।




০৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি" উপলক্ষে ঢাকাস্থ থাই দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানের গ্রুপ ছবিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।




'বেইলী-ডেলি'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ২৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি হোসেন খালেদ (বামে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



১৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা' সভায় যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (ডানে)।




১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে পাকিস্তান ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-এর সচিব আহসান আলী মাঙ্গী (বামে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক (ডানে)।




৩০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'দূর্যোগ প্রস্তুতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) অংশগ্রহণ করেন।

# নভেম্বর ২০২২




১২ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে আয়োজিত "সিএমএসএমই অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা" শীর্ষক কর্মশালা এবং "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মোঃ নাসের (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক মোঃ জাকের হোসেইন (বামে) এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



ইরাকের সুলাইমানি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান সিরওয়ান মোহাম্মদ মাহমুদ (বাম থেকে নবম)-এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে অস্টম)। ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে অস্টম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ ইরাকের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।




'এলডিসি গ্রাজুয়েশন' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (ডান থেকে তৃতীয়), পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন (ডান থেকে চতুর্থ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




বিল্ড আয়োজিত 'ফরমোলেটিং লজিস্টিক পলিসি-লার্নিং ফ্রম গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে বিল্ড চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।




ইউএসএইড ফিসক্যাল একাউন্টিবিলিটি অ্যান্ড সাসটেইন্যাবিলিটি ট্রেড-এর প্রতিনিধি মার্ক গ্যালাগহার, পিএইচডি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ছবিতে ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ (ডানে) এবং ড. এম আবু ইউসুফ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।




'বাংলাদেশ ১৭তম ইন্টারনেট গভার্নেন্স ফোরাম'-এ বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



০৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে ক্যাপিটাল মার্কেট স্টাবিলাইজেশন ফান্ড-এর চেয়ারম্যান এবং সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)।

# ডিসিসিআই বার্ষিক বনভোজন ২০২২-এর উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

















০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত 'ট্যাক্স গাইড ২০২২-২৩' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডান থেকে দ্বিতীয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সদস্য (আয়কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা) মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উপদেষ্টা স্নেহাশিষ বড়ুয়া (বামে) এবং যুগ্ম-আহ্বায়ক এমবিএম লুৎফুল হাদী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।




ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র 'বাংলাদেশ-ইউকে বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ০১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ছবিতে চেম্বার্স ওয়েলস-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান পল স্লেভিন (বামে) এবং ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

০৪ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল কনসালটেটিভ সাপোর্ট কমিটি'-এর সভার ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে অষ্টম), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ (ডান থেকে নবম), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে পঞ্চম), আইসিসি বাংলাদেশ এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে), বিজেএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান (ডান থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃত্ববৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।




এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ কর্তৃক ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সপো ২০২২'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ুন মাহমুদ, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি (বাম থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বামে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।




এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে পঞ্চম)-এর সভাপতিত্বে ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বর্তমানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি পর্যালোচনা' বিষয়ক সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে), এফবিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি এম এ মোমেন (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিজেএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান (বাম থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ) (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।





# বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি

## দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **রিজওয়ান রাহমান**
সভাপতি, ডিসিসিআই

০২। **এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ**
পরিচালক এবং প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৩। **মনোয়ার হোসেন**
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৪। **বেনজির আহমেদ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৫। **আবুল কাসেম খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

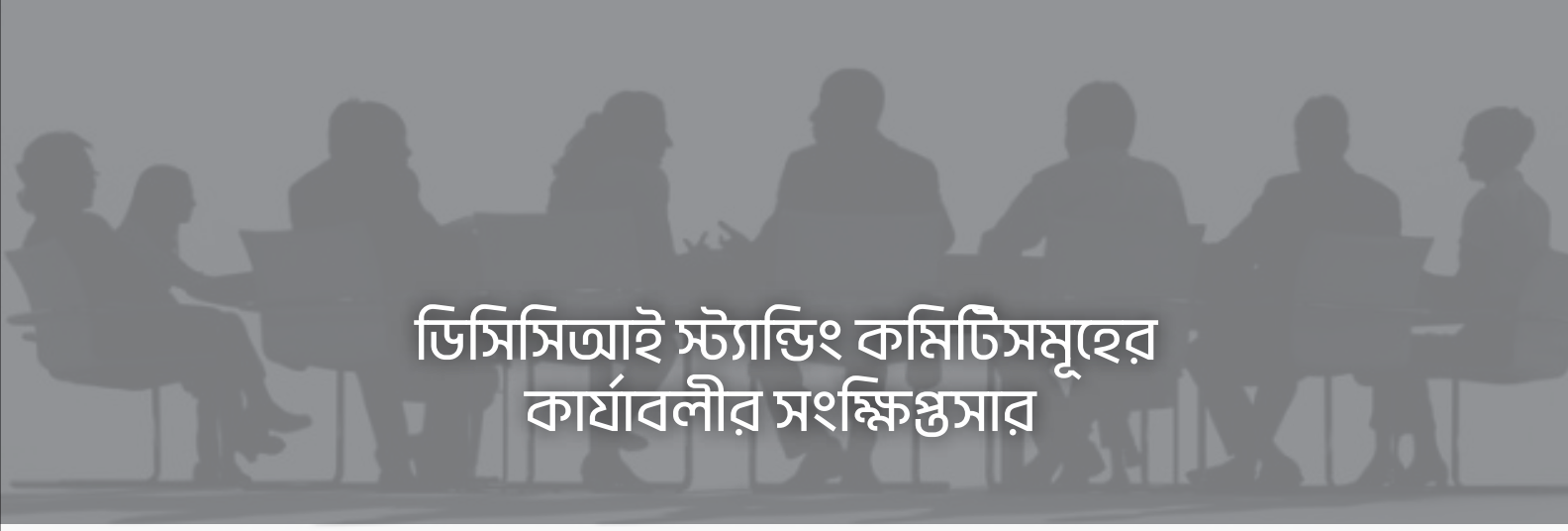
০৬। **মোহাম্মদ শাহজাহান খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

## ২০২২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধা-সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

| ক্রমিক নং | অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু | প্রতিনিধি |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (পর্ষদ সদস্য) | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ২ | রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) (পর্ষদ সদস্য) | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ৩ | বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (পর্ষদ সদস্য) | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ৪ | স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তোরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ৫ | বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিআইএসি) | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই<br>ওসামা তাসীর<br>প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ৬ | বিএসটিআই কাউন্সিল | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |

| ক্রমিক নং | অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু | প্রতিনিধি |
|---|---|---|
| ৭ | GEN Bangladesh Board | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ৮ | বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (পর্ষদ সদস্য) | সৈয়দ মামনুন কাদের<br>আহবায়ক, ইকোনোমিক ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২২ |
| ০৯ | ঢাকা ওয়াসা (পর্ষদ সদস্য) | ইমরান আহমেদ<br>প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১০ | এসএমই ফাউন্ডেশন | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি ডিসিসিআই<br>ওসামা তাসীর<br>প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১১ | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কপোরেশন (বিসিক)-এর শিল্প নগরী ধামরাই এর প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র বাছাই কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি | মনোয়ার হোসেন<br>সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১২ | রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পণ্য নির্বাচন চুড়ান্ত কারণ বিষয়ক কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের মনোনীত প্রতিনিধি | মনোয়ার হোসেন<br>সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১৩ | শিল্প মন্ত্রাণালয়াধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর নির্বাহী কমিটিতে ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | মোঃ সাহিদ হোসেন<br>পরিচালক, ডিসিসিআই |
| ১৪ | জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর স্টিয়ারিং কমিটিতে ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না<br>প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই |
| ১৫ | বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটিতে ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | আরমান হক<br>ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১৬ | কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনা রোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নেতৃত্বে সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমে ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | এনামুল হক পাটোয়ারী<br>প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই |
| ১৭ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি ফর ইআরএফ' শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | রিজওয়ান রাহমান<br>সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১৮ | জাতীয় রপ্তানি ট্রফি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বাছাই কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর মনোনীত প্রতিনিধি | মনোয়ার হোসেন<br>সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ১৯ | 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি' এর সভায় ডিসিসিআই-এর মনোনীত প্রতিনিধি | গোলাম জিলানী<br>পরিচালক, ডিসিসিআই |
| ২০ | ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ-২০২৩) এর স্টিয়ারিং কমিটি মনোনীত প্রতিনিধি | এম. এ. রশিদ শাহ সম্রাট<br>পরিচালক, ডিসিসিআই |

| ক্রমিক নং | অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু | প্রতিনিধি |
|---|---|---|
| ২১ | 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার-২০২০' প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর মনোনীত প্রতিনিধি | মনোয়ার হোসেন<br>সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই |
| ২২ | বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ড সভায় ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি | আফসারুল আরিফিন<br>মহাসচিব, ডিসিসিআই |
| ২৩ | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী ঢাকা চেম্বারের আপিল কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | আফসারুল আরিফিন<br>মহাসচিব, ডিসিসিআই<br>রাসেল আহামেদ<br>উপ-নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৪ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কমিটি | এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী<br>অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৫ | বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য | এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী<br>অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৬ | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর ৩ (তিন) বছর মেয়াদী অয়েলস, ফ্যাটস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস (সিএসসি-১৩) কমিটিতে মনোনীত প্রতিনিধি | মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ<br>অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৭ | বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এ ঢাকা চেম্বারের ফোকাল পয়েন্ট | মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ<br>অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৮ | হালাল সার্টিফিকেশন কমিটি' তে ডিসিসিআই -এর মনোনীত প্রতিনিধি | সোহেল রানা<br>সহকারী নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই |
| ২৯ | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর ৩ (তিন) বছর মেয়াদী পেপার, পাল্প, বোর্ড এন্ড লেদার প্রোডাক্টস (সিএসসি-০৩) কমিটিতে মনোনীত প্রতিনিধি | মোঃ জাহেদুর রহমান<br>সিনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই |



# ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্বক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০২২ সালে মোট ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

## ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন: সৈয়দ কামাল উদ্দিন-চেয়ারম্যান, এ এস এম কাসেম-সদস্য, এম এ মোমেন-সদস্য, হোসেন খালেদ-সদস্য এবং শামসুল হক জাহিদ-সদস্য। এছাড়াও ইংরেজি দৈনিক দি নিউ এইজ-এর উপ-সম্পাদক আবু-জর মোঃ আক্কাস, ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

## এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান জনবহুল দেশ। এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিই হলো কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতি, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থা সমূহের বিবেচনার জন্য কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০২২ সালে এই কমিটি তাদের কর্মপরিকল্পনার প্রায় সকল কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই কমিটি ২০২২ সালে ৩টি নিয়মিত সভাসহ গঠিত সাব-কমিটির ৬টি সভা, বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত ট্যাক্স ও ভ্যাট বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান করেছে। তাছাড়া বছর-ব্যাপি বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় ৪/৫টি অনানুষ্ঠানিক সভারও আয়োজন করে।

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালীর জীবিকার মূল উৎস। কৃষিখাতের সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্পের আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - অধিক ফলনশীল বীজ ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষাবাদ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি পণ্য সামগ্রী বিপণন, কৃষি পণ্যের গুনগত মান ও পণ্যের সনদ, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর কিট-পতঙ্গ ও রোগবালাই নিরসণ, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

উল্লেখিত বিষয়াবলীর আলোকে ডিসিসিআইয়ের এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে ২০২২ সালে সম্পৃক্ত ছিল যার কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. এই কমিটির মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন শাখা যেমন: কৃষি বীজ, পোল্ট্রি শিল্প, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজসহ এগ্রো-প্রসেসিং সংশ্লিষ্ট আমদানী-রপ্তানী এবং ট্যাক্স ও ভ্যাট ইত্যাদি বিষয়ে ডিসিসিআইয়ের সদস্যসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুপারিশসমূহ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত সুপারিশমালা ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২. ১লা জুন ২০২২ তারিখে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে এই কমিটির আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রাক্তন পরিচালকসহ মোট ৫জন সদস্য পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ডঃ মোঃ নজরুল আনোয়ারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৩. ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এই কমিটির ৩য় সভার পূর্বে কমিটির আহ্বায়ক মোঃ মামুনুর রহমান-এর উদ্যোগে USAID F2F Food Safety and Quality Program এর কর্মকর্তা ডঃ শরিফ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার ও খাদ্য বিজ্ঞানী, Hygienic Design on Food Processing Machineries and Equipment ও নিরাপদ খাদ্যের উপর একটি সচেতনতামূলক উপস্থাপনা প্রদান করেন।

৪. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে এই কমিটির প্রাক্তন পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারীসহ USAID Funded, Feed the Future Bangladesh Horticulture, Fruits, and Non-Food Crops Activity Project, Chemonics International এর কর্মকর্তাদের সাথে উল্লেখিত প্রকল্পে পার্টনার হিসেবে ডিসিসিআইয়ের কাজ করার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়।

৫. এছাড়াও এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ডিলিং অফিসারগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২০২১-২২ সালের এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে মোঃ আব্দুল মান্নান, আহ্বায়ক হিসেবে মোঃ মামুনুর রহমান এবং যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে পারভেজ আহমেদ ও তাজওয়ার এম আওয়াল দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়া ডিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সহ-সভাপতি নাসির হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী, মুহাম্মাদ মাসুদুল হক, মোঃ আতিকুল হাসান, মোঃ খায়রুল কবীর, আবু বাকার মোঃ সিদ্দিক, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আমির হাম্‌জা, রাঘুপতি সেন, সিফাৎ আহম্মেদ চৌধুরী, এ.কিউ.এম.জাহাঙ্গীর কবীর, মোঃ গোলাম মাসুদ, নবিউল্লাহ বাবু, মোঃ এমদাদ হোসেন, মোঃ ইকবাল হোসেন ভুঁইয়া, মোঃ মিজানুর রহমান, এম. জাহাঙ্গীর আলম এফসিএমএ, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ জামিরুল ইসলাম, মোঃ সার্মাদ মানসুর, মোঃ সাখায়েত উল্লাহ এবং মোঃ সালাউদ্দিন ইউসুফ প্রমুখ এ কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

## Standing Committee on Country Competitiveness upon LDC Graduation

The main objective of the committee was to examine existing business policies, laws, procedures and recommend ways to make Bangladesh more competitive in home and export market after the LDC graduation.

The standing committee comprises Sameer Sattar, Coordinating Director; Sk. Md. Waliul Islam, Convenor; Syed Aminul Kabir, Joint Convenor. The other members of the Standing Committee are: Md. Dulal Hossain, A. K. Golam Kibria, FCA, Utpal Kumar Das, Sharmin Sultana, Humaira Chowdhury, Afsia Jannat Saleh, Nishwat Momina, Mohammad Abu Hena, Taslima Siddique Ratna. In 2022, the standing committee arranged 3 (three) meetings in total.

The committee organized a webinar titled **"Sustainable Export Growth in Post LDC World: Strategies for the Plastic Sector"** held on April 09, 2022, where Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister, Government of The People's of Bangladesh was present as the Chief Guest while Md. Jashim Uddin,

President, The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) attended as the Special Guest while Shamim Ahmed, President, Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA) delivered the keynote presentation. The webinar played an important role to identify the likely issues, challenges of major export-oriented industries and strategic recommendations to sustain the export and local market of emerging plastic industry for relentless economic journey beyond 2026. After this webinar a proposal was referred to the Honorable Prime Minister for the formation of a task force in the government to work with the plastic industry so that it will be easier to tap the businesses and industries.

The committee also organized a seminar titled **"Export of Pharmaceutical Sector upon LDC Graduation: Strategies and Way Forward"** held on July 23, 2022 at 03:00 pm at Dhaka Chamber Auditorium where Salman Fazlur Rahman, MP, Private Sector Industry and Investment Adviser to the Honourable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the Chief Guest while Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister, Government of The People's of Bangladesh attended as the Special Guest. Professor Dr. Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD) delivered the keynote presentation.

The seminar drew important attention to identify the likely issues and challenges of pharmaceutical industry and provide strategic recommendations and way forwards to sustain the export and local market of this industry upon phasing out of TRIPS for supporting align with post LDC environment and relentless economic journey beyond 2026.

## Standing committee on Custom, VAT, Taxation & NBR Related Issues

This Standing committee has given more attention to the rules concerning customs, VAT, taxation, and NBR-related issues and gives valuable policy recommendations for the rationalization and simplification of the taxation systems. Additionally, the committee produced a strong and useful recommendation for the National Budget FY2022–23.

A yearly program schedule had been formulated at the beginning of the year and the committee adhered to it. During the year three (3) standing committee meetings were held. One (1) meeting was held to prepare the DCCI's National Budget Proposal-2022. The committee prepared a total of 40 proposals under the headings of TAX, VAT, and Customs issues. If we recap the national budget FY2022-23, we found that total eight (8) or 20% of the committee's recommendations have been accepted. Of which four (4) or 10% are fully accepted and four (4) or 10% are partially accepted. The proposal's implementation influenced VAT, Deemed Exports, Perquisites and Corporate Taxes. Apart from these, a workshop planning meeting was held to set a workshop on "Customs, VAT, and Tax Management". Effective and valuable corrections, suggestions and recommendations on the workshop came out and implemented.

N K A Mobin, FCA, FCS, as Coordinating Director; M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor; Manoranjan Bhakta, FCA, and Lutful Hadee, FCA, LLM, as Joint Convenors, performed their standing committee responsibilities as they did last year.

Md. Abaid Monsur, M. A. Reaz, Engr. Kazi Mahbubur Rahman, Md. Momotaj Ali, A S M Nazrul Islam, Humayun Kabir, Golam Mostafa Rocky, Mrs. Nasima Jahan Bisly, Mrs. Sharmin Sultana binty, Dr. M. Munirul Islam, Furthermore, Animesh Chandra Saha (Partha), Joint Executive Secretary, Accounts, and Mahamudul Hassan, Assistant Executive Secretary, R&D have carried out their duties as the Standing Committee's dealing officers.

## Standing Committee on Urbanization and Decentralization

Standing Committee on Urbanization and Decentralization focused on promoting sustainable urban housing and encouraging decentralization by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently more than 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka as well as the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to the urban housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential area, development of relevant infrastructure and utility services were prioritized and persuaded at various policy making levels by this Standing Committee during this year.

Four (04) meetings including Two (02) internal meetings held under this standing committee during the year 2022. The committee has made several important recommendations to improve the economic situation of the country after the Covid-19 epidemic. The committee has been working to ensure that middle class families in the country easily can get a 1200-1400 sft apartment within their means. Besides that, this committee is also working to implement a project to build a suburb in the Dhamrai, Keranigong, Nobabgonj and Maowa. Also the Committee focused & put importance to change some policies on the new roles of DAP which would make obstacles for the real estate business.

Hossain A Sikder, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Md. Mizanur Rahman as the Convenor; Md. Zakir Hossain and Syed Nabiur Rahman acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: M. Anwarul Haque, Parvez Rana Mintu and Md. Arifurzzaman.

## Standing Committee on National Energy Security

Heading towards an upper middle income country, ensuring uninterrupted supply of energy at an affordable rate will become a major concern for Bangladeshi industrial sector. There would be a critical shortage of gas in the coming decades, as we are on run for massive industrialization and on run for expanding export growth. Now grave concern is aired on LNG price and electricity price along with uninterrupted captive energy and power supply, as both middle-income country status and double digit economic growth depend on the availability of energy. Growth cannot happen without secured energy supply and only import dependent energy generation cannot ensure energy security.

On the other hand, for ensuring uninterrupted captive power generation, urgent action to ensure LNG supply and provision at affordable price need to be addressed. Therefore, the committee regarding these issues raise the voice in national level for cost efficient coal based electricity supply, offshore & onshore exploration, mining and alternative energy source for uninterrupted energy and power supply. Thus it will become proactive to meet up the SDG Goal 7, Goal 9 & Goal 12 (Affordable & Clean Energy, Industry Innovation & Infrastructure and Responsible Consumption and Production).

The Committee dealt with the matters related to national energy security focusing on specially uninterrupted supply of energy and power at a competitive price in the industrial/manufacturing sector. This committee recommended for coal based energy, off shore and on shore exploration, mining and alternative energy sources, introducing LNG and LPG for industrial manufacturing sector so that Bangladesh would become

self-reliant to meet the energy and growing power demand for industrial/manufacturing sector. Moreover, the committee tried to focus more on rational LNG and LPG ecosystem with an adequate infrastructure sector with a view to ensure long term energy security to meet the challenges of LDC graduation and export diversification.

The standing committee this year in its meetings tried to address various challenging issues related to energy crisis due to shortages of fuel worldwide. The committee came up with a set of recommendations to face this unexpected threat for the energy security of the country that were put forwarded to the Board for next course of action. Due to ongoing Russia-Ukraine war and supply crunch, fuel oil supply has been seriously disrupted. In this situation, the main challenge identified by the committee is keeping manufacturing industries alive. Government as well as private sector should play a strategic role to come over this crisis. Moreover, the committee stressed on enhancing local extraction of gas for future energy security.

Malik Talha Ismail Bari, Director, DCCI was the Coordinating Director of this standing committee. Khandaker Atiqur Rahman was the Convenor, Tazeen Islam was the Joint Convenor. As member of the committee M Abu Hurairah, Nuher Latif Khan, Utpal Kumar Das, Dr. Syed Zahurul Haque, Shahid Alam, Mohammad Rezaul Ashraf Khan, Sailendra Nath Roy, Raghupati Sen, Md. Ahsanul Kabir, Manoranjan Bhakta, Smitesh Ishwar Vaidya and Abtahi Islam Shuvo played their valued role in this committee.

# ল' অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই ল' অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যান্ডিং কমিটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের ক্ষেত্রে নানামূখী প্রতিবন্ধকতা, চোরাচালানরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুক্ত রেখে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন এর পরিমার্জন-পরিবর্ধন পূর্বক ব্যবসায়ী ও তাঁর অংশীজনদের সেবার মান বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের স্থলবন্দর সমূহের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চোরাচালান রোধ, বন্দর ব্যবস্থাপনার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, সময়োপযোগী ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহায় কুরবানীর পশুর হাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ক্রেতা-বিক্রেতাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সভা/সেমিনার আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক সমস্যা নিরসনমূলক কার্যক্রম সামনে রেখে কমিটি ২০২২ সালের কার্যক্রম শুরু করে। এই কমিটির ২০২২ সালে বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা করে, উক্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কমপক্ষে ৪টি সভা ও দু'টি সেমিনার/ওয়েবিনার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করে যার মধ্যে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সভাসমূহে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট গড়ে উঠার বিষয়ে সরকারের তদারকি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও কমিটির সদস্যরা জানান যে, টিসিবি থেকে যে পণ্য গুলো বিক্রি করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। যারা এই সকল পণ্য যে পরিমানে প্রাপ্তির প্রয়োজন রাখে, তারা সে পরিমাণে পাচ্ছেনা। অনেক সময় লাইনে থাকা মানুষগুলোর মাঝে নানান ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। টিসিবি পণ্যগুলোতে একটি সীল ব্যবহার করা উচিৎ যেন, অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সব পণ্য বিক্রি করতে না পারে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে জানা যায় পণ্য মজুদ রয়েছে, তারপরেও কেন দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ে এগুলোর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়না। তারা আরও প্রস্তাব রাখেন যে, ব্যবসায়ী সমাজের সুবিধার্থে আকাশপথে এবং বন্দরগুলোতে মালামাল আনয়ন, সংরক্ষণ, যথাসময়ে পণ্য খালাস এবং বন্দরের অবকাঠামোগত অবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বন্দর গুলোতে মালামালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পণ্য খালাসে সময় কমানো এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত চার্জ আদায় যেন না করতে পারে সেজন্য বন্দর কর্তৃপক্ষগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

এছাড়াও কমিটির সভায় কোরবানীর পশুর হাটের নিরাপত্তায় হাটগুলোতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প, সিসিটিভি স্থাপন, জালনোট শনাক্তকারী মেশিন স্থাপন, চামড়া বেচাকেনায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বন্ধ, চামড়া পাচার রোধে নজরদারি বাড়ানো এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ঢাকার উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ

নানান ধরনের সমস্যা নিরসন, জালনোট আদান-প্রদান রোধসহ নানা ধরনের অপকর্ম রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতকরণ, চামড়ার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ ও দেশের চামড়া পাচার বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপসহ নানান সমস্যা নিরসণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সেইসাথে ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের জন্য রাস্তায় চলাচলে সমস্যার বিষয়টি আলোচনা করা হয়, যা নিরসন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ব্যাটারী চালিত রিক্সাগুলোর নিয়ন্ত্রণহীনভাবে রিক্সা চালানোর কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনা, পাশাপাশি হচ্ছে বিদ্যুৎ অপচয়। ঢাকা শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশা এবং বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ফেলার স্থান বা ডিপো স্থাপন করায় পরিবেশ দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠার বিষয়টি কমিটি উল্লেখ করে। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব করার জন্য ডিপোগুলো আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন খোলা স্থানে রেখে বর্জ্যের ধরণ অনুযায়ী আলাদা করে সেখান থেকেই রিসাইক্লিং করতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত বলে মত প্রকাশ করেন। কমিটি পরিবেশবান্ধব পলিব্যাগ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

২০২২ সালের এই কমিটিতে ছিলেন মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী, সমন্বয়কারী পরিচালক, ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, আহ্বায়ক, মোহাম্মদ জমশের আলী ও মোঃ আসিফ সাদমান, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, এম. আবু হোরায়রাহ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ইমরান আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, প্রাক্তন পরিচালক, মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার, আবু বক্‌র মোঃ সিদ্দিক, তাসলিমা সিদ্দিক রত্না, মোঃ রমজান আলী, পারভীন হোসেন, আঞ্জুয়ারা রহমান, আব্দুল হামিদ বাদশা, মতিন মিয়া, এম এ রাজ্জাক, মোঃ সানোয়ার হোসেন, এ. কে. এম. সাদেক হোসেন (নাঈম), কে. এম. ইসতিয়াক এবং পারভেজ রানা মিন্টু প্রমূখ।

## Standing Committee on National Infrastructure

Standing Committee on National Infrastructure focused on promoting Private Sector involvement and investment in the development of Sea Ports, Airports, Land Ports, Bay Terminals, Containers' terminals etc. and other infrastructures. In order to place concrete and effective policy recommendations to the government, the committee stressed on organizing result-oriented activities aligning with government's plan encompassing on-going and up-coming infrastructure projects.

Under this standing committee, four meetings were held during the year 2022. The committee concluded through the meetings that the logistic, container management infrastructure of Chittagong port and relevant hinterland infrastructure to support the supply chain system of cross-border trade need focused and robust development to enhance the capacity of Chittagong port in no time.

Addressing the existing infrastructural challenges, the committee proposed improving current infrastructure and easing efficient and sustainable port management for the interest of export-led economic development in the years to come. The Committee organized a seminar titled "Efficient port logistic Management & trade competitiveness of Bangladesh" on 19 September 2022.

Md. Mostafa Kamal, Secretary, Ministry of Shipping, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Dr. M Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange of Bangladesh presented the keynote paper. Lee Peng Gee, Vice President, Group Business Development, PSA International Pte. Ltd, Syed Ali Jowher Rizvi, Managing Director, Summit Alliance Port Limited, Commodore Md. Abdul Wadud Tarafder, Member (Harbour & Marine), Mongla port Authority, Kabir Ahmed, President, Bangladesh Freight Forwarders Association, Shamim Ul Huq, Country Director, DP World, Bangladesh, Md. Zafar Alam, Joint Secretary, Member (Admin and Planning), Chittagong Port Authority were present as distinguished discussants of the event. More than 150 participants were present in the seminar. Many important recommendations have emerged in this seminar. Some of the recommendations are given below:

- Govt needs to create an integrated logistics ecosystem including ports, rail ICDs, cold chains, warehousing and other components of logistics rather than focusing only on improving Chittagong Port.
- A holistic approach is needed with greater coordination between the relevant ministries, authorities and the private sector.
- To expand the corresponding hinterland links in tandem with port infrastructure to cater to the projected trade growth.

The seminar played an important role to draw the attention of the policymakers on wide-ranging issues of Chittagong port with efficient handling and container traffic management, lack of yard space, cargo handling equipment, and congestion in the port area and transport network with inadequate clearance facility from ports. The seminar emphasized the focused development of the transport logistic, container management infrastructure of Chittagong port and relevant hinterland infrastructure to support the supply chain system of cross-border trade.

Standing Committee on National Infrastructure comprises of Khairul Majid Mahmud, Coordinating Director; Engr. Md. Nurul Aktar, Convenor; Engr. Debashis Barua, Joint Convenor; Md. Ikram Dhali, Joint Convenor; Abu Hurairah, Member; Abul Hasnat Masud, Member; Shak Neiamul Karim (Rasel), Member; Md. Jasim Uddin Sikder, Member; Mohammad Kamal Hossain, Member; Md. Faruk Khalil, Member; Md. Anwar Hossain Mondal, Member; Shahed Ahmed, Member.

## Standing Committee on Industrial & Trade Policies

Standing Committee on Industrial & Trade Policies set priority on policy advocacy support to the government in favor of the small & medium scale enterprises for securing more liberal industrial and trade policies to sensitize the business community like National Industrial Policy-2022, Draft Light engineering policy-2022, Motor Cycle Industry Development Policy 2018, Export Policy 2021-2024, Import Policy 2021-2024, Subcontracting Guidelines for Readymade Garments-2019, Registered Exporter System (REX) Implementation Guidelines-2019, Policy Guidelines on Expansion and Facilitation of Business in the Readymade Garment Sector-2020, Import Policy Order 2015-2018, Amendment of Import Policy Order 2015-2018 etc.

The committee organized a seminar titled "Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects" on 29th October 2022, Saturday at 11:00 a.m. at the Dhaka Chamber Auditorium where NM Zeaul Alam PAA, Senior Secretary, Information and Communication Technology Division, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the Chief Guest while Dr. Shaikh Shamsuddin Ahmed, Commissioner, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) attended as the Special Guest. Fahim Ahmed, CEO of Pathao delivered the keynote presentation. The seminar played an important role to address the challenges and prospects of startups in Bangladesh and chart recommendations to develop financing ecosystem and sustainable development for early-stage startups.

**The committee submitted three budget recommendations:**

To allocate an adequate amount in the national budget for subsidizing SMEs' business activities related to research and development of newer products/services and establishment of innovative and productivity-efficient factories/plants; to abolish customs duty and advance tax, if a company imports environmentally friendly capital machinery for its factory or trading purposes and Government to consider the per unit electricity charges for the SMEs of all sectors.

The standing committee comprises Md. Zia Uddin, Coordinating Director; Nayeemur Rahman, Convenor; Dr. Lokiat Ullah and Mohammad Monium Khan, Joint Convenors. The other members of the Standing Committee are as follows: Absar Karim Chowdhury, Syed Nowshad Ahmed, Jahid Hossain Leton, Mamunur Rashid, Md. Shafiqul Hasan, Md. Mojibur Rahman (Mamun), Mohammad Shahidul Bari, Afsia Jannat Saleh, Ali Azam, Shaikh Hasanul Hirock, Engr. Debashis Barua, Nur Alam, A. K. M. Sadek Hossain (Naim), Sohana Rouf Chowdhury, Salauddin Yousuf.

## Standing Committee on Industry Academia Linkage & Skills Development

Standing Committee on Industry Academia Linkage & Skills Development comprises Golam Zilani, Coordinating Director; Mohammad Saifur Rahman Saif, Convenor, Dr. Khalilur Rahman and Kanij Fatima, Joint-Convenor. Other members of the Standing Committee are as follows: Abu Hurairah, Raghupati Sen, Dr. Lokiat Ullah, Jobayer Ahmed, Muntasir Ahmed and Taif Sadat.

**Main Terms of Reference (ToR):**

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on Industry Academia Linkage & Skills Development of DCCI could be summarized as follows:

1. To recommend appropriate policies for national skills development initiative of Government.
2. To guide DBI & DBI College as and when required.
3. To undertake relevant program as and when assigned by the Board of Directors/President.
4. Committee may adopt any other important issue relevant to the subject matter with the consent of the President.

**Number of Meetings:**

Three meetings of this Standing Committee were held on March 14, 2022, May 21, 2022 and 24 October, 2022. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

**1. First Meeting held on March 14, 2022:**

In this meeting Committee recommended to present a presentation on Action Plan of Standing Committee on Industry Academia Linkage & Skills Development. Committee also suggested for creating a Job Portal.

**2. Second Meeting held on May 21, 2022:**

In this meeting Committee suggested for DBI Alumni. Committee also recommended signing of Corporate Agreements with esteem corporate bodies.

**3. Third Meeting held on October 24, 2022:**

In this meeting Committee recommended for organizing seminar & certificate awarding ceremony in November 2022.

**Implementation Status:**

All Recommendations of this Standing Committee are approved by the board and maximum recommendations are implemented by this committee successfully.

**MoC/MoU Signing with different Universities/Institutes:**

DBI has been signing Memorandum of Cooperation (MoC)/MoU with different Universities for the expansion of its training areas. DBI has already signed thirteen (13) MoCs/MoUs with different renowned Universities/Institutes. During the year DBI has signed one MoC with The İstanbul Gedik University, Turkiye.

Partner organizations have found it mutually beneficial to offer specially designed mutually agreed short courses, to use the logo of the partners in documents related to the jointly approved academic programs of both partners, to organize training programs jointly, share resource persons and develop content on different areas of collaboration, to jointly conduct sector-wise business research activities, to waive fees for partner faculty/ partner students for participating/attending DBI courses/training (as per DCCI policy), to jointly organize a job fair, seminars, workshop, and business conference initiated by both parties.

**Corporate Agreement Signing with Different Organizations:**

DBI has been initiating for signing Corporate Agreement with different Organizations for expansion of its training areas. DBI has already signed agreement with Software Shop Limited (SSL) Wireless on 18 October, 2021 and Aspire to Innovate (a2i) on 23 January, 2022.

**Conclusion:**

In 2022, this committee successfully arranged meetings and MoC signing ceremony.

# কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এই কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আজ অবধি আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, পাশাপাশি আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে সরকার অনেক সময় পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বার এর পক্ষ থেকে পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ, পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল, বিপণন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক মোহাম্মদ সাহিদ হোসেন, আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ ও কামরুল হাসান তুহিন।

### এই কমিটির মাধ্যমে ২০২২ সালে যে সমস্ত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

১। কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ২০২২ সালে ০২টি সভা, ০২টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। এই কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১০ মার্চ, ২০২২ তারিখে। ১ম সভায় ২০২২ সালের কার্যক্রম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১ম সভায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩। এই কমিটির পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও ডিলিং অফিসারগণ গত ০৮ জুন, ২০২২ তারিখে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, পরিচালক মোঃ শাহরিয়ার ও উপ-পরিচালক বিকাশ চন্দ্র দাস প্রমুখ এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ থেকে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উভয় পক্ষের আলোচনায় ডিসিসিআই এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সম্মিলিতিভাবে ভোক্তা অধিকার বিষয়ে কাজ করার মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৪। কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১৯ জুন, ২০২২ তারিখে। এই সভায় একটি ওয়েবিনার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হলেন, সমন্বয়কারী পরিচালক, মোহাম্মদ সাহিদ হোসেন, আহ্বায়ক, মিনহাজ আহমেদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক, আহমেদ উল্লাহ ও কামরুল হাসান তুহিন। এই কমিটির সদস্যরা হলেন: মোহাম্মদ জমসের আলী, এ কে এম ফখরুল আলম, নূর হোসেন, মোঃ মাকসুদুর রহমান, মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, মোহাম্মদ এনামুল হক, মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, মোঃ আবদুল হামিদ, শেখ নিয়ামুল করিম রাসেল, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন তালুকদার, মোঃ মতিন মিয়া, মোঃ মিজানুর রহমান মিজান, মোঃ ফারুক খলিল, মিসেস পারভিন হোসেন, কে এম ইশতিয়াক, এম এ রাজ্জাক, আবদুল হামিদ বাদশা, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন এবং মোহাম্মদ মোনায়েম খান প্রমুখ।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ, ব্যবসায়ীদের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বস্ততা, দ্রব্যমূল্যের মান ও নীতি নির্ধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সার্বিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

# এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমূখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক হতে ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসএমই খাতের সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য এসএমই ডেভেলপমেন্ট নিরলস ভাবে এই খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে:

০১। এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০২২ সালে ২টি সভার আয়োজন করে:

- "ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি" শীর্ষক কর্মশালা।
- "সিএমএসএমই ঋণ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভবনা" শীর্ষক কর্মশালা।

উল্লেখিত কমিটি হতে, ডিসিসিআই সদস্যরা যাতে সহজেই সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ সহায়তা পেতে পারে তার নিমিত্তে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশমালা বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রদান করা হয়েছে। এবং আর্থিক খতিয়ান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক নথিপত্রের ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তারা প্রায়ই ব্যাংকের ঋণ সহায়তাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। তাদের প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা একান্ত জরুরী। সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য দেশের স্বনামধন্য ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির তথ্যগুলোর সন্নিবেশনের মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে। এ খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন, এম এ রশিদ শাহ সম্রাট -সমন্বয়কারী পরিচালক, ইসমাত জেরিন খান- আহ্বায়ক, মোঃ সালাউদ্দিন ইউসুফ- যুগ্ম-আহ্বায়ক, মোঃ শামীম ভূঁইয়া- যুগ্ম-আহবায়ক, মোঃ আব্দুল হামিদ- সদস্য, আবদুস সালাম আরেফ- সদস্য, নুর আলম-সদস্য, মোঃ মসিউর রহমান-সদস্য, মোঃ আরিফুরজ্জামান- সদস্য, মোঃ নাজমুল হুদা চৌধুরী- সদস্য, মোঃ আবুল কালাম- সদস্য, মোহাম্মদ মাসুদুল হক- সদস্য, হেনা বেগম-সদস্য, মোঃ জসিম উদ্দিন সিকদার- সদস্য, মোঃ আতিকুল হাসান- সদস্য, হুমায়রা চৌধুরী-

সদস্য, মোঃ মাকসুদুর রহমান- সদস্য, মামুনুর রশীদ-সদস্য, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ-সদস্য, সিফাত আহমেদ চৌধুরী-সদস্য, মোঃ শফিকুল হাসান-সদস্য, আলহাজ মোহাম্মদ আলী-সদস্য, মোহাম্মদ আনামুল হক-সদস্য, মোহাম্মদ শহীদুল বারী-সদস্য, মোঃ মনিরুল ইসলাম-সদস্য, এ.কিউ.এম. জাহাঙ্গীর কবির-সদস্য, আফসিয়া জান্নাত সালেহ-সদস্য, এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ-সদস্য, মোঃ ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া সদস্য প্রমূখ।

## Standing Committee on Information Technology

The Standing Committee works as a platform to deal with matters related to providing policy recommendations to concerned ministries and government agencies, for the effective development of Digital Bangladesh. It institutionalizes the processes, responsibilities, authorities and accountability framework required to ensure strategic and optimal use of information technology throughout the private sectors in Bangladesh. The Committee explored and formulates recommendations to improve the business in the digital environment for the respected members through the effective use of Information Technologies and better growth of the 4th Industrial Revolution. Furthermore, it has the mandate to oversee the implementation of DCCI Online Membership Service. Information Technology Standing Committee also visited not only IT industries but also other sectors that are interested in growing their business environment by using modern technologies. The members of this committee are inspecting the business organization to improve their internal policies by using professional Management Information Systems (MIS) and Information Technology specialists. The committee is conscious of digital transformation to the process of using digital technologies to create new and modify existing business processes, culture, and customer experiences to meet market requirements and change business. The committee is also aware of the importance of Cybersecurity and it advises business leaders, on how to secure their organization from cyber-attack and progress their business in the modern era.

During this year, the Committee has organized five (05) official meetings within the premises of DCCI. The Committee has set out to implement the software for the digitalization of DCCI membership services such as (a) Membership Online System (MOS) and Country of Origin Online System (COOS), (b) Integration between Country of Origin Online System (COOS) and One Stop Service (OSS) of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) in order to improve members facilities, (c) Initiative to develop Enterprise Resource Planning (ERP) solution to manage accounting, procurement, risk management and compliance. The Committee has taken initiative to organize a mega event titled “Digital Transformation Summit & Expo” to picture the appropriateness of using digital technologies, customer experiences, online transactions and market requirements to the DCCI Members. One Executive Committee has been formed under this Standing Committee for organizing the event. Chair of this Executive Committee is Riyad Hossain, Former Vice President. The goal of this executive committee is to organize a successful event about digital transformation and digital technologies in 2023. This Standing Committee also advises the DCCI IT Department in its planning and also monitors the activities like Online Webinars, Seminars, IT Operations, IT Governance, Standardizations of IT Products etc. Committee Ensures IT Strategy is aligned with Office-wide strategies, objectives, Reviews proposed IT Departmental initiatives and sets priority accordingly.

S. M. Golam Faruk Alamgir, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Committee, Fahim Ahmed was the Convener while Gazi Alim Al Razy was the Joint Convener for the year 2022. The Members of the Committee were Mamun Akbar, Rifat Khandaker, Md. Sarwar Mamun Chowdhury, Md. Sanwar Hossain, Engr. Kazi Mahbubur Rahman, Mosiur Rahman, Mir Shahrukh Islam.

## Standing Committee on Blue Economy

Blue Economy is a new economic frontier with new possibilities for Bangladesh. 17 percent of our total fisheries; transporting 90 percent of our international trade and about 30 million people of Bangladesh are linked with ocean-based economy. Bangladesh stands as the 31st country in the world in blue economy. DCCI can help the government for improving the present work which is going on and also do some research work including seminars and over-viewing the top countries who are doing good in implementing the framework. Also, we need to improve and resolve the port issues for more import and export. In the above background, Blue Economy Standing Committee set priority for developing the blue economy policy for Bangladesh, addressing the challenges and opportunities in the deep-sea port, deep sea fishing, coastal tourism, offshore drilling, other avenues under the purview of blue economy and strengthening inter-ministerial cooperation engaging private sector in order to promote Blue Economy.

Under this standing committee, one meeting was held during 2022 at DCCI Meeting Room, Motijheel. In this connection, the committee has set a preferable date among 7th to 10th of September to organize a webinar titled "Blue Economy: Leveraging the potentials of Fishing Sector of Bangladesh" to promote the sea fishing sector in Bangladesh. Besides, the committee was committed to postpone this seminar in the absence of Honorable Minister of Fisheries and Livestock. Due to unavailability of the Honorable Minister, the seminar was postponed. The committee submitted 4 budget recommendations:

1. Budget support for developing refrigerated and hygienic inland transport system as per HACCP rules to ensure the quality of sea fishes
2. Provision of Budget for creating a comprehensive database of Blue Economy Resources
3. To introduce Blue Economy Bond for financing infrastructure development in the Blue Economy Sector
4. Budget allocation for strengthening Coast Guard and NAVY for ensuring Maritime territorial security.

Standing Committee on Blue Economy comprises of Nasiruddin A. Ferdous, Coordinating Director; M. S. Siddiqui, Convenor; Mirza Abdul Khaled, Joint Convenor; Md. Kabir Hossen, Joint Convenor; Al-haj Md. Sharfuddin, Member; Md. Fazlul Haque, Member; Nishwat Momina, Member; Sharmin Sultana, Member; M. A. Reaz, Member; Showkat Osman, Member and Rifat Khandaker, Member.

## Standing Committee on Economic Diplomacy & Trade Facilitation

The Standing Committee on Economic Diplomacy & Trade Facilitation set the priority on the following avenues for the year 2022:

- Exploring new market opportunities for promoting trade and investment
- Strengthening policy advocacy role of DCCI to improve trade facilitation ecosystem
- Integrating with Regional Economic Bloc, maintaining export competitiveness, establishing working relationships with Foreign Missions in Bangladesh for promoting economic diplomacy and country branding.

The committee organized two meetings during the year 2022. The first meeting of the committee was held on 28th February 2022 and the second meeting was held on 29th June 2022.

The committee identified that in order to promote international trade & investment of Bangladesh, country-specific approach needs to be adopted considering market demand in the destination country. Accordingly, the committee recognized that Bangladesh has huge potential to expand its trade and investment relationships with South Korea encompassing diverse manufacturing and service-oriented industries.

In view of the above, the committee organized a virtual dialogue titled "Bangladesh South-Korea Trade & Investment Cooperation in the Context of Post-LDC Perspective" in 19 April 2022. The dialogue played an important role to shed light on commercial opportunities between Bangladesh and South Korea in the wake of LDC graduation. In the dialogue, experience of leading South Korean Company in Bangladesh, Youngone Corporation & Korean EPZ (KEPZ) Corporation (BD) Ltd. was showcased to improve image of Bangladesh to the potential South Korean investors. It was also mapped that South Korean investment in Bangladesh needs to be prioritized encompassing the promising sectors such as high-end RMG, Leather & Footwear, Shipbuilding, Pharmaceuticals, Backward Linkage of RMG, Automotive, and Infrastructure, Agro processing, Power sector, Electronics & Semi-conductor.

Masud Bin Momen, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh joined the program as the Chief Guest. H.E. M Delwar Hossain, Ambassador, Embassy of Bangladesh to South Korea was present as the Special Guest in the aforesaid dialogue. Kihak Sung, Chairman & CEO, Youngone Corporation and KEPZ Corporation (BD) Ltd. participated as the Guest of Honour. Jong Won KIM, Director General, Green Growth Department, Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) and Shahab Uddin Khan, Advisor, Korea Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (KBCCI) attended the dialogue as distinguished panel speakers.

The committee also undertook an initiative to further develop the working relationship of Dhaka Chamber with commercial desk of different foreign missions in Bangladesh. In this connection, under the guidance of the Committee, Trade Facilitation & International Affairs department of Dhaka Chamber conducted working level meeting with commercial/economic desk of 11 Foreign Missions in Bangladesh. The outcome of the meetings includes ground working for arranging Dhaka Chamber Business Delegation to India and Türkiye and identifying opportunities for Dhaka Chamber member companies to participate in the different international buyer-seller meets and exhibitions.

Standing Committee on Economic Diplomacy & Trade Facilitation comprises of Md. Habib Ullah Tuhin, Coordinating Director; Syed Mamnun Quader, Convenor; Maimun Ur Rashid Mustafa, Joint Convenor; Md. Enamul Haque Sujon, Joint Convenor; Noor Hossain, Member; Mohammad Abu Hena, Member; M. Jahangir Alam, FCMA, Member; M. Mosharrof Hossain, Member; Showkat Osman, Member; Abdus Salam Aref, Member; Sarmad Mansoor, Member; Abul Hasnat Masud, Member; Mrs. Taslima Siddique Ratna, Member; Jahid Hossain Leton, Member; A.K.M. Fakhrul Alam, Member; ASM Nazrul Islam, Member; Mohammad Kamal Hossain, Member; Amir Hamza, Member; Mrs. Sharmin Sultana, Member; Md. Ramzan Ali, Member; Md. Golam Masud, Member; Md. Abul Kalam, Member; Md. Rajan Miah, Member and Mrs. Anjuara Rahman, Member.

DBI Centre for Entrepreneurial Excellence
DCCI Business Institute
Dhaka Chamber Building (11th floor), 65-66, Motijheel C/A, Dhaka-1000

# ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
# DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), the largest and most active chamber of the country and the voice of SMEs serves as the first point of business contact for penetration into a new market and a vibrant platform putting forward facts-based opinions, suggestions and recommendations for a brighter tomorrow in the sphere of trade, investment, commerce and the overall economy. DCCI is the only ISO 9001-2008 certified chamber in Bangladesh and an excellent research-oriented, non-profit trade and investment promotional body. Apart from providing traditional services to its members, it aims at bringing diversification in need-based human resource development (HRD) and business education.

With this aim in view, DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for the development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 1991. After end of the one-year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile, DCCI upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999.

Since then, DBI has been conducting various short-term training courses. It has started conducting International Diploma in Supply Chain Management (SCM), jointly with International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva since 2007. It also started daylong workshops in 2015. Now it has started its new horizon by opening a 6-month long Postgraduate Diploma (PGD) form 2019 and 3 months long Certificate courses, jointly with renowned Universities of Bangladesh from 2021. During the COVID-19 pandemic, DBI has started its all training programmes online.

The main objectives of DBI are to train and upgrade the attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so as face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

During the year, DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2022. The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI "Industry-Academia Linkage & Skills Development-2021" Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups.

DBI has continued to organize Certificates, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on "Supply Chain Management (SCMP)", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory.

DBI has been offering 6 (six) months-long Postgraduate Diploma Courses on (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management and (iii) Business Communication. DBI has also been offering 3 (three) months-long Certificate Courses on 'Financial Technology (FIN-TECH)' and 'Business Data Analysis & Financial Forecasting. In addition, it has also been implementing various short training courses and workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in the private sector of Bangladesh.

**The Vision & Mission of DBI:**

**Vision:** To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

**Mission:** DBI plans to conduct short, medium and long-term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

**The main activities of DBI in the year 2022 are narrated below:**

**1. Conducting Modules based on International Diploma Courses on Supply Chain Management; Modules 1. Strategy & Planning, 2. Sourcing, 3. Operations & 4. Logistics under SCM Programme of ITC, Geneva.**

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning Systems in Supply Chain Management (MLS-SCMP) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2020 it was again renewed for another period of five (5) years up to 2024. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2021, DBI has successfully conducted the MLS-SCM(P) courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised market at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants on how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. From 2021 the International SCM course has the following four (04) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Strategy & Planning; 2. Sourcing; 3. Operations; & 4. Logistics;

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of SCM for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in supply chain management to make them competitive in the international market.

During 2022, the batches of Module # 1 (Strategy & Planning) - 31st batch (January-March, 2022), 32nd batch (June-August, 2022), 33rd batch (November 2022-January, 2023). The batches of Module# 2 (Sourcing) - 30th batch (January-March, 2022) and 31st batch (November 2022-January, 2023). The batches of Module# 3 (Operations) - 29th batch (January-March, 2022) and 30th batch (July-Sept, 2022). The batches of Module# 4 (Logistics) - 28th batch (April-June, 2022), 29th batch (July-Sept, 2022) and 30th Batch (November 2022-January, 2023) were successfully started. A total of 124 examinees participated in 143 modules in old version SCM modules and 20 examinees participated in 20 modules in new version SCM modules in 2022. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut costs, reduce lead time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed excellent infrastructure and a pool of twenty-five (25) experienced trainers through holding nine (9) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in the ToT workshop. They were trained not only on the content of the courses but also on how to design a course and deliver them effectively. One of DBI's trainers won the "Best Trainer of the Year 2018 Award" from ITC, Geneva.

**1.1 Glorious Achievements of DBI in MLS-SCM(P):**

After taking the necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM(P) courses from 2007 regularly. Out of the 328 for International Certificates, 161 for International Advanced Certificates and 138 have eligible to receive International Diplomas on MLS-SCM(P). Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

**1.2 DCCI Won "Best Training Support Institution Award 2018" and "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award-2010" of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:**

It is worth mentioning that DCCI won the "Best Training Support Institution Award 2018" of ITC's SCM Global Network Roundtable 2018, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018. DCCI received the "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award" of the International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC's "MLS-SCM(P) Global Network Roundtable", held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

**2. Postgraduate Diploma Courses:**

DBI has been offering 6 (six) months long Postgraduate Diploma (PGD) programmes (In-person and Online) titled 'International Trade (Import & Export) Management', 'Custom, VAT and Income Tax Management', jointly with American International University-Bangladesh (AIUB) and PGD in 'Business Communication (BC)', jointly with Bangladesh University of Professionals (BUP).

**PGD in ITM:** DBI has successfully organized two (2) online batches (5th Batch and 7th Batch) of PGD in 'International Trade (Import & Export) Management (ITM)' for the session October 2021-March 2022 and April-September 2022 with 42 & 30 participants respectively. DBI has also successfully organized one in-person batch (6th Batch) of the same PGD programme for January-June 2022 with 17 Participants. Another In-person batch (8th Batch) of PGD in ITM for the session July-December 2022 has been started successfully with 16 participants.

PGD in CVITM: DBI has also successfully organized two (2) online batches (4th Batch and 6th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management (CVITM)' for the session October 2021-March 2022 and April-September 2022 with 37 & 331 participants respectively. DBI has successfully organized one in-person batch (5th Batch) of the same PGD programme for January-June 2022 with 27 Participants. Another In-person batch (7th Batch) of PGD in CVITM for the session July-December 2022 has been started successfully with 36 participants.

PGD in BC: DBI has also successfully organized two (2) online batches (3rd Batch and 4th Batch) of PGD in 'Business Communication (BC)' for the session January -June 2022 and July-December 2022 with 21 and 17 participants respectively. The turn up of participants in the PGD programmes in 2022 exhibits the popularity of these PGD programmes.

**3. Certificate Course:**

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting 3 months-long online Certificate Courses on 'Financial Technology (FIN-TECH)' and 'Business Data Analysis & Financial Forecasting', jointly with Daffodil International University (DIU). During the year, DBI has successfully organized four (4) batches (2nd batch, 3rd batch, 4th batch & 5th batch) of the certificate course on Financial Technology (Fin-Tech). The second batch of the certificate course on Fin-Tech was held from September-November 2021 with 33 participants, the third batch of this certificate course was held from December 2021 to February 2022 with 14 participants, the fourth batch of this certificate course was held from March-May 2022 with 35 participants, and the fifth batch of this certificate course was held during June-August 2022 with 15 participants. The sixth batch of this certificate course started in September 2022 with 15 participants.

On the other hand, the first batch of the certificate course on Business Data Analysis & Financial Forecasting was held in June-August 2022 with 34 participants and 2nd batch of this Certificate course started in September 2022 with 22 participants.

DBI is also going to offer another three (03) months-long Online Certificate Course on 'Financial Accounting (FA)', jointly with The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB).

**4. Short Training Courses and Workshops:**

DBI has organized fifty-four (54) short training courses and workshops on various topics during the year. A total of five hundred seventy-two (572) participants participated in these training courses and workshops. Title of these programmes is given below:

1. Online Training on Time and Stress Management, 2. Online Training on Hazardous Chemical Safety Management, 3. Online Workshop on Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation, 4. Training on Strategic Sourcing and Procurement, 5. Online Training on How to Prepare a Bankable Project Proposal for Availing Loan, 6. Online Training on How to Become a Dynamic Leader, 7. Training on Demand Management and Its Forecast Techniques, 8. Workshop on Practical Cost Accounting: A Tool of Cost Efficiency, 9. Online Training on Professional Selling Skills and Secret of Success, 10 . Online Training on 'Development of Managerial Leadership Skills, 11. Training on Inventory Control and Effective Store Management, 12. Workshop on Managing Accounts-Best Practices, 13. Workshop on Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities, 14. Online Workshop on Practical Applications of Bangladesh Labour Laws, 15. Training on Professional Selling Skills and Secret of Success, 16. Workshop on Microsoft Excel: Beginners to Advance, 17. Workshop on Social Compliance Management, 18. Online Training on Professionalism in Business Communication & E-mail Writing, 19. Online Workshop on Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation, 20. Training on Effective Sales Strategy and Communication Skills for Sales People, 21. Workshop on Finance for Non-Finance Managers, 22. Online Training on Digital Marketing and Transformation for Corporates, 23. Online Training on Strategic Human Resource Management (SHRM), 24. Online Workshop on Strategies and Tactics of Smart Business Negotiation, 25. Workshop on Guide to Export, Import and Indenting Business, 26. Workshop on Effective Warehousing and Distribution Management, 27. Training on Conflict Management Techniques for Leaders, 28. Training on Team Building Skills for Productivity Development, 29. Training on Branding and Marketing (Sales) for Business Success, 30. Training on Effective Communication and Presentation Skills, 31. Workshop on Public Procurement and e-GP Tender Procedure, 32. Workshop on Material and Inventory Management, 33. Online Training on How to Develop Distribution Network for Marketing of Products, 34. Training on Bangladesh Labour Act as amended up to 2018 and Bangladesh Labour Rules 2015, 35. Training on Human Resource Management & HR Information System (HRIS), 36. Online Training on Emotional Intelligence for Greater Results in Professional & Personal life, 37. Online Workshop on Essential Skills for Negotiation towards Win-Win Deal, 38. Online Training on Management Skills for HR & Administrative Professionals, 39. Workshop on Customer Behaviour and Excellent Customer Services, 40. Training on Maximizing Your Leadership Potentials, 41. Training on Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings, 42. Training on Microsoft Excel and PowerPoint for Managers and Leaders, 43. Workshop on Disciplinary Action, Domestic Enquiry and Amended Labour Laws upto 2018, 44. Workshop on Understanding L/C Procedures and INCOTERMS for Export & Import, 45. Training on Inventory Control and Effective Store Management, 46. Training on Professional Selling Skills and Secret of Success, 47. Workshop on Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities, 48. Training on Managerial Competency Masterclass, 49. Training on Workplace Efficiency and Productivity Improvement, 50. Training on Professionalism in Business Communication and E-mail Writing, 51. Workshop on The Amended Bangladesh Labour Rules, 2015:

Its Significances and Impacts on the Industries, 52. Workshop on Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import, 53. Training on HR Operations Management Linking Organizational Strategy, and 54. Workshop on Managing Logistics and Transportation.

The participants of the above courses expressed great satisfaction with the outcome of the courses which enhanced their forward-looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizons to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

**5. Corporate Agreement:**

DBI has been contacting various groups of companies for signing Corporate Agreements/ Contracts for increasing the number of participants in its courses. It can play a vital role in increasing the number of participants and making DBI courses more profitable. DBI has signed two (2) Corporate Agreements during this year. The first one is with "Software Shop Limited (SSL Wireless)" and the one is with "Aspire to Innovate (a2i)".

**6. MoC/MoU Signing with different Universities/ Institutes:**

DBI has been signing a Memorandum of Cooperation (MoC)/MoU with different Universities for the expansion of its training areas. DBI has already signed thirteen (13) MoU/MoC with different renowned Universities/ Institutes. During the year DBI has signed one (1) MoC with Istanbul Gedik University, Turkiye.

Partner organizations have found it mutually beneficial to offer specially designed mutually agreed short courses, to use the logo of the partners in documents related to the jointly approved academic programs of both partners, to organize training programs jointly, share resource persons and develop content on different areas of collaboration, to jointly conduct sector-wise business research activities, to waive fees for faculty students for participating/attending DBI courses/training (as per DCCI policy), to jointly organize a job fair, seminars, workshop, and business conference initiated by both parties.

**7. Promoting DBI through Corporate Communication:**

The DBI team is communicating with DCCI member and non-member organizations on regular basis to increase the number of participants in training programmes. It also helps DBI to increase its e-mail data bank, a number of corporate training and a new pool of resource persons.

**8. DCCI Knowledge Centre (KC):**

Knowledge Centre (KC) has been renovated as a Computer Lab and a Class Room as the training programmes have been expanded and a classroom is required for conducting training programmes smoothly. Computer Lab will be used as an Examination Center for Supply Chain Management Courses and IT-related training programmes. Currently, it also uses as a Computer Lab of DBI (College).



College Code : 6593 A College with a difference
DCCI Business Institute

# DCCI Business Institute (DBI) College

## *(A College with a Difference)*

**Foreword**

Globalization has transformed the simplified business ground into the strategic one. The linkage of academia and industry has a strategic role in developing critical skills required by industry (both production and service sector) and trade. Similarly, the expansion of market driven research and innovation at university level can be utilized at industrial level to foster commercialization. Considering the challenges of globally competitive free market economy, business innovators and industrialists recognize the importance of authentic and practical business knowledge with diversity. With this viewpoint, the business leaders from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) have introduced a college namely, DCCI Business Institute (DBI) College in its office premises, where 4-year Professional BBA program (8 semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and MIS) is being taught under the syllabus and curriculum of National University of Bangladesh.

**Objectives and Values**

The primary objective of this program is to provide knowledge and develop skills that will enable the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully. Progressive thinking, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us are our core nuclease.

**Supervision of DBI College**

DCCI Business Institute (DBI) College has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business institute in the country. Since its inception, DBI College has been relentlessly pursuing its goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.

**Logistics Supports**

DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, multimedia projector, security and maintenance. College has been committed to provide state of art classroom facilities to the students. Provision of appropriate facilities is an important component for maintaining environment conducive to effective learning and growth.

**Academics**

Society expects quality graduates from business school. Therefore, academics have been the ultimate concentration. DBI College has successfully introduced innovative and dynamic learning techniques in the college. Even, amid COVID-19 Situation, when, the education sectors throughout the world have been halted, DBI College is continuously supporting the students through converting the traditional and physical platform based teaching methodology into the digital one. Teachers are conferring online lectures and as

feedbacks conducting group presentation, case study analysis and other interactive methods of learning through students to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students.

In the college campus, a team of dedicated fulltime Faculty Members are working for supporting the institute's mission of research and teaching. They are contributing to the tertiary education system of the country, through providing business related knowledge to the students of the business administration department of this institute. For previous couple of years, faculty members namely, Md. Azadur Rahman (Lecturer of Accounting), Fahad Bin Roshed, (Lecturer of Management), Md. Mahbub Iqbal (Lecturer of Marketing) Tahsinul Zannat (Lecturer of Finance) were become the National University examiners.

Furthermore, diversified class committees like Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media and Communication Committee etc. have been successfully operating by the college authority for the smooth operation of student related activities.

An academic calendar is usually followed with a wide-ranging guide that gives a comprehensive and strategic guideline to all programs, courses, services, academic policies and procedures at the DBI College.

**Administration**

College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.

- Principal: Ms. Khodeza Begum, Principal of DBI College, has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.
- Supporting Staff: Staff members across our campuses are very much sincere and dedicated to conduct the overall activities of the college.
- New Admission: Steps are underway to attract more students for 11thBatch in 2022. For attracting more bright and intelligent students, DBI College launched an extensive initiative on social media like face-book boosting, DBI College page promotion, contacting with potential admission candidates through face-book, messenger.
- Affiliation Renewed: Affiliation of DBI College has been renewed. It has been extended up to 2026.

## Academic Achievements of DBI College Students

The students of DBI College are doing extra-ordinary results and outstanding performances in the public examinations, which seem very satisfactory. In year 2021, Tangila Akter Bithi, Shanto Hawlader and Orin Sultana, student of 5th batch have scored 3.95, 3.90 and 3.80 in the 8th semester of National University examination respectively. Previously, in year 2017, Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch scored 3.95 out of 4.00 in 8th semester, which was the highest recorded score in the whole country. Even more, he was provided the opportunity to participate in a training program at DBI (free of cost) for his outstanding result in that time. As well, from 1st batch to 5th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Students from other running batches (6th, 7th, 8th and 9th) are also performing outstandingly in the examinations of National University.

## Job and Internship Assistance for Students from DCCI

Students from DBI College often get opportunities to do their internships in renowned organizations of the country. Students from 1st Batch to 5th Batch namely Sushanto Kumar Das, Shahriar Kabir. Md. Noyel Munshi, Yousuf A Larif and Ridoy Baroi got wonderful opportunities to attend their internship programs from the Bangladesh Bank.

In addition to that, the students of this college always get special privileges from Dhaka Chamber of Commerce and Industries (DCCI) to do their internships in DCCI and the member organizations of DCCI. From academic session 2012-13 (2nd Batch), Sayed Billal Hossain, Aliva SalminTafana, Md. Mamunur Rashid, Md. Rasel and Abdul Malek completed their internship programs from DCCI. From academic session 2013-14 (3rd Batch), Md. Saiful Islam and Israt Jahan Asha got the opportunity to complete their internship programs from DCCI. This year, from academic session 2015-16 (5th Batch), Arman Hossain, Hasan Mohammad Khan and Md. Swapan attended their internship programs from DCCI. Furthermore, two students from the 2nd batch of the college namely Sayed Billal Hossainand Aliva Salmin Tafana have worked as employees, after completing their graduation from DBI College, in the DCCI Library Section.

Besides, other students also got the opportunity to work as interns at various renowned organizations, such as- Anwar Group of Industries, City Bank Ltd., Modhumoti Bank Ltd., Mercantile Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., etc. including some foreign and local IT firms, insurance companies and so on.

**Extra- Curricular Activities of the students of DBI College**

To flourish the creativity and hidden talents of the students of DBI College in diversified areas of cultural practice, students usually participate in different clubs like Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club and so on.

Besides, number of students of this college have been volunteered and participated in different national and international workshops, events, seminars organized by DCCI, before the pandemic situation. Students of DCCI Business Institute, volunteered during International Conference on "New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond" on December 21, 2016, the workshop on "Entrepreneurship Workshop Development Program & Craft Fair 2017" on August 23, 2017, the International Event on "DCCI Agro Tech" from May 03 to May 04, 2018, the Trade & Education Fair on "Showcase Canada 2018" on August 07, 2018, the occasion of 60th Anniversary of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) titled "Destination Bangladesh: Gateway to Growth Investment" on October, 28, 2018, and the National Event on "DCCI Members' Night 2019" on October 09, 2018, the International Conference titled "International Flower Exhibition & Conference 2018" from December 06 to December 08, 2018 and the International Conference on "Local Capital Market Infrastructure Financing" arranged by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on April 28, 2019. Moreover, students from 4th batch and 5th batch of DCCI Business Institute also participated in the Corporate Tour at "Leads Corporation Limited" onJanuary 28, 2019. On 14th January, 2020, the college arranged "Orientation Program" to cordially welcome 9th batch, the newest and youngest member of the family. The college also organized and celebrated "Annual Cultural Program-2020" on 12th February, 2020 at the college premises. Furthermore, the students of the college participated in the "Annual Picnic-2020" on 6th March, 2020.

**Events of DBI College**

DCCI Business Institute (DBI) College organized a "Colorful Orientation Program-2022" on 1st November 2022 at 11.00 am at the college campus. It was the heartiest reception for the fresher students. Students of previous batches of DBI College heartily welcomed the new students of the 11th batch (Session-2021-22. The program started with a recitation from the Holy Quran. Later Mr. Md. Azadur Rahman , Lecturer of Accounting gave the opening remarks..

Mr. Afsarul Arifeen, Secretary General, DCCI was present at the program and he shared DCCI's policies and goals for the development of the College. He also focused on the aim of DCCI and DBI College among the students in line with the current educational policy and scope for further promotion. Students received gifts and souvenirs from the respected Guests.

Ms. Khodeza Begum, Principal of the College briefly highlighted various aspect of the college and shared the overall scenario with different activities of the college.

During the orientation program, Mr.Md. Shamsuddin Azad, Additional Executive Secretary,DCCI along with other staff of DCCI; Ms. Khodeza Begum, Principal of DBI College, faculty members, guardians , staff of DBI college and students of previous batches were also present.

- Felicitation Program_HSC-2021 in Cumilla: DBI College with the assistance of DCCI organized district wise Student Felicitation Program as "Best Students Award- 2020" for HSC- 2020 students at the Cumilla City Corporation (Auditorium) on Sunday, February 14, 2021; to appreciate the students for their success in academic result.
- Felicitation Program_HSC-2021 in Narayanganj: DBI College also arranged district wise Student Felicitation Program as "Best Students Award- 2020" for HSC-2020 students at the Narayanganj Chamber of Commerce and Industry (NCCI Auditorium) on Wednesday, February 17, 2021 for the students' praiseworthy achievements in their academic grounds. In Naranyanganj and Cumilla districts, all the participating teachers, students and guardians had shown their gratitude to DCCI and DBI College authorities for organizing such dynamic programs and appreciated the contributions of DCCI in the educational sector of the country.
- Picnic: Students of DBI College participated in an Annual Picnic-2020 organized by "Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)", held on March 06, 2020 (Friday) at Sohagpalli, Gazipur too.

**Conclusion**

DBI College with its unique feature and versatile possibilities is always trying relentlessly to achieve the desired goal. With the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College has really passed a glorious journey since its inception. A number of enthusiastic efforts have been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity day by day. We are honored to have the dedicated and continuous supports of DCCI for the betterment of this institute.



# ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ২০০৯ সাল থেকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এর The Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি ৯ সদস্যের ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বর্তমানে ডিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ সাত্তার ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

## ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্য:

১. ডিসিসিআই-এর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং

৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়:

১) জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৫) জনাব এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৬) জনাব হোসেন খালেদ, সভাপতি, ডিসিসিআই ও মহাসচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

**ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহঃ**

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বার্ন ইউনিটকে সার্জিক্যাল মেশিন ক্রয় বাবদ ১১,৬৫,৮০০/- (এগারো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশত) টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৩) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৪) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষথেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষথেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত নেপালকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- (এগারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৫) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৬) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৭) ২০১৯ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৭৩,৯১১/- (তের লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত এগারো) টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৮) ২০১৯ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৯) ২০১৯ সালে বার্ষিক ক্যাম্পেইনে সহযোগিতা স্বরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২০) ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

২১) ২০২০ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২২) ২০২০ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৩৫,১৬০/- (তের লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

২৩) ২০২০ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার স্থানীয় দুঃস্থ ও দরিদ্রদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

২৪) ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৫) ২০২০ সনে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ৭০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার জন্য সেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৬) ২০২১ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ২০,৫৭,৭২৪/- (বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত চব্বিশ) টাকা ব্যয়ে মোট ৫০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

২৭) ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৮) ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে সহায়তা প্রদান: কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তহবিলে অনুদান হিসেবে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা প্রদান করা হয়।

২৯) ২০২১ সালে এফবিসিসিআইকে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন বিতরণের জন্য সহায়তা প্রদান: কোভিড-১৯ আক্রান্ত অসুস্থ ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১০টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ক্রয় করার জন্য এফবিসিসিআই-কে সহায়তা হিসেবে ৬,১৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

৩০) ২০২২ সালে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০০টি পরিবারের মধ্যে জরুরী ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ১৪,৪৮,৮৫০/- (চৌদ্দ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জরুরী ঔষধ বিতরণ করা হয়।

# সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Business Post
FRIDAY, 10 JUNE 2022



"Tackling inflation to protect people's purchasing power and boosting private sector investment among key challenges

**Rizwan Rahman**
President, DCCI

আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার ২৬ মে ২০২২

## লক্ষ্য বাণিজ্য

ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে চার দিনের সফরে রাজ্যে এসেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের এক প্রতিনিধিদল। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসারও তাদের উদ্দেশ্য। সেই সম্ভাবনার হালহকিকৎ বোঝার পাশাপাশি, এ দেশের সরকারি নীতিও কিছুটা সহজ করার আর্জি জানিয়েছেন কমিটির সদস্যেরা।

বুধবার ক্যালকাটা চেম্বারে এই সংক্রান্ত এক আলোচনাসভার পরে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট রিজওয়ান রহমান জানান, দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০০ কোটি ডলার। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, তা আরও ৬০% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের লগ্নির জন্য রয়েছে বিশেষ কর ছাড় এবং সহজে অনুমোদনের ব্যবস্থা।

The Daily Star
MONDAY, 08 AUGUST 2022

# Fuel price hike to have domino effect on economy: DCCI

STAR BUSINESS REPORT

The increase in gas tariff in June and the fuel price hike on Saturday will have an immediate negative impact on transportation, essential commodities and electricity, said the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday.

"This price hike of fuel, in addition to the recent price hike of natural gas, will have a country's total petroleum oil consumption. More than 90 per cent of the transportation sector is dependent on diesel.

Additionally, vehicles that are powered by octane and petrol will also have to bear an increased cost, said the chamber in a press release.

"This will also push up the domestic freight costs and eventually will lead to higher prices of essentials across the country."

agricultural products and gradually hampe food security and inflict further misery on the public."

Manufacturing industries are already suffering due to electricity rationing a higher diesel and liquefied natural gas price have forced the government to suspen the operations of diesel-run power plant temporarily.

The country has been experiencing up t

THE ASIAN AGE
SUNDAY, 13 NOVEMBER 2022

## Proper utilization of credit guarantee scheme inevitable for revival of CMSMEs

AA Business Desk

Bangladesh Bank Deputy Governor Abu Farah Md Nasser said that proper utilization of Credit Guarantee Scheme is inevitable for revival of Cottage Micro Small and Medium Enterprises (CMSMEs). He said although the Bangladesh Bank has created a fund of Taka 2000 crore for Credit Guaranty Scheme with a view to giving collateral free loan specially to the CMSMEs, but out of that amount only Taka 192 crore has been disbursed till today, which is not so much encouraging.

"Whereas proper utilization of this credit guarantee scheme is inevitable for the revival of CMSMEs," said Abu Farah Md. Nasser while addressing a workshop titled "Issues and Opportunities of CMSME Lending" as the chief guest organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) .Speakers at the workshop said if CMSMEs could be termed as the engine of economy, then CMSME financing is the fuel of that enezine, said a press release.

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

at this moment to control inflation, considering the global scenario. Nasser also urged the experts to think over developing

fully. Commercial banks and financial institutions sometime feel risky to give loans to CMSMEs. Till 2022, some 73.77 percent of the stimulus or Taka 147.46 billion has been disbursed, but most of those went to medium enterprises. Rizwan also said that regulators should give CMSMEs more access to information and communication technology, financial assistance so that they can have the ability of manufacturing a lot and competitiveness in supply chain process. Md. Jaker Hossain, Director, SME and Special Programmes Department of Bangladesh Bank presented the keynote paper. He said CMSMEs contribution to GDP is now 25 percent and in 2024 it will be around 32 percent. By the year 2027, it will reach to 40 percent.

So, there is no scope for growth without CMSME, he said. He also said that the Bangladesh Bank has a plan to disburse 50 percent of total loan to cottage, micro and small while 15 percent at least to women

সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র
সোমবার, ১৩ জুন ২০২২

## বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে পণ্যের মান-গ্রহণযোগ্যতার বিকল্প নেই



নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, 'বিশ্ববাজারে যথাযথ অবকাঠামোর কোন বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশনকে 'ই-পাসপোর্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দেশীয় পণ্যের অ্যাক্রেডিটেশন নিজ দেশে সম্পন্ন করা সম্ভব হলে রপ্তানি সম্পর্কিত সার্বিক ব্যয় দুটোই কমানো সম্ভব।'

সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, 'দেশীয় শিল্পপণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বাড়াতে অ্যাক্রেডিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া সময়ের খুবই জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার একটি কার্যকরী অ্যাক্রেডিটেশন অবকাঠামো ইকো-সিস্টেম নির্মাণে বদ্ধপরিকর। এ

শেয়ার বিজ
সোমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

## ঢাকা চেম্বার এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মধ্যে চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের শিল্পএলাকাই খাতের সার্বিক উন্নয়ন এবং সম্ভাব্য আর্থিক সমস্যেরা প্রতিবেদন সমাধানে একযোগে কাজ করবে এসএমইসহ খাতের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একযোগে কাজ করবে এবং আজকের এ সমঝোতায় চুক্তি পূর্বকার কাজের ধারাবাহিকতাকে আরও বেগবান করবে।

তিনি উল্লেখ করেন, দেশের শিল্পএলাকাই নীতিমালা সংশোধনের ও আইনের সংস্কার একান্ত আবশ্যক এবং এ লক্ষ্যে ডিসিসিআইসহ অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনগুলো বাঁধন দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার যোগাযোগের দেশীয় উদ্যোক্তাদের পরিবেশ,

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh
মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২




ডিসিসিআইয়ে 'বন্দরের পরিষেবায় খাতে কম ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাড়াতে করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনার বক্তব্য রাখছেন ও আলোচক ব্যবসায়ীরা

## বন্দর ব্যবস্থাপনায় লজিস্টিক নীতিমালা চান ব্যবসায়ীরা

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

বন্দরের পরিষেবা খাতে কম ব্যবস্থাপনার দেশে জাতীয় পরিষেবা নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা। বন্দরকে দেশের ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বন্দরের পরিষেবা খাতে কম ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারণের সম্ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারে এ আহ্বান জানানো হয়।

খাতে ব্যয় হ্রাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ

আমাদের সময়
সোমবার, ০৮ আগস্ট ২০২২

## জ্বালানির দাম বৃদ্ধি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ক্রমান্বয়ে কিছুটা কমে আসার পরও সরকার (৫ আগস্ট) ডিজেল, পেট্রল ও অকটেনের মূল্য সাড়ে ৪২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দেশের আপামর জনগণের জীবনযাত্রার পাশাপাশি সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

### সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিসিসিআই

গতকাল রবিবার ডিসিসিআই থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়।

ডিসিসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারীর প্রভাব কমে আসার পর, ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগে গতির সঞ্চার

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি

# আনন্দবাজার

The Daily Anandabazar

বুধবার, ৩১ আগস্ট ২০২২



রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি, ডিসিসিআই

## সেভেন সিস্টারে আরও পণ্যের প্রবেশাধিকার

অশোক দত্ত

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ তার প্রতিবেশীর দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। তবে বাংলাদেশ তার বিপরীত। এই সমস্যা সহযেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব। পার্শ্ববর্তী দেশে যেহেতু প্রায় একই সংস্কৃতি ও চাহিদা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিধি এবারে বাড়ানো সম্ভব। তাকে অর্থ সাশ্রয়ের সঙ্গে সময়ও কম লাগে। পারস্পরিক সম্পর্কও ভালো থাকে। এ বিষয় বিবেচনা করে দৈনিক আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে তারুণ-বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) সভাপতি ও ইউনিএশ লিমিটেডের

সমৃদ্ধশীল হয়ে থাকে তা হলো–

১. বাংলাদেশের সঙ্গে ভোলো পূর্ব আলোচনা ছাড়াই ভারতের দিক থেকে রপ্তানি সিদ্ধান্ত হয়। এতে রপ্তানি পরিকল্পনা ব্যহিত হয়ে যায়। ভারতীয় কাস্টমস কলস ২০২০ এর আর অনেক পণ্যকে কলস অব অরিজিন সার্টিফিকেশন ছাড়িলাভ পড়তে হয় যদিও সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

২. তিন্নিত্ত পণ্য ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাচারাল এন্ড ট্রেডিং ইনস্টিটিউশন-সার্টিফিকেটক স্বীকৃত নয়, যে কারণে দু'দেশের মধ্যে সার্টিফিট এবং ভেরিফোসার্টিফিট' অসামঞ্জস্যতা থেকেই যাচ্ছে।

৩. প্রসাধ প্রধান মুলবস্তুর যেমন- কেমাপেস্ট, ঘিঁি, সেমেন্ট ইত্যাদি বন্দরগুলোতে পণ্য অপসারিত অবকাঠামো সুবিধার আওতায় :

৪. যদিও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা দেশের সিমাবর এলাকাগুলোতে বাংলাদেশের শিল্প রপ্তানির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশি পণ্যের নীমিত প্রবেশাধিকার। সহায়ক নয়। ৫. বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানিতে প্রতি টন ১৯ টাকা থেকে ৫৫১.৭২ টা আটি-ডাম্পিং শুল্ক প্রশাসন করতে হয়, যে কারণে তারত আমাদের প্রধান পাট রপ্তানি বা সহজে সেখানে আমাদের পাট রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৬. সাম্প্রতিক আওতায় ভারতের বেশকিছু পণ্য সেনসেটিভ লিস্টে রয়েছে সেগুলোকে এর করতে হবে। যাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় প্রস্থ 'এলস সমস্যা সমাধানে সরকারিভাবে কী করলে কার্যক্রম প্রয়োজন?' অথবা সভাপতি লেখেন, দু'দেশের সরকার

১. রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিদ্যমান অন্তর বাধা দূরীকরণ, অন্তরকালীন অবকাঠামো উন্নয়ন, কলা সংক্রান্ত আটিলতা এবং আটি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহারের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া করতে হবে।

২. সাবকের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা দেশের সিমাবর এলাকাগুলোকে আরো বেশি মাত্রায় বাণা প্রবেশাধিকার এবং উত্তর দেশের মধ্যে বাণিজ্যর ক্ষেত্রে একটি সমবয় পরিষ্কির সিদ্ধি বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-সরকারকে আঞ্চলিক ও সহযোগিতামূলক বাজ না করলে পরিষ্কি না। পারস্পরিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এসব সমস্যাগুলোর সমাধান অত্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দে আন্তর সফরে প্রধান্য করবি।

প্রধানমন্ত্রী 'আরতে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধিকে ব্যবসায়িদের প্রতিনিধিকরণ কী কী?' প্রশ্নের জবাবে বিদেশভ্রমণ রাহমান জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সোহার্দ্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য বেড়ে প্রায় ১০ শিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যেখানে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের মতে, দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্যসম্পর্ক প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। কিন্তু কিছু শুল্ক ও অশুল্ক বাধার কারণে রপ্তানি-বাণিজ্য এলাস করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ থেকে সহজে সহজেশিক রপ্তানি পণ্য

# বাংলা ট্রিবিউন

বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ঢাকায় কিরগিজস্তানের দূতাবাস স্থাপনের আহ্বান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ মার্চ ২০২২, ১৭:৫০



বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ঢাকায় কিরগিজস্তানের দূতাবাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বারের ভারতাগ্রস্ত সভাপতি আহমদ হুক।

মুখবার (১৫ মার্চ) ডিসিসিআইয়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ভারতাগ্রস্ত সভাপতি আহমদ হুকের সঙ্গে ভারতে নিযুক্ত কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত এসিলেন ইসমাইল ঐথৈকআলো তিনি এই আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা চেম্বারের ভারতাগ্রস্ত সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশ ও কিরগিজস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বেশ সম্ভাবনাময় হলেও এখনও তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার পৌঁছায়নি' তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে দুদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি জানান, কিরগিজস্তান বাংলাদেশের হতে প্রধানত তৈরি পোশাক আমদানি করে থাকে, পক্ষান্তরে কিরগিজস্তান হতে বাংলাদেশ মূলত তুলা আমদানি করে থাকে। ডিসিসিআই ভারতাগ্রস্ত সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ কিরগিজস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ হতে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, প্লাস্টিক এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রভৃতি আমদানির আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। এছাড়া দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে ঢাকায় কিরগিজস্তানের দূতাবাস স্থাপনের প্রস্তাব করেন ডিসিসিআই ভারতাগ্রস্ত সভাপতি, যার মাধ্যমে সেশ দুটির সম্ভাবক ব্যবসায়ী পাশাপাশি ব্যবসায়ী সম্প্রসারিত মধ্যকার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও সম্প্রসারিত হবে।

কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রদূত এসিলেন ইসমাইল তার বেশ এবং বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্মনের ও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, কিরগিজস্তান বর্তমানে মুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলে প্রায় ৬০০০ পণ্য প্রশুলনিতে ৩৬মুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে এবং বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা তার মাধ্যমে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ হতে একটি ল প্রেরণেরও প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, ইতিমিন ব্যবহার কিরগিজস্তান শিল্প খাতের ব্যবহার চাহিদার তেনে তুলা উৎপাদন করে আসছে, বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতের উৎপাদকরা কিরগিজস্তান হতে সে তুলা আমদানি করতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং দূতাবাসের কনসুলার এক্টরিক কার্যকর্তৃকক এ সময় উপস্থিত

# Bangladesh Post

a daily with a difference

Monday, 28 March 2022

## 'Rwanda's infrastructure sector promising for Bangladeshi investors'

### *High Commissioner of Rwanda holds meeting with DCCI*

*Business Correspondent*



Bangladeshi investors have a good prospect in the growing infrastructure sector of Africa's one of the promising countries Rwanda, said Arman Haque, Senior Vice President of DCCI.

Haque requested Rwanda's importers to import steel, cement, eco-friendly brick, PVC pipe, electrical cable and skilled construction workers from Bangladesh.

He told these in a meeting of DCCI with the High Commissioner of Rwanda Ms. Mukangira Jacqueline based in New Delhi at DCCI Gulshan Center on Sunday.

Arman Haque also said that the bilateral trade volume between Bangladesh and Rwanda is very insignificant. Since Rwanda is a member of the East African Community (EAC) and Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA); Bangladesh can explore opportunities and forge collaboration with Rwanda in order to access other promising markets in the African continent, he added.

Besides, generic medicine, jute, contract farming and furniture have a good prospect for Bangladeshi entrepreneurs in Rwanda.

Arman Haque assured the High Commissioner that the Dhaka Chamber will extend its fullest cooperation in facilitating any business delegation from Rwanda.

High Commissioner of Rwanda Mukangira Jacqueline said that the existing trade relation with Bangladesh is very friendly and it will continue in future as well. She also said that Rwanda is the second fastest growing economy in Africa and fifth in east African region in terms of creating network readiness.

She mentioned that in Rwanda an entrepreneur can avail company registration in less than 6 hours. She invited Bangladeshi investors to invest in Rwanda with a view to capture large African market.

Later she urged for stronger collaboration between the businessmen of both the countries. She urged Dhaka Chamber to sign a MoU with its counterpart Chamber in Rwanda. She also urged upon frequent exchange of business delegation of both parties.

DCCI Vice President Monowar Hossain and Second Counsellor of the High Commission of Rwanda Irakoze Prosper were also present during the meeting.

# বণিক বার্তা

মুবরার, ০৬ এপ্রিল ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী



## ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার প্রমেদা সুদর্শন সেনেরিরতের গতকাল সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকা চেম্বারের উদ্ভবিত সহসভাপতি সালমান ফজলুল করিম, পরিচালক মুহাম্মদ সেলিমুজ্জামান ভূঁইয়া, সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের সেবা ও উৎপাদন খাত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, যেখানে শ্রীলংকার উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারেন। শ্রীলংকার হাইকমিশনার প্রমেদার সুদর্শন সেনেরিরতের বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি ৩ শতাংশ খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং খাত দুটির অধিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে শ্রীলংকার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্ব

# বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, ৩১ মে ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

## রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যবসা সহজীকরণে সহায়ক বাজেট চাই



রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

DCCI

স্বাস্থ্য ও বাসস্থানকে আমল বাজার, আমদানি ও তুলা আমদানি করতে আওতা বৃদ্ধি, কর ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অটোমেশন, চলমান্ত্রিক ব্যয়ভিত্তিক কর, আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকল্পে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট প্রণয়নে ব্যবসায়ী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেছে।

এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রথম ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর কর অব্যাহতি দেয়া, পণ্যভেদে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ৫ শতাংশ, পণ্যভেদে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ১০, পণ্যভেদে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ১৫, পণ্যভেদে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ২০ এবং অবশিষ্ট আয়ের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর দেশে কার্যরত এক লাখ টাকাউর্ধ্বকারী কর দেয়। আগামী ১৯ সালের মধ্যে এসব টাকাউর্ধ্বকারী কর দেয়া হয়েছে এমন করদাতাদের কার্যকারের কিছু ছাড় বা রেয়াত দেয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এককী কার্যকর কর হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব ব্যবসায়ী সংগঠনটির পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি।

ছেড়ে বেশ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্যাপারলি পিচিঙ এবং এফটিএ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেগোশিয়েশনের দক্ষতা আরো বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি, নেই সঙ্গে এফটিএর ওপর আমদের অধিক হারে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ করে বিদ্যমান করকাঠামোর প্রতিবন্ধকতা নিরসন ও যুগোপযোগীকরণ, ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য সম্প্রসারণে নীতি সহায়তা প্রদানের ওপর জোরারোপ করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২১ দশমিক ২৫ শতাংশে এবং ২০২১ সালে এডিচাইর পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এমতাবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগ এবং এফডিআই সংস্কার, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সব বন্দরের নিবন্ধান নিশ্চিতকরণ একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বর্তমানে লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট করহারে যথাক্রমে ২৯ দশমিক ৫ ও ৩০ শতাংশ। লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট করহারে ২ দশমিক ৫ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করেছি।

বাংলাদেশে করপোরেট করহার আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক করহারের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া বাংলাদেশে করপোরেট করহার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের তুলনায় ১০ শতাংশ, শ্রীলংকার তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি

এ করহারের আওতায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদদের এবং অন্যান্য ভাড়ির প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। আওতার বাইরে থাকা অটোমেটিক সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

আগামি অর্থবছরেরজন্য বাজেটবক্তৃতায় উপস্থাপনের প্রস্তাবিত ৩ দফা হলো– ১. আগামী অর্থবছরে ৩ দফা উপ-করকমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হলো? কেন কর

# বাংলাদেশ প্রতিদিন

আমরা জনগণের পক্ষে

বাজেট কেমন হলো ▮ রিজওয়ান রাহমান

## কর কর্মকর্তাদের বিচারিক ক্ষমতায় হয়রানি বাড়বে

রুহুল আমিন রাসেল

প্রস্তাবিত বাজেটে কর কর্মকর্তাদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদানের ফলে করদাতাদের ওপর কর বিভাগের হয়রানি ও হেনস্তা বাড়বে মনে করেন দেশের প্রাচীন বাণিজ্যিক সংগঠন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন– কোন যুক্তিতে একজন উপ-করকমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হলো?



প্রতিদিনের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। তাঁর মতে, প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুরোপুরি দিকনির্দেশনা নেই। এটা বিস্তারিত থাকা উচিত ছিল। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিই প্রস্তাবিত বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এই ব্যবসায়ী নেতা বলেন, এই বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি,

আমরা জনগণের পক্ষে

# বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার, ২৭ অক্টোবর ২০২২



## এলডিসি উত্তরণে রাজস্ব সংস্কার জরুরি : ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক : এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের রাজস্ব ও শুল্ক কাঠামোর আমূল সংস্কার, নীতিমালা সহজীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে পিটিএ এবং এফটিএ স্বাক্ষরের পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি একান্ত অপরিহার্য বলে মত দিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। গতকাল ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রতিযোগিতামূলক শুল্ক কাঠামো : প্রেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের উত্তরণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান মশিউল ইসলাম।

# ভোরের কাগজ

যুক্ত প্রদেশের প্রতিদিন

০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

## স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অটোমেশনের বিকল্প নেই

### ডিসিসিআইর সংবাদ সম্মেলন

কাগজ প্রতিবেদক : কর ও ভ্যাট আদায়ে বাবসায়ীদের অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে জানিয়ে রাজস্ব বোর্ড এনবিআরকে এমন নালিশ করা হলে ব্যবসায়ীদের ফাইল আটকে রেখে আরো বেশি জটিলতা বাড়ানো হয় বলে অভিযোগ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সহকারি-বেসরকারি খাতে এমন দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে ভবাবদিহিতা নিশ্চিতে নাসনাল কমিশন গঠনের দাবিও এ সংগঠনের। সংগঠনটির সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, একমাত্র অটোমেশনই ব্যবসায়ীদানের অনাস্য খাতে সব ধরনের দুর্নীতি রোধপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

গতকাল বুধবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহসভাপতি আরমান হক এবং সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রিজওয়ান রহমান জানান, এ বছর ঢাকা চেম্বার নিএমএসএই, বেসরকারি বিনিয়োগ ও এফডিআই, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, সমদ্র অর্থনীতি, দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল এনগেইজমেন্ট, কর ব্যবস্থাপনা এবং এলডিসি উত্তোরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহের ওপর অধিক হারে গুরুত্বারোপ করবে সভাপতি বলেন, কোভিড মহামারি করণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষ করে নিএমএসএসই খাতের উদ্যোক্তাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য আমাদের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন ডিসিসিআই সভাপতি এবং এ ব্যাপারে গবেষণা ও উন্নয়নে খাতে আরো বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার ওপর জোরারোপ করেন। নমদ্র অর্থনীতিকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, আমাদের ডিডিপিতে এ খাতে অবদান রয়েছে ৩.১ শতাংশ এবং এ সম্ভাবনাকে নাতিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি কার্যকর রূপরেখা প্রণয়নে দাবি জানান ডিসিসিআই সভাপতি।

রিজওয়ান রাহমান বলেন, এলডিসি উত্তোরণের পর বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। এমতাবস্থায় বাণিজ্যের প্যাপারলি পিচিঙ এবং এফটিএ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেগোশিয়েশনের দক্ষতা আরো বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। নেই সঙ্গে এফটিএর ওপর আমাদের অধিক হারে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ করে বিদ্যমান করকাঠামোর প্রতিবন্ধকতা নিরসন ও যুগোপযোগীকরণ, ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য সম্প্রসারণে নীতি সহায়তা প্রদানের ওপর জোরারোপ করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২১ দশমিক ২৫ শতাংশে এবং ২০২১ সালে এডিচাইর পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এমতাবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগ এবং এফডিআই সংস্কার, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সব বন্দরের নিবন্ধান নিশ্চিতকরণ একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বর্তমানে লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট করহারে যথাক্রমে ২৯ দশমিক ৫ ও ৩০ শতাংশ। লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট করহারে ২ দশমিক ৫ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করেছি।

বাংলাদেশে করপোরেট করহার আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক করহারের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া বাংলাদেশে করপোরেট করহার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের তুলনায় ১০ শতাংশ, শ্রীলংকার তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি

# বণিক বার্তা

বুধবার ২৫ মে, ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

## বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গে ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▪

দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে আজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সফরে যাচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) একটি প্রতিনিধি দল। ৪৫ সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদারের ও নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মোচন এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণই ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের কলকাতা সফরের মূল লক্ষ্য। ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা জানান, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদারকরণে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমন বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ আরো সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এটি দুই দেশের উন্নয়ন ও দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), কলকাতা চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স,

The Financial Express
Wednesday, 30 March 2022



UK Prime Minister's Trade Envoy Rushanara Ali (middle) met with business leaders at the Gulshan Centre of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in the city on Tuesday. DCCI President Rizwan Rahman (5th from left) chaired the meeting. Managing Director of Apex Group Syed Nasim Manzur (extreme right) was also present

# Private sector development real growth driver for BD economy

UK PM's trade envoy tells meeting with business leaders at DCCI

UK Prime Minister's Trade Envoy Rushanara Ali on Tuesday said Bangladesh has achieved tremendous success in the socio-economic sector.

She noted that coordination between public and private sectors is essential for the continuation of this progress.

She also said that the private sector development and trade expansion are the real growth drivers for Bangladesh's economy.

Rushanara Ali made the remarks at a meeting with Bangladeshi business leaders at the Gulshan Centre of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in the city, says a press release.

The visiting British trade envoy also called for enhancing bilateral partnership between the UK and Bangladesh.

Removing bottlenecks will open up more investment opportunities here, she said, adding: "We have to ensure poverty alleviation in line with the economic growth."

DCCI President Rizwan Rahman chaired the meeting attended by BGMEA Vice President Miran Ali, Founder and Managing Director of SBK Tech Venture Sonia Bashir Kabir, Group Chairman and Managing Director of United Group Moinuddin Hasan Rashid and Managing Director of Apex Group Syed Nasim Manzur.

Rizwan Rahman said bilateral trade between Bangladesh and the UK was about $ 2.53 billion and the UK is the 3rd largest export destination for Bangladesh and in the future it will grow further.

He invited British investments in the shipbuilding, RMG, agro-processing, leather and footwear, light engineering and skills development sectors of Bangladesh.

Bangladesh will enjoy duty-free, quota-free facility in the UK up to 2029, the DCCI president said and urged the UK to allow Bangladesh to enjoy this facility even after 2029.

Mr Rizwan also said that the Rules of Origin requirement facility can be eased and extended. Technical Barriers to Trade (TBT) needs to be reduced and rationalized, he added.

British High Commissioner in Dhaka Robert Chamberon Dickson said that Bangladesh's private sector is very strong and they are leading the economy from the front.

UK is strong in the service sector like education, healthcare and financial sector, he said, adding that in the industrial designing and skills development, Zone in Chattogram is a good place for attracting foreign investment and there are huge opportunities for the UK's investors as well.

Managing Director of Apex Group Syed Nasim Manzur said that Bangladesh needs to improve itself in the industrial product designing to attract quality buyers.

He also invited UK investments in the pharmaceutical, RMG, healthcare and education sectors of Bangladesh.

Founder and Managing Director of SBK Tech Venture Sonia Bashir Kabir said that the UK can invest in Bangladesh in forming a digital banking ecosystem.

Vice President of BGMEA Miran Ali said Bangladesh's RMG sector is now very competent in terms of compliance as well as world-class quality production.

Well-thought-out product designing capacity and synthetic cotton production have a good opportunity where UK and Bangladesh can work jointly, he added.

Group Chairman and Managing Director of United Group Moinuddin Hasan Rashid said, "We are still lagging behind in creating skilled nurses. The UK can help us in this sector."

Moreover, if UK universities come here to operate, it will have a good demand among the students, he added.

Senior Vice President of DCCI Arman Haque and Vice President

The Financial Express
FRIDAY, 30 SEPTEMBER 2022

# BD, Turkiye yet to tap full trade potential

## Says DCCI president

FE REPORT

The trade and investment opportunities between Bangladesh and Turkiye will open up further in future, said Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Rizwan Rahman on Wednesday.

The DCCI president is now leading an 86-member delegation of the trade body in Istanbul, Turkiye with an aim to explore new trade and investment opportunities.

He called upon the entrepreneurs of Turkiye to invest more in Bangladesh considering mutual benefits of the two brotherly countries. He made the call during Turkiye-Bangladesh business forum meeting arranged by the Istanbul Chamber of Commerce.

He said that the bilateral trade between Bangladesh and Turkiye was USD 871.55 million during the fiscal year (FY) 2020-21 which was in favour of Bangladesh.

He said that Bangladesh and Turkiye could work and advocate together to form an effective D-8 economic bloc.

Turkiye is the 23rd largest export destination of Bangladesh. It is the 29th largest foreign investor in Bangladesh with US$ 30.51 million, he maintained.

He urged Turkiye to transfer state-of-the-art industrial technology to Bangladesh.

Mr Rahman also sought capacity building of SMEs, research collaboration, strengthening agro-value chain and knowledge exchange.

He also said that the existing bilateral trade volume does not reflect the actual trade potential between these two friendly countries.

He later invited Turkish investors to invest in Bangladesh as well as import more from Bangladesh.

Burhan Polat, Executive Board Member of the Istanbul Chamber of Commerce, in the welcome address said that Bangladesh and Turkiye have been maintaining a friendly bilateral trade relation for long.

He said Bangladesh is one of the important countries in the South Asian region in terms of trade and investment and Bangladesh is maintaining a steady economic growth for the last few decades.

"Bangladesh should increase its export basket and the volume. Turkish market is one of the potential places for the Bangladeshi entrepreneurs," he said.

"Bangladesh in recent times is doing better in the leather, pharmaceutical, readymade garment (RMG) and light engineering sectors," he maintained.

He stressed sign trade agreement between the two countries to boost bilateral trade.

Mr Polat stressed enhancing liaison between the private sectors of the two countries.

Istanbul Chamber is one of the largest trade organisations in the world having more than 0.6 million (6 lakh) members.

Later the business delegation members of DCCI had an interactive business to business match making with more than 350 Turkish companies of different manufacturing and service sectors after the business forum.



Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Rizwan Rahman speaks at the Turkiye-Bangladesh business forum meeting arranged by the Istanbul Chamber of Commerce in Istanbul on Wednesday

The Financial Express
23 December, 2021



# Rizwan re-elected DCCI chief

FE REPORT

Rizwan Rahman has been re-elected president of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2022.

He was re-elected at the 60th annual general meeting (AGM) of the business chamber on Wednesday, according to a DCCI press release.

Mr Rahman, Managing Director of ETBL Securities & Exchange Ltd, was the president of outgoing board of directors of DCCI for 2021 term.

Meanwhile, Arman Haque has been elected as the senior vice-president and Monowar Hossain has been re-elected as the vice-president for the term 2022.

The new Board of Directors took over charge at the AGM held at DCCI Auditorium in the city's Motijheel.

Besides, the newly elected directors of DCCI include Malik Talha Ismail Bari, Md Abdul Mannan, Md Habib Ullah Tuhin, Md Junaed Ibna Ali, Sameer Sattar. and S M Golam Faruk Alamgir.

The re-elected President of DCCI, in his wide-ranging business career, headed several segments of ETBL Holdings Ltd, a renowned local conglomerate diversified in storage, furniture and print media etc.

He is also a director of Eastland Insurance Company Ltd and the country's oldest business daily The Financial Express.

He has been engaged with DCCI in different capacities since 2006 to contribute to the private sector development after completion of his higher education from the UK.

Mr Rizwan also served as the director of Bangladesh Chamber of Industries (BCI) and Bangladesh Philippines Chamber of Commerce & Industry (BPCCI), and former vice-president of Dutch-Bangla Chamber of Commerce & Industry (DBCCI).

In the meantime, the newly elected senior vice-president Arman Haque is the Chairman of InnStar Ltd and Arman Haque Denims Ltd, Managing Director of Gas 1 Limited and House of Sunshine Ltd.

Vice-president Monowar Hossain is the proprietor of Monowar Trading while he

The Financial Express
SATURDAY, 28 MAY 2022

# DCCI for involving pvt sector in policymaking

FE REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) suggested involving private sector in policy formulation process in order to enhance bilateral trade between Bangladesh and India.

DCCI President Rizwan Rahman came up with the suggestion at an interactive business networking seminar with the Indian Chamber of Commerce (ICC) at its headquarters in Kolkata on Thursday.

"The private sector should be involved in the policy formulation process to make the policies easier for (doing) business between the two countries," he said.

Mr Rahman, who is leading a 47-member delegation of the DCCI, also said businesses have no border.

"The existing BD-India bilateral trade of about US$ 10 billion is not adequate. There are avenues of opportunities in cross-border trade, especially in the areas like healthcare

ing the Indian north-eastern region with Kolkata.

Later, he also urged for ensuring better infrastructure of the land-ports.

Deputy High Commissioner of Bangladesh in Kolkata Andalib Elias

lenges in bilateral trade. But all problems can be solved - through regular discussions - to achieve our goals," he added.

ICC President Pradeep Sureka said, "The economic, historical and cultural relationships shared between India and




Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) President Rizwan Rahman (3rd from right) speaking at an interactive business networking seminar with the Indian Chamber of Commerce (ICC) at its headquarters in Kolkata on Thursday

paper, which said healthcare tourism is one of the prosperous areas to work on.

"Bangladesh is the biggest development partner of India today. Dhaka invited Indian companies to invest in Bangladesh's infrastructure sector that requires an investment of about US$20 billion a year till 2030," he noted.

Ashish Middha, Director - Branch Secretariat and RPO, Ministry of External Affairs - the Government of West Bengal, said Bangladesh has emerged not only as India's largest trading partner in South Asia, but also as one of India's top five export destinations.

At present, more than 350 reputed Indian companies are registered in Bangladesh with $3.5 billion FDI. After completion of the Indian economic zones (EZs) in Bangladesh, more Indian investors will go there, he added.

Sobhandeb Chattopaddhyay,

বণিক বার্তা
বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী




## ডিসিসিআই সেমিনারে বক্তারা

# বাংলাদেশ-হংকং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়

বাংলাদেশ ও হংকংয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ বিভিন্ন শুল্ক সুবিধা দিচ্ছে। যার সুযোগ নিয়ে হংকংয়ের উদ্যোক্তারা এদেশে আরো বেশি বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত হংকংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজন করে সেমিনারটি। গত ১২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এটি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বেশ বড় ও শক্তিশালী। যেটি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসার বিষয়টিকে উদ্বুদ্ধ করবে। —বিজ্ঞপ্তি

The Financial Express
SATURDAY, 01 OCTOBER 2022

# DCCI suggests campaign in Turkiye to attract FDI

FE REPORT

Bangladesh needs to campaign in Turkiye to woo more foreign direct investment (FDI) for mutual benefits of the two Muslim brotherly countries, said the president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

DCCI president Rizwan Rahman made the call during a forum on 'Exploring trade and investment opportunities between Bangladesh and Turkiye' hosted by the Foreign Economic Relations Board of Turkiye (DEIK) in Istanbul on Thursday.

An 86-member business delegation, led by the DCCI chief, is now visiting Istanbul with a view to exploring a new horizon of trade and investment opportunities and attracting FDI from Turkiye.

"Even during the Covid-




DCCI president Rizwan Rahman speaks at a forum on 'Exploring trade and investment opportunities between Bangladesh and Turkiye' hosted by the Foreign Economic Relations Board of Turkiye (DEIK) in Istanbul on Thursday

The DCCI chief suggested forming a joint economic commission with the knowledge, expertise, technology and research, citing that "Bangladesh is ready to

business delegations be exchanged as the best option for that.

investors may explore this opportunity. Infrastructure development, policy reforms and ease of business registration process will attract Turkish investors...," he observed.

Bangladesh Ambassador in Ankara Mosud Mannan said the existing bilateral trade has the potential to reach $2.0 billion, urging the private sectors of both countries to play the role of catalysts for that.

Despite a language barrier existent between the two countries, it still can be overcome, he asserted.

Mr Mannan said Bangladesh would establish 100 economic zones with different lucrative packages to foster foreign investors to come and invest in Bangladesh.

More than 110 companies invited by DEIK joined for an interactive B2B session with the DCCI busi-

বণিক বার্তা

বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী




## ডিসিসিআই সেমিনারে বক্তারা

# বাংলাদেশ-হংকং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়

বাংলাদেশ ও হংকংয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ বিভিন্ন শুল্ক সুবিধা দিচ্ছে। যার সুযোগ নিয়ে হংকংয়ের উদ্যোক্তারা এদেশে আরো বেশি বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত হংকংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজন করে সেমিনারটি। গত ১২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এটি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বেশ বড় ও শক্তিশালী। যেটি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবে। —বিস্তারিত

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, ২৬ জুলাই ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

# ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন। গতকাল ডি-৮ সভ্য পাকিস্তান ও মাইক্রোনেশিয়া বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ আহ্বান জানান তিনি। ডিসিসিআই ওপলাস সেন্টারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে পাকিস্তান-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৫৪ লাখ ১৬ হাজার ডলার। এরমধ্যে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যকার যোগাযোগ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামীতে ব্যবসা-বিনিয়োগের এ ধারাবাহিকতা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমাধান সংক্রান্ত, যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন, ট্রাডিফ ও নন-ট্রাডিফ চ্যালেঞ্জ প্রতিকারকরণ বিষয়ক প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।

দ্য ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ইফতেখার ইকবাল শেখ বলেন, আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সম্প্রসারণের বিশেষ করে সমুদ্রপথে রফতানিতে পাকিস্তান বাংলাদেশ এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে করছে, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতি হতে পারে। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিস্কুট, তৈরি পোশাক, কৃষিপণ্য, পাট ও পাট পণ্য, হালাল পণ্য, সিরামিক পণ্যের সাথে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

অন্যদিকে ডিসিসিআই সভাপতির মতবিনিময়কালে বাংলাদেশে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলেহ বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে দুদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার, যেখানে বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ ছিল ৬৮ হাজার ডলার। এরমধ্যে বাংলাদেশের আমদানির এলএনজি উৎসাহকদের মধ্যে নিগেরিয়া অন্যতম। তিনি ৩ হাজার ও ৯২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশের প্রচুর ও থাকের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাংলাদেশে ও

বিশ্বসেরা জিপিএই কোয়ান্টাম স্টিল
QUANTUM
GPH ispa

বণিক বার্তা

২৩ জানুয়ারি, ২০২১ সমৃদ্ধির সহযাত্রী



রিজওয়ান রাহমান আরমান হক মনোয়ার হোসেন

# ফের ডিসিসিআইয়ের সভাপতি হিসেবে রিজওয়ান রাহমান

২০২২ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি ও ইটিবিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান রাহমান। একই সময়ের জন্য

the dailyobserver

We stand for people's rights

FRIDAY, 02 DECEMBER 2022




**DCCI President Rizwan Rahman (middle) flanked by Executive Chair of Chambers Wales and leader of the delegation Paul Slevin (left) and DCCI Senior Vice President Arman Haque (right) speaking at a meeting between members of DCCI and Chambers Wales delegation at the DCCI Auditorium on Thursday.**

# DCCI, Chambers Wales discuss trade, investment possibilities

**Business Correspondent**

The business networking meeting between Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and visiting 10-member business delegation from Chambers Wales was held at the DCCI Auditorium on Thursday.

Welcoming the delegation from Chambers Wales, UK DCCI President Rizwan Rahman said Bangladesh and the UK maintain a friendly diplomatic tie and bilateral relation since ages.

"UK is the third largest export destination of Bangladesh and we kept maintaining positive trade balance with the UK. Bilateral trade reached approximately USD 4.11 Billion in FY21, of which, Bangladesh exports around USD 3.75 Billion," Rizwan Rahman said. UK is the second largest foreign investor in Bangladesh. To make mutually beneficial economic relation, upon Brexit and LDC graduation of Bangladesh, FTA or CEPA can be signed to expedite bilateral economic relation.

He also urged for setting up a Trade Support desk in association with Chambers Wales to assist likely trade deals and business proposals for the British investors. Moreover, we can conduct joint research to identify market needs aiming at the UK and Welsh market for export growth in the promising sectors, he added.

Executive Chair of Chambers Wales and leader of the delegation Paul Slevin said that Bangladesh in recent past have done a tremendous prospect in the infrastructure sector. It's a changed and different Bangladesh, he added.

He said now it is time for action and execution as we are serious about business. UK investors are keen to do partnerships here in Bangladesh with their state-of-the- art intellect, knowledge and skills to help Bangladesh for its journey towards being a developed nation.

He admired the preeminent role of Bangladeshi private sector in building the economy, he said. Later he said that UK investors are already here and more eager to do business in Bangladesh and they are being engaged with various new ventures already. DCCI Senior Vice President Arman Haque, Directors Sameer Sattar, Malik Talha Ismail Bari also spoke on the occasion.

বণিক বার্তা

বুধবার ২৫ মে, ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

# বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গে ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে আজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সফরে যাচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) একটি প্রতিনিধি দল। ৪৫ সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদারের ও নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মোচন এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণই ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের কলকাতা সফরের মূল লক্ষ্য। ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা জানান, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদারকরণে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমন বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ আরো সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এটি দুই দেশের উন্নয়ন ও দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), কলকাতা চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনায় অংশ নেবেন। এছাড়াও একটি বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগদান করবে প্রতিনিধি দলটি। পাশাপাশি ডিসিসিআই প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন করবে।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য ও এন্টারপ্রাইজ এবং অর্থ, কৃষি এবং কো-অপারেটিভস মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। ২৮ মে প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফিরবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

The Daily Star
Thursday, 10 March, 2022




# Dhaka chamber for cuts in corporate tax rate

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) yesterday urged the revenue administration to cut the corporate tax for listed and non listed companies by 2.5 percentage points in the next fiscal year (FY) of 2022-23.

Currently the tax rate for companies listed on the stock exchanges is 22.5 per cent while non- listed ones 30 per cent.

"If the government cuts the corporate tax rate, it will boost local and foreign investment," said DCCI President Rizwan Rahman.

The chamber placed a total of 40 recommendations for the upcoming national budget of FY 2022-23 during a meeting with National Board of Revenue Chairman Abu Hena Md Rahmatul Muneem at the latter's office in the capital.

Rizwan also proposed slashing the tax on income of corporate dividend from the existing 20 per cent to 10 per cent.

He said it would encourage local investors to go for reinvestments as well as boost the efficiency of the stock markets.

Rizwan also recommended that the annual turnover tax exemption for businesses be increased to turnovers of up to Tk 4 crore from the existing Tk 3 crore.

He also requested to impose turnover tax based on value addition to products or profit margins.

The DCCI chief proposed to increase the tax free income limit for individual taxpayers from the existing Tk 3 lakh to Tk 4 lakh taking into consideration rising inflation and living costs.

He said about 27 lakh taxpayers regularly submit their returns on an average every year, which was very nominal for an economy like Bangladesh's.

Only 37 per cent of 62.77 lakh registered taxpayers filed income tax returns until January 2 this year, the last day for filing income and wealth statements by individuals, according to the NBR.

**BCI PROPOSALS**

Meanwhile, in its budget proposal, Bangladesh Chamber of Industries (BCI) called for formulating policies for financing from the special fund created by the government to encourage young entrepreneurs.

In absence of proper policies, the benefit of the fund could not be realised, said BCI President Anwar-ul Alam Chowdhury (Parvez).

It suggested full digitisation of tax systems to modernise the tax administration and encourage people to comply with rules.

The BCI proposed tax rebate for firms that will employ persons with disabilities and transgender people.

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ২৬ জুলাই ২০২২ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

# ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) তারাপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন। শুক্রবার ডি-৮ সদস্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ আহ্বান জানান তিনি। ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোয়ার হোসেন জানান, ২০৪০-২১ অর্থবছরে পাকিস্তান-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৫৪ লাখ ১০ হাজার ডলার। এছাড়া দুই দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যকার যোগাযোগ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্পর্কারণ এবং যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামীতে ব্যবসা-বিনিয়োগের এ খাতাবাহিকতা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, ডি-৮ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কারণে প্রয়োজনীয় নীতিমালার সংস্কার, যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ডিসিসি ও সম-বিশেষ করে সফটওয়্যার রপ্তানিতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি করছে, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক হতে পারে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শিল্পখাতের ওষুধ, তৈরি পোশাক, কৃষিপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হালাল পণ্য, শিরামিক পণ্যের পাকিস্তানে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

অন্যদিকে ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আহমেদ সুলেহ বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে দুদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার, যেখানে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ কোটি ১৫ লাখ ৫ হাজার ও ৮২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। তিনি দুদেশের এলএনজি উদ্যোক্তাদের মধ্যে সিমাবিধি আন্তঃসংযোগের প্রস্তাব করেন। তিনি আমদান

QUANTUM
GPH ispat
বিশ্বসেরা জিপিএইচ কোয়ান্টাম স্টিল

The dailyobserver
We stand for people's rights
Sunday 20 February, 2022

# 'Resilient pvt sector contributing to economy despite C-19 fallout'

Business Correspondent

Bangladesh Bank (BB) Governor Fazle Kabir said the country's resilient private sector has been recovering from Covid fallout and resuming its contribution to the economy.

FBCCI President Md. Jashim Uddin said that prices of commodities in the international market increased. In that case cost of import and duty also increased. But the economy is yet to be recovered, he said. He said due to disrupted global supply chain system the international market becomes little bit volatile. For controlling inflation he recommended to redesign duty structure suggested to compensate the agro-businesses with lower transportation and fuel cost.

Rizwan Rahman said about 7.8 million CMSMEs in Bangladesh constitute over 97% of the total industrial units. CMSMEs contribute to 45% of manufacturing value addition and the contribution of SMEs is only around 25% of the GDP. For this sector, collateral-free, cash flow based loans




The Business Post
23 January, 2022

# DCCI stresses knowledge on VAT, tax for sustainable business success

Staff Correspondent

DCCI Acting President Arman Haque on Friday emphasised on having proper knowledge of VAT and income tax for achieving long-term business success in the current competitive global market.

He also said that adequate knowledge about rules and procedures of VAT and income tax helps a businessman to run the business professionally.

While addressing the inaugural ceremony of two six-month long post-graduate diploma course of DCCI Business Institute on 'Customs, VAT & Income Tax Management (CVITM)' and 'International Trade (Export & Import) Management (ITM)' as the chief guest, Arman Haque made the remarks.

Arman Haque said that one should have a clear idea about VAT and income tax and other tax formalities to run business successfully.

He also said that the world is becoming more connected and competitive than ever. The relation between different countries is getting stronger advancement of export and import business and technology. As the world becomes more connected, international trade can be a useful asset to bring people and countries together, he aded.

Afsarul Arifeen, Secretary General of DCCI, Md Joynal Abdin, Executive Secretary of DCCI, Farheen Hassan, head of department MGMT & HRM, FBA at AIUB, and course coordinator Tamanna Sultana, Joint Executive Secretary of DBI were also present on the occasion, among others.




The dailyobserver
We stand for people's rights
FRIDAY, 02 DECEMBER 2022




DCCI President Rizwan Rahman (middle) flanked by Executive Chair of Chambers Wales and leader of the delegation Paul Slevin (left) and DCCI Senior Vice President Arman Haque (right) speaking at a meeting between members of DCCI and Chambers Wales delegation at the DCCI Auditorium on Thursday.

# DCCI, Chambers Wales discuss trade, investment possibilities

Business Correspondent

The business networking meeting between Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and visiting 10-member business delega-

Rahman said. UK is the second largest foreign investor in Bangladesh. To make mutually beneficial economic relation, upon Brexit and LDC graduation of Bangladesh, FTA or CEPA can be signed to expedite bilateral economic

the infrastructure sector. It's a changed and different Bangladesh, he added.

He said now it is time for action and execution as we are serious about business. UK investors are keen to do partnerships here in Bangladesh with their

The Daily Star
MONDAY, 08 AUGUST 2022

# Fuel price hike to have domino effect on economy: DCCI

STAR BUSINESS REPORT

The increase in gas tariff in June and the fuel price hike on Saturday will have an immediate negative impact on transportation, essential commodities and electricity, said the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday.

"This price hike of fuel, in addition to the recent price hike of natural gas, will have a domino effect on the entire economy."

On Saturday, the government raised the price of diesel and kerosene by 42.5 per cent and petrol and octane by 51.1 per cent and 51.7 per cent respectively, in order to help state-run Bangladesh Petroleum Corporation, the lone importer, refiner and supplier of petroleum products in the country, cut losses.

In June, the government hiked the gas price by 22.8 per cent.

"The cumulative impact of the price hike of fuel will cause inflationary pressure on the econom by raising the operating cost of all energy-dependent businesses and industries," the chamber warned.

Diesel is the most consumed fuel in Bangladesh, accounting for 73 per cent of the country's total petroleum oil consumption. More than 90 per cent of the transportation sector is dependent on diesel.

Additionally, vehicles that are powered by octane and petrol will also have to bear an increased cost, said the chamber in a press release.

"This will also push up the domestic freight costs and eventually will lead to higher prices of essentials across the country."

The government increased the price of all fuels despite the gradual fall in global energy prices in recent times, according to the DCCI.

On Thursday, oil prices dropped to their lowest levels since Russia's invasion of Ukraine in February this year as the possibility of an economic recession globally is growing.

Benchmark Brent crude futures settled down 2.75 per cent at $94.12, the lowest close since February 18, reported Reuters.

Another major impact, said the chamber, will be on the production cost of agricultural products as diesel is widely used for irrigation purposes.

"Recurring fuel and fertilizer price hikes will directly impact the production cost of agricultural products and gradually hamper food security and inflict further misery on the public."

Manufacturing industries are already suffering due to electricity rationing as higher diesel and liquefied natural gas prices have forced the government to suspend the operations of diesel-run power plants temporarily.

The country has been experiencing up to two-hour power outages since July 19 as the government announced the load-shedding as part of its measures to save foreign currencies, whose reserves have fallen below $40 billion for a record high in import bills.

The DCCI recommended austerity in consumption and reduction in the fuel price as soon as it comes down in the international market considering its negative impact on the economy.

It called for ensuring a long term energy security, drawing up a long-term strategy and continuing onshore, offshore gas exploration, energy-mix and cost- and energy efficient electricity generation.

"Moreover, austerity in consumption should be strictly followed," it said.

The dailyobserver
We stand for people's rights
WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2022

# BD businesses seek tariff reduction in Turkiye

Business Correspondent

The President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Rizwan Rahman met the Turkish Minister for Trade Dr. Mehmut MUS at his Ministry in Ankara, Turkiye on Sunday and said the existing annual bilateral trade of some $900 between the two countries could be boosted over $ 2 billion through more trade diversification.

During the meeting, Rizwan Rahman also said that the progress in public-private and B2B partnership between the two countries remain low. He said that Turkish investors can consider Bangladesh's 100 economic zones and 28 high-tech parks as their preferred investment destination.

He also requested the Minister to allow extend the current duty free quota free tariff line facility to Bangladesh which is now 79.9% for trade growth. Moreover, Joint Economic Commission meetings should be held regularly to arrange effective joint exhibitions and seminars on bilateral economic issues and address trade issues.

Furthermore, Bangladesh and Türkiye can work and advocate together to form an effective D-8 economic bloc. Bangladeshi ceramic products do not get duty free quota free access to Turkish market rather 19% tariff is imposed on this product. Turkiye added an extra 17% tariff for Bangladeshi RMG products. He then requested the Minister to relax these tariffs on RMG and ceramic products for Bangladesh's export growth.

Turkish Minister for Trade Dr. Mehmut MUS agreed that the bilateral trade between these two countries is not up to the He also termed Ban attractive investment

Both the countrie together to enhance ume. He said that fe panies are already d nesses in Bangladesi doing very well. And t be an example for ot Bangladesh.

Ambassador of I Ankara Mosud Manna present during the me



DCCI President Rizwan Rahman (right) meets Turkish Minister for Trade Dr. Mehmut MUS at the Ministry in Ankara, Turkiye on Sunday.

দৈনিক বাংলা
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২২

ঢাকা চেম্বারের কর্মশালা

# ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে প্রধান বাধা আর্থিক সহায়তার অভাব

প্রতিবেদক, দৈনিক বাংলা

আর্থিক ও নীতি সহায়তার অপ্রতুলতা দেশের সিএমএসএমই খাত বিকাশে প্রধান বাধা। আর্থিক খতিয়ান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক নথিপত্রের অভাবে এ খাতের উদ্যোক্তারা প্রায়ই ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। ডিসিসিআই আয়োজিত 'সিএমএসএমইদের অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালায় গতকাল শনিবার বক্তারা এ কথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মো. নাসের। তিনি বলেন, ফ্রেন্ডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করলেও আজ পর্যন্ত সেখান থেকে বিতরণ হয়েছে মাত্র ১৯২ কোটি টাকা।

রিজওয়ান রাহমান বলেন, আর্থিক এবং নীতি সহায়তার অভাবে এসএমই খাতের দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আর্থিক খতিয়ান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক নথিপত্রের ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের সিএমএস খাতের উদ্যোক্তারা প্রায়ই ব্যাংকের ঋণ সহায়তা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

দৈনিক বাংলা
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২২

"আর্থিক খতিয়ান ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক নথিপত্রের ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের সিএমএস খাতের উদ্যোক্তারা প্রায়ই ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।"

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি, ডিসিসিআই



দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ০২ ডিসেম্বর ২০২২

# তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্রিটিশ বিনিয়োগ আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বর্তমানে প্রায় ২০০টি ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যাংকিং, টেক্সটাইল, কেমিক্যাল, ওষুধ ও জ্বালানি প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করেছে। গত অর্থবছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১১ কোটি মার্কিন ডলার, যেখানে বাংলাদেশ প্রায় ৩৭৫ কোটি ডলারের পণ্য যুক্তরাজ্যের বাজারে রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব-সম্পদে পরিণত করতে এ খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবন খাতেও বিনিয়োগের জন্য ওয়েলসের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

বাংলাদেশ সফররত সাত সদস্যবিশিষ্ট চেম্বার্স ওয়েলসের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকা চেম্বারের 'বাংলাদেশ-ইউকে বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং' গতকাল বৃহস্পতিবার ডিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্যের বাজার বাংলাদেশের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানির গন্তব্যস্থল উল্লেখ করে এ সময় রিজওয়ান রাহমান বলেন, আমাদের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল হলেও হিমায়িত খাদ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, বাইসাইকেল এবং পাটপণ্য ব্রিটেনে প্রচুর চাহিদা




রয়েছে। ব্রেক্সিট এবং এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তী সময়ে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

চেম্বার্স ওয়েলসের নির্বাহী চেয়ারম্যান পল গ্রেভিন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে অনুসরণীয় উন্নতি সাধন করেছে, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির এ পরিবর্তনে দেশটির বেসরকারি খাতের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি ওয়েলসের বেসরকারি খাত বাংলা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পার্টনারশিপ সম্প্রস অত্যন্ত আগ্রহী।

তিনি আরো বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খা মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্রিটে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা বাংলাদে তরুণ সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদের পূ পাশাপাশি বর্তমান সময়ে তথ্যপ্র চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজে লাগতে প ডিসিসিআই সহসভাপতি মনোয়ার হোসে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপ ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

# প্রণোদনার অর্ধেক টাকাও পাননি ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তারা

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ** মহামারী করোনার প্রকোপের প্রেক্ষিতে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের জন্য দু'দফায় ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করে সরকার। তবে ওই প্রণোদনা প্যাকেজের অর্ধের অর্ধেকও পাননি এ খাতের উদ্যোক্তারা। সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব, সিএমএসএমই সংজ্ঞায়নের জটিলতা, জটিল ঋণ বিতরণ পদ্ধতি, উদ্যোক্তাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট না থাকা, ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল সম্পর্ক, জামানত সংক্রান্ত সমস্যা এবং এসএমই তাটাবেজের অনুপস্থিতির কারণে প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ঋণ সহায়তা পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন সিএমএসএমই উদ্যোক্তারা।

শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া' শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় এমন অভিমত দেন আলোচকরা।

ডিসিসিআই আয়োজিত এই কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ জাকির হোসেন সমানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রধান, বিনিয়োগ প্রশাসন) মোঃ রফিকুল ইসলাম।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, শিল্প খাতে ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৪৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন করে সিএমএসএমই খাত। তবে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং নীতিগত সহায়তার অভাবে সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না।

তিনি বলেন, করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমইদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ খাতে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা

**ডিসিসিআই আয়োজিত ভার্চুয়াল কর্মশালা**

হয়। তবে এ খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই সংজ্ঞায়নের জটিলতা, সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব, জটিল ঋণ বিতরণ পদ্ধতি, উদ্যোক্তাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট না থাকা, ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল সম্পর্ক, জামানত সংক্রান্ত সমস্যা, এসএমই ডাটাবেজের অনুপস্থিতি সমস্যা তৈরি করে। এসব কারণে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় সহায়তা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়েছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা।

প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের অর্ধেকের বেশি ঋণ এখনও বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে এই প্রণোদনা প্যাকেজের যথাযথ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ জকির হোসেন বলেন, দেশের অর্থনীতিতে সিএমএসএমই খাতের অবদানের বিষয়টি মাথায় নিয়েই এ খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য ইতোমধ্যে দু'দফায় ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে এ ঋণ বিতরণের হার সন্তোষজনক নয়।

তিনি বলেন, প্রথম ধাপের ২০ হাজার কোটি টাকা থেকে ইতোমধ্যে ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এড়াড়া দ্বিতীয় ধাপের ২০ হাজার কোটি টাকা থেকে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬ হাজার ২১৭ কোটি টাকা সিএমএসএমই খাতে বিতরণ করা হয়েছে। যা প্রদত্ত প্রণোদনা প্যাকেজের মাত্র ৩১ শতাংশ। এটা আসলেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক আরও বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তা এবং আর্থিক খাতের মধ্যকার সমন্বয়ের অভাবের কারণে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সুদনা, রপ্তানি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের ঋণ বিতরণের অবস্থা পর্যালোচনায় ওইসব এলাকা পরিদর্শন করেছে। ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

যুগান্তর

০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

## অর্থনৈতিক বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে

রিজওয়ান রাহমান

সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি *(ডিসিসিআই)*



দেশের বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক 'যুগান্তর'-এর ২৩ বছর পদার্পণ উপলক্ষ্যে আমার ব্যক্তিগত ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ এ পথচলায় যুগান্তর দেশের সর্বস্তরের জনগণের কথা বলে এসেছে এবং আশা করি সামনের দিনগুলোতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। ঢাকা চেম্বার বিশ্বাস করে, বিশেষ করে

যুগান্তর

শনিবার, ১১ জুন ২০২২

## ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

# বাজেট ব্যবসাবান্ধব বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং

যুগান্তর প্রতিবেদন



রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি, ডিসিসিআই

**যুগান্তর প্রতিবেদন ঃ** ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বলছে, প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি খাতটি, অর্থায়ন প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি খাতটি ও

জনকণ্ঠ
শুক্রবার, ২১ অক্টোবর ২০২২

# বাংলাদেশ- ভিয়েতনাম দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২ বিলিয়ন ডলার হওয়া সম্ভব

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ** দেশের কৃষি, জাহাজ নির্মাণ, ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল, ওষুধ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং হালকা প্রকৌশল খাতে ভিয়েতনামের উদ্যোক্তাদের একক ও যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। ডিসিসিআইর মতে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হওয়া সম্ভব। মঙ্গলবার ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্য আলোচনা সভা এবং বিটুবি ম্যাচ-মার্কিন ডলার। তবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন, বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আদান-প্রদান এবং বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যকার যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

## ঢাকা চেম্বারের আলোচনা

মেকিং সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এসব কথা বলেন। ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডু হ্যাঙ্ক হায়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফরভুক্ত ৩১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আলোচনা ও বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, ২০২১ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্য ছিল ৭৩৯.৮৯ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ভিয়েতনামে রপ্তানি করেছে ৬৯.৮৯ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি করেছে ৬৭০ মিলিয়ন ডলার। বাণিজ্য ঘাটতি ৬০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ভিয়েতনামে রপ্তানি করে মূলত কাঁচা তুলা, সয়াবিন তেল, প্লাস্টিক পণ্য, ওষুধ, ফার্মাসিউটিক্যালস, কাগজ, কাগজের মণ্ড, ফল, ফলের রস, ঔষধি পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী, ফুটওয়্যার, ফুটওয়্যার পার্টস, ইস্পাত, লোহা, ইস্পাত ও লোহার তৈরি পণ্য, সুতা, কাপড়, তুলা, তুলাজাত পণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, প্লাস্টিক পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য

সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র
সোমবার, ১৩ জুন ২০২২

# বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে পণ্যের মান-গ্রহণযোগ্যতার বিকল্প নেই



নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, 'বিশ্ববাজারে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণে পণ্য এবং সেবার মান ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। পণ্যের মান ও গ্রহণযোগ্যতাই ভোক্তার মনে আস্থা তৈরি করে। যার মাধ্যমে বিকশিত হয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ।'

গতকাল রাজধানীর ঢাকা চেম্বারে 'অ্যাক্রেডিটেশন: টেকসই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

যথাযথ অবকাঠামোর কোনো বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশনকে 'ই-পাসপোর্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দেশীয় পণ্যের অ্যাক্রেডিটেশন নিজ দেশে সম্পন্ন করা সম্ভব হলে রপ্তানি সম্প্রসারণের পাশাপাশি সময়-ব্যয় দুটোই কমানো সম্ভব।'

সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, 'দেশীয় শিল্পপণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বাড়াতে অ্যাক্রেডিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হলেও আমাদের শিল্পখাতের অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পণ্যগুলো, যেমন: চামড়া, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক, হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতির রপ্তানি আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে টেকসই ব্যবসায়িক পরিবেশ বাস্তবায়নে সরকার গৃহীত সমন্বয় খুবই জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার একটি কার্যকরী অ্যাক্রেডিটেশন অবকাঠামো ইকো-সিস্টেম নির্মাণে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে সরকার একটি মান নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়েও চিন্তাভাবনা করছে।'

সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখা যাবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে

NEWAGE
SUNDAY, 30 OCTOBER 2022
THE OUTSPOKEN DAILY



Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Rizwan Rahman speaks at a seminar on 'Journey of CMSMEs from startup to scale up: prospects and challenges' organised by the DCCI in the capital Dhaka on Saturday. ICT Division senior secretary Nm Zeaul Alam, Bangladesh Securities and Exchange Commission commissioner Shaikh Shamsuddin Ahmed, Foodpanda Bangladesh Limited managing director and chief executive officer Ambareen Reza, Bangladesh Angels CEO Nejhor Rahman, Chaldal Limited finance director Tanveer Rashid and Pathao CEO Fahim Ahmed were also present. – New Age photo

## Success rate of startups to pave way for others: businesses

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

BUSINESSES at a seminar Saturday said the success rate of startups would pave the way for others to come in the competitive market.

They said although startups are doing relatively well in Bangladesh, but the success rate is not quite satisfactory because of various problems including regulatory issues like lack of access to finance, age-old valuation process, lack of private equity and incubation.

The speakers said this while addressing a seminar on 'Journey of CMSMEs from startup to scale up: prospects and challenges' organised by the DCCI in the capital Dhaka on Saturday.

Speaking at the seminar as the chief guest, senior secretary of the ICT Division Nm Zeaul Alam said that CMSMEs and startups directly or indirectly created a large number of employments.

Although there is a failure rate in the startups but it is not making any loss rather it is learning for future endeavours, he said.

The senior secretary said that the government was working hard to create a startup ecosystem in the country through various initiatives.

'Technical centres are being established in the upazila level where startups will get space to work side in the hi-tech parks

ber of Commerce and Industry on Saturday.

there will be ample opportunities for startups,' he said.

The government has taken an initiative for forming a draft startup policy, he said, adding: 'A payment gateway platform under the initiative of the government named 'Binimoy' will be launched soon. Data protection is also an important element for an effective ecosystem of startups.'

While speaking as special guest, Shaikh Shamsuddin Ahmed, commissioner of Bangladesh Securities and Exchange Commission, said that in the recent industry policy SME as well as startups got much priority.

'But, we need to enhance the regulatory collaboration among all the agencies at operational level. Based on

Bangladesh ranks 93 out of 100 countries. The startup index also claimed that financing and dearth of policy support are the root causes of weak startup growth in developing economies including Bangladesh, he mentioned.

He also informed that Bangladesh currently has over 1200 active startups and around 200 new startups join the industry every year which made around $800 million investment and 1.5 million formal and informal jobs in the last decade.

The DCCI president mentioned that the government has meanwhile taken various initiatives to strengthen startup ecosystem including establishing a venture capital firm, 28 high-tech parks, data centres as well draft rule for small-cap company 2022 by BSEC.

Taking this urgency of smooth ecosystem into account, Rizwan said that there was a need to create international standard that liquidity was the key thing in this sector. 'We have to ensure investment and working capital for new startups.'

Tanveer Rashid, director of finance, Chaldal Limited, said that government's Startup Bangladesh was good initiative. 'If the valuation process is simplified, more investment will come,' he added.

Tanveer also stressed the need for addressing the barriers to get finance.

Fahim Ahmed, CEO of Pathao, presented the keynote paper. He said that Startups were enabling the digital transformation of Bangladesh.

'Startups are helping SMEs through creating market access, accelerating fintech, adopting technology and enabling mobility. Regulatory framework, policies, limited human capital, technology, finance and accessing international market are some of the challenges for this sector which need to be addressed.'

সমকাল
অক্টোবার, ০১ এপ্রিল ২০২২



সমকাল
সোমবার, ১৫ আগস্ট ২০২২

সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

## অর্থনীতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

অর্থনীতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মনে করেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। তিনি বলেন, গত অর্থবছর দেশের ১০ দাঁষ প্রমিক বিদেশে কাজ নিয়েছেন। আগামীতে রেমিটেন্স প্রবাহ আরও বাড়বে।

ছাড়া ডলারের ওপর চাপ কমানো, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিদেশি উৎস থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বৈশ্বকার্থে খাতের সৃষ্টিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা' সমসূত্রে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। তিনি বলেন, সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিরতর। সরকার নমনতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছে।

প্রথম আলো
০৩ জানুয়ারি, ২০২২

## স্থানীয় শিল্পায়ন ও বিদেশি বিনিয়োগে জোর লাগবে



সমকাল
সুবার, ১২ অক্টোবর ২০২২

## বেশি হারে পাট নিতে ইরানের প্রতি আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

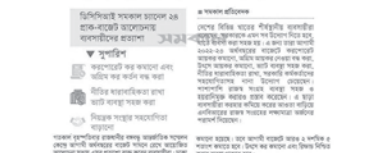
■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পরিমাণে পাট ও পাটপণ্য আমদানি করতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মুনসুর চাঙ্গাশি প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছাড়া তেহরান ও ঢাকার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। গতকাল রাজধানীর ডিসিসিআই জনাব সেগেতার এক সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ আহ্বান জানান।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডিসিসিআই সভাপতি পাট ছাড়া তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, চা, ওষুধ, সিরামিকজাতীয় পণ্য আমদানি বাড়াতে ইরানের উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানান। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের সঙ্গে ইরানের চাবাহার বন্দরের সরাসরি জাহাজীকরণ

সমকাল
২৪

## সহজে ও কম খরচে ব্যবসা করতে চাই



NEWAGE
07 February, 2022
THE OUTSPOKEN DAILY

## DCCI for nat'l strategies for smooth LDC graduation

Staff Correspondent




Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Rizwan Rahman speaks at a press conference in the capital, Dhaka, on Sunday. DCCI senior vice-president Razeev Hassan and vice-president Mansoor Kaiser were also present. – New Age photo

DHAKA Chamber of Commerce and Industry president Rizwan Rahman on Sunday stressed formulating national way forward strategies for local and export market competitiveness, rational elimination of non-tariff barriers for ensuring a smooth LDC graduation status.

He made the comments at a press conference on the current economic situation and the chamber's action plan for the year 2022 arranged by the DCCI in the capital.

Rizwan said that this year the chamber would prioritise the CMSME sector, export diversification, blue economy, economic diplomacy, infrastructure, private investment and FDI, export diversification, skills development, digital engagement, taxation and LDC graduation.

To cope up with the

growing demand for future skilled workforce, he urged for investing more in research and development, reskilling and upskilling.

Terming blue economy an emerging sector for the country, he said Bangla-

Continued from B1

He also suggest promoting the domestic pharmaceutical sector to tap the export benefits the post-graduation period.

In order to revive private investment and FDI, he sug-

desh's ocean economy stands for 3.1 per cent of the country's overall GDP.

Shipbuilding, tourism, sustainable fishing, gas and mineral explorations are largely uncultured, he said.

He, however, urged for govt to cut in corporate tax rate to 25 per cent.

He also stressed automation of overall taxation, VAT, audit, return management, investigation and inquiry, appeal, revenue account management, taxpayer ac-

creating a nation economy developm implementation ros

To have a strong in the economic di he suggested DC negotiation skills national trade, WTC and relevant issu here for win-win F FTAs.

Our major exp tinations are Eur America covering a per cent of our tot volume. Africa and Essl are untapped, t

But after the LDC tus, export will fac so we have to ide formulate a export cation strategy sup stakeholders, Rizwa

Tariff rationalisa duction of non-tar ers in cross-border t minimising anti-exp are also important a govt, he said.

'Continued on Page

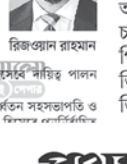
export management ease information

DCCI senior vi duel Azizun Haque president Monowar ussain also present in

প্রথম আলো
২৩ জানুয়ারি, ২০২১

## রিজওয়ান রাহমান আবারও ঢাকা চেম্বারের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*



রিজওয়ান রাহমান

ইটিবিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিজওয়ান রাহমান আবারও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ নিয়ে টানা দুই মেয়াদে তিনি ডিসিসিআইয়ের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এ ছাড়া আরমান হক উর্ধ্বতন সহসভাপতি ও

প্রথম আলো
২৩ জানুয়ারি, ২০২২

## স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা চালু করল ডিবিআই

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কাস্টম, ভ্যাট ও আয়কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ছয় মাসের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্স চালু করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (রপ্তানি ও আমদানি) ব্যবস্থাপনা বিষয়েও একই কোর্স চালু করেছে ডিবিআই। গত শুক্রবার ভার্চুয়াল পিজিডি কোর্স দুটির উদ্বোধন করেন ডিসিসিআইর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরমান হক। ডিবিআইর সঙ্গে যৌথভাবে এ কোর্স

NEWAGE
WEDNESDAY, MAY 18 2022
THE OUTSPOKEN DAILY



Philippines Ambassador Alan L Deniega met Rizwan Rahman, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, on Wednesday.

## DCCI seeks Philippines' investment in healthcare, tourism sectors

Business Desk

After the graduation to a developing nation, Bangladesh may take the initiative for holding discussions with ASEAN countries to sign free trade agreement (FTA) to expand its export and trade, Philippine Ambassador Alan L Deniega said on Wednesday.

The ambassador came up with the observation during a meeting with Rizwan Rahman, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, yesterday.

ASEAN is an organisation of 11 Southeast Asian countries, including Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

the two countries.

In the meeting, the DCCI president urged the Philippine investors to invest in the health and tourism sectors in Bangladesh.

He also proposed the Philippine envoy set up a nursing institute in Bangladesh to train medical professionals.

Rahman mentioned that the bilateral trade between the two countries was $124.24 million in the 2020-21 fiscal year, where the import and export of Bangladesh were $49.72 and $74.52 million respectively.

The signing of FTA, launch of direct air connection between Dhaka and Manila and modernisation of customs regulations can play a vital role to boost the trade and invest-

# Private sector participation in disaster management sought

Staff Correspondent

SPEAKERS at a symposium on Tuesday underlined the need for more collaboration and sharing of experiences for managing disaster risks more effectively.

Addressing the inauguration of the symposium at a city hotel, they said that Bangladesh being a disaster-prone country must identify its risks and address those in participation of the private sector and give importance on post-disaster management.

The National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management was organised by Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER) Project supported by Dhaka Chamber of Commerce and Industry, non-government organisations ActionAid Bangladesh, United Purpose Bangladesh and World Vision Bangladesh.

Speaking as the guest of honour, Philippine ambassador Alan L Deniega said that the disaster risk management was an area where Bangladesh and Philippines could work together and they could share experiences in the field for a fruitful collaboration in the field.

He underscored the need for engaging people in the disaster management to maximise existing mechanism.

ActionAid Bangladesh country director Farah Kabir said that participation of the private sector with the government agencies was required to identify disaster risks and address those more effectively.

She said that the post-disaster management and understanding risk factors were also important for building a 'stronger Bangladesh'.

ECHO-Dhaka head of office Anna Orlandini also spoke at the inaugural session of the symposium.

SUPER Project is funded by European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.

প্রথম আলো
রবিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

# পদ্ধতি জটিল ও সম্পর্ক দুর্বল বলে ঋণ পাচ্ছেন না ছোটরা

ঢাকা চেম্বারের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান কটির, মতামত দেন রিজওয়ান রাহমান। তিনি বলেন সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবি করতে প্রণোদনা প্যাকেজের যথাযথ বাস্তবায়নে কোনো বিকল্প নেই।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (এসএমইএসপিডি) মো. জাকের হোসেন অর্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপ

# ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা

| ক্রমিক নং | যে ধারা/খাতের বিষয়ে সংশোধনী প্রয়োজন | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | আয়করের শ্রেণিবিন্যাস | অর্থ আইন, ২০২১ এ বর্ণিত করহারের তফসিল অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা এর উপর নিম্নোক্ত হার:<br>ক) প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর শুণ্য<br>খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫%<br>গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০%<br>ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫%<br>ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০%<br>চ) অবশিষ্ট টাকার মোট আয়ের উপর ২৫% | অর্থ আইন, ২০২২ এ করহারের তফসিল অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা এর উপর নিম্নোক্ত হার:<br>ক) প্রথম ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর শুণ্য<br>খ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫%<br>গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০%<br>ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫%<br>ঙ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০%<br>চ) অবশিষ্ট টাকার মোট আয়ের উপর ২৫% | ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর মওকুফ সীমা বাড়ালে নিম্নআয়ের মানুষের জীবনমান সুরক্ষা পাবে। ৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রস্তাবিত কর অব্যাহতি সীমা নিম্ন আয়ের মানুষের উপর কর প্রভাব হ্রাস করবে, রাজস্ব বৃদ্ধি করবে এবং মধ্যম ও উচ্চ আয়ের মানুষের উপর কর Incidence যৌক্তিক হবে। এছাড়াও, এই উদ্দ্যোগ ব্যক্তি শ্রেণি হতে আয়কর রাজস্ব বৃদ্ধি করবে এবং রাজস্ব আহরণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। |
| ২. | কর রাজস্ব বৃদ্ধি | দেশে বর্তমানে ২৭ লাখ টিআইএনধারী কর প্রদান করে থাকেন। | দেশে বর্তমানে ২৭ লাখ টিআইএনধারী কর প্রদান করে থাকেন, ফলে কর জিডিপির হার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই করজাল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। অন্ততপক্ষে আগামী ১০ বছরে ৮০ লাখে উন্নীত করা। এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডকে ১০ বছরের একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে প্রতিবছর গড়ে সাত থেকে আট লাখ নতুন করদাতা যুক্ত করতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ৪৮ শতাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক সে কারণে রাজস্বের পরিমাণও বেশি আসে এই দুটি অঞ্চল থেকে। তাই রাজস্ব আহরনের চাপ এই দুটি অঞ্চলে বেশি থাকে। করজাল বাড়াতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও করদাতার সংখ্যা বাড়িয়ে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে করদাতাদের কিছু ছাড় বা রেয়াত দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। করদাতার সংখ্যা বাড়াতে এনবিআর তাদের জনশক্তি বাড়াতে পারে। এ লক্ষ্যে তারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আয় বিষয়ক সমীক্ষা করতে পারে এবং সে সমীক্ষার ভিত্তিতে আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। | এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে। |

| ক্রমিক নং | যে ধারা/খাতের বিষয়ে সংশোধনী প্রয়োজন | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| ৩. | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে উৎসে ১০% আয়কর কর্তন। | তালিকাভুক্ত কোম্পানীর অনুমোদিত লভ্যাংশের উপর আয়কর এখন দুইবার আরোপ করা হয়- প্রথমে কোম্পানির দ্বারা উৎস থেকে কাটা হয় এবং তারপরে, ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় প্রযোজ্য হারে লভ্যাংশ গ্রহণকারী দ্বারা পুনঃরায় প্রদান করা হয়। | তালিকাভুক্ত কোম্পানি দ্বারা উৎসে কর্তনকৃত ১০% আয়করকে নিষ্পত্তিকৃত কর হিসাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করছি। | এতে করে পুঁজিবাজার প্রাণবন্ত ও পুঁজিবাজার উন্নত করবে। এখানে উল্লেখ্য যে মালেশিয়ায় কোম্পানীর গুলোর জন্য সিঙ্গেল টিয়ার ট্যাক্স সিস্টেম প্রচলিত। সেখানে কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশের উপর উৎসে কর কাটা হয় না। |
| ৪. | পারকুইজিট | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 30[(e) so much of the expenditure an assessee on the provision of perquisites, as defined in clause (45) of section 2, to an employee as exceeds taka [four lakh and fifty thousand]: | পারকুইজিট (FRINGE BENEFIT) সাধারণত নন-ক্যাশ হয়। পারকুইজিটসমূহকে আয় হিসেবে গণ্য করলে চাকুরিজীবীর পক্ষে তার ওপর আরোপিত করের বোঝা সামলানো সম্ভব নয়। কেননা তিনি এ সুবিধার কারণে তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনো নগদ টাকা পান না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগদ টাকা পেলেও তার পরিমাণ সাধারণত অতি সামান্য হয়ে থাকে। তাই পারকুইজিট এর সর্বোচ্চ সীমা ১১ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করছি। এটাকে ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। | পারকুইজিটকে আয় হিসিবে গণ্য করলে জীবনযাত্রার ব্যয় কয়েকগুন বেড়ে যেতে পারে। তদুপরি অতিরিক্ত কর প্রদানের কারনে ভোক্তার সামষ্টিক ভোগ কমে গিয়ে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার মান সহজীকরণে এটি ভূমিকা রাখবে। |
| ৫. | Deemed Export | বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ Export ও Deemed Export নিয়ে কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যার উল্লেখ নেই। | Sec (2) G Deemed Export এবং Export এর সংজ্ঞা ভ্যাট আইন অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত।<br>রপ্তানি অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোন সরবরাহ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;<br>“প্রচ্ছন্ন রপ্তানি” অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভূক্ত হইবে যথা:-<br>(ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্য বা সেবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;<br>(খ) কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; বা<br>(গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; | যেহেতু বর্তমানে রপ্তানী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানী সমুহ রপ্তানীখাতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই ভবিষ্যতে Assesse এবং Income Tax Authority এর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ দূরীকরণে এই সংজ্ঞাকে প্রচলিত ভ্যাট আইনের ন্যায় করা উচিত এবং যে সব ক্ষেত্রে আইনে ‘Export’ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে ‘Export/Deemed Export’ শব্দটি প্রতিস্থপন করা উচিত। এতে করে Backward linkage industry রপ্তানী বহুমূখীকরণে অনুপ্রাণিত হবে। |

| ক্রমিক নং | যে ধারা/খাতের বিষয়ে সংশোধনী প্রয়োজন | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| ৬. | কর্পোরেট আয়কর হার | Listed ও Non-listed কোম্পানীর কর্পোরেট কর হার যথাক্রমে ২২.৫% ও ৩০%। | Listed ও Non-listed কোম্পানীর কর্পোরেট কর হার ২.৫% হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। | বাংলাদেশে কর্পোরেট কর হার আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কর হারের থেকে অনেক বেশি। এছাড়া বাংলাদেশে কর্পোরেট কর হার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের তুলনায় ১০%, শ্রীলংকার তুলনায়ও ৬% বেশি। তাই এবছর কর্পোরেট কর হার আরও ২.৫% হ্রাস করা প্রয়োজন যাতে কোভিড পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারে এবং বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ এই অঞ্চলে অন্যতম competitive country হিসেবে সমাদৃত হয়। |
| ৭. | 30B. Treatment of disallowances | ধারা 82C-তে যা কিছু থাকুক বা 'ব্যবসা বা পেশা থেকে আয়' শিরোনামে গণনা করা কোনো ক্ষতি বা লাভ থাকা সত্ত্বেও, ধারা ৩০-এর অধীনে প্রদত্ত অস্বীকৃতির পরিমাণকে আলাদাভাবে 'ব্যবসা বা পেশা থেকে আয়' এবং ট্যাক্স হিসেবে গণ্য করা হবে। সেখানে নিয়মিত হারে কর প্রদেয় হবে। | ৩০ই প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। | "The amount of disallowances" হচ্ছে একটি ব্যয় খাত। ৩০ই এর কারণে অগ্রাহ্যকৃত ব্যয়কে আয় হিসেবে গণ্য করে নিয়মিত হারে (Regular Rate) কর আরোপ করা হচ্ছে। ফলে রেয়াতি কর সুবিধা প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্সের থেকে বেশি পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করতে হচ্ছে। ৩০ই বিধানটি দ্বৈত কর। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উক্ত জটিলতা থেকে নিরসনের জন্য নতুন সংযোজিত ধারা 30B. Treatment of disallowances বাতিল করা প্রয়োজন। |
| ৮. | আয়কর অধ্যাদেশে ধারা ১৯ এর অধিন নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন | আয়কর অধ্যাদেশে ধারা ১৯ এর অধীনে নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা না হলে খরচ অগ্রাহ্য করা যায় না। অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এর নতুন উপ-ধারা ৩২ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য হবে। | ধারা ১৯ এর উপ ধারা ৩২ নিয়মিত হারে কর হতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করছি। | আয়কর অধ্যাদেশের নতুন উপধারা ৩২ সংযোজন যৌক্তিক নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন প্রকৃতির ব্যায় (capital expenditure) পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে। কোন কারণে উক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর প্রদান করা না হলে এবং সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ পরিমাণ ব্যয় disallow হলে তা আয়কর অধ্যাদেশের উপ-ধারা ৩২ অনুযায়ী Regular Rate হারে কর প্রদান করতে হবে যা যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ উচ্চ হারের কর প্রদানের ফলে শিল্প কারখানা স্থাপনে ব্যায় বৃদ্ধি পাবে যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় পিছিয়ে দিবে। |
| ৯. | কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর | কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত, ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত এবং পরিশোধিত পুঁজির উপর ঘোষিত কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% কর রয়েছে। | কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। | কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর হ্রাস করা হলে শুধু ব্যাক্তি নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও পুনঃবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। পুঁজিবাজারে efficiency বাড়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। উল্লেখ্য যে ইরান বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর কাটা হয় না। |

| ক্রমিক নং | যে ধারা/খাতের বিষয়ে সংশোধনী প্রয়োজন | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| ১০. | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২, রুল ১৬ এর অধীন সরবরাহকারীর পেমেন্ট এবং ধারা ৫৩ই-এর উপ ধারা (১) | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২, রুল ১৬ এর অধিন সরবরাহকারীর পেমেন্ট এবং ধারা ৫৩ই-এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে কর কর্তন করে ধারা ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থবছর শেষে স্বাভাবিক কর হারের তুলনায় অতিরিক্ত আয়কর পরিশোধ করতে হচ্ছে "টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স" বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। | এ প্রেক্ষিতে ৫৩ই এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে করকে ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ না করে সর্বনিম্ন করের ধারা থেকে ৫৩ই-কে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। | এতে করে তা অগ্রিম আয়কর হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ডিস্ট্রিবিউটর, ব্যবসায়ী, বা ব্রোকারেজ ফার্মের এই ধরনের ব্যবসায়ীদের আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর প্রদান করলে তা রিফান্ড গ্রহণের বা ক্যারি ফরওয়ার্ড করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। |
| ১১. | গ্রিনফিল্ড | গ্রিনফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে পরিকল্পনা ও নীতি নেই। | গ্রিনফিল্ড অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পাঁচ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। | ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। |
| ১২. | পুঁজিবাজার | বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো নেই।<br>এখানে মিউচ্যুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড কর মুক্ত আয় সীমা। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা। | ইক্যুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।<br>বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। | ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে কর অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমবে, পাশাপাশি পুঁজিবাজারের বিনিয়োগেও উৎসাহিত হবে। |
| ১৩. | মুনাফা ভিত্তিক কর নির্ধারন | মোট প্রাপ্তি/বিক্রয়ের উপর কর সংগ্রহ | করের হার নির্ধারণ, অ্যাকাউন্টিং মুনাফা ভিত্তিক হওয়া উচিত। উৎসে এবং মোট প্রাপ্তি/বিক্রয়ের উপর কর কাটা/সংগৃহীত হওয়া কর সমন্বয়যোগ্য হওয়া প্রয়োজন। | করের হার নির্ধারণ, অ্যাকাউন্টিং মুনাফা ভিত্তিক না হলে দ্বৈত করে হার বৃদ্ধি পায় এবং সমন্বয়যোগ্য না হওয়ায় করদাতাকে অযৌক্তিক ভাবে কর দিতে হচ্ছে। |
| ১৪. | গবেষণা ও উন্নয়ন | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক বাজেটের অধীনে ১০০ কোটি টাকা (একশত কোটি) পরিমাণের একটি তহবিল স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা খাতে গবেষণা এর জন্য বরাদ্দ করেছে। | এই তহবিলের আওতায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য জড়িত প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। | এলডিসি গ্রাজুয়েশন ও Knowledge Economy তে রূপান্তরের গুরুত্ব বিবেচনায় গবেষণা ও উন্নয়ন এর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা গেলে আমরা পণ্য, শিল্প বহুমুখীকরণ ও বাজার বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে নানামুখী দিক উন্মোচন করা সহজতর হবে। |
| ১৫. | অটোমেশন | | আয়কর ব্যবস্থা একটি আটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা হওয়া প্রয়োজন। যেখানে কর কার্যক্রম ভিত্তিক মডিউলের মাধমে কর প্রতিপালন ও কর আহরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। | অনলাইনে ভ্যাট কার্যক্রমের জন্য IVAS (Integrated VAT Administration System) দ্বারা পরিচালিত হয়। যাবতীয় ট্যাক্স সংক্রান্ত অটোমেশন করার জন্য একটি ITAS (Integrated Tax Administration System) তৈরি করা যেতে পারে। |

## ভ্যাট সংক্রান্ত প্রস্তাব

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ১৬. | মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর পঞ্চম অধ্যায়, ধারা ৪৬: উপকরণ কর রেয়াত।-<br>উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহন করিতে পারিবে না, যদি:-<br>(ক) করযোগ্য সরবরাহ মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকা অতিক্রম করে; এবং<br>(খ) সরবরাহের বিপরীতে পণের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। | উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, বাক্যের পূর্বে একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র এবং যে কোন করযোগ্য লেনদেনের সমন্বয় মূল্য ব্যতিত কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, সংযোজন করার প্রস্তাব করছি।<br>যদি:-<br>(ক) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের সমুদয় পরিমান অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যম অথবা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। | একই মালিকানাধীন বিভিন্ন সহযোগী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থাকে এবং একে অন্যের উৎপাদিত পণ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে যা বন্ধ করা সম্ভব হবে যদি ভ্যাট সমন্বয়ের জন্য পর্যায়ক্রমে ভ্যাট প্রদান ও Rebate প্রক্রিয়াকে Automation Network এর আওতায় সকল ব্যবসায়ীকে আনা যায়। এতে করে অনিবন্ধিত ও Informal খাতের সেবাসমূহ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে এবং বৃহৎ উতপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপকরণ রেয়াত পেতে সহায়তা করবে |
| ১৭. | বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১২ এর ধারা ৮৩ অনুযায়ী একজন রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান করতে পারবে। পাশাপাশি ধারা ৮৪ অনুযায়ী পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা রাখে রাজস্ব কর্মকর্তা। | ধারা ৮৩ এর উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা: —<br>(ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশি; এবং ক্ষেত্রমত জব্দকরণ ও আটক;<br>(খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ।<br>ধারা ৮৪ এর পণ্য জব্দকরণ ও উহার নিস্পত্তি: করার ক্ষেত্রে উপধারা (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জব্দ ও নিস্পত্তি করিতে পারিবেন। | অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র কমিশনার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না করা হলে হয়রানির আশংকা বাড়ে। এমনকি অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দোকানের আয়তন বা আকার অনুসারে মেপে ভ্যাট নির্ধারণ, অসদাচরণ করছেন যা অনেক ক্ষেত্রে ভীতির সৃষ্টি করেছে। |
| ১৮. | সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই- এ উল্লেখিত টেবিল-১ এ উল্লেখিত ৭৫টি পণ্য ও টেবিল-২ ৭৯টি এ উল্লেখিত সেবা এবং টেবিল-৩ উল্লেখিত ৭টি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন করার কথা বলা হয়েছে। | সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই দেখিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন প্রদান করার পর ভ্যাটের আওতায় তার টার্নওভার না আসলেও অনেক ক্ষেত্রে জোর করে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে যা বন্ধ করার প্রস্তাব করছি। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে তালিকাভূক্তি প্রদান করা যেতে পারে এবং তাদের টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা অতিক্রম করলে তারা টার্নওভার ট্যাক্স প্রদান করবে এবং ৩ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ভ্যাট প্রদান করবে। | যিনি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকার আওতায় নেই, যার ভ্যাট দেওয়ার কথা না শুধু নিবন্ধন করার কথা ও মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসার জন্য হয়রানিমূলক আচরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। এটা ভ্যাট আইনের স্পিরিটের বিরোধী। তিন কোটি টাকার উপরে গেলে ভ্যাট দিবে। আইনের সুবিধাটা সাধারণ আদেশের মাধ্যমে আসুক। অন্যথায় এটি ভ্যাট প্রদানকে নিরুৎসাহিত করবে। |

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ১৯. | ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের ঊর্দ্ধসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে। | বার্ষিক টার্নওভারের ঊর্দ্ধসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে টার্নওভার ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব করছি। | বর্তমান সময়ে বিদ্যমান ৩ কোটি টাকার ঊর্দ্ধসীমা খুবই অপ্রতুল এবং বিক্রয় মূল্যের উপর ৪% কর হার অত্যধিক এবং অসম। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে যদি ভ্যাট আরোপ না করা হয় বা ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর যদি ৪% ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন টার্নওভার কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এভাবে মোট বেচাকেনা ৩ কোটি টাকা হলেই যে তার মোট বিক্রয়ের ৪% মুনাফা হবে তা নিশ্চিত নয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা এসএমই ব্যবসায়ীদের ৪ কোটি টাকার টার্নওভার হলে তখন নিট মুনাফার ৪% ভ্যাট প্রদান করা যৌক্তিক হবে। |
| ২০. | আইনের চর্তুদশ অধ্যায়, ধারা ১০০: পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন। উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করিবেন। | উপ-ধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না। | বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না। এতে করে আইনের প্রয়োগের তুলনায় অপপ্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কর প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাবে। |
| ২১. | এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯-মূসক অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া যদি কারখানার জন্য হয়, তাহলে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে। | ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার (BEZA) লীজ রেন্ট এর ক্ষেত্রে এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ এর প্রয়োগ মূসক স্পষ্টিকরণ ও অব্যাহতি দেওয়া উচিত। | এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়ার পরেও (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর কেন মূসক আরোপ করে, তা যথাযথভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। এতে করে ইকোনোমিক জোনে শিল্পায়ন উৎসাহিত হবে। |
| ২২. | ধারা-৩২ উপ-ধারা ৫: পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) দাখিল করিতে হইবে। বিধি-২১: উপকরণ-উৎপাদন সহগ ঘোষণা। - ধারা ৩২ এর উপর দ্বারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পূর্বে ফরম "মূসক-৪.৩" এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উৎপাদন সহগ (Input-output Co-efficient) দাখিল করিতে হইবে যাহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক সাত কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। | আমাদের প্রস্তাব হলো: (১) ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত করা হউক; (২) বিধি-২১ বিলুপ্ত করা হউক; (৩) ফরম "মূসক-৪.৩" বিলুপ্ত করা হউক; | বর্তমানে প্রযোজ্য Input-output Co efficient মূল্য ঘোষণারই নামান্তর। পূর্বের আইনে মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার পর মূল্য ঘোষণা প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ এর বিধিতে মূল্য ঘোষণা/ Input-output Co efficient দাখিলের বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরবর্তীতে করদাতাদের জটিলতার কথা বিবেচনা না করে ভিন্ন রূপে অধিকতর জটিল মূল্য ঘোষণা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ চাইলে করদাতাগণ কাঁচামাল ব্যবহার ও তৈরি পণ্যের উপকরণ উৎপাদন সহ (Input-output Co efficient) সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে। যাহা ধারা ১০৭ এর উপ-ধারা (২৬) তে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু উপ-ধারা (৫), "ধারা ৩২- করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ" এর সহিত সাংঘর্ষিক এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ মৌলিক ধারণার পরিপন্থী। তাই ব্যবসা বান্ধব আইন এবং করদাতাদের জটিলতা বিবেচনায় এ অযৌক্তিক বিধান বাতিল করা যুক্তিযুক্ত। |

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ২৩. | ধারা-৫০। উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়। উপ-ধারা (২) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে। | আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করা হইলো, যথা- উপ-ধারা (২) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ পূর্বক মূসক-৬.৬ ইস্যু করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী চার কর মেয়াদের মধ্য উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।<br>এছাড়াও সরকারি সত্তা প্রদত্ত নিজস্ব ছকে মূসক ৬.৬, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী চার কর মেয়াদের মধ্যে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে। | সরকারি বড় প্রকল্প গুলোতে সরবরাহের বিপরীতে প্রদেয় কর পরিশোধিত হইলেও উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র এক বছরের মধ্যে পাওয়া যায় না সে কারনে যথা সময়ে সমন্বয় করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। |
| ২৪. | বিধি-৪৭ অনুযায়ী মাসিক দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ তৈরী করা হয়েছে। | ফরম মূসক-৯.১ নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের প্রস্তাব রাখছি।<br>(ক) রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (আমদানী) এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি;<br>(খ) টার্নওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতিত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (স্থানীয় ক্রয়) এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি। | মূসক-৯.১ এর অংশ-৪ এ রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (আমদানী) এর তথ্য লিপিবদ্ধের কলাম নাই। পণ্য বা সেবা (স্থানীয় ক্রয়) এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টার্ণওভার প্রতিষ্ঠান/অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত পণ্যের তথ্য দেওয়ার কলাম থাকলেও টার্ণওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতিত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত অনেক পণ্য রেয়াতযোগ্য নয় যার তথ্য দেওয়ার কলাম ফরম মূসক-৯.১ এ নেই। |
| ২৫. | ধারা-৫১ অনুযায়ী কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। | মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য নিমোক্ত পদক্ষেপ প্রয়োজন।<br>(১) কম্পিউটারে মূসক-৬.৩ তৈরি করতে হলে তা একমাত্র এনবিআর অনুমোদিত সফটওয়ার দ্বারা তৈরি করতে হবে;<br>(২) প্রতিটি মূসক-৬.৩ তে কিউ আর কোড থাকবে, কিউআর কোড রিড করলে তাতে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যাবে:<br>(ক) এনবিআর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নাম;<br>(খ) ইস্যুকারী প্রাতষ্ঠানের নাম;<br>(গ) এনবিআর প্রদত্ত এ উদ্দেশ্যে বিশেষ লগো;<br>(ঘ) ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এর সংখ্যানুক্রমিক নম্বর দেখা যাবে।<br>(৩) মূসক-৬.৩ এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রঙের কাগজ নির্ধারণ করা থাকবে। | মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আইন ও বিধির কোথাও নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তার ইচ্ছামতো কম্পিউটারে টাইপ করে মূসক-৬.৩ ইস্যু করবে; ফলে মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনায় অপব্যবহার হতে পারে এবং সঠিক মূসক-৬.৩ যাচাই করা সম্ভব হবে না। প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ায় মূসক অটোমেশনের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। |
| ২৬. | ধারা-১২২ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের সময়সীমা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই। | আপীলাত ট্রাইবুনালে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে ব্যর্থ হলে মাননীয় আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা আরো ৬০ দিন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে ধারা-১২২ সংশোধনের প্রস্তাব করছি। | ধারা-১২১ মোতাবেক কমিশনার (আপীল) এর নিকট ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে না পারলে, কমিশনার (আপীল) মহোদয় আপীল দায়েরের জন্য আরো ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে যথাসময়ে আপিল করতে সক্ষম হন না তাই এই যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি আপিল প্রক্রিয়া সহজ ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। |

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ২৭. | মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫% এবং আমদানী কালে ৫% অগ্রিম কর আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আইন ও বিধির কোথাও উল্লেখ নাই। | ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক হার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য মূসক হার, উভয় খাতে হারের মিল রেখে ৫% করার প্রস্তাব করছি। | মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩১ এ অগ্রিম কর আদায় ও সমন্বয়ের বিধান আছে। উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবসায়ীরা মাসিক দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম কর সমন্বয় করে থাকে। ফলে, বাণিজ্যিক আমদানীকারকের নিকট থেকে সরকার কোন ভ্যাট পাচ্ছে না। যেমন: (ক) আমদানীকালে প্রদত্ত কর মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে;<br>(খ) ব্যবসায়ীর ভ্যাট হার ৫% হওয়ায়, পণ্য সরবরাহকালে মূসক-৬.৩ ইস্যু করে যে ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা করে তা আবার উৎসে কর্তনের সনদপত্র দ্বারা মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে।<br>ব্যবসায়ী ও যোগানদারের করের মধ্যে তারতম্য হওয়ায় একটি লেনদেন যোগানদার না ব্যবসায়ী হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং উৎসে কর্তনযোগ্য হবে কিনা এ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| **পাট খাত** | | | |
| ২৮. | ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে স্থানীয় বাজারে পাটজাত পণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা হয়েছিল। | স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। | বিশ্বব্যাপী পাটখাত বাজারে ৬২% বাংলাদেশের। অতীতে বাংলাদেশের প্রধানতম বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী ছিল পাট। পাট পণ্যের নতুনত্ব ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাটকে পুনরুজ্জীবিত করতে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। |
| **চামড়াশিল্প খাত** | | | |
| ২৯. | জেনারেল বন্ড নবায়ন করার ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রথম ১ বছরের মধ্যে এবং এর পর প্রতি ২ বছরান্তে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। অপরদিকে তৈরি পোশাক শিল্পখাতে বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়ে থাকে। | চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করা ও তৈরি পোশাক শিল্পখাতের ন্যায় বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করার প্রস্তাব করছি। | দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্পখাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পখাতের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের মত হওয়া উচিত। |
| **টেক্সটাইল খাত** | | | |
| ৩০. | এইচ এস কোড ৫২.০৫ হইতে ৫২.০৭ ভুক্ত সুতার উপর কেজি প্রতি ৩ টাকা হারে ভ্যাট ধার্য আছে।<br>এইচ এস কোড ৫৪.০২ হইতে ৫৪.৮ এবং ৫৫.০৯ থেকে ৫৫.১১ ভুক্ত সুতার উপর কেজি প্রতি ৬ টাকা হারে ভ্যাট ধার্য আছে। | স্থানীয় ভাবে দেশিয় উৎপাদিত সুতার ক্ষেত্রে কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক তুলা এবং কৃত্রিম (মানুষের তৈরি) ফাইবার দ্বারা প্রস্তুতকৃত সকল ধরনের সূতার ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৩ টাকা হারে মূল্য সংযোজন কর ধার্য।<br>অর্থাৎ (এইচ এস কোড ভুক্ত ৫২.০৫ হইতে ৫২.০৭ ও ৫৪.০২ হইতে ৫৪.০৮ এবং ৫৫.০৯ হইতে ৫৫.১১ এর আওতাধীন।) | দেশিয় উৎপাদিত সুতার প্রধান কাঁচামাল তুলা সম্পূর্ণরূপে আমদানী নির্ভর। ফলে প্রতিযোগি অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদন ব্যয় বেশী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশ থেকে চোরাচালান, মিথ্যা ঘোষণা ও অন্যবিধ পন্থায় অবৈধ ভাবে আনীত শুল্ক করমুক্ত বিদেশী সূতার সাথে প্রতিযোগিতা করে কোন রকমে দেশীয় টেক্সটাইল মিলসমূহ সূতা উৎপাদন ও বিপণন করে টিকে আসছে। এসব মিলের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার জন্য মূল্য সংযোজন কর হ্রাস করা জরুরী অবশ্যক। |
| **জ্বালানী খাত** | | | |
| ৩১. | লুব্রিকেন্ট পণ্যের উপর মূসক ১৫% | লুব্রিকেন্ট অয়েল থেকে উৎপাদিত পণ্যে স্থানীয় ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব। | বর্তমানে শিল্পখাতে আমদানি পর্যায়ে লুব্রিকেটিং অয়েলের প্রধান কাঁচামাল অর্থাৎ বেইজ অয়েল ট্যারিফ রেইটে আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু বেইজ অয়েল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিপনন ক্ষেত্রে কোনরূপ স্থানীয় ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত নাই। ফলে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বিক্রয় মূল্যের উপর একটি আলাদা ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে এই অসমতা দূর করা যেতে পারে। |

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| | | **টেলিকম খাত** | |
| ৩২. | টেলিকম সেক্টরের জন্য মোট প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম টার্নওভার ট্যাক্স (২%) (ITO) ১৯৮৪-এর ৮২C) | টেলিকম খাতের টার্নওভার ট্যাক্স ২% হারে নির্ধারণ হওয়া উচিত। | অনান্য খাতের জন্য এটি ০.৫০%, তামাক খাতের জন্য এটি ১%। টেলিকম সেক্টরের টার্নওভার বেশি, ন্যূনতম ট্যাক্সের হার তাদের বাজারে টিকে থাকতে সমস্যা তৈরি করছে। উল্লেখ্য, মোবাইল অপেরাটররা প্রতিবৎসর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ৮.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। মোবাইল অপারেটরদের প্রতিবৎসর তাদের রাজস্বের ১% সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে জমা দিচ্ছেন। |
| | | **অটোমোবাইল শিল্প** | |
| ৩৩. | | ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। | ইলেকট্রিক গাড়ি ও অটো বাইকের ব্যবহার বর্তমানে বাড়ছে। তাই ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে চার্জিং স্টেশন এখনো গড়ে উঠেনি। কারণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য কোন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনার সুযোগ বর্তমানে নেই। টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অটোমোবাইল শিল্পের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। |
| | | **প্লাস্টিক শিল্প** | |
| ৩৪. | প্লাস্টিক সেক্টরের এতদসংক্রান্ত parts & Components এর তালিকা উক্ত এসআরও তে অর্ন্তভূক্তকরণ | টেক্সটাইল শিল্পের জন্য এসআরও (SRO) রয়েছে। দেশের টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন, yarn manufacturing, weaving, knitting, spinning, dyeing, finishing, printing, composite textile mills এবং অন্যান্য টেক্সটাইল সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা BTMA, BGMEA, BKMEA, BLMEA, BTTLMEA, BTDPA এর সদস্যভুক্ত, তারা এসআরও নং-১২০-আইন/২০২১/০৯/কাস্টমস তাং ২৪/০৫/২০২১ ইং এর অধীনে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, উপকরণ ইত্যাদির উপর হতে আমদানি শুল্ক, মূসক, সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতির সুবিধা পাচ্ছে।<br>প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং এতদসংক্রান্ত parts & Components এর তালিকা উক্ত এসআরও তে অন্তর্ভুক্তকরণ করার প্রস্তাব করছি। | প্লাস্টিক সেক্টর দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ খাতের সম্ভাবনা ব্যাপক। অন্যান্য সেক্টর যেমন BTMA, BGMEA, BKMEA, BLMEA, BTTLMEA, BTDPA এর ন্যায় সুবিধা প্রদান করা হলে এ সেক্টর অর্থনীতিতে আরো ভাল অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে অত্র শুল্ক খাত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সক্ষম সেক্টরে পরিণত হবে। |
| | | **শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব** | |
| ৩৫. | The Customs Act, (Act No. IV of 1969) এর section 197D এ সন্নিবেশিত "197D. Establishment of Bangladesh Single Window" | বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো পুরোপুরি কার্যকর করা উচিত। আমরা অতি দ্রুত তা বাস্তবায়নের প্রস্তাব করছি। | এতে করে পেপারলেস ট্রেডিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড এর সাথে সম্পর্কিত সকল Stakeholder উপকৃত হবে। |
| ৩৬. | বৈদ্যুতিক গাড়ী (Electric vehicle) (এইচ.এস.কোড-৮৭০৩.৪০.১১)-এ বর্তমানে আমদানি শুল্ক ২৫%, সম্পূরক শুল্ক ২০% রেগুলেটরী শুল্ক ৩% এবং ভ্যাট ১৫% | বৈদ্যুতিক গাড়ী (Electric vehicle) (এইচ.এস.কোড-৮৭০৩.৪০.১১)-এর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট রহিত করার প্রস্তাব। | দুনিয়া জুড়ে এখন পরিবেশ বান্ধব বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনমুখী ও জনস্বার্থে আমদানীর ক্ষেত্রে এই গাড়ীগুলিকে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা উচিত তাই সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট কমানো যুক্তিযুক্ত। |

| ক্রমিক নং | বিদ্যমান অবস্থা | প্রস্তাবনা | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|
| ৩৭. | হাইব্রিড কার ও জীপ (এইচ.এস. কোড-৮৭০৩.৪০.১১) এ বর্তমানে আমদানি শুল্ক ২৫%, সম্পূরক শুল্ক ২০% এবং ভ্যাট ১৫% | হাইব্রিড কার ও জীপ (এইচ.এস. কোড-৮৭০৩.৪০.১১) এর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক রহিত করার প্রস্তাব। | জনস্বার্থে আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পেশাজিবী যেমন শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরীজীবি, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, ক্লিনিক, সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, হাসপাতালের জন্য এই গাড়িগুলিকে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন, সেই লক্ষ্যে সম্পূরক শুল্কহার হ্রাসকরণ, সামষ্টিক উন্নয়নের গতিধারাকে সুসংহত রাখার স্বার্থে যুক্তিযুক্ত হবে। |
| ৩৮. | মাইক্রোবাস ৫-সিটিং ক্যাপাসিটির জন্য সুস্পষ্ট কোন এইচ এস কোড নেই বিধায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ শুল্ক (১২৭%) নির্ধারণ করে কার হিসাবে উল্লেখিত গাড়ীগুলো শুল্কায়িত করছে। | মাইক্রোবাস ৫-সিটিং ক্যাপাসিটির জন্য আমদানি শুল্ক ২৫% ও ভ্যাট ১৫% হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব। | প্রস্তাব অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ করলে ৫ সিটের মাইক্রোবাস সমূহ সহজেই বাজারজাত করা সম্ভব হবে। ফলে পণ্যের মূল্যে কমবে এবং ক্রেতা সাধারণ সহজে ক্রয় করতে সক্ষম হবে। |
| ৩৯. | এইচ এস কোডের পরিবর্তনের কারণে অতীতে ১০০% জরিমানার বিধান থাকলেও বর্তমানে ২০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে। | কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন জরিমানা ব্যতিরেকে সঠিক এইচ এস কোড উল্লেখ করে শুল্কায়নের জন্য প্রস্তাবনা থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করছি। | সামান্য ভুলের কারণে এইচএস কোডের পরিবর্তন হলে এবং এভাবে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়বে। এভাবে ব্যাপক হারে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বেড়ে যাবে করোনা পরবর্তী সময়ে। এ প্রেক্ষিতে দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। |
| ৪০. | বর্তমানে বিভিন্ন বন্দরে মূল্যায়নের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষ শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ এর বিধানকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় পরিলক্ষিত হয়:<br>১) কোন কারণ প্রদর্শন ছাড়া এবং আমদানিকারককে কোন কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে ন্যায়সঙ্গত বিনিময় মূল্যকে উপেক্ষা করে একতরফা শুল্কায়ন।<br>২) সর্বশেষ বিনিময় মূল্যের তুলনায় বর্তমান বিনিময় মূল্য হ্রাস পেলে, কোন কারণ প্রদর্শন এবং আমদানিকারককে কোন কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বশেষ বেশি মূল্যের দ্বারা শুল্কায়ন সম্পন্ন করা।<br>৩) কখনো কখনো, কিছু ক্ষেত্রে আমদানিকারকের সঠিক ব্যয় কাঠামো বিবেচনা না করে মূল্য বিয়োজনের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।<br>৪) এ ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে, অমীমাংসিত অর্থের জন্য আমদানিকারক কর্তৃক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করার বিধান থাকলেও অনেকসময় শুল্ক কর্তৃপক্ষ পণ্য ছাড়ের উক্ত শর্ত মোতাবেক অনুমতি দেয় না (ধারা ৮১(১), শুল্ক আইন, ১৯৬৯)। | ১) আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য শুল্ক মূল্যায়নের বিধিমালা ২০০০ যথাযথ অনুসরণ করা।<br>২) মূল্য নির্ধারণে বিরোধ দেখা দিলে আমদানিকারক কর্তৃক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হলে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য খালাসের অনুমতি দেওয়া।<br>৩) বিধি ১১(১) (ক) অনুযায়ী আমদানীকারক কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য ঘোষণা ফরম অপসারণ করা। | বর্তমানে আমদানিকৃত পণ্যের বিনিময় মূল্য নিয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে বেশিরভাগ বিরোধের উদ্ভব হয়।<br>এ ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্ট আমদানিকারক কর্তৃক বিনিময় মূল্যর উপর ভিত্তি করে শুল্কায়ন করার পক্ষে অসংখ্য রায় প্রদান করেছেন।<br>প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে বিরোধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে যা উচ্চ আদালতসহ বিভিন্ন আদালতে শুল্কায়ন যোগ্য মূল্য সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কমে যাবে।<br>যেহেতু আমদানীকারক উক্ত ফরমে চাহিত সকল তথ্য দলিলাদী সহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিকট দাখিল করে, পুনরায় একই তথ্য প্রদান করা পুনরাবৃত্তি বৈ আর কিছু নয়। |

**পেশকৃত সুপারিশ/প্রস্তাব হতে নিম্নলিখিত ৮টি প্রস্তাব সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে:**

**আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব**

১। আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৪ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।

২। আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৫ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

৩। আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৬ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

৪। আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-১৪ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

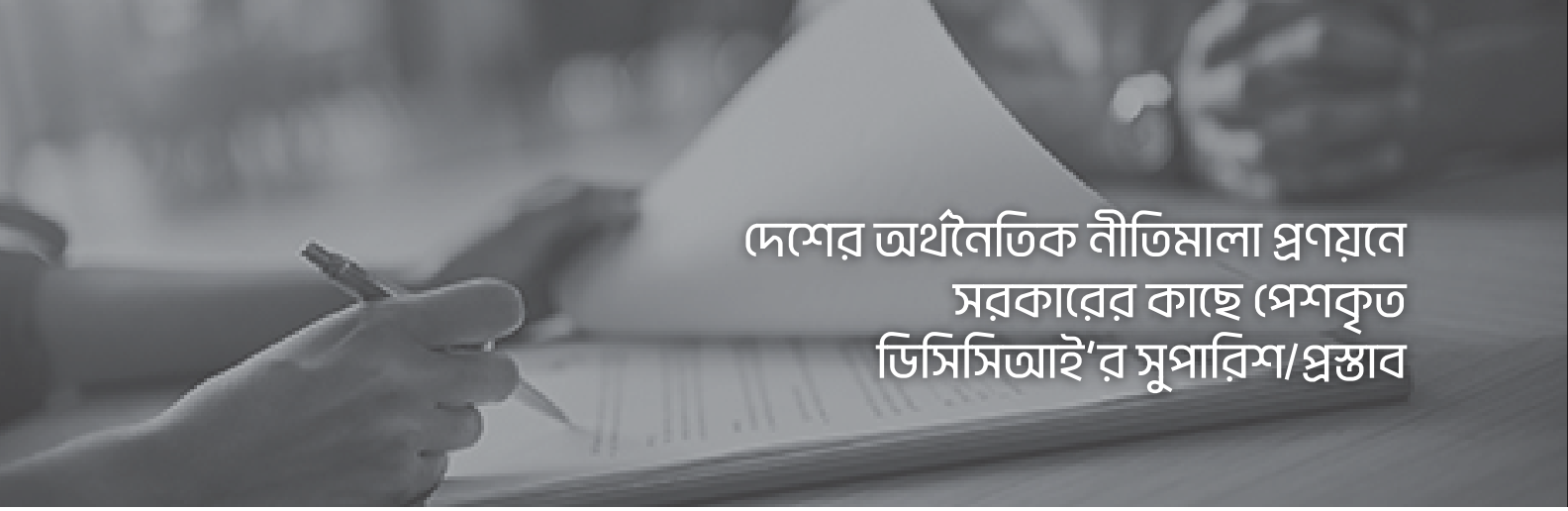
**মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব**

১। মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-১৬ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।

২। মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-২৩ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।

৩। মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-২৬ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।

৪। মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৩০ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।



# দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে একমত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিতকায় ডিসিসিআই এ বছর নিম্নে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করেছে:

## খসড়া আয়কর আইন ২০২২-এর বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

### ১। ধারা-১৫-১ (ঘ) (চাকুরি হইতে আয়)

**চাকুরি হইতে আয় অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-** অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত যেকোনো অংক বা সুবিধা।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

অতীত বা ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত বা সুবিধাকে আয়ের হিসাবে গণ্য করা বাস্তব সম্মত নয়, কেননা ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তা কে হবে তা কোনো চাকুরিজীবীর পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভবপর নয়। অতীতের আয়ের ওপরে নতুন করে কর আরোপ অযৌক্তিক। তাই উপধারা ১(ঘ) বাতিল করা উচিত।

### ২। ধারা ১৬। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ-

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

পারকুইজিট (FRINGE BENEFIT) সাধারণত নন-ক্যাশ হয়। পারকুইজিটসমূহকে আয় হিসেবে গণ্য করলে চাকুরিজীবীর পক্ষে তার ওপর আরোপিত করের বোঝা বাড়বে। কেননা তিনি এ সুবিধার কারনে তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনো নগদ টাকা পান না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগদ টাকা পেলেও তার পরিমাণ সাধারণত অতি সামান্য হয়ে থাকে। তাই পারকুইজিটকে আয় হিসিবে গণ্য করলে জীবনযাত্রার ব্যয় কয়েকগুন বেড়ে যেতে পারে। তদুপরি অতিরিক্ত কর প্রদানের কারনে ভোক্তার সামষ্টিক ভোগ কমে গিয়ে অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

### ৩। ধারা ১৮। চাকুরি হইতে আয়ের বিপরীতে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

১। মূল বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ বা ৭, ৫০,০০০ টাকা

### ৪। ধারা ১৫৫। সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

১) এর ক) উপধারায় ৪০ লাখের স্থলে ২ কোটি টাকা এবং চ) উপধারায় ১০ লাখের স্থলে ৫০ লাখ করা প্রয়োজন।

২) এর খ) ঙ) চ)-উপধারাসমূহে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা দরকার। কেননা, কোন ছোট এবং কম দামী মটর যানের মালিক, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেশি কোন দেশে ভ্রমণ করা এবং কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালক হওয়াকে এখন আর শুধুমাত্র উচ্চ আয়ের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই।

### ৫। ধারা ১৫৬। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

১৫৫ ধারার সুপারিশ ও যুক্তিসমূহ ১৫৬ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ সম্পদের পরিমাণ ৪০ লাখের স্থলে ২ কোটি টাকা এবং আয় ১০ লাখের স্থলে ৫০ লাখ টাকা করা প্রয়োজন। ছোট এবং কম দামী মটর যানের মালিক, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেশি কোন দেশে ভ্রমন করা এবং কোন কোম্পাণীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালক হওয়াকে এখন আর শুধুমাত্র উচ্চ আয়ের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই।

### ৬। ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

অর্থ আইন, ২০২১ এ বর্ণিত করহারের তফসিল অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা এর উপর উপরিউক্ত হার সুপারিশ করছি। কারণ এতে করে সরকারের বৃহৎ পরিমাণের কর আদায়ের সুযোগ রয়েছে যাতে করে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সকলের উপর একই রকম কর প্রভাব থাকবে না।

**৭। ধারা ১৩০। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত উপধারাটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষতিকর ও অমানবিক যা বাস্তবায়িত হলে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে নিরুৎসাহিত করবে। তাই ১৩০ (১) উপধারাটি পুনঃবিবেচনা করে যৌক্তিক হার যথা ২৫ শতাংশ বা তার নিচে নির্ধারণ করার পরামর্শ করছি।

**৮। ধারা-৩৭-১ (চ) ব্যবসা হইতে আয় গনণার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

"বৈজ্ঞানিক গবেষণা" শব্দটি ব্যবহারের কারনে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক, উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বাদ পড়া ও শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে "বৈজ্ঞানিক গবেষণা" শব্দের পরিবর্তে শুধুমাত্র "গবেষণা" শব্দটি রাখা যুক্তিযুক্ত। এর ফলে গবেষকরা গবেষনায় উৎসাহী হবে এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমে আগ্রহী হবে।

**৯। ধারা-৩৯-৩ (প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের বিয়োজন অনুমোদন)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই উপ ধারার শেষ লাইনে গবেষণা শব্দটি অন্তর্ভূক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুবা এই নতুন সংযোজিত ধারাটির উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। উপরন্তু, এই পদক্ষেপ অ্যাক্সিলারেটর সার্ভিস, ইনকিউবেটর সার্ভিস এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারকে উৎসাহিত করবে।

**১০। ধারা ১৬৯। রিটার্ন অডিট**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

রির্টান অডিটের জন্য কোন সুস্পষ্ট কাঠামো প্রদান করা হয়নি। সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে নির্বাচিত ফাইল সমূহকে অডিটের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

**১১। ধারা ১৮৯। ব্যবসায়িক রেকর্ড পরিদর্শনের ক্ষমতা**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যথাযথ নোটিশ প্রদান না করে এই ধারার প্রয়োগ হয়রানি এবং অনিয়মকে উৎসাহিত করবে। তাই এই ধারায় যথাযথ নোটিশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা যুক্ত করা উচিত।

**১২। ধারা ১৯৮। শপথ, ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

সংশ্লিষ্ট আয় বর্ষের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের দলিলাদি সমূহ উপস্থিত করার বাধ্যবাধকতা বিলোপ করার উচিত। কেননা এতে প্রক্রিয়াগত জটিলতা, হয়রানি এবং অনিয়মের সম্ভবনা তৈরি হবে।

**১৩। ধারা ২০০। কর ও অন্যান্য অংক পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই উপধারার ক্ষেত্রে চার বছরের পরিবর্তে এক বছর করা হলে, হয়রানির সম্ভবনা কমবে।

**১৪। ধারা ২০৫। ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার কর্তৃক আদায়ের পদ্ধতি**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত, এই ধারার সরাসরি প্রয়োগ এক্সট্রিম জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি তৈরি করবে।

**১৫। ধারা ২১৮। কর সুবিধা সমন্বয়**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

প্রতীয়মান শব্দের স্থলে "সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত" শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে হয়রানি, অপব্যবহার ও অনিয়ম এবং এক্সট্রিম জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটির প্রয়োগ বন্ধ হবে।

**১৬। ধারা ২৬৩। কর পরিশোধে খেলাপি হওয়ার জরিমানা**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

জরিমানার পরিমান কখনও বকেয়া করের সমান হওয়া উচিত নয়, সুতরাং এ ধারার জরিমানার অংককে বকেয়া করের একটি বিশেষ % (শতকরা) যথা ৫০% এর নিচে রাখা যেতে পারে।

**১৭। ধারা ২৭৯। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

২৭৯ ধারার এর (২) ও (৩) উপধারা সমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেইস টু কেইস এর ভিত্তিতে পর্যালোচনাপূর্বক স্বীদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করছি। কারণ, (২) এর উপধারায় আপিল বা আপিল নিস্পত্তির পূর্বে কোন ট্যাক্স নির্ধারণ কারো কারো ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। তাছাড়া এতে করের বোঝা বেড়ে যাওয়া এবং ন্যায় বিচারে বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে এবং (৩) উপধারা এর ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ (২) এর সুপারিশ প্রযোজ্য।

**১৮। ধারা ১৯৫। জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারার (১) ও (২) উপধারায় জব্দকৃত রেকর্ডসমূহ ১৮০ দিন রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তা ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাই ১৮০ দিনের স্থলে সর্বনিম্ন ৩০ দিন ও সর্বোচ্চ ৬০ দিন রাখার প্রস্তাব করছি।

**১৯। ৩য় তফসিল অবচয় ভাতা পরিগণনা**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই তফসিলটিতে উল্লেখিত অবচয় ভাতা সমূহকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য করার নিমিত্তে উন্নত দেশের প্রচলিত রীতি, যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের আইআরএস এর এমএসিআরএস ন্যায়ে করার প্রস্তাব করছি।

**২০। ধারা-৫৮-২। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারার উপধারায় করদাতা অডিট সাপেক্ষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হলে শুধুমাত্র করদাতার আয় অন্যান্য উৎস হতে আয়ের খাতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

**২১। ধারা-৫৮-৮। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ঋণের দায় কোন সাধারণ অবস্থায় মওকুফ করা হয় না। এটা বরাবরই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য প্রদান করা হয়। একদিকে সাহায্য করা, অন্যদিকে সাহায্যকৃত অর্থের উপর কর আরোপ করা পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়।

**২২। ধারা-৬৮ (২) অসম্পূর্ণ বা ভুল হিসাব, ইত্যাদি**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

করদাতা প্রদত্ত কোনো হিসাবের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে অডিট করে প্রমাণ সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু উপ-কর কমিশনার সন্তুষ্টি বা মনঃপুত না হওয়ার উপর ভিত্তি করে কোনো শাস্তিমূলক বিধান রাখা অথবা উপ-কর কমিশনার ইচ্ছা মোতাবেক কর নিরূপণ করার ক্ষমতা কোনো ভাবেই ন্যায্যতা, সচ্ছতা ও যুক্তির ভিত্তিতে তৈরি কোনো আইনের অবকাঠামোর মধ্যে পড়ে না। এই ধরনের ক্ষমতা বরাবরই আইনের অপ-প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই সন্তুষ্ট শব্দের পরিবর্তে অডিট সাপেক্ষে প্রমাণিত শব্দ প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন এবং 'যেরুপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরুপ পদ্ধতিতে' এই শব্দগুলোর পরিবর্তে একটি সুস্পষ্ট কাঠামো অতিরিক্ত তফসিলের মাধ্যমে করদাতাকে জানানো যেতে পারে।

**২৩। ধারা ১২২। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময় কর সংগ্রহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে করের হার নতুন লাইসেন্স প্রদান করার সমান হওয়া যৌক্তিক নয়। সুতরাং নবায়নের কর সকল ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ করা উচিত।

**২৪। ধারা ১৩৫। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যথাযথ নোটিশ প্রদান না করে এই ধারার প্রয়োগ হয়ারানি এবং অনিয়মকে উৎসাহীত করবে। তাই এই ধারায় যথাযথ নোটিশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা যুক্ত করা উচিত।

**২৫। ধারা ১৪২। অগ্রিম কর পরিশোধ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই বিধান ধারাটি ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয় যা ব্যক্তি করদাতাকে কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করবে।

**২৬। ধারা ১৫৪। রিটার্ন দাখিল**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

চেম্বারের বেশিরভাগ সদস্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তা। মহামারীর কারনে এই সেক্টরের ব্যবসায়ীরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়াও এইখাতে ব্যবসায়ীক ঝুঁকির প্রভাব বেশী হওয়ার কারণে অনেকে প্রায়শই ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এ কারণে প্রতিবছরই অনেক ফার্ম বন্ধ হয়ে যায়। তাই ডিসিসিআই এর মেম্বারদের জন্য বিশেষত যারা এসএমই খাতভুক্ত রির্টান দাখিল বাধ্যতামূলক যুক্তি সঙ্গত নয়। তাই চেম্বারের ও এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য এই ধারার প্রয়োগ রদ করা প্রয়োজন।

**২৭। ধারা ১৬১। বিলম্ব সুদ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

প্রতিমাসে ২% হারে বিলম্ব সুদ প্রদান করদাতার জন্য বোঁঝা হয়ে দাড়াবে। এই সুদের হার প্রতিমাসে ০.৫% করা যেতে পারে।

**২৮। ধারা-২৬। কৃষি হইতে আয়**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণকে "কৃষি" এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই, দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন সম্ভবনাময় খাতগুলো বেশিরভাগই কর কর্তৃপক্ষের সুনজর পায় নাই। এটা পুনঃবিবেচনা করা উচিত।

**২৯। ধারা-৫৮-১২ অন্যান্য উৎস হইতে আয়ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন ব্রান্ডের গাড়ি এসেম্বল এবং তৈরি করা হচ্ছে, ঐ সমস্ত গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই উপধারার প্রয়োগ রধ করার বিষয়ে উল্লেখ থাকলে অটোমোবাইল সেক্টর উপকৃত হইবে।

**৩০। ধারা ১০৭। রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন।**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

১৫% এর স্থলে ৫% হারে কর কর্তন করা হলে শুধুমাত্র বাড়ি ভাড়ার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা উপকৃত হবে। সাইনিং মানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন করা হলে আবাসন খাতে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কমানো যাবে।

**৩১। ধারা ১১৭। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

২ ক) ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকার স্থলে জমির স্থানভেদে যৌক্তিক হারে কর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২ খ) বর্গফুট প্রতি ৬০০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হলে কর হার যৌক্তিক হবে।

**৩২। ধারা ১০৪। নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ভর্তুকির উপরে কর ধার্য করা ভর্তুকি গ্রহীতার জন্য অতিরিক্ত বোঝা। যেহেতু ভর্তুকি রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হচ্ছে তাই এর উপর করারোপ ভর্তুকির উদ্দেশ্যকে ব্যহত করবে।

**৩৩। ধারা ১১৬। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

১০% হারে কর কর্তন করা হলে সেবা রপ্তানি খাত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রপ্তানি বহুমুখী করনের উপর জোরারোপ করছেন সেক্ষেত্রে এই কর বিলোপ হওয়া দরকার।

**৩৪। ধারা ১১২। আমদানিকারকদের হইতে কর সংগ্রহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

২০% হারে উৎসে কর সংগ্রহ না করে এটাকে যৌক্তিকিকরণ ও সহজীকরণ করা প্রয়োজন। কেননা ২০% হারে উৎসে কর সংগ্রহ করলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যেতে পারে।

**৩৫। ধারা ১১৪। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক কর আদায়ের পরিমাণ ১০% না হয়ে ১% হওয়া প্রয়োজন। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে।

**৩৬। ধারা ২৬। কৃষি হইতে আয়**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

"কৃষি হইতে আয়" এর ক্ষেত্রে কর কর্তন গণনা করার সময়, "বীমা প্রিমিয়াম" স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বীমা প্রিমিয়াম শব্দটি উল্লেখ করা হলে "কৃষি উৎপাদনকারী" এবং "বীমা সেবা প্রদানকারী" উভয়কেই তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রসারিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। অধিকন্তু, এটি উভয় পক্ষের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগের নিশ্চিয়তা প্রদান করবে।

**৩৭। ধারা ৩৭-১। ব্যবসা হইতে আয় গনণার ক্ষেত্রে অুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বীমা প্রিমিয়ামকে ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন সমূহে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। যাতে করে উভয়পক্ষ (বীমা সেবা প্রদানকারী ও অন্যান্য ব্যবসায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান) বীমা করতে আগ্রহী হয়। এছাড়াও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন ও সৃজনশীল বীমা সেবা নিয়ে আসতে উৎসাহিত হবে। তাছাড়া, বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

**৩৮। (৪) বিয়োজন**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে" শব্দগুলো "উপ-কর কমিশনার প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন যে" শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। এতে এই উপধারার অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার, অনিয়ম এবং হয়রানির সম্ভাবনা দূর হবে।

**৩৯। (৫) উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের সমন্বয়**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

অগ্রিম কর প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রেডিট প্রদানের জন্য কোনো প্রকার শর্ত আরোপ করলে করদাতা কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হন। অধিকন্তু, ক্রেডিট প্রদান করা না হলে পরিশোধিত অগ্রিম করকে অতিরিক্ত করের বোঝা মনে হয়, যা এই আইনের চেতনার পরিপন্থি।

**৪০। ধারা ৯৭। সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

৯৭-১ উপধারায় ১০%-এর স্থলে ৫% এবং ৯৭-২ উপধারায় ৫ লক্ষের স্থলে ২৫ লক্ষ টাকা করা হলে এই ধারাটি যৌক্তিক হবে এবং বিনিয়োগকারীরা বিশেষত অবসর প্রাপ্ত বয়স্ক উপকৃত হবে।

### ৪১। অতিরিক্ত সুপারিশমালা

১। ডিজিটাল তথ্য ও ডাটাবেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের সকল সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন যাতে এনআইডি এবং পাসপোর্টের তথ্যাবলির মাধ্যমে করদাতার যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হয়।

২। ট্যাক্স রিটার্ন, রিফান্ড এবং রিবেট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় এবং ব্যবসার স্বার্থে সহজ হতে হবে।

৩। সন্তান ভরণ-পোষণের খরচ করদাতার আয়ের উপর অনুমোদিত বিয়োজন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতি বছর আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ অথবা এনবিআর কর্তৃক নির্ধারিত গড় ব্যয় বিয়োজন হিসেবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

এই ব্যয় করদাতার প্রত্যেক সন্তানের জন্য আলাদাভাবে প্রদর্শনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তবে শর্ত হিসেবে সর্বোচ্চ দুটি সন্তানের জন্য এই সুযোগের সুবিধা রাখা যেতে পারে। অধিকন্তু, এই সুবিধা শুধুমাত্র করদাতার উপর নির্ভরশীল সন্তান থেকে থাকলে তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিধান রাখা যেতে পারে।

## খসড়া জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২২-এর বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

### প্রস্তাব ০১.

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২২ এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য অংশের আওতায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের ৪ নং উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য সহনীয় রখার কথা বলা হয়েছে। এই অংশে উল্লেখিত নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের" শব্দের পরিবর্তে "কৃষিপণ্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

### সুপারিশ ও যুক্তিঃ

শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সহনীয় রাখা যথেষ্ট নয়, অন্যান্য কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সহনীয় রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

### প্রস্তাব ০২.

১.৩ ধারায় কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিপণন উপযোগী কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের গুণগত মান প্রত্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বিদ্যমান অবকাঠামোর ন্যায় শুধুমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক না করে প্রতিটি বিভাগীয় শহরকে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদানের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য কৃষি পণ্য থেকে আলাদা করার প্রস্তাব করছি। কারণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা থেকে বিপণন ব্যবস্থা পচনশীল কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

### সুপারিশ ও যুক্তিঃ

বিভিন্ন টেস্টিং ল্যাব এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রদান কারী সংস্থারকার্যক্রম শুধুমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক না করে তা দেশের সকল বন্দর নগরী কেন্দ্রিক করতে পারলে তা কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক উভয়ের জন্য ব্যবসাবান্ধব হবে। এছাড়া, যেহেতু কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা থেকে শুরু করে তার বিপণনব্যবস্থা পচনশীল কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং বিপণনব্যবস্থা হতে সম্পূর্ন ভিন্ন, সেহেতু এই কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এই ভিন্নতার ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

### প্রস্তাব ০৩.

৩.৩ ধারাতে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি ব্যবসায় যুক্ত হতে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণিকে সহায়তা প্রদান করার কথা উল্লেখ আছে। এই লক্ষ্যে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে কৃষি বিষয়ক ডেডিকেটেড আলাদা উইং গঠন করার প্রস্তাব করছি।

### সুপারিশ ও যুক্তিঃ

এতে করে কৃষক সহজেই তার উৎপাদিত পণ্যের দেশিয় এবং আন্তার্জাতিক বাজারে বর্তমান বাজারদর ও কোন পণ্য উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাজারে সংযুক্ত হতে পারবেন তা জানতে পারবেন।

### প্রস্তাব ০৪.

১.৩ ধারায় বিদ্যমান বিভিন্ন লজিস্টিক/অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা পরিচালনায় গুরুত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ধারা তে বিদ্যমান বিভিন্ন লজিস্টিক/অবকাঠামোতে উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করছি।

### সুপারিশ ও যুক্তিঃ

যেহেতু আমাদের সাপ্লাই চেইন সিস্টেম Pro agro product friendly নয়, সেহেতু পণ্যের ধরন অনুসারে আধুনিকায়নের জন্য লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগ যেমন: ক্লাউড বেসড প্লাটফর্ম, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স এবং আর এফ আই ডি ব্যবহার করতে পারলে তা কৃষি পণ্যের ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট সহজ করে তুলবে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা খুব সহজেই তার পণ্যের স্থান এবং ডেলিভারির সম্ভাব্য সময় জানতে পারবে।

### প্রস্তাব ০৫.

৪.১ ধারাতে শুধুমাত্র শাক-সবজি এবং ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণে গুরুত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় সকল প্রকার কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে ও উদ্যোক্তা

সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

শুধুমাত্র শাকসবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর পাশাপাশি অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য উল্লেখ করলে এ খাতের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে।

**প্রস্তাব ০৬.**

৪.৩ ধারাতে কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন চুক্তি, স্মারক ও সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি Contract Farming বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এলডিসি হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশের শুল্ক সুবিধা এবং বাণিজ্য অগ্রাধিকার ব্যাহত হবে। তাই রপ্তানি বাজারে টিকে থাকার জন্য অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় দেশের কৃষি ক্ষেত্রে Contract Farming বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। এতে করে একদিকে যেমন কৃষিপণ্যের রপ্তানি সহজ হবে তেমনি খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যাবে।

**প্রস্তাব ০৭.**

৯.৩ ধারায় নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন রোধে যোক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন করা এবং একইসাথে কৃষি ব্যবসায় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা। অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন রোধে এই ধারায় কৃষক বা উৎপাদনকারী, কৃষি ব্যবসায়ী, পাইকারি বিক্রেতা থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত উৎপাদন মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট স্কেলে যথা ২০ শতাংশের বেশি নয় এমন মূল্য বা লভ্যাংশ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এতে করে কৃষক থেকে শুরু করে সাপ্লাই চেইনের অন্তর্গত সকলেই একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা লাভ করবে।

**প্রস্তাব ০৮.**

৭.৯ ধারাটি যুবকদেরকে কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগে উৎসাহ, সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা, প্রণোদনা এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায়ে অণুপ্রাণিত করা" এভাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা গেলে যুবসমাজ উদ্যোক্তা হতে উৎসাহী হবে। এই কারণে ঋণ প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি এর শর্তগুলো সহজ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাবান্ধব রাখা প্রয়োজন।

**প্রস্তাব ০৯.**

৫.১ ধারাতে স্থানীয়, জাতীয় চাহিদার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারের চাহিদার আলোকে সাপ্লাই চেইনের নকশা প্রণয়নের বিষয়টি আনয়নের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে ইকো সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাজার চাহিদা পূরণ হবে।

**প্রস্তাব ১০.**

২.৫ ধারায় কমোডিটি এক্সচেঞ্জের উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ দাম প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করার বিষয়টি প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে ইকো সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাজার চাহিদা পূরণ হবে।

**প্রস্তাব ১১.**

১৮.১ ধারাটি "কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত পণ্যের ডাটাবেইস (ফসল, পরিমাণ, গুদামজাতকরণ ও খালাসের সময় কৃষকের তথ্য, পণ্যের দাম, বাজার তথ্য ইত্যাদি সম্বলিত) সংরক্ষণের মাধ্যমে" এভাবে লেখার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে পণ্যের দাম সংরক্ষিত থাকলে পণ্যের মূল্য মনিটরিং এ সহায়ক হবে।

**প্রস্তাব ১২.**

কৃষি উপকরণ বিপণন সংশ্লিষ্ট ধারাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তির উপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি সংযোজন করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের কারণে কৃষকদের বীজ, চারা, ফসল নষ্ট হলে ক্ষতির শিকার হতে হয়। এমন প্রতিকূল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

**প্রস্তাব ১৩.**

নীতিমালা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনার উপর আলাদা একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা জরুরী বলে মনে করছি। যেখানে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য Public-Private Partnership এর আলোকে সকল সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকবে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহজ হবে।

**প্রস্তাব ১৪.**

কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি রপ্তানি অংশের আওতায় "আমদানি নির্ভরতা কমাতে নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদান" সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমদের দেশ কিছু কৃষি পণ্যের উপর আমদানি নির্ভর। এই কারণে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে কোনো সমস্যা হলে তা সরাসরি দেশিয় সাপ্লাই চেইনে প্রভাব ফেলে। তাই আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং এতে করে সংকটময় সময়ে পণ্যের সরবরাহ বজায় থাকবে।

**প্রস্তাব ১৫.**

কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি রপ্তানি অংশের আওতায় কৃষি পণ্য রপ্তানির প্রসারের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক হালাল মার্কেটে বাংলাদেশের অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি আনার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

২০২৪ সালে পৃথিবীতে হালাল পণ্যের চাহিদা প্রায় ১০ দশমিক ৫১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। বাংলাদেশ যদি শতকরা ১ ভাগ দখল করতে পারে তবে তা দেশের উন্নয়নে অনেকাংশে অবদান রাখবে বলে মনে করছি।

**প্রস্তাব ১৬.**

প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য বিপণন সম্প্রসারণের আওতায় কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের দেশিয় ব্র্যান্ড তৈরিতে সহায়তা প্রদান ও তা দেশে-বিদেশে সম্প্রসারণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এতে করে দেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হবে ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে।

**প্রস্তাব ১৭.**

কৃষি বীমা প্রণয়নের জন্য আর্থিক সংস্থা যেমন ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীর বাৎসরিক মুনাফার নির্ধারিত করপোরেট ট্যাক্সের উপর অতিরিক্ত শতকরা ২ ভাগ levy বাধ্যতামূলক করে এই অতিরিক্ত টাকা সরকারের রাজস্ব খাতে জমা না হয়ে সরাসরি কৃষি বীমা ফান্ডে জমা দেওয়ার বিষয়টি নতুন ধারা হিসেবে সংযোজন করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় শতকরা ১২.০৯ ভাগ কিন্তু কৃষকদের জন্য কৃষি বীমার সুযোগ নেই। এছাড়া কৃষক সম্প্রদায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে ও তাদের কষ্টার্জিত ফসল নষ্ট হওয়ায় ক্ষতির শিকার হচ্ছে। কৃষি বীমা ফাণ্ডে জমাকৃত এই অর্থ তাদের এই ক্ষতির অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে এবং কৃষি বীমা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

**প্রস্তাব ১৮.**

কৃষি উপকরণ বিপণন অংশের আওতায় অন্যান্য খাতের ন্যায় কৃষির উন্নয়নকে সমুন্নত রাখতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য ন্যূনতম শুল্ক হার প্রদানের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কৃষকদের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সহজলভ্য মূল্যে প্রাপ্তি সহজ হবে। তাছাড়া এ পদক্ষেপ কৃষি আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখবে।

**প্রস্তাব ১৯.**

কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণার আওতায় কৃষি ও কৃষি পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, টার্গেট মার্কেট নির্ধারণ ইত্যাদি গবেষণায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের পাশাপাশি গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধিতে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ অংশটি সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কৃষি বিপণনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি বাণিজ্যিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে অপার সম্ভাবনা উদ্ভাবনে গবেষণার বিকল্প নেই। তাই এখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

## অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন ২০২২-এর জিরো ড্রাফ্ট-এর উপর ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

**প্রস্তাব ০১.**

৮.১ শিক্ষানবিশ সময়কাল শেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে পদ স্থায়ীকরনের বিষয়টি ৮.১ নং ধারায় উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে একজন শিক্ষানবিশ তার যোগ্যতা অনুযায়ী দ্রুততম সময়ে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

**প্রস্তাব ০২.**

২৯ (৪) ধারায় অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপকরণ সরবরাহে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন জরুরি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বর্তমান বিশ্বের বাজার চাহিদার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জনশক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী করে গড়ে তুললে দেশে দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা বাড়বে।

**প্রস্তাব ০৩.**

৬ (ঘ) ধারায় প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাতে শিক্ষানবিশ নিয়োগের যোগ্যতায় অনূন্য পঞ্চাশ (৫০) শ্রমিক নিযুক্তের স্থলে ত্রিশ (৩০) জন নিযুক্ত রাখাকে যুক্তিযুক্ত।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবিশ নিয়োগে উদ্যোগী হবে ফলে শিক্ষানবিশ অধিক সংখ্যায় সুযোগ পাবে।

**প্রস্তাব ০৪.**

৬ (ট) ধারায় স্বাধীন শিক্ষানবিশ-এর ক্ষেত্রে ভাতা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ নেই কিন্তু সকল শিক্ষানবিশের ক্ষেত্রে ভাতার বিষয়টি থাকা জরুরি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য নূন্যতম সম্মানী হিসেবে একটি ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

**প্রস্তাব ০৫.**

৮.৩ (চ) নিয়োগ যোগ্যতার উন্নতি ঘটে ধারায় শিল্প কারখানায় শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু গাইডলাইনটি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। সুতারাং "শিল্প কারখানায়" শব্দের স্থলে "প্রতিষ্ঠানে" শব্দটি ব্যবহার করা যথাযথ।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যেহেতু নীতিমালা বা গাইডলাইনটির কার্যকারিতা ধারা অনুসারে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সেহেতু এই ধারায় প্রতিষ্ঠানে শব্দটি প্রযোজ্য হবে।

**প্রস্তাব ০৬.**

৯ (২) ধারায় শিক্ষানবিশদের বয়স ১৬-২২ বছর করা হয়েছে কিন্তু অধিক সংখ্যক জনশক্তিকে সুযোগ প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা গাইডলাইনে না রাখা যুক্তিযুক্ত।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে শিক্ষানবিশদের নূন্যতম বয়সসীমা ১৬ বছর রেখে সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করলে সব বয়সের জনশক্তি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

**প্রস্তাব ০৭.**

৩৬ ধারায় গাইডলাইনটি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং সময়ের প্রয়োজনে কিভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন হবে তার একটি রূপরেখা থাকা প্রয়োজন।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যে কোন গাইডলাইনের পরিবর্তনের নীতিমালা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য থাকলে তা সময়োপযোগী করতে সহজ হয়।

**প্রস্তাব ৮.**

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন- ২০২২ এর নাম সংশোধন।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যেহেতু অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইনটি বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছে সেহেতু এই নীতিমালার নাম শিক্ষানবিশি নীতিমালা-২০২২ হওয়া বাঞ্চনীয়। একই সাথে এই নীতিমালার একটি ইংরেজি সংস্করণ থাকা জরুরি।

**প্রস্তাব ৯.**

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইনে শিক্ষানবিশদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য গবেষণার (R&D) বিষয়টি উল্লেখ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা যোগ করা জরুরি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও সময়ের পরিবর্তনে বাজার চাহিদার আলোকে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এর জন্য অ্যাপ্রেন্টিসশীপকে যুগপোযোগী করতে গবেষণা প্রয়োজন।

**প্রস্তাব ১০.**

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রোগ্রামের জন্য একটি রোডম্যাপ থাকার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যে কোন গাইডলাইনে রোডম্যাপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে তা কার্যকর করতে সহজতর ভূমিকা পালন করে।

**প্রস্তাব ১১.**

আপ্রেন্টিসশীপ প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের জন্য দেশের বাইরে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির বিষয়টি উল্লেখ করে একটি ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

দক্ষ শ্রম শক্তি বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ উন্মোচিত হবে।

**প্রস্তাব ১২.**

আপ্রেন্টিসশীপ প্রোগ্রামের জন্য দেশের বাইরে থেকে প্রশিক্ষক নেওয়া এবং দেশের বাইরেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য গাইডলাইনে একটি ধারা যুক্ত করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল রপ্ত করতে এ ধরনের পোগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিমালায় স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ না থাকলে এ ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না।

## খসড়া উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ এর বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

**ধারা ২ (৩)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই ধারায় উল্লেখিত উপাত্ত অর্থের অধীনে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত ও প্রক্রিয়াক্রিত উপাত্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

**ধারা ৫ (ক)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারাটি আরো স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপুর্ণ তথ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রয়োজন। তাছাড়া নির্দিষ্ট একটি রূপরেখার মাধ্যমে কোন কোন উপাত্ত জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে তা স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন।

**ধারা ৫ (গ) ও ৭ (১)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারাটি পুনঃবিবেচনার জন্য প্রস্তাব করছি। গবেষণার ক্ষেত্রে, উক্ত ধারাটি গবেষনার খরচ ও সময় বৃদ্ধি করতে পারে। অনেক ডাটা (যেমনঃ ডেমোগ্রাফিক ডাটা) নেয়া হয় যা সংশ্লিষ্ট গবেষনা সহ ভবিষ্যৎ এ প্রয়োজন এমন অনেক গবেষণায় লাগতে পারে। ইহার ক্ষেত্রে কোন সময় সীমা থাকা যুক্তিযুক্ত নয়।

**ধারা ৯**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার বিষয়টি যাতে কোনো ভাবে লঙ্ঘিত না হয় সেই জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ ব্যাংক, বীমা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) ব্যক্তিগত উপাত্ত নিয়ে কাজ করে তাদের এসকল উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রদানের প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে উন্নত দেশের অনুসরণে Risk Assessment এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত উপাত্তের ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে নিম্ন থেকে উচ্চ ঝুকিপূর্ণ শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে এবং এই ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে যা অনুসরন করে ব্যক্তিগত ডাটা সংরক্ষণের ও সুরক্ষা প্রদানের মানদন্ড তৈরি হবে।

**ধারা ১১ (গ)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই বিধিতে উপাত্তকারীর স্বার্থের মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত তার কোন উল্লেখ নেই, যা পরবর্তীতে এই বিধি প্রনয়নে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই জটিলতা নিরসনে ডেটা সুরক্ষা আইনে স্বার্থ সম্পর্কিত একটি সুনির্দিষ্ট মানদন্ড প্রদানের প্রস্তাব করছি।

**ধারা ২৫ (১)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরনের উদ্দেশ্য ইন্ডাস্ট্রি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং সকল ইন্ডাস্ট্রিকে একই ধারার আওতায় আনলে তাদের ব্যবসায় বিরুপ প্রভাব পড়বে। এই সমস্যা নিরসনে ইন্ডাস্ট্রি ভেদে উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য সম্বলিত ম্যানদন্ড প্রনয়নের প্রস্তাব করছি।

**ধারা ৩৬ (খ) (ঙ)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কি কি কারণে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

**ধারা ৪২ (১)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধ করার একটি সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রনয়নের প্রস্তাব করছি। উন্নত দেশের অনুসরণে এবং আমাদের দেশের সামাজিক এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রস্তাব করছি।

**ধারা ৪২ (২)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বেসরকারিখাতের ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর অনুমোদন স্বাপেক্ষে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

**ধারা ৪৯**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

নিয়ন্ত্রক বা সংগ্রহকারীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সুযোগ থাকা উচিত। এছাড়া উপাত্তধারী আমাদের দেশের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো ব্যবসায়ীক কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপাত্ত নিয়ে কাজ করছে তাদের এই প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী সুরক্ষা

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যদি কোনো প্রযুক্তি আপগ্রেডাশানের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সময় এবং সহায়তা প্রদান করার সুপারিশ করছি।

**ধারা ৫৩ (১)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত উপধারায় শাস্তির কথা উল্লেখ থাকলেও নির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। তাই যুক্তিসংগত উপায়ে অপারাধ প্রমাণ পূর্বক এক বা একাধিক শাস্তির উল্লেখ করার সুপারিশ করছি।

**ধারা ৫৪**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারায় বিদেশি কোম্পানীর দ্বারা আইন লঙ্ঘন হলে মোট টার্ন ওভার এর অনধিক ২৫% পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের কথা বলা থাকলেও কিসের ভিত্তেতে এই শাস্তির বিধান তা উল্লেখ নেই। তাছাড়া এটি প্রয়োগের পূর্বে বিদেশী বিনিয়োগে প্রভাব পড়বে কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এবং কপিরাইটের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে কি শাস্তি হবে তা উল্লেখ নেই। তাই কপিরাইট আইনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্বক শাস্তির বিধানের প্রস্তাব করছি।

**ধারা ৫৫**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত ধারায় মহাপরিচালক, যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদানের পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত অর্থ দন্ডের পাশাপাশি এটি পর্যালোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইনের প্রস্তাব করছি অপরাধ মূল্যায়ণ যথাযথ হচ্ছে কি না নিরুপণ করবে। তাছাড়া অর্থের মূল্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে।

**ধারা ৫৬ (১)**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উক্ত উপধারায় "সরকারের নিকট" এর পরিবর্তে "দেশের বিচার ব্যবস্থার নিকট" দ্বারা প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি। যেহেতু বিচারিক কার্যক্রম দেশের বিচার ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই তা পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত।

**ধারা ৫৭**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

আইনের বিধান লঙ্ঘন এবং তার ফলস্বরুপ জরিমানার আর্থিক দণ্ডের সীমা নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে মহাপরিচালকের ক্ষমতার আওতায় না রেখে এই সম্পর্কিত একটি সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। এই ক্ষেত্রে, উপাত্ত সম্পর্কিত আইনের বিধান লঙ্ঘনের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী আর্থিক দন্ডের সীমা বা অন্যন্য শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট আইনের আওতায় মাত্রা নির্ধারিত থাকলে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

**ধারা ৫৯**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার পাশাপাশি ডাটা সাইন্স এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে তদন্ত কমিটিতে রাখা উচিৎ। কারন অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ পরিদর্শকের বোধগম্যের বাইরে থাকতে পারে।

**ধারা ৬২**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে, ডাটার নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক ডাটা সিকিউরিটি ও ম্যানেজমেন্ট অফিসার নিয়োগ প্রদান আবশ্যক। এতদস্বত্তেও তা বিধির লঙ্ঘন হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই দায়ী করা যুক্তিযুক্ত।

**ধারা ৬৫**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই ধারায় "যেকোন কর্মকর্তা" এর পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা" দ্বারা প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালনে সহজতর হবে।

**ধারা ৬৭**

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এই আইনে উল্লেখিত বিধি প্রনয়নের জন্য বর্তমানে প্রযুক্তিগত এবং আইনগত অবকাঠামো কতটুকু প্রস্তুত তার উপর ভিত্তি করে এই আইন প্রনয়নের সময়সীমা বেঁধে দেয়ার প্রস্তাব করছি। এই সময়সীমা নির্ধারনের জন্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি সুনির্দিষ্ট করতে একটি Baseline Study করার সুপারিশ করছি। এই স্ট্যাডি বর্তমান উপাত্ত নিরাপত্তা জনিত পরিস্থিতি বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী বিধি প্রনয়নে সহায়তা করবে।

**অতিরিক্ত সুপারিশমালাঃ**

১. উক্ত আইনটি সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য চলিত ভাষায় করার প্রস্তাব করছি।

২. একটি উপাত্ত কার্যালয়ের কথা উল্লেখ থাকলেও Full Fledged Automated ডাটা সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করছি। যা কেন্দ্রীয় ডাটা আরকাইভ হাব হিসেবে কাজ করবে।

## খসড়া হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২-এর বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

**প্রস্তাব:**

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হালকা প্রকৌশল শিল্পের মাধ্যমে সৌর শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তিগুলোর দ্বারা বিদ্যুৎ শক্তির সুরক্ষা করা যেতে পারে যা ২০৩০ সালের এসডিজি এর লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

হালকা প্রকৌশল শিল্পের মাধ্যমে সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ ও সমুদ্র শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তি বিকাশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তির সুরক্ষা প্রদান করা যেতে পারে যা ২০৩০ সালের এসডিজি-৭ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে হালকা প্রকৌশল শিল্পের ভূমিকা প্রকাশ পাবে।

**প্রস্তাব:**

ম্যানুয়াল মেশিনে পুরনো প্রযুক্তি দিয়ে স্বল্প সময়ে অধিকসংখ্যক পণ্য বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন সম্ভব নয়। আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করতে সরকারি প্রণোদনার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এপ্রেক্ষিতে দেশের স্থানীয় শিল্প খাত ভিত্তিক Up-skilling এবং Re-skilling কর্মসূচির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। চাহিদা ভিত্তিক পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন সুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে ৩.৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ৫.৫ মিলিয়ন মানুষ বেকার হবে। এটুআই'র এক গবেষণায় দেখা যায়-নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মীকে পুনরায় প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং ২ কোটি কর্মীকে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই বিবেচনায় দেশের স্থানীয় শিল্পে খাত ভিত্তিক Up-skilling এবং Re-skilling কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**প্রস্তাব:**

উন্নত প্রযুক্তির কারখানা স্থাপনে পরিকল্পিত শিল্প পার্কের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে হবে, বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস এবং বিদ্যুতের পাশাপাশি বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের দাপ্তরিক সুযোগ-সুবিধা, পৌর সুবিধাসহ পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট শিল্পনগরী গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সবুজায়ন, জলাধার, প্রদর্শনী কেন্দ্র, শপিং আর্কেড, হোটেল-রেস্তোরাঁ, নামাজের ব্যবস্থা, হালকা ও ভারী ট্রান্সপোর্টের পার্কিং সুবিধা থাকবে।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

উন্নত প্রযুক্তির কারখানা স্থাপনে পরিকল্পিত শিল্প পার্কের বিকল্প নেই।

**প্রস্তাব:**

দেশে উদ্ভাবিত হালকা প্রকৌশল শিল্পের উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং এ সকল পণ্যের বাজারজাত করণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। [উদাহরণ-ধান কাটা, মাড়াই করা, জমিতে বিজ ছেটানোর মেশিন]

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

দেশের উদ্ভাবকদের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির হালকা প্রকৌশল পণ্য উদ্ভাবিত হলেও যথাযথ স্বীকৃতি ও প্রণোদনার অভাবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যগুলির প্রসার ও বিপণন সম্ভব হচ্ছে না।

**প্রস্তাব:**

- উন্নতিশীল হালকা প্রকৌশল শিল্পকে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং শক্তিশালী স্থানীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য উচ্চমানের পণ্যগুলো নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যতা আনায়নের বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী [যেমন- মোটর সাইকেলের পার্টস, ফ্যান, রেফ্রিজারেটরের পার্টস, ট্রান্সফর্মার]
- স্থানীয়, রপ্তানিকৃত পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং এন্টি-ডাম্পিং এর বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

দেশে যেসকল হালকা প্রকৌশল শিল্পের পণ্য আমদানি করা হয় সেসকল পণ্য মাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশে উৎপাদন করা এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সহজ হবে।

**প্রস্তাব:**

আমাদের দেশে বেশিরভাগ হালকা প্রকৌশল শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর এসকল পণ্য দেশে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি উল্লেখ করা করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

**প্রস্তাব:**

হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশে প্রান্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা প্যাকেজ, ঋণ, পণ্য উৎপাদন, বিপণনের ক্ষেত্রে সাপ্লাই

চেইন ও ইকোসিস্টেম নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য, অর্থনৈতিক জটিলতা সূচক (ECI) যা বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনশীল ক্ষমতা পরিমাপ করে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বাজারের চাহিদা ভিত্তিক ট্রেনিং কারিকুলাম তৈরি করলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীকে ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমেই সহজে নিয়োগ দিতে পারবে এবং বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে। Apprenticeship Guide কে নীতিমালার সাথে যুক্ত করলে ট্রেনিং পরিচালনা সহজ হবে।

**প্রস্তাবঃ**

সম্ভাবনাময় হালকা প্রকৌশল শিল্পের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। বার্ষিক বাজেটে হালকা প্রকৌশল শিল্পের R&D-র জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। স্থানীয় R&D, Quality control এবং ব্যবসায়িক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরী। পর্যপ্ত গবেষণাগার স্থাপন করার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতে নতুন উদ্ভাবিত পণ্য Export basket এ স্থান পাবে।

**প্রস্তাবঃ**

হালকা প্রকৌশল শিল্প সংক্রান্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঞ্চিত জ্ঞান সংরক্ষণ এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে প্রকাশ করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হালকা প্রকৌশল শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

**প্রস্তাবঃ**

৬.৮.৫ ধারাতে মাঝারি শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হতে আলাদা করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা বেশি লাভবান হবেন কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

**প্রস্তাবঃ**

ইউটিলিটি পরিসেবাগুলোতে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি) নীতিমালায় উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

শিল্প এলাকায় ইউটিলিটি পরিসেবাগুলো নিশ্চিত হলে পণ্য উৎপাদন সহজ হবে এবং শিল্পায়ন বিকাশ লাভ করবে।

**প্রস্তাবঃ**

ভারি প্রকৌশল শিল্পের সাথে সম্পর্কিত হালাকা প্রকৌশল শিল্পের রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য বাইরের দেশের সাথে FTA/PTA/RTA স্বাক্ষর করার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এলডিসি হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশের শুল্ক সুবিধা এবং বাণিজ্য অগ্রাধিকার ব্যাহত হবে। তাই রপ্তানি বাজারে টিকে থাকার জন্য সম্ভাব্য দেশ সমূহের সাথে FTA/PTA/RTA স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

**প্রস্তাবঃ**

হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২-৩% সুদের হার এবং কার্যকর ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলির সাথে একটি স্বল্প ব্যয়ের তহবিলের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে এসএমই ইউনিটগুলোর প্রযুক্তি আপগ্রেডেশন ও অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকারের সুযোগের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন- ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন, বাণিজ্য ব্যয়, সহজ ঋণ আবেদন ও বিতরণ প্রক্রিয়া, ঋণের জন্য জামানত।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বর্তমানে ব্যাংক ঋণ পাবার ক্ষেত্রে হালকা প্রকৌশল শিল্পের উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সুতরাং হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

**প্রস্তাবঃ**

হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

স্টার্টআপের জন্য ছোট উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের সুযোগ পাবে।

**প্রস্তাবঃ**

স্থানীয় উৎপাদকের উপর শুল্ক ও ভ্যাট রহিতকরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

স্থানীয় পর্যায়ে হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হবে।

**প্রস্তাবঃ**

LE (হালকা প্রকৌশল) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে জমির দামকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

যৌক্তিক জমির দামের মাধ্যমে শিল্প অবকাঠামোর উন্নয়ন হবে।

**প্রস্তাবঃ**

চতুর্থ অধ্যায়ের কৌশলগত লক্ষ্য ১১ ধারায় শিল্প প্রণোদনা অংশে শুল্ক (TAX), মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং প্রণোদনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার বিষয়টি সুপারিশ করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজ পেতে সহজ হবে।

**প্রস্তাবঃ**

৭.৩ হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্টকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তিকরণ করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন, যা মূলত CMSMEs খাতের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ঢাকা চেম্বার এর সভাপতিকে হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হলে পরিষদে আরো বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়বে। এতে নীতিমালা প্রয়োগ সহজ হবে।

**প্রস্তাবঃ**

LDC পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে হালকা প্রকৌশল পণ্য প্রবেশ করার সুবিধার্থে Non Tariff সুবিধা কার্যকর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশেষ করে সাইকেলের জন্য।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

রপ্তানির ক্ষেত্রে ওষুধ শিল্পকে পেছনে ফেলেছে বাইসাইকেল। সারা বিশ্বে সাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন অষ্টম এবং ইউরোপে তৃতীয়।

**প্রস্তাবঃ**

হালকা প্রকৌশল শিল্পের কাঁচামাল সহজ প্রাপ্তির জন্য Bonded Warehouses সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্র উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে।

**প্রস্তাবঃ**

বিপণন দক্ষতা এবং পণ্যে বৈচিত্র্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি

- এই খাতের জন্য কোন মার্কেট ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্ম রাখা জরুরী কারণ বেশিরভাগ পণ্য দেশের বাইরের পণ্য থেকে কপি করা হচ্ছে।
- নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে।
- বিদ্যমান এবং নতুন সেক্টরের মধ্যে নতুন বাজার এবং পণ্যগুলিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে।
- সমগোত্রীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- সমবায় বিপণন এবং প্রচার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বিপণন দক্ষতার অভাব এবং অনিশ্চিত চাহিদার কারণে LE মালিকরা চাহিদা অনুযায়ী কম পরিমাণে উৎপাদন নিরাপদ মনে করে কিন্তু এই খাতের সমগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিপণন দক্ষতা এবং পণ্য বৈচিত্র্যতাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

খসড়া জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

- যে সকল প্রতিবন্ধকতা এসএমই খাতকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা অধ্যায়-২ এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কাঁচামাল সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বর্তমান সময়ে শিল্পায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ, এধরণের বিষয়গুলো নীতিমালার এই অধ্যায়ে উল্লেখ করলে সমস্যাগুলো সমাধান সহজ হবে বলে মনে করছি।
- শিল্প উন্নয়ন এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে শিল্প ক্যাডার অন্তর্ভূক্তিকরণ করা প্রয়োজন। বিষয়টি অধ্যায় ০২ এ সংযুক্ত করা যেতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণের মত শিল্প উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে শিল্প ক্যাডার অন্তর্ভূক্তিকরণ করা হলে শিল্পখাত দক্ষ প্রশাসকের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে একটি 'জরুরী সহায়তা তহবিল' গঠন করা প্রয়োজন। বিষয়টি নীতিমালার অধ্যায় -২ এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে করোনার মতো মহামারী মোকবিলা করার জন্য 'জরুরী সহায়তা তহবিল' এর বিকল্প নেই।

- বর্তমানে ব্যাংক ঋণ পাবার ক্ষেত্রে নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সুতরাং সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সংজ্ঞায়িত করা উচিৎ বলে মনে করছি। সঠিক ভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতকে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করলে ভবিষ্যতে ঋণ, প্রণোদনা ও সরকারী সুযোগ সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে এ শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা সুবিধা পাবে এবং জটিলতার সৃষ্টি হবে না।

- শিল্পনীতিতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শ্রেণীর শিল্প থেকে মাঝারি শিল্পকে আলাদা করে বড় শিল্পের সাথে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে একটি শ্রেণী এবং মাঝারি ও বড় শিল্পকে পৃথক শ্রেণীর আওতায় বিবেচনা করা প্রয়োজন যাতে করে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রদত্ত আর্থিক ও নীতিগত সুবিধাসমূহ এবং প্রণোদনা যথাযথভাবে প্রদান করা যায়। অধ্যায় ৩ এ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে শিল্প তিনটিকে একই শ্রেণীর আওতায় এনে সজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

- ৪.৬ পয়েন্টে শোভন কাজের সাথে শ্রমিকদের শ্রম অধিকার শব্দটি যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এসডিজি লক্ষ্য ৮ অর্জনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের পাশাপাশি শ্রমিকদের শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা জরুরী বলে মনে করছি।

- অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের উৎপাদন উন্নয়ন নিয়ে SBO এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক আই এস আই এস সি (Informal Sector Industry Skills Council-ISISC) যৌথভাবে কাজ করবে সুতরাং এই বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী বলে মনে করছি। ISISC এর মেম্বার যারা রয়েছে (ট্রেড বডি, বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বার, এসোসিয়েশন, প্রশিক্ষণ সংস্থা, এনজিও এক্ষেত্রে যুক্ত) এ সংশ্লিষ্ট একটি প্যারা যোগ করা যেতে পারে। শিল্পখাতে বিভিন্ন Standard ও Compliance এর প্রচলন হবে।

- অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য Informal Sector Industry Council কে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ করা যেতে পারে। দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী যেন তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে ক্ষমতায়িত করতে পারে।

- ৪.৮.৩ ধারায় কটেজ শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করছি। কটেজ শিল্প উদ্যোক্তারাও এমএসএমই সার্টিফিকেট গ্রহণের সুযোগ পাবে। ধারাটি লেখা যেতে পারে- মাহামারী-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর বিবেচনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সুরক্ষা এবং এর প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে যে কোনও মহামারী পরবর্তী সময়েও ধারাটির কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে।

- ৪.৮.৪ ধারাতে মাঝারি শিল্পকে আলাদা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা বেশিরভাগ সুবিধা পেয়ে থাকে এবং কটেজ, মাইক্রো, মিডিয়াম শ্রেণীর উদ্যোক্তারা ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

- SEZ এ Import Substitute CMS'র জন্য আলাদা Incentive Package ও প্লট বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। CMS উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। অধ্যায়-৪ (অপ্রাতিষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক শিল্প খাতের উন্নয়ন) অংশে বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

- অধ্যায়-৪ ধারা ৪.৮.৫ তে এসএমই শুমারি পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রাখা যেতে পারে। স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প উৎপাদনকাল নির্ভর এসএমই খাতে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ তৈরির জন্য এসএমই শুমারি পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রাখা যেতে পারে।

- SME নীতিমালা-২০১৯ কে CMS নীতিমালায় পরিনত করা যেতে পারে। শিল্প সম্পর্কিত নীতিমালা বাস্তবায়ন সহজ হবে।

- একটি CMS ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব করছি। বিষয়টি নীতিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। CMS খাতের অর্থায়ন ত্বরান্বিত হবে।

- ট্রেড লাইসেন্স বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই করার বিষয়টি নীতিতে উল্লেখ করা জরুরী। বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স বাংলা ভাষায় করা হয় যার ফলে উদ্যোক্তাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার এর জন্য ভিসার আবেদন করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

- পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়বস্তু তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা সুতরাং বিষয় তিনটির প্রেক্ষাপটে আলাদা অধ্যায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয় তিনটি এরসাথে থাকলে নীতি প্রণয়নের সময় জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

- জাতীয় পর্যায়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। অধ্যায়-১০ এর ১০.১১ ধারাতে বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে। বড় শিল্পের পাশাপাশি CSME শিল্পের উন্নয়নে একটি জাতীয় শিল্প ডাটাবেজ তৈরির বিকল্প নেই। এতে করে শিল্পখাতসমূহের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করা সহজ হবে।

- শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা শিল্পনীতিতে থাকা প্রয়োজন। শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নয়নে একটি দিক-নির্দেশনা নীতিমালার ১০.৭ ধারায় উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্প কারখানায় সুষ্ঠ কর্ম ও উৎপাদন পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

- শিল্প পণ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে ব্যয়িত অর্থের উপর কর রেয়াত দেওয়া যেতে পারে। অধ্যায়-১১ এর ১১.২ ধারাতে বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে। কর রেয়াত প্রদান করা হলে মান সম্মত পণ্য বাজারজাতকরণ সম্ভব হবে।

- বাজার বহুমুখীকরণে নতুন নতুন দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে ম্যাচমেকিং ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি অধ্যায়-১২ এর ১২.২ ধারায় যুক্ত করা যেতে পারে। আধুনিক প্রতিযোগিতা বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্যের বহুমুখীকরনের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই। শিল্পের বিভিন্ন খাত অনুযায়ী পণ্যাদির মান বাড়ানোর জন্য নির্ধারিত সময়ে নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন যার ফলে পণ্যের বহুমুখীকরনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ অ্যাক্রিডেশন বোর্ড এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর কৌশলগতসমন্বয় ও নির্ধারিত সময়ে নীতিমালা গ্রহণ করা হলে উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

- ১২.১৩ ধারায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আরও বেশি কার্যকর হবে বলে মনে করছি।

- বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা যেন বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ পায়, সে বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকা জরুরী বলে মনে করছি।

- বাংলাদেশী কোম্পানিগুলোকে অন্য দেশের যে কোন সেক্টর থেকে কোম্পানী অধিগ্রহণ অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা একই সাথে ওই কোম্পানির ব্যবহৃত প্রযুক্তি অর্জন করতে পারে। এ ধরনের সুবিধা বাংলাদেশী কোম্পানিগুলোর আন্তর্জাতিকীকরণে সুযোগ তৈরী করবে।

- দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত বিদ্যমান প্রণোদনার যৌক্তিকরণ করা প্রয়োজন। বিষয়টি অধ্যায়-১৪ তে যুক্ত করা যেতে পারে। একটি সুষম কর কাঠামো দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পায়নে আগ্রহী করে তুলবে।

- ১৪.১৩ ধারাতে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। IT এবং ITS খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বেসরকারীখাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এবং বেকার/চাকরি হারানো জনগোষ্ঠীকে Up-skilling এবং Re-skilling করা। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী শিল্প প্রযুক্তির প্রসার নামে অধ্যায়-১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে Action এবং Implementation Oriented প্যারা যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। সাথে প্রস্তাবিত এই প্যারাটি যুক্ত করা যেতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে ৩.৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ৫.৫ মিলিয়ন মানুষ বেকার হবে। এটুআই'র এক গবেষণায় দেখা যায়-নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মীকে পুনরায় প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং ২ কোটি কর্মীকে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই বিবেচনায় দেশের স্থানীয় শিল্পে খাত ভিত্তিক Up-skilling এবং Re-skilling কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- PPP- Public Private Partnership এর উপর ১৫ অধ্যায়ে ১৫.৮ ধারা যুক্ত করা যেতে পারে। PPP-Public Private Partnership চর্তুথ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছি।

- ই-কমার্স ও এফ-কমার্স খাতের উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নীতিমালাতে উল্লেখ করা যেতে পারে। ই-কমার্স ও এফ-কমার্স খাতের উদ্যোক্তাদের অনেকেরই ট্রেড লাইসেন্স নেই। ফলে তাদের ঋণ সহায়তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে এসকল ব্যবসায়িরা নিবন্ধনের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

- প্রাইভেট সেক্টর এবং ট্রেনিং সেন্টার গুলির মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক ট্রেনিং কারিকুলাম তৈরির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য Apprenticeship Guide কে নীতিমালার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। বাজারের চাহিদা ভিত্তিক ট্রেনিং কারিকুলাম তৈরি করলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীকে ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমেই সহজে নিয়োগ দিতে পারবে এবং বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে। Apprenticeship Guide কে নীতিমালার সাথে যুক্ত করলে ট্রেনিং পরিচালনা সহজ হবে।

- দক্ষ মানবসম্পদের জন্য শিক্ষা ও শিল্প ব্যবস্থার সমন্বয় বাড়াতে হবে এবং শিল্প খাতের জন্য কী ধরনের দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন, তা নিরূপণ করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। বিষয়টি অধ্যায়-১৭ তে যুক্ত করা যেতে পারে। দক্ষ মানবসম্পদের জন্য শিক্ষা ও শিল্প ব্যবস্থার সমন্বয় বাড়ালে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।
- একটি অ্যাকশন প্ল্যানের মাধ্যমে শিল্পনীতির বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। বিষয়টি অধ্যায়-১৮ তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অ্যাকশন প্ল্যানের মাধ্যমে যথাসময়ে শিল্পনীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।
- শিল্প নীতি-২০২১ এ R&D-এর জন্য প্রণোদনা রাখতে হবে। বিষয়টি অধ্যায়-১৮ তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে গবেষণার মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বৈচিত্রকরণ সহজ হবে।
- শিল্প নীতিটি বেজা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেপজা, বিডা, বিসিক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালা বাস্তবায়নের Action Plan থাকা জরুরী। বিষয়টি নীতিমালার অধ্যায়-১৯ এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিল্পনীতির নীতিমালার সাথে অন্যান্য Stakeholder দের সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়।
- CMS, Cluster Development ত্বরান্বিত করার জন্য National Cluster Development Authority প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করছি। বিসিক, বেপজা, বিডা, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বেজা শিল্প উন্নয়নে কাজ করছে কিন্তু CMS Cluster উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও দক্ষতা তাদের নেই। তাই CMS Cluster Development ত্বরান্বিত করার জন্য বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে National CMS Cluster Development Authority প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করছি। SME Cluster সমূহকে EZ-এ রুপান্তর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি।
- এলডিসি হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশের শুল্ক সুবিধা এবং বাণিজ্য অগ্রাধিকার ব্যাহত হবে। তাই রপ্তানি বাজারে টিকে থাকার জন্য সম্ভাব্য দেশ সমূহের সাথে FTA/PTA স্বাক্ষর করা যেতে পারে। FTA/PTA স্বাক্ষর করা হলে এলডিসি হতে উত্তরণের পরও আমাদের রপ্তানি বাজারে অগ্রাধিকার নিশ্চিত হবে।
- এলডিসি হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক মান সনদ অর্জনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এলডিসি পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাজারে টিকে থাকতে হলে আন্তর্জাতিক মান সনদধারী পণ্যের প্রয়োজন।
- এলডিসি হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে IPR এবং TRIPS সুযোগ সুবিধা কঠোরভাবে বজায় রাখার জন্য ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নতি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হবে। এলডিসি পরবর্তী সময়ে ওচজ এবং TRIPS কার্যকর করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।
- এলডিসি হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে যা এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে খাতভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কতগুলো উপ-কমিটি গঠন করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, সিএমএসএমই খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ডিসিসিআইকে নিযুক্ত করে একটি বিশেষ উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।
- E-commerce খাতকে কার্যকর করার জন্য এ খাতের Logistic Support শক্তিশালী করতে নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন। বিদেশ থেকে স্বল্প সময়ে অর্থগ্রহণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এলসি/ক্রয়াদেশ ছাড়া E-commerce Store সমূহে পণ্য প্রেরণ সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।
- শিল্পনীতির অধ্যায়গুলির সাথে এসডিজির লক্ষ্যগুলির সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। এর ফলে এসডিজির অর্জনের ক্ষেত্রে শিল্পনীতির ভূমিকা প্রকাশ পাবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শিল্প ও এসডিজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতা করতে নীতিমালাটি সহায়ক হবে বলে মনে করছি।

## বাণিজ্য (আমদানী ও রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২-এর উপর ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

**প্রস্তাব এবং সুপারিশ:**

**প্রথম অধ্যায়:** ধারা ২ (৩) আইনের নাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানী ও রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২ এর উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি। এতে করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সকল খাত আওতাভুক্ত হবে।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশ:**

ধারা ২ (১১) Custom Act, 1969 এর উল্লেখিত পণ্যের পাশাপাশি নতুন উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবার বিষয়টি Customs Act, ১৯৬৯ ও নতুন আইনে উল্লেখ করার সুপারিশ করছি।

সময়ের সাথে নতুন উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে অন্যথায় বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশঃ**

দ্বিতীয় অধ্যায় ধারা ৪ (২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেসকল কার্যালয় অথবা দপ্তর আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ক কাজ করে থাকে তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করার প্রস্তাব করছি। যেহেতু আইনটি বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, বাণিজ্য সহায়তা ও সহজিকরণের উপর গুরুতারোপ করে এরজন্য সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন রয়েছে।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশঃ**

তৃতীয় অধ্যায় ধারা: ৮ (চ) জরুরী অবস্থা (তথা মহামারী বা দুর্যোগে) কিংবা জরুরী প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ে আমদানি ও রপ্তানি নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতা থাকা উচিত। এতে করে স্থানীয় শিল্প রক্ষার পাশাপাশি জরুরী অবস্থা মোকাবেলা সহজতর হবে।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশঃ**

ধারা: ১২ বিলোপ করার প্রস্তাব করছি। আমদানিকারক, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অথবা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সংরক্ষিত রেকর্ডবা নথি অথবা আমদানিকৃত পণ্যের মজুদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড The Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 আওতায় বিশেষ ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরীক্ষা করে থাকেন। একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান একই তদন্ত বারবার করলে ব্যবসায়ী হয়রানীর শিকার হবেন। এতে করে ব্যবসায়িক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে পোষাক কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র লাইসেন্সিং ও রিনিওয়ালের অনুমোদনের প্রাক্কালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগীতায় তদন্ত করতে পারেন।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশঃ**

চতুর্থ অধ্যায় ধারা- ১৪ (১) বিচারিক কার্যক্রম বিচার ব্যবস্থার প্রচলিত আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ব্যবসা কার্যক্রম যাতে ব্যহত না হয় বা ব্যবসায়ী যাতে হয়রানির শিকার না হন সে ব্যবস্থা রাখার ও প্রস্তাব করছি। এতে করে যথাযথ বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি হবে।

**প্রস্তাব এবং সুপারিশঃ**

পঞ্চম অধ্যায় ধারা: ১৭ সরল বিশ্বাসের যথাযথ সংজ্ঞায়ন জরুরী। কোন পক্ষ যাতে এর অপব্যবহার না করতে পারে তার জন্য এর সুস্পষ্টিকরণের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির বিধান থাকা যুক্তিযুক্ত এবং প্রতারণার শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রাখার প্রস্তাব করছি। উন্নত তথ্য প্রযুক্তির যুগে অন্যায় প্রমাণ করা অসম্ভব নয়। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনা অতীব জরুরী।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-তে ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ১.০ অনুচ্ছেদে এ ভূমিকা: শিল্প সমৃদ্ধ, উন্নত দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, রপ্তানি ও আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা গ্রহণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারি/বেসরকারি খাতের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদের এই অংশে জন্য এর পরিবর্তে লক্ষ্যে শব্দটি ব্যাবহার করার প্রস্তাব করছি।
- উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন যা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নামে রূপান্তরিত হয়। অনুচ্ছেদের এই অংশে (বিসিক) এর বন্ধনী এরুপ হওয়া প্রয়োজন।
- ৫.৩ এই উপধারাটিতে সবরাহের বিষয়টি যুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এতে করে পুরষ্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত ৫.৩ উপধারাটি আরো সুস্পষ্ট হবে।
- ৫.৫ এই উপধারাটিতে পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন করার পাশাপাশি সার্কুলার ইকোনোমি সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। কারণ আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প এখন সার্কুলার ইকোনোমিক মডেলের মাধ্যমে তাদের শিল্প উৎপাদন করছে। এল ডি সি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের শিল্পের চাহিদা ধরে রাখতে বাংলাদেশকেও এখন থেকেই বিভিন্ন শিল্পে সার্কুলার ইকোনমিক মডেল অনুসরনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ৭.০ অনুচ্ছেদে এ পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিবেচনাসূত্র শিল্প উদ্যোক্তা বিবেচনার ক্ষেত্রে শিল্প খাতে তাঁর সামগ্রিক অবদানকে বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক অবদানের বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে সুস্পষ্টিকরণ প্রয়োজন। এতে করে উদ্যোক্তাগণ নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের শিল্প সমৃদ্ধ করতে আরো উৎসাহিত হবেন। এছাড়া বার্ষিক টার্নওভার, আমদানি হ্রাস, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, স্থানীয়

কাঁচামাল ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক দায়িত্ব পালন, নিষ্কণ্টক ভূমি ও ভূমির পরিকল্পিত ও দক্ষ ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান বিবেচনা করার জন্য কার্যকর মানদণ্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমনঃ কর্মসংস্থান মানদণ্ড, পরিবেশ সংরক্ষণ মানদণ্ড ইত্যাদি।

- ৮.১ এই উপধারাটিতে পুরস্কার প্রস্তাব আহ্বানের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। যেহেতু অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে সে কারনে অধিক আবেদন সংগ্রহের লক্ষ্যে এবং পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পুরস্কার প্রস্তাব আহ্বানের মাধ্যম গুলোর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- ১১.১ এই উপধারাটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ কমিটিতে ঢাকার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরোনো ও বড় সংগঠন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতিকে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ জানাচ্ছি।
- ১২.১ উপধারার ক্ষেত্রে মনোনয়নের যোগ্যতা ও শর্তের আওতায় বিদেশী উদ্যোক্তা/বাংলাদেশী নন এমন বিদেশী উদ্যোক্তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ জানাচ্ছি। পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রে যারা কমপ্লায়েন্স ব্যাবসার সাথে জড়িত তাদেরকেও এ আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ জানানো যাচ্ছে। ১২.২ উপধারার ক্ষেত্রেও শিল্পপতি/উদ্যোক্তার সামগ্রিক অবদান সন্তোষজনক কিনা, শিল্পপতি/উদ্যোক্তা দেশের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ বা আমদানি বিকল্প পণ্য বা রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে কিনা এবং শিল্পপতি/উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্যও কার্যকর মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ অবদান মানদণ্ড, কর্মসংস্থান মানদণ্ড ইত্যাদি।
- ১৩.৩ উপধারার ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কার প্রাপ্ত হলে একই ক্যাটাগরিতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পুরস্কারের জন্য তাঁর আবেদন বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি শিথিল করার সুপারিশ করা যাচ্ছে কারণ এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারে।
- যেহেতু ১৩.০ এবং ১৫.০ উভয় অনুচ্ছেদে মনোনয়নের অযোগ্যতার কারণগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে সেহেতু এই দুই অনুচ্ছেদ একত্রিত করতে সুপারিশ জানানো যাচ্ছে। অন্যথায়, উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয়কে বৈশিষ্ট্য ও কারণ অনুযায়ী আলাদা করে উল্লেখ করা যেতে পারে।

## Dhaka Chamber's Recommendations on Draft Sustainable Freight Transport Strategy 2030

**Proposal 1:**

9 strategic thrusts have been mentioned in the draft Sustainable Freight Transport Strategy 2030. We propose to consider the enhancement of the tax and regulatory framework as the 10th strategic thrust to strengthen safe cargo management. A knowledge, Attitude, and Perception (KAP) Assessment of the logistic ecosystem can be undertaken to understand the current tax and regulatory landscape of the country and develop a new framework considering the potential of becoming the regional hub.

**Rationale:**

Tax and regulatory frameworks related to Freight transport play a significant role in generating national revenue and ensuring safe cargo management. Enforcement of such tax and regulatory frameworks related to transport can also help the government to limit the damage to road and bridge infrastructure.

**Proposal 2:**

We propose to devise an inclusive Logistics Sector Master Policy incorporating the regulatory aspects of the Rail Authority, Road Transport Authority, Aviation Industry, Inland Water Transport Authority, Port Authority and other respective authorities related to logistics.

**Rationale:**

Inconsistency of regulatory aspects among various authorities related to the logistics sector often leads to inefficiency in national and international trade. The formulation of a Master Policy not only will harmonize and synchronize the existing regulation in the logistics sector but also will facilitate multidisciplinary decision-making.

**Proposal 3:**

The logistic sector needs to be declared as a thrust sector in order to attract FDIs and private investment in this sector.

**Rationale:**

Logistics sector of Bangladesh needs substantial investment in smart transportation and infrastructure in order to boost national and international trade. Government can attract desired investment in this sector by declaring it as a thrust sector.

**Proposal 4:**

Air Freight needs to be included in the purview of the Draft Freight Transport Strategy 2030. In addition to this, we propose to conduct a comprehensive study to understand the current challenges of the Air Freight Industry in Bangladesh so that appropriate projects can be undertaken to facilitate trade and efficient cargo management at international airports.

**Rationale:**

Air freight Industry in Bangladesh needs substantial investment to build adequate infrastructure related to cargo management and modern screening and scanning machine, and other state-of-the-art infrastructure facilities. Hence, a comprehensive study needs to be conducted to understand the current bottlenecks and improvement areas. Substantial investment in the identified improvement areas will strengthen the current logistic infrastructure for high-end product export post-LDC graduation.

**Proposal 5:**

Building hard and soft infrastructure to increase Cross-border trade has been emphasized in section A under the purview of strategic thrust areas. In addition to this, we propose to develop a strategy to harmonize standards and custom formalities between trading countries by collaborating with agencies that are involved in cross-border trade. Moreover, the harmonization of standards and custom formalities needs to be given paramount importance in the National Single Window project.

**Rationale:**

Inconsistent standards and rigid custom formalities often discourage international trade. Hence, adequate measures need to be considered while developing this strategy.

**Proposal 6:**

An independent monitoring and evaluation cell needs to be established to assess the annual progress of the performance indicators mentioned in section v under the Implementing, Monitoring & Evaluating Section. The cloud-based platform can be utilized for real-time evaluation of the activity work plan and indicator achievement.

**Rationale:**

The result framework mentioned in the strategy needs to be evaluated annually. Independent monitoring and evaluation cells can bring new insights which will eventually enrich the scope of this strategy.

**Proposal 7:**

Encouraging private sector engagement to plan and implement sustainable freight transport policies has been emphasized under the enabling environment section. In addition to this, Private Public partnerships need to be encouraged to build IoT-enabled warehouse infrastructure across the country with a special focus on central building bonded warehouses in port cities.

**Rationale:**

According to World Bank, the land ports in Bangladesh lack warehousing space and parking facilities which substantially increase the process lag and traffic congestion near port areas. Moreover, the bonded warehouses have not been made fully digitized yet. Hence, in order to facilitate cross-border trade, an adequate number of private-public partnership projects need to be initiated in order to improve the current warehouse facility.

**Proposal 8:**

In the output section, it is stated that the Institute capacity building programs will be undertaken for transport policymakers on sustainable freight transport. We propose to replace “Policymakers” by “All Stakeholders” in the mentioned statement under this section.

**Rationale:**

All stakeholders need to be up-skilled and reskilled for efficient and smooth adoption of digital technology and innovative approaches offered by this strategy for sustainable freight transport. It will increase the efficiency of this sector.

**Proposal 9:**

We propose to consider the development of Port Infrastructure and Truck terminal as the 5th priority area. Building port infrastructure with larger storage, handling facility, and deep-sea port needs to be given prime importance. In addition to this, Government can emphasize building large truck terminals and parking facilities at ports to facilitate the quick unloading of cargoes.

**Rationale:**

Port Infrastructure needs to be strengthened to facilitate trade.

## Recommendations on the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments from Dhaka Chamber

**Proposal 1:**

In order to further ensure that there are no impediments to the right of promotion and facilitation of investments for the Contracting Parties, the following sub-articles may be inserted in Article 3:

"In order to promote reciprocal investment flows, the Contracting Parties shall exchange information concerning conditions and opportunities for investment in their territories. Neither Contracting Party shall impair by unreasonable or discriminatory measures the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party."

**Rationale:**

The clauses/articles have been referred from the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the United Mexican States and the Kingdom of Spain (the "Mexico-Spain Agreement") and the Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments between the Argentine Republic and the State of Qatar (the "Argentina-Qatar Agreement").

**Proposal 2:**

The Rule of Arbitration article (Annex A in Article 3) claimed that the Council of the Dispute Settlement Body shall establish Rules of Arbitration in accordance with provisions of this Agreement. But we found lack of integration in International Arbitration Act and International Trade Law such as UNCITRAL. We propose to establish a well-integrated arbitration law for the international dispute settlement.

**Rationale:**

Integrated arbitration law will help resolve disputes amicably.

**Proposal 3:**

In Articles 4 and 5, it seems that some of the provisions of the National Treatment and Most Favoured Nation Treatment ("MFN") are similar, and can be abridged together. For the purpose of brevity, the National Treatment article and the MFN article may be consolidated into one single Article (as seen in, inter alia, the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (the "Bangladesh-Turkey Agreement").

**Rationale:**

The language of the MFN article is of critical importance, and the Contracting Parties should consider whether the wording of the MFN article enables them to exercise substantive protections or procedural rights.

**Proposal 4:**

In Article 6, a breach-clause should be incorporated in the Minimum International Standards, which further defines the breach of "fair and equitable treatment" under the Agreement. In order to be specific, the following clause/article could be used as a model, which has been derived from the Netherlands Model Investment Agreement ("Netherlands Model Agreement"):

A Contracting Party breaches the aforementioned obligation of fair and equitable treatment where a measure or series of measures constitutes:

a) Denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;
b) Fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency,
c) judicial and administrative proceedings;
d) Manifest arbitrariness;
e) Direct or targeted indirect discrimination on wrongful grounds, such as gender, race,
f) Nationality, sexual orientation or religious belief;
g) Abusive treatment of investors such as harassment, coercion, abuse of power, corrupt
h) Practices or similar bad faith conduct; or
i) A breach of any further elements of the fair and equitable treatment obligation adopted by
j) The Contracting Parties in accordance with paragraph 3 of this Article.

**Proposal 5:**

In Article 7, the provisions regarding G7 currency may be omitted to widen the scope for the inclusion of any recognized international currency.

Rationale: This is because the G7 currency may create impediments for future transactions and may be cumbersome for the Contracting Parties. It has been observed that such a form of currency has not been specified in other international bilateral investment treaties. Therefore, it is advised not to specify any particular form of currency.

**Proposal 6:**

With regards to Articles 7 (4) and 7 (5), the compensation may be made in any internationally accepted currency, which may be decided upon mutual agreement on a case-to-case basis. Accordingly, the article may be drafted broadly to include the scope thereof. In addition to the above, the following sub-article (in light of the Mexico-Spain Agreement) may be added which would ensure the right of judicial review of any valuation made under this Article.

"The affected investor shall have a right, in accordance with the law of the Contracting Party making the expropriation, to early review by the judicial authority or other competent and independent authority of that Contracting Party, as the case may be, in order to determine whether the expropriation and valuation of his investment have been carried out in accordance with the principles established in this article."

**Proposal 7:**

According to "Article 9 (1)", the other contracting party must compensate investment that incur losses due to armed conflict, civil unrest, a state of emergency, or a natural catastrophe on its territory. We recommend integration of repatriation with other forms of compensation, including restitution, indemnity, and other forms of payment.

**Rationale:**

Repatriation is crucial since the investors can easily repatriate their investment to their territory and to suitable 3rd country/places that they prefer or mutually agreed under certain exceptional circumstances.

**Proposal 8:**

The Article 10 deals with the issue of denial of benefits, which allows a Party to deny the benefits of this Agreement to an investor of another Party

that is an enterprise of such other Party and to investments of that investor if the enterprise has no "substantial business activities" in the territory of the other Party.

**Rationale:**

It is to be noted that the term "substantial business activities" has not been defined under this Agreement, albeit being used multiple times herein. This term is vague and should be defined in a more specific manner for the betterment of the Contracting Parties. In such a way, the risk of being deprived of treaty protection may be avoided.

**Proposal 9:**

It appears that Articles 11-14 and 16 are repetitive. Article 12-14 may be omitted and the following sub-article may be inserted under Article 11:

"Each Party shall ensure that its laws and regulations provide for high levels of environmental, labour and human rights protection and shall strive to continue to improve those laws and regulations."

The following sub-article may be further inserted under Article 11 to ensure the right of legal protection in case of violation of this Article (derived from the Bangladesh-Turkey Agreement):

"Each Contracting Party shall reserve the right to exercise all legal measures in case of loss, destruction or damages with regard to its public health or life or the environment by investments of the investors of the other Contracting Party."

**Proposal 10:**

It seems that the contents of Article 3 and Article 17 are similar, and can be abridged together.

**Proposal 11:**

Articles 19, 24, and 32 are all titled "Anti-corruption", which is repetitive. As the purpose of the Agreement is to ensure that the Contracting Parties and their investors are given fair treatment in terms of their investments, separate clauses of the like make the Agreement repetitious and may give rise to confusion. Nonetheless, it is advisable to consolidate anti-corruption provisions under a single article for simplification.

**Proposal 12:**

"Article 21" stated that "Investors shall be subject to civil actions for liability in the judicial process of their home state for the acts or decisions made in relation to the investment where such acts or decisions lead to significant damage, personal injuries or loss of life in the host state", which is inappropriate. We propose establishing a benchmark for determining the extent of the damages and holding the investors accountable to the host country's jurisdiction or an international court based on their (host) damage and injuries.

**Rationale:**

Every country has its own unique set of laws, policies, and regulations. Because of ineffective laws and choices, the host nation may suffer damage and losses. Setting a standard can resolve the host nation's losses or damage. Additionally, according to "Article 26," the host nation is subject to international legal regulation, investors should to be held accountable internationally.

**Proposal 13:**

We propose to add two paragraphs in Article 23: Procedural fairness as follows:

Para 1- Each Contracting State shall endeavor to take the necessary measures and legislations to provide appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement to investments made by investors of the other Contracting States.

Para 2- Investors of a Contracting State shall be entitled to apply to the competent authorities of the Host State for appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement, and the Host State shall grant them all assistance, consents, approvals, licenses and authorizations to such an extent and on such terms and conditions of the Host State as shall be determined, from time to time, by the laws and regulations of the Host State.

**Rationale:**

Host and Home states will get equal facilities/privilege in consideration of investment. However, the ToR of benefits may vary due to changes in the country.

**Proposal 14:**

In Article 28: Access to investor information, an additional article should be included on providing business focused necessary information exchange between the Host and Home states.

**Rationale:**

Business focused information on the host and home states are crucial for risk-free and rational investment. It will facilitate the host and home parties for strengthening and improving their business environment.

**Proposal 15:**

The Articles 22 and 35-41 concern the Dispute Resolution mechanism. Upon perusing multiple bilateral investment agreements, it is advised that the International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") Rules may be recommended as a forum for dispute resolution. Furthermore, the Agreement lacks brevity in terms of delineating the dispute resolution mechanism. As an example, based on the standard practices as seen in other investment treaties (such as the Bangladesh-Singapore Agreement), the Articles related to Dispute Resolution may be consolidated under the following headings:

Settlement of Investment Disputes Between a Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party

1. Any dispute between investors of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute. The party intending to resolve such dispute through negotiations shall give written notice to the other of its intention.
2. If the dispute cannot be thus resolved as provided in paragraph 1 of this Article, within 6 months from the date of the notice given thereunder, then, unless the parties have otherwise agreed, it shall, upon the request of either party to the dispute, be submitted to conciliation or arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between the States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March, 1965. Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration and any arbitral award shall be final and binding upon the parties to the dispute.

**Settlement of disputes between the Contracting Parties**

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way: Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of

the International Court of Justice to make the necessary appointment. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointment, and so on.

5. The arbitral tribunal shall reach its decision by majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties, each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedures."

**Proposal 16:**

It should be noted that Article 33 provides that upon the Contracting Parties entering into the Agreement, all pre-existing international investment agreements between the Contracting Parties shall be deemed to be terminated by mutual consent. However, this provision should be reevaluated as to whether termination of previous agreements would really be the intention of the Parties.

**Proposal 17:**

In PART 7: DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT Article 35: Prevention of disputes and mediation, Para (E), we are proposing to write Relevant Secretariat rather than writing only secretariat.

**Rationale:**

It is appropriate to mention Mediator from Relevant Secretariat because of efficient work and business as per the international standard, dispute resolution and settlement. WTO guidelines and ICSID guidelines may be followed. ICSID offers specialized rules of procedure for arbitration, conciliation, fact-finding, and mediation. These are the most commonly used procedural rules in investor-state dispute settlement. And, these rules are widely acceptable.

**Proposal 18:**

In "Article 38", it is mentioned that a panel shall be chosen in accordance with Article 40. But, Article 40 does not describe the panel or panel composition. We propose to define the panel composition very specifically.

**Rationale:**

Article 40 should be renamed and the panel composition should be clarified so that investors and host party can easily understand their panel prior to the dispute settlement.

**Proposal 19:**

It is mentioned that Article 38 (E) is subject to Article 22 which describes the "Relation of this part to dispute settlement". Article 22 is referencing Article 13,14,15 which is linked with the Environmental issues and CSR activities, where Article 38 (E) claimed about the investor/ investment state disputes. We propose to clarify the Article 38 (E).

**Rationale:**

This unclear statement may create complexities and confusion in understanding the purpose of Article 22 and Articles 13, 14, 15 subsequently.

**Proposal 20:**

In the Article 41, although the Agreement contains a Governing Law provision, the provision should be re-drafted as per international standards. It should be noted that Article 41 mentions regarding

"Interpretive Notes" and "Interpretive Statement", which could not be found in the Agreement. As such, the Article may be re-drafted in the following simplified manner [Based on the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Promotion and Protection of Investments ("Bangladesh-India Agreement")]

1. Except as otherwise provided in this Agreement, all investment shall be governed by the laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.
2. Not with standing paragraph (1) of this Article, nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or in circumstances of extreme emergency in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis."

**Proposal 21:**

Article 42 is related to National Security. We propose to include a clause on Required Initiative for Monitoring system.

**Rationale:**

For a healthy and protected environment for investors, zero tolerance for Anti-corruption is a vital issue. Therefore, new clauses on Monitoring system are required in Article 42 to ensure the safety of investors and hosts.

**Proposal 22:**

Article 42(i) mentioned any information the disclosure of which it determines to be contrary to its essential security interests. We propose to replace "any information" by "required an d relevant information".

**Rationale:**

A required and relevant data can be fruitful for parties to predict trends, identify opportunities and stay ahead of their competition by providing them with insights into consumer behavior or market conditions. Furthermore, any information not relevant to his business given may cause a security breach for the host.

**Proposal 23:**

It is understood that Article 50 constitutes the provisions regarding termination and survival of the Agreement. However, it is advised that the Article be clearly termed in order to avoid confusion.

**Proposal 24:**

Other proposals are as follows:

a. Overall, the Agreement should be drafted in a synchronized manner;
b. The formatting (numbering, indent spacing, etc.) requires uniformity;
c. The capitalized terms should be clearly defined and defined terms should be used as capitalized;
d. References and cross-references should be made correctly;
e. The language of the Agreement should be simplified and structures of approved international agreements should be followed to bring more brevity into the Agreement.

## Recommendations of Dhaka Chamber on LDC Graduation and ICT Strategies: Bangladesh Perspective

**Proposal 1:**

For effective information and communication technology use, we should take into account an inclusive, strong and durable ICT infrastructure such as access to internet facilities across the nation in the objectives of this strategy that serve our requirements. In addition, all other objectives should also be more clearly defined and significantly more goal-specific.

**Proposal 2:**

As shown in Table 4, none of the technologies including blockchain, artificial intelligence (AI), the internet of things (IoT), big data, robotics and others have provided a clear plan of action for how they will be used in those sectors by 2026 since the industries lack the necessary capabilities to equip these 4IR technologies. On the other side, getting access to technology is quite expensive. As traditional industries are still going through the second and third generation of industrialization, there should be some suggestions presented about how technology can be adopted by these industries. Mechanization is not complete, particularly in agriculture, where 4IR technology adoption is a far cry.

**Proposal 3:**

Specific sectors such as E-commerce, Freelancing and outsourcing, Business process outsourcing (BPO) are accelerating export earnings. The roadmap for graduation with the timeframe section should incorporate and highlight the regulatory framework guideline and fiscal and non-fiscal support in terms of further expansion of these sectors.

**Proposal 4:**

In Table 5, within 2023, all government portals, including business operation-related government services as well as passport and visa applications will be digitalised and automated which is unrealistic while the nation is struggling in the upcoming recession. The roadmap should be realistic and achievable. More importantly, Basic citizen services such as tax return submission, shipping documents or Bill of Lading (BL) need to be automated. Actions in this regard will ensure better transparency and e-governance practices.

**Proposal 5:**

Table 7 discusses how utilizing technology can aid in achieving SDG objectives. Before assessing this part, Bangladesh should conduct a sector-specific analysis to determine the requirements for overcoming the transitional phase in these sectors. For instance, “what framework is needed for BPO or E-commerce” should be clearly defined so that they can expand their operations in the local as well as the global market, identify the constraints surrounding tariffs, regulatory laws and policies, or obtain support from fiscal and non-fiscal policies. This plan should give some guidance on how they (software developers, data scientists, Freelancers, ISP service providers, etc.) might integrate into the formal economy and the government record to facilitate for their sustainable growth.

**Proposal 6:**

In the Action Plan, the chambers and relevant associations should be allocated and delegated some tasks to enhance productivity. Because chambers represent wide-ranging people and businesses and they are aware of major bottlenecks and business experiences.

Alongside, Lack of skilled manpower is also another problem. We need skilled manpower in the areas such as Bigdata analytics, Blockchain Technology, Robotics, IoT, etc. The unavailability of skilled manpower and improper import-export policy is causing us to lack competitiveness. there should be a separate chapter for reskilling an upskilling initiative through the major chambers and associations. On a yearlong or timely basis, a series of training and workshop should be arranged where sectoral businesses will participate that mostly depended on ICT. Awareness and upcoming technology orientation sessions should be in took place in association with major chambers and associations to educate.

**Proposal 7:**

Lack of country branding is also a challenge for Bangladesh. A definite set of action plans is needed for country branding. A national committee should be formed where all relevant stakeholders will proactively perform their job. Branding can have a significant impact on a nation's GDP and economic expansion. Developing and expanding a country's global reputation is an important aspect of managing a country, just as developing and maintaining a strong positive corporate brand is an important aspect of managing a business.

**Other proposals:**

- Challenges and way forward should be more real-life-oriented and self-explanatory rather than theoretical.
- Access to finance is the biggest challenge for entrepreneurs and IP is the biggest asset of this sector. However, we don't have proper IP valuation guidelines. Banks do not want to give any loans due to the lack of tangibility of assets and the absence of IP valuation guidelines. Moreover, IP protection is needed; there are laws but no implementation. We will not receive any orders unless we provide IP protection to buyers.
- Many of the outsourcing entities do not bring their money to Bangladesh because of the unavailability of digital wallets or full-fledged pay-pal services in this country. Digital wallets or pay-pal services should be legalized and made available within 2023. Financing constraints can be partially eliminated by implementing a detailed IP valuation guideline in this strategy. If the government provides 70-80% of the credit risk guarantee, it will be beneficial for this sector.
- We lack implementation of the Data Security ACT. It discourages investors to invest in this country. This strategy should be linked with the Data protection act and Data security needs to be ensured to get FDI and buyers.
- The price of broadband internet needs to be reduced. There should be a definite strategy and policy for the pricing of the internet. If the cost can be reduced and the quality of the internet services can be improved, it will induce more people to reap the benefit of the internet services.

## Recommendations of Dhaka Chamber on "The Bangladesh bank (Amendment) Act, 2022

**Proposal 1:**

Inclusion of bond, debenture, and commercial paper in the definition of credit information is a very timely initiative which will assist the Bank in analyzing the risk of some widely used credit instruments.

With the increased economic activity in the last decade, the rise in various long-term and short-term debt instruments has been observed. And, with the increased usage, a need for better management of financial risk has also become necessary to ensure the stability of financial market. This timely initiative will strengthen the operation of the financial market by ensuring the flow and accuracy of these data. This will also assist Bangladesh bank in further assessment of risk and financial security. However, the Bank may also ensure proper information management of other new credit facilities apart from borrowings, bonds, debenture and commercial paper so that the other credit information doesn't get ignored in terms of management.

**Proposal 2:**

In terms of Article 43 clause c, the disclosure of reasons for denial in providing requested information can also be introduced in the scope of Article 43 and 45. It will ease the process of acquiring information.

**Proposal 3:**

The addition of clause "d" under Article 43 will enable the constitutional body, government agency, or regulatory authority to be better informed so that they can take important decisions. However, a detailed guideline on the types of government authority and the scope of using the information can be included to ensure transparency and security of the credit data. At the same time, the public's right to information and a standardized approach following the developed countries can be considered while making such guidelines.

**Proposal 4:**

Bangladesh Bank may take steps to align the changes made under article 45, clause (1B) to the data protection act and consumer rights protection act to ensure data protection and to deter probable fraudulent activities.

**Proposal 5:**

Bringing the changes in the regulations regarding the breach of article 46 is a good initiative. However, the Bank may ensure that the system of credit information management needs less human input so that such breaches can be deterred and detected easily.

**Proposal 6:**

Autonomy of Central Bank holds paramount importance in a country to perform its duties effectively and efficiently. According to the Basel principle, a framework for Independence and accountability should be ensured to establish the autonomy of supervisory authorities like Central Bank. However, this has only been achieved partially in terms of Bangladesh Bank as the ministry of finance has certain power to issue instructions to Bangladesh Bank on various policy matters. If this continues, it will limit the regulatory power of Bangladesh Bank and have a negative impact on financial sector. Hence, the influence of the legislative body on Bangladesh Bank needs to be reduced to ensure its autonomy.

**Proposal 7:**

Independent financial service supervisory bodies are present in many developed nations to ensure that regulation imposed by Central Bank strengthens the financial market. For instance, in the UK, there is an authority named Financial Conduct Authority (FCA) to monitor the activities of Bank of England. Hence, such authority can also be established in Bangladesh by following global practice so that Bangladesh Bank can receive policy suggestions on existing regulations regarding the financial market. This will ensure strong regulatory framework and a stable financial market.

**Proposal 8:**

Country's rapidly evolving financial sector demands quick policy response to maintain its stability. Hence, a Monetary policy Committee can be formed which will sit on a regular basis every month to monitor various market trends such as the flow of financing, inflation trends and interest rate dynamics. This is how our Central Bank can better monitor the monetary market and credit flow. Bangladesh Bank may review existing policies and policy rate (repo, reverse repo, effective exchange rate etc.) related to financial market every month so that it can incorporate the changes in the policy and enforce market-oriented decision for the greater interest of financial sector of Bangladesh.

**Proposal 9:**

Sharing credit Information with designated stakeholders and ensuring the right use of that information can bring considerable change in the financial market. Bangladesh Bank, Banking companies and other regulatory authorities often suffer while making key strategic decisions due to the information asymmetry created by poor data and information management. This new act will bring positive changes in this aspect. While this new act allows better credit information sharing, the Bangladesh Bank needs to ensure smart and simple sharing through a secured Artificial Intelligence (AI) mechanism. Banks in various developed countries already have application programming interfaces (API) installed in their system to make the process free of human input. There are several such instances that allow their system to be efficient enough to secure sensitive data like credit information.

## বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা ২০২১-এর উপর ঢাকা চেম্বারের প্রদত্ত সুপারিশমালা

**প্রস্তাব ০১**

৭.১.২ ধারায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের ন্যূনতম বা কমপক্ষে ৭ বছরের সফল ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তি:**

কেননা বর্তমান পৃথিবীব্যাপী নতুন নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের কারনে অনেক বড় ও ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাভবান হচ্ছে বিশেষ করে স্টার্টআপ কোম্পানি। সুতরাং উলেখিত সময়ে ব্যবসায়িক সফলতা ও সক্ষমতা বিবেচনা করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

**প্রস্তাব ০২**

৭.৩.১ ধারায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত স্বচ্ছলতার সনদের পাশাপাশি প্রস্তাবিত প্রকল্পের আকার ও ধরণ অনুযায়ী মূল্যমানের ভিত্তিতে অনুমোদন প্রদানের প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

এতে করে প্রকল্পের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদেশি বিনিয়োগ অধিক স্বচ্ছ ও যৌক্তিক হবে।

**প্রস্তাব ০৩**

৭.৩.২ ধারায় নির্দিষ্ট খাতে প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ব্যবসা/ উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর এবং ন্যূনতম ৩ বছর সফলভাবে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কোন দূর্যোগকালীন ও মহামারী পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত উপধারার অপব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এতে করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতার সময়ের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

**প্রস্তাব ০৪**

৮.১ ধারায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্টকে সদস্য হিসেবে অন্ড়র্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় চেম্বার যেখানে ৪৫০০ এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির প্রতিনিধিত্ব উক্ত নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আরো বেগবান করবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে এটি একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতিমালায় পরিণত হবে যাতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

**প্রস্তাব ০৫**

৮.১ ধারায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্টকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বাংলাদেশের বেসরকারিখাতের শীর্ষস্থানীয় চেম্বার যেখানে ৪৫০০ এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির প্রতিনিধিত্ব উক্ত নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আরো বেগবান করবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে এটি একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতিমালায় পরিণত হবে যাতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

**প্রস্তাব ০৬**

৮.২.২ ধারায় সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময় তথা সর্বোচ্চ ১ বছর বা তার কম সময় পরপর সমীক্ষা পরিচালনার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

ক্রম পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতির পর্যালোচনা অতি জরুরী। এরকম পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদন ব্যবসায়ীগণকে তাদের বিনিয়োগে আরো উৎসাহিত করবে এবং আগত লাভ কিংবা ক্ষতি সম্পর্কে পূর্বাভাস পেতে পারবেন।

**প্রস্তাব ০৭**

১১.১ ধারায় বিডা কর্তৃক বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য রিয়েল টাইম ডাটা অ্যানালাইসিস প্রকাশ করা দরকার।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে রিয়েল টাইম ডাটা অ্যানালাইসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কেননা তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উক্ত তথ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অগ্রগতি লাভ করবে ও সহজে ব্যবসায়িক সফলতা দেখা যাবে।

**প্রস্তাব ০৭**

১১.২ ধারায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম খাতভিত্তিক করার প্রস্তাব করছি এবং স্ব-স্ব বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীগণ তাদের হালনাগাদ রিপোর্ট জমা প্রদান করবনে।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

নির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ব্যবসায়ীগণ তাদের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত পাবেন এবং সম্ভাবনাময় খাত সমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। স্ব-স্ব বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীদের রিপোর্ট জমা দানের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

**প্রস্তাব ০৮**

পরিশিষ্ট ক বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনাযোগ্য খাত সমূহের নিম্নোক্ত খাতগুলির নামের পরিবর্তন ও সংযুক্তির প্রস্তাব করছি।

ক) খাতঃ কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ

খ) খাতঃ পর্যটন যোগাযোগ, পরিবহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট

গ) খাতঃ পাট ও পাটজাত পণ্য

ঘ) খাতঃ ব্লু ইকোনমি প্রকল্প

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

নির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ব্যবসায়ীগণ তাদের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত পাবেন এবং সম্ভাবনাময় খাত সমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। স্ব-স্ব বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীদের রিপোর্ট জমা দানের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

**প্রস্তাব ০৯**

পরিশিষ্ট ক image processing, data processing শব্দের পরিবর্তে Data Science শব্দটি ব্যবহার করার প্রস্তাব করছি।

**সুপারিশ ও যুক্তিঃ**

কেননা Data Science is a combination of image processing, Data Analysis, Data Management, Text analysis, Big Data Analysis and Processing etc.



# ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/ওয়েবিনার/ ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা

## Meet The Press 2022 (Road to Recovery-2022)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a meet the press under the theme "Road to Recovery, Survive, Revive and Thrive" on February 06, 2022. Rizwan Rahman, President, DCCI, presented DCCI's priorities for the year 2022, highlighting Chamber's vision of policy advocacy for the year 2022. He also shared his views and observations over the current economic state and investment scenario of the country. He chalked out plan of actions to support the Government through policy support, enabling business environment and prudent macroeconomic management of the country. He shared the strategic agenda for 2022 by offering timely policy advocacy to fasten the recovery and lead the country in the aforementioned growth trajectory in the coming days. Arman Haque, Senior Vice President and Monowar Hossain, Vice President, DCCI were also present at Meet the Press.

### Summary of Discussions:

- In International Trade & Investment Summit DCCI conducted 452 B2B match-making with businesses from 38 countries with Bangladesh.
- By organizing International Trade & Investment Summit, it has been proved that if the market is closed it is possible to do business virtually.
- Sometimes, it is seen that trade is performed by the facilitation of DCCI but DCCI never knows. As a result, DCCI does not get the credit of facilitation.
- USD 1.16 billion investment promise came from the International Investment Summit. Among them, the promise of USD 1 billion was for infrastructure alone.
- In the renewable energy and agriculture sector, we try to make good connectivity for a successful trade.
- We are focusing on specific sectors like contract farming and it is a golden opportunity in Africa.
- When a business delegation goes to a foreign country, a counter delegation from that country is also expected and it is the fact of concern.
- 25% equity against Export Retention Quota (ERQ) account is getting the facility to invest outside of Bangladesh.
- In India every family with USD 200,000 is allowed to invest outside the country. In Bangladesh, there is such an instance of investment but without the concern of the government.
- If it comes under record, it will be legal and will create the win-win situation for Government and private sectors but this money is going outside through the black channel.
- If businessmen raise their voices together it will be louder and the government is accountable to hear that.
- For policy advocacy, a positive change is going to be brought in the definition of the CSME sector.
- A proposal to the Bangladesh bank governor has been placed for a cash flow-based financing system.
- NBR has decreased corporate tax in the last two years. It has also been recommended by DCCI for this year.

- To solve the disbursement problem, policy guidelines should be provided to give the loan rationally [For example 25%-for Cottage, 25%- for Small, 25%- for Medium, and 25%-for Micro].
- 40% of the total stimulus package has been provided to large enterprises while small enterprises are neglected. Here we have to recognise the contribution of small enterprises to the GDP.
- In the post-graduation period, 6.7% tariff will be increased loosing low-cost borrowing.
- From the World Bank, Bangladesh gets a loan in infrastructure for 30-40 years with 1%-1.5% interests but after LDC graduation it will not be available. Then these infrastructure costs have to be born from the own taxation of Bangladesh.
- Corruption can be decreased by reforming the accountability commission. In addition, automation is required to solve this problem.
- If there is no tax-friendly regime, people will be frustrated to provide tax and through HUNDI, money will be laundered outside of the country.
- If the government does not provide a friendly environment in Bangladesh, people will invest outside of the country.
- Some corrupt Businessmen are not providing tax properly and it is not the fault of NBR rather it is the fault of the businessman.
- There is a gap between diplomats and the Government for negotiation as well as skill and initiative gap.

## ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে (জুম) ব্যাংক হতে সিএমএসএমই ঋণ/প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্রস্তুতি শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। ডিসিসিআই-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মোঃ জাকের হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার (এসএমইএসপিডি বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইভিপি, (প্রধান, বিনিয়োগ প্রশাসন) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর আরমান হক, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন এবং কর্মশালায় উপস্থিত সকলের প্রতি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের আহবান জানান। উক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে এম. এ. রাশিদ শাহ সম্রাট, পরিচালক, ডিসিসিআই, আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ, চেয়ারম্যান, আজিজ গ্রুপ, স্বপন দাস, নির্বাহী পরিচালক, প্রকৃতি, বিনতি জাহান, নাজাবি গ্রুপ সহ আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে, ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আরমান হক সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

**সুপারিশমালাঃ**

- সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের "Access to Finance" সহজীকরণ করে ব্যাংকমুখী করা যেতে পারে।
- মাঝারি শিল্পকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প থেকে আলাদা করা প্রয়োজন।
- Credit guarantee scheme কে আরও সহজ করার মাধ্যমে সিএমএসএমইদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।
- তথ্য প্রদান ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবের কারণে উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে নগদ প্রণোদনা পাচ্ছে না। এর জন্য সিএমএসএমই সমূহের খাতভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি করা প্রয়োজন।
- ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজীকরণ করা প্রয়োজন।
- তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য হেল্প ডেস্ক, তথ্য সহায়তা কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অনুপ্রেরণা দেওয়া, পর্যবেক্ষণ ও প্রচার করা প্রয়োজন।
- যে সকল উদ্যোক্তাদের ব্যাংক একাউন্ট নেই তাদেরকে ব্যাংক সেবার আওতায় আনা যেতে পারে, ফলশ্রুতিতে, সকল সিএমএসএমই উদ্যোক্তরা সহজেই এই প্রণোদনার প্যাকেজের আওতায় চলে আসবে।
- এনজিও এবং এজেন্ট ব্যাংকগুলোর মতো নন-ব্যাংকিং চ্যানেলগুলোকে সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ বিতরণে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- সেবা খাতভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা জরুরি।

**Webinar on Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (July-December FY2021-22)**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar titled "Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective" on February 19, 2022, Saturday. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI delivered the welcome remarks. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after his Keynote presentation on "Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (July-December FY 2021-22)". Fazle Kabir, Honorable Governor of Bangladesh Bank graced the occasion as the chief guest and Md. Jashim Uddin, President of FBCCI was present as the special guest.

Dr. Zaidi Sattar, Chairman, Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh, Md. Saiful Islam, President, MCCI, Naser Ezaz Bijoy, President, FICCI were present as distinguished speakers of the webinar. Rizwan Rahman, President, DCCI, concluded the session extending thanks to all the guests, discussants and participants of the event.

**Recommendations:**

- Increase the Tax and Non-Tax Receipt net to reduce the tax burden from the existing taxpayers. Required full automation of Tax, VAT, Customs assessment, Return and Credit.
- Continue relaxed terms & conditions of repayment, defaulting during the COVID–19 pandemic and collateral needs to help increase credit demand from the private sector and take the private sector credit growth to the targeted level of 14.8% in June 2022.
- Develop 'alternative credit scoring' system using innovative technology to stimulate CMSMEs credit demand. Required more equity-based loans for CMS.
- Fuel price hike pushes up the price of daily essential commodities and agricultural items and stakeholders of agro-businesses need to be compensated with lower transportation, fuel price and fertilizer price to reduce the tariff hike.
- Decreasing the cost of doing business by offering subsidies for utility services of the CMS businesses.
- Trade Diplomacy needs to be strengthened to eliminate non-tariff barriers with the major trading partners.
- FTAs and PTAs with trading partners and access to regional economic/trade blocs.
- Developing collaboration between industry and academia to update and re-design education curriculum based on market demand to equip graduates with required skills prioritizing 4IR.
- Need High Value/Skilled new Labor migration (Managerial/technical/ professional) in our conventional and new foreign labor markets.
- Central Bonded warehouse facility can be introduced to expedite the export of processed foods.
- Need to create a separate 'Food industrial zone' to attract foreign investors.
- For RMG sector, Policy support to create owns apparel brands for branding Bangladesh in the global market is required.
- Need to innovate, upgrade, and diversify export products considering post-graduation market dynamics.
- Ensuring Environmental, Social and Quality (ESQ) practice benchmark for higher global market access.
- Establishing a knowledge and innovation lab for the leather industry and technology transfer to diversify and manufacture high-end products in line with the demand of the global market. Govt. should allow 3 years' validity time for the bond license.
- For the Pharmaceutical sector expediting the API Park implementation to strengthen our backward linkage of this sector.

- DGDA must be aligned with the National Regulatory Authority (NRA). We need to ensure the NRA status of the drug authority of the destination country to add vaccine in the export basket.
- In the Light-Engineering sector should enhance market access, Economic Complexity Index (ECI) rank needs to be improved. Need Central bonded warehouse facility.
- Need prompt implementation of proposed light engineering industrial park under BSCIC.
- Proper marketing strategy should be developed In Jute & Jute Goods sector to keep the price at bay.
- Need to create a fund like Export Development Fund (EDF) where Jute exporters can take soft loan from.
- Medium enterprises should be segregated from the CMSMEs.
- Integration and rehabilitation of CMSMEs into SMEs cluster or EZs. Required establishment of SME (CMS) Bank.
- For Energy & Power sector local exploration companies are to be enlisted in the capital market for financing quick exploration in 24 off-shore blocs. IOCs can be allowed with local companies in a joint venture to expedite exploration.
- A roadmap of renewable energy sourcing and transition is needed.
- Required Improvement of operational efficiency of Roads & Highway Division (RHD).
- Moheshkhali – Matarbari Deep Sea Project needs to be implemented for faster trade.
- Innovative products for Bangladeshi clients, such as Mortgaged Based Securities (MBS), CDS, cluster-based syndicated loans, etc. can be introduced to increase private sector borrowing.
- Target-oriented NPL recovery programme is needed through effective Bankruptcy Act, Alternative Dispute Resolution (ADR) process and engagement of Asset Management company as alternative NPL resolution mechanisms.
- The "Data Security", "National Privacy", "Technology transfer", and "Data Protection Act (DPA)" acts need to be drafted, updated and implemented.
- Corporate tax holiday facility for FDI needs to be ensured and be extended till 2030.
- Government can introduce health insurance coverage for all.
- Need to improve the quality of services provided by both the public and private healthcare facilities in Bangladesh. A strong healthcare monitoring system should also be established.
- Need to revise the list and strengthen the categorization of social protection programmed to inform policies, resource allocation and monitoring.
- Scaling up the government-to-person SSN (Social Safety Net) disbursement scheme through MFS.
- Restore the food supply chain and strengthen market linkages for local producers to benefit informal workers.
- Formalizing informal businesses and offering them easy access to credit. A national database for registering informal sector businesses and employees is needed to bring them into the support network.
- Robust vaccination programmes and supportive monitory policy help to restore our economy and business is going nearly to the pre-pandemic state.

- To establish a sustainable business environment, the government should not increase additional charge of gas and oil.
- Duty structure needs to be rationalized considering price hike.
- Focus on vocational skill development considering LDC graduation.
- Well organized Packaging system, value added product, supply chain development can increase the potential of this sector.
- For the agricultural market development, has to work on supply chain and logistics.
- Preservation Intellectual property rights for the pharmaceutical sector are needed to ensure sustainability of this industry after LDC graduation.
- Informal sector Policy support and access to finance will facilitate the growth of the economy.
- System loss is almost 60% for old infrastructure. The government needs to develop the infrastructure especially in power sector.
- Research and Innovation is needed for value-added product development in jute sector.
- River administration and river dredging have a plan in the delta plan-2100. For the development of infrastructure, import duty on dredging machine need to be reduced.
- Bangladesh bank has introduced more agent banking, branch banking and SME banking although many branches have not reached to the root level. The Stakeholders especially Chamber/Association can provide support to disburse loan to the entrepreneurs. Bank needs to disburse significant amount of loan CMSME sector. The new role of the Bangladesh Bank salary settlement should be relaxed.
- We have to focus on LDC graduation, job creation, growth of local industry and increasing revenue collection in the upcoming budget and also need to expand the tax net.
- Policy advocacy should be increased for the development of the light engineering sector.
- Low efficient power plants should be shut down.
- For more advanced machinery adoption, Captive generation should be incentivized.
- Credit Guarantee Scheme (CGS) should expand and easier for the settlement. Not only for term loan but also facilitate for working capital.
- For multilateral company, Premium should go under consideration. Because, Premium is excluded from the 9% CAP but govt. is 1% CAP is excepted.
- Portfolio accusation regulation with on landing structure should be allowed for MFI and Government Banks where their services are not available. PSL certificate can also be the option.
- CMSME should securitize on a receivable portfolio. It will reduce the concentration and potential risks of defaulters. If it is possible to make bond market, it will churn.
- The policy should have the predictability.
- Have to work on CETP installation through public and private sector effort according to international standards so that we can resource our local product that is being certified by the international authorities.
- Research and Innovation is needed how value is added to the products in agro processed industry.
- We need to narrow down the disparities between poor and rich.
- We need to increase tax net instead of increase of amount of money so that the revenue volume goes up.
- Gas development fund can be the option for the subsidy for gas price.

- Accumulated modern technical knowledge is needed for highly potential sectors like Agro-Processing, Light-engineering.
- Should have a proper credit rating for smooth international trade.
- For the sustainability of the national revenue, the tax net should be increased but not the tax rate.
- Policymakers have to emphasize to increase the export basket and to ensure Free trade agreements with other countries.
- For grabbing the export market, it is required to product diversification in the RMG sector as well as other potential export-oriented sectors.
- We have to constantly monitor the real effect of the exchange rate considering the price of export products as well as services.

## Dialogue on Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a dialogue titled "Exploring Trade and Investment Opportunities between Bangladesh and Romania" on 15 March 2022. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome remarks. Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh, Honourable Mayor, Dhaka South City Corporation (DSCC) graced the occasion as the chief guest. H.E. Robert Negoita, Mayor of the 3rd District of Bucharest, Romania was present in the occasion as the Special Guest.

Md. Nurul Amin, Member & Joint Secretary, National Skills Development Authority (NSDA), Mansoor Ahmed, Senior Vice President, Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA), and Benjir Ahmed, M.P, Immediate Past President, Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) participated in the Dialogoue as the Distinguished Panel Speakers. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI delivered the concluding remarks in the program.

**Recommendations:**

- Bangladesh looks forward to continued cooperation and more than an official state visit. It requires building relationships with the trade bodies and associations of both countries.
- Have to make reciprocal delegation with businessmen and the top community who can strengthen bilateral relations.
- The trade needs to grow with a win-win situation exploiting new opportunities to expand economic cooperation in many dimensions. Romania can source furniture, plastic, pharmaceutical, ship, jute, leather products from Bangladesh at a relatively competitive price and also the RMG, which are sourced mostly from other destinations.
- On the contrary, Bangladesh can import iron, steel, machinery, mechanical appliance to scale-up bilateral trade significantly. In addition, Bangladesh enjoys diverse skilled demographic dividends, from which Romania can source skilled professionals and also a much-needed technical workforce to leverage both industrial and business needs.
- Bilateral Investment Treaties (BIT), signed in 1987, can be implemented to allow Romanian investors to invest in our rewarding and competitive economic zones in the aforesaid sectors including the automobile sectors.
- DCCI and the Romanian private sector can play pivotal roles to harness mutual potentials in the days to come. To steer all potential economic cooperation, we would urge the Romanian Government to resume its diplomatic mission in Dhaka.

- Need to find Investment opportunities exploring diversified products and sectors between Bangladesh and Romania. The initiative is not limited to enhancing trade and investment at the same time it will create many economic and cultural opportunities between the two countries.
- With the steady increase in the bilateral trade between Romania and Bangladesh, more emphasis should be placed on trade, Investment and Knowledge cooperation. Romania should encourage the private sector to invest more in Bangladesh.
- If trade and investment between the two countries are properly utilized Bangladesh will be successful in addressing the challenges of developing country status.
- Bangladesh's RMG sector particularly the knitwear sector highly desires foreign manufacturing companies to invest in the man-made raw materials, effluent treatment plant (ETP), energy-efficient machinery, other related equipment and non- hydrocarbon-based clean energy.
- Bangladesh's RMG sector has kept a pivotal role in achieving the green growth of the country. In this regard, it is hoped that the RMG sector is the motivator of the important manufacturing sectors of the country to take a similar approach and thereby contributing to the country's sustainable economy soon.
- Need to find out the ways in fact where are the scopes, where need people considering the level of skills.
- It is highly required to set up an Embassy in Dhaka. DCCI and the Roman chamber of commerce and Industry can co-operate with each other to set up an embassy in Dhaka.
- Romania manufactures Railway locomotive engines, Railway compartments, Shuttle trains and commuter trains. Romania may come forward to establish our railway by providing their expertise.
- We can boost up trade and Investment through both chambers also. To set up an embassy in Dhaka may take some time but we can start our bilateral trade and a discussion focusing on the areas, between the two chambers.
- If Bangladeshi people are recruited following the ILO guideline convention Romania can have good skilled and unskilled labor from Bangladesh.
- A joint committee can be formed between Romania and Bangladesh through the Dhaka Chamber and the Romanian chamber so that we can explore the possibilities of the private sector. We can send a delegation to Romania and the Romanian delegation can also visit Bangladesh which can be facilitated by the Dhaka chamber.
- For Romania, we can develop special economic zones in Bangladesh. Romania can invest in a joint venture or fully own.

## Workshop on Importance of AGM and Compliance of Limited Company

ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ২৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে "Importance of Board Meeting, AGM and Compliance of Limited Company" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন Corporate Governance এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সচ্চতা ও জবাবদিহিতা রক্ষাসহ আন্তর্জাতিক মানের Business Environment গড়ে তুলতে কোম্পানী আইন-১৯৯৪ অনুযায়ী লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানীর Board Meeting, AGM এবং compliance সম্পর্কিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই-এর সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন এফসিএস, এফসিএ, সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ এবং কর্মশালার প্রশিক্ষক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এফসিএস, সিইও ও লিড কনসালটেন্ট, মোহাম্মদ সানাউল্লাহ অ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস্। কর্মশালায় ঢাকা চেম্বারের সদস্য এবং সদস্য-নন এমন মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

**সুপারিশমালা:**

- কোম্পানী পরিচালানার ক্ষেত্রে বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষতা ও কার্যকারীতার সাথে কোম্পানী পরিচালনা করা কেননা যে কোনো কোম্পানীর কাঙ্ক্ষিত সফলতা মূলত বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের মানের উপর নির্ভর করে।
- সভা যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং আহ্বান করা আবশ্যক, সভার নোটিশ প্রতিটি অংশীদারকে দিতে হবে, সভাটি সঠিকভাবে নিযুক্ত চেয়ারম্যান দ্বারা পরিচালনা করতে হবে, একটি নির্ধারিত কোরাম উপস্থিত থাকতে হবে, সভা পরিচালনাকারী অবশ্যই সভাটি নিয়ম ও প্রবিধান (নিবন্ধ) অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।
- কোম্পানি সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। তিনি মিটিং সংক্রান্ত আইন বিষয়াদি সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করবেন এবং মিটিং/সভা ব্যবসা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
- একটি কোম্পানির সমস্ত প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো মিটিংয়ের মাধ্যমে নেওয়া হয়। তাই কোম্পানি সচিবের দায়িত্ব হচ্ছে সভাটি আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে পরিচালনা করা। কোম্পানি সচিব সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে সর্বাত্বক সহযোগিতা করবেন।

**ভার্চুয়াল মিটিং সংক্রান্ত সুপারিশমালা:**

- কোম্পানি সচিবের সভা পরিচালনায় যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
- সভায় অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
- কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মিটিং/সভার ভেন্যুর ঠিকানা জানাতে হবে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মিটিংয়ে যোগদান বা ই-ভোটিং করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক তৈরি করতে হবে এবং BSEC এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অবহিত করতে হবে।
- ভোটদান পদ্ধতিতে ভোট প্রদানকারী শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-নিবন্ধনের সুবিধা থাকতে হবে।
- অনলাইন বা ই-ভোটিং এবং ফিজিক্যাল ভোটিং এর সুবিধা থাকতে হবে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বা পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়ে রেজুলেশনে থাকা প্রয়োজন।
- অনলাইন ই-ভোটিং কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে তবে সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘন্টার বেশি হবে না এবং সাধারণ সভা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- কোম্পানির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী একমুখী লাইভ বা লাইভ স্ট্রিমিং বা ওয়েব কাস্টে প্রদান করবে।
- সাধারণ সভা এবং অনলাইন বা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম বা সিস্টেম পরিচালনার জন্য কোম্পানি একটি স্বাধীন আইটি পরিষেবা প্রদানকারী নিয়োগ করতে পারে।
- স্টক এক্সচেঞ্জ সাধারণ সভার ভোটিং ব্যবস্থার পুরো প্রক্রিয়াটি তদারকি করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে মনোনীত করতে পারে।
- কোম্পানির সভায় ই-ভোটিং সিস্টেম যাচাই করার জন্য কোম্পানি একজন স্বাধীন স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করতে পারে।
- নির্বাচনের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং ভোটের ফলাফলের বিশদ তথ্য একজন স্বাধীন পরীক্ষকের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে এবং সাধারণ সভা সমাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই ধরনের প্রমাণিত প্রতিবেদন BSEC-তে জমা দিতে হবে।
- সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো এখন এজিএম বা ইজিএম-এ একজন স্বাধীন স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করতে বাধ্য, যার কাজ হবে: ভোটের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তদারকি করা, ভোটের ফলাফল প্রমাণিত করা, রিপোর্ট/প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং রিপোর্ট/প্রতিবেদনটি বিএসইসির চেয়ারম্যানের নিকট পাঠানো।
- স্ক্রুটিনাইজার কোম্পানির চাকরিতে থাকা উচিত নয় এবং খ্যাতিসম্পন্ন একজন স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া উচিত।
- ভার্চুয়াল মিটিং রেকর্ড করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা, আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নিরবিচ্ছিন্ন অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ড, অংশগ্রহণকারীদের স্ক্রীন শট, ই-ভোটিং ফলাফলের স্ক্রিন শট, স্পিকার স্ক্রীন শট।

## Meeting on Trade & Investment partnership between Bangladesh and UK

Rushanara Ali M.P., UK Prime Minister's Trade Envoy for Bangladesh and H.E. Robert Chatterton Dickson, British High Commissioner to Bangladesh paid a courtesy visit to Dhaka Chamber of Commerce &

Industry (DCCI) on March 29, 2022 at DCCI Gulshan Centre and had a bilateral trade and investment discussion with Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber.

Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber, welcomed Rushanara Ali M.P. and the British High Commissioner H.E. Robert Chatterton Dickson and delivered a presentation highlighting state, prospects and investment climate of Bangladesh, role of Dhaka Chamber in promoting UK and Bangladesh fraternity, bilateral trade & investment opportunities, potential avenues of work, bilateral diplomatic development instances and charting potential ways to address the trade barriers in order to realize the bilateral trade potentials.

Syed Nasim Manzur, Managing Director, Apex Footwear Ltd, Sonia Bashir Kabir, Founder & Managing Director, SBK Tech Ventures, Miran Ali, Managing Director, Tarasima Apparels Ltd (Bitopi Group), Moinuddin Hasan Rashid, Group Chairman & MD, United Group, Arman Haque, Senior Vice President, Dhaka Chamber, Monowar Hossain, Vice President, Dhaka Chamber were also present in the meeting.

**Recommendations:**

- Bangladesh will enjoy duty free, quota free facility in the UK up to 2029 but need to allow Bangladesh to continue this facility even after 2029.
- Bilateral investment treaty (BIT) can be signed to import machinery, equipment, and other cutting-edge technologies with zero or reduced tariff which will enable UK businesses to invest, source products at a competitive price from Bangladesh.
- Rules of Origin requirement facility can be eased and extended.
- Technical Barriers to Trade (TBT) needs to be reduced and rationalized.
- FTA or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) may be signed between Bangladesh and the UK for retention of trade growth due to LDC graduation.
- Investment can be made in mode of Joint Venture and Limited liability companies as Hi-tech Park Authority is planning to promote 2000 startups in Hi-tech parks.
- Dhaka Chamber in association with counter end in UK can conduct joint research to identify market needs in UK for export growth potentials as well local investment opportunities.
- British investors can thrive in service industries such as education, healthcare, and finance.
- Bangladesh and the United Kingdom can collaborate on industrial design and skill development.
- Bangladesh needs to improve itself in the industrial product designing to attract quality buyers.
- Need to find the more opportunities in overseas like the UK, European countries.
- Need more investment and technical support in laboratory development in Bangladesh.
- We need visual merchandise support, food tech support, tech support in cell phone etc.
- UK investors can invest in our promising sector like financial sector, advertising sector.
- We can open insurance scheme where the exporters are guaranteed for the non-payment defaults with premium.
- UK can invest in Bangladesh forming a digital banking eco-system while the UK has the road map to invest USD 5 Billion in 2022 to USD37 Billion in 2030 in financial technology.
- For the Gig economy, Re-skilling and Up-skilling of workforce is required.

- In UK, the cost of education is an issue; therefore, every student of the nursing institute pays more than GBP2000 whereas most of the students are not able to pay. Moreover, student visa is not very easy. The Visa process needs to be liberalized so that they can go to the UK and complete study.
- For health sector, policy and tax structure should be changed substantially.
- Local education needs to be acceptable in the UK education system.
- NHS can closely work with local BMDC in Bangladesh to resolve the challenges in getting access to higher education in medical service/ healthcare.

## প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২২-২৩: বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা শীর্ষক আলোচনা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল ও চ্যানেল ২৪, ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে "প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২২-২৩: বেসরকারি খাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, চেয়ারম্যান, এপেক্স গ্রুপ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, মোঃ জসিম উদ্দিন, সভাপতি, এফবিসিসিআই এবং মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি, সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর, আর্থিক খাত, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অবকাঠামো খাত-এই চার পর্বে মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মোঃ আলমগীর হোসেন, সাবেক সদস্য, আয়কর নীতি, এনবিআর, আরিফ খান, সিএফএ, এফসিএমএ, সাবেক কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, নাসের এজাজ বিজয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক, তাসকিন আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইফাদ গ্রুপ, মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, শহিদউল্লাহ আজিম, সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, নাভিদুল হক, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস্ অ্যাসোসিয়েশন, মাহবুবুল আনাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সপো গ্রুপ, বাংলাদেশ, মোহাম্মদ জব্বার, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন ইনভেস্টর অ্যাসোসিয়েশন এবং সৈয়দ আলী জওহর রিজভী, চেয়ারম্যান, এ্যালায়েন্স হোল্ডিং লিমিটেড।

আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য প্রদান ও মুক্ত আলোচনার শেষে দৈনিক সমকাল-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

**সুপারিশমালা:**

- আয়কর হার কমানো দরকার, যাতে কার্যকর করহার ৩০% এর ও বেশি।
- মূল্য সংযোজন করেও কিছু পরিবর্তন আবশ্যকীয়। যেমন: বার্ষিক টার্নওভারের ঊর্দ্ধসীমা ৪ কোটি টাকা এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন বা মুনাফা অনুপাতে টার্নওভার ট্যাক্স নির্ধারণ।
- বর্তমানে আমানতের সুদহার মূল্যস্ফীতির নিচে থাকায় ব্যাংকে সঞ্চয়ে আগ্রহ হারাচ্ছেন আমানতকারীরা। এক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আমানতের সুদ বাড়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া, মন্দ ঋণ কমাতে Asset Management কোম্পানিকে ব্যবহার করে আর্থিক খাতের মূলধন ব্যয়হ্রাস করাও অতি জরুরী।
- একটি Integrated Tax Administration System হওয়া জরুরী, যদিও ভ্যাটে এ অটোমেশন আংশিক কার্যকর হয়েছে। ট্যাক্সের এটা দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি, এতে করে হয়রানি বন্ধ হবে।
- দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের জন্য লিষ্টিং প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা, যাতে করে বিনিয়োগ সহজতর হয়।
- সহজ শর্তে অর্থায়নের ক্ষেত্রে, এসএমই এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- আন্তঃর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আমাদের কর্পোরেট কর হার কমাতে হবে এবং লিস্টেড কোম্পানির কর হার আরও ২.৫% কমাতে হবে।
- দেশের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে এসএমই বোর্ড চালু করেছে এবং স্বল্প মূলধনি কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করছে। তাছাড়া এসএমইদের আকৃষ্ট করার জন্য বাজেটে প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- ইউক্রেন-রাশিয়া এর যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য মূল্যস্ফীতি কয়েকগুণ বাড়ার সম্ভাবনা প্রেক্ষিতে বাজেটে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৩০% এর মধ্যে রাখা প্রয়াজন।

- এছাড়া তালিকাভুক্ত শেয়ার, স্টক এক্সচেঞ্জের ডিভেঞ্চার, কর রেয়াতের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা সম্বলিত ষষ্ঠ তহবিলটি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।
- ADR কে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।
- Adhoc এ আলোচনা না করে আমাদের মধ্যমেয়াদী কর কাঠামোর পরিকল্পনা করা, Tax regime, Tax to GDP ratio জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।
- ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের আওতা বৃদ্ধিসহ এর প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা।
- আমাদের জাতীয় বাজেট বাস্তবায়নে একটি সম্পূর্ণ রোডম্যাপ থাকা উচিত।
- এবছর সরকার একটি অটোমোবাইল পলিসি করেছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ভিশনের অভাব এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এই শিল্পের বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করা উচিত।
- লজিস্টিক সেক্টরকে একটি শিল্প হিসেবে গণ্য করে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- পলিসি তৈরির এর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময়ক্ষেপন হয়, তাই এনবিআরকে একটি সুনির্দিষ্ট টাইমলাইন থাকা দরকার।
- আর্থিক খাতের নিরাপত্তার জন্য সাইবার নিরাপত্তা আরো জোরদার করা দরকার। এই নিরাপত্তা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে।
- মোট ২৭ লক্ষ করদাতা কর্তৃক প্রদেয় করের ৩০% ই আসে এসএমই খাত হতে। এনবিআরকে করের আওতা বাড়ানোর জন্য কাজ করা উচিত।
- বর্তমান সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার ঘোষণা থাকলেও কেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা সেটি পাচ্ছে না তা খুঁজে বের করা দরকার এবং একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন দরকার।
- পুঁজিবাজারে টাকা বিনিয়োগের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্ল্যান ও নিরাপত্তার দরকার।
- স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে এই খাতকে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা দরকার।
- Start-up খাতে বিনিয়োগের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- ট্যাক্স রিফান্ডের একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা জরুরি।
- Retail Sector-এ ভ্যাটে বড় এবং ছোট Taxpayer এর মাঝে যে বৈষম্য আছে তা দূর করার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আহরণ ত্বরান্বিত করতে এনবিআর-কে Chamber ও Association-গুলোকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে।

## Dialogue on Sustainable Export Growth in Post LDC World: Strategies for the Plastic Sector

Since the invention of plastic, the product and the industry producing saw rapid expansion in home and abroad making it an essential part of the export basket of Bangladesh. Plastic is Bangladesh's 12th largest export item and 8th largest deemed export of Bangladesh. Currently, about 5,030 plastic companies operate in the country, of which 98% are SMEs. From this sector, around 1.5m jobs are created containing 28% of the women labor force. Major Importers from Bangladesh are USA, Germany, Netherlands, India, Poland, China, Japan, Vietnam, Singapore and Major Competitors for Bangladesh are China, USA, Germany, Japan, Korea, Vietnam, India. However, Bangladesh's plastic industry has not yet been developed enough to compete with its peer countries in terms of product varieties and innovative solutions to address the concerns of quality. Moreover, LDC graduation will seize most (International Support Measures (ISMs) including preferential market access and special & differential treatments that Bangladesh is currently enjoying as an LDC.

The aforementioned issues are most likely to create hurdles for Bangladeshi exporters, especially in view of the confusion about Bangladesh's qualification for the GSP-plus facilities, an incentive extended to the developing economies for "Sustainable development and good governance" in the EU. To address these and all other relevant as well as important Challenges of LDC graduation for the plastic Industry and to discuss about potential way forwards to develop a sustainable export market for Bangladeshi plastic industry, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has taken an initiative to organize a seminar titled "Sustainable Export Growth in Post LDC World: Strategies for the Plastic Sector" on April 9, 2021, Saturday through zoom platform.

Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome address. Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honorable Prime Minister graced the occasion as the chief guest. Md. Jashim Uddin, President, FBCCI was present as the special guest while Shamim Ahmed, President, Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA) delivered keynote speech. Dr. Ijaz Hossain, Former Faculty member, Department of Chemical Engineering, BUET, Specialization Energy and Environment; Ahsan Khan Chowdhury, Chairman and Chief Executive Officer, PRAN RFL Group; Dr. Md. Shahidul Islam, Member (Customs: Audit Modernization and International Trade) Current Charge, National Board of Revenue (NBR) remained present as distinguished panelists of the event.

Arman Haque, Senior Vice President, DCCI concluded the session with a vote of thanks to all the guests, discussants and participants of the event.

**Recommendations:**

- FTAs and RTAs can be signed with Bangladesh's major trade partners and regions with sector specific bilateral and reciprocal preferences, if deemed fit. This will also ensure that an enabling tariff regime is set to support raw material imports in the post LDC time.
- Government can assess and compare different international policies to promote green plastic and design incentive plans in line with international standard for retaining market access and sustaining the growth of the sector in a post LDC time.
- Even though the recent Export policy, 2021 – 2024 has outlined different modes of low-cost financing to all emerging exporting sectors including the plastic industry, large scale implementation of this policy is yet to be seen.
- Even though all preferential facilities are supposed to be extended to all exporting sectors indiscriminately, many sectors and businesses including the plastic sector, cannot yet access many Government facilities due to lack of awareness and necessary supports from the public sector organizations.
- With Government's support it will be possible to produce raw materials locally. Moreover, the country also needs a Petro-Chemical Complex. The Govt. can engage in the PPP model to make it a reality.
- Two City Corporations of the Dhaka city must be tagged in and join efforts to remove or eliminate all post consumption plastic waste in ensuring sustaining the quality of environment.
- Following LDC graduation, investments in R&D is essential to identify more innovative products and services or, low-cost solutions to the ongoing problems of the consumers.
- Focusing on the knowledge-based and green economy and by developing the HR accordingly, the country will march ahead strongly even after the graduation.
- Patent registration and adherence to intellectual property right is critical.
- Innovation, product design, brand establishment, leveraging tech and knowledge transfer initiatives are essential tools to retain competitiveness.
- Skill development and capacity development of Bangladesh Institute of Plastic Engineering and Technology (BIPET) is essential to produce skilled human resources to tackle the post LDC challenges of the plastic sector.

- Creating a roadmap for sustainable plastic management is also essential. In order to ensure that this happens, Bangladesh Plastic Goods Manufacturers & Exporters Association (BPGMEA) offers the following strategy to be adopted:
  - ✓ Adopt design for environment practices for primary and secondary plastic production.
  - ✓ Adopt resource efficient technologies, incentivize sustainable procurement, and influence consumer behavior and choices.
  - ✓ Improve waste management infrastructure
  - ✓ Apply Economic instruments and innovative virtual platforms to reduce plastic leakage.
- World-class testing labs are required to be established with government incentives.
- City corporations and local govt. should take the responsibility to collect the waste and more incineration plants should be established.
- A proposal will be sent to the Honorable Prime Minister for the formation of the task force in the government to work with the plastic industry so that it will be easier to tap into the potential markets for plastic. It will surely encourage the entrepreneurs of this sector.
- Cash incentives bring distortions to international trade and there is other alternative as well as more effective incentives can be offered to replace it.
- Since the Freight Charges are higher in Bangladesh compared to many other countries of the world, initiatives should be taken to reduce it in the future.
- Emphasis must be given to improve the Ease of Doing Business in the country.
- Geopolitics is very important factor in determining trade relations in the decades to come. These may also shape future outlook of the trade and investment landscape of the country. For example, Australia is now giving opportunities to the non-Chinese products in its market. This is an opportunity for countries like Bangladesh to build a better trade relation with the Aussies.
- Reusing plastic will also contribute to reducing production cost
- Lead time of this sector must be reduced by improving efficiency of the port operations.

## Dialogue on Bangladesh South-Korea Trade & Investment Cooperation in the context of Post LDC Graduation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a virtual dialogue titled "Bangladesh South-Korea Trade & Investment Cooperation in the context of Post LDC Graduation" on 19 April 2022. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome remarks. Masud Bin Momen, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest, H.E M Delwar Hossain, Ambassador, Embassy of the People's Republic of Bangladesh to South Korea was present in the occasion as the Special Guest and Kihak Sung, Chairman & CEO, Youngone Corporation & Korean EPZ (KEPZ) Corporation (BD) Ltd. was present as the Guest of Honour.

Jong Won KIM, Director General, Green Growth Department, Korea Trade – Investment Promotion Agency (KOTRA), Shahab Uddin Khan, Advisor, Korea-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (KBCCI) participated in the Dialogue as the Distinguished Panel Speakers and in open discussion session, Khairul Majid Mahmood, Managing Director, Caldwell Development Ltd. and

Mahboob Zaman, Former President, BASIS also participated in the dialogue. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI delivered the concluding remarks in the program.

**Recommendations:**

- An exchange of delegations and chamber to chamber interactions are also crucial for increasing bilateral trade and narrowing the trade gap between our nations.
- Bangladesh needs to shift from labor intensive industry to export oriented industrialization to prepare for the future.
- The huge trade deficit is present between Bangladesh and Korea. Diversification of products should be given prime importance in order to improve trade deficit.
- 80% of our export to S. Korea covers RMG product, so we need to diversify our products range, he added. But above all, if we can simplify the process of starting a business and remove current obstacles, more and more fresh FDI from S. Korea will come.
- Bangladesh needs strong cooperation from Korean Government and trade facilitation bodies to face the challenges of post LDC graduation.
- Bangladesh should enter into PTA and FTA with Korea. Also, a feasibility study should be conducted before signing these agreements to understand post LDC trade dynamics.
- Currently, the foreign investors face various issues in registration and investment in Bangladesh and so, proper steps should be taken to simplify the registration process for the investors to attract more investment.
- A baseline study should be conducted to understand the challenges of the current investors.
- Seminars and round tables should be arranged with BIDA to create a favorable regulatory framework for investors.
- Korean companies can leverage the infrastructural benefits offered by the government to invest in the diverse sectors.
- Many industry giants such as Samsung and Hyundai have started investing in Bangladesh, especially in the automobile sector. Similarly, Korean investors can invest in manufacturing digital devices and IoT devices leveraging its existing infrastructure and favorable policy.
- Stable electricity and gas supply should be maintained to attract investments in Hi-tech industries.
- Emphasis on smoother customs and port facilities, easy tax regime, smooth inland transportation system and product diversification for easy export process.
- South Korean Sea food market is a potential destination for Bangladeshi sea food exporters. So, Vietnam has already taken advantage of the huge demand for sea food in Korean market, so, Bangladesh can also find such high demand products of Korean market to diversify their export basket.
- Port authority and Customs should simplify the export-import procedure to attract foreign investment.
- Need to give more importance on improvement of the inland transportation.
- RMG sector should not be ignored despite the increased focus on product diversification. Vietnam and China are far ahead in terms of efficiency in RMG sector compared to Bangladesh.
- The production efficiency of Bangladesh RMG sector is 59% whereas it is 89% in case of other two countries. Hence, Bangladesh has a lot to learn in terms of production efficiency.

- To enhance labor productivity and efficiency for better production.
- Australian government has extended time limit of the preferential market access unilaterally for the graduating LDCs and other countries. Similarly, Bangladesh expects to receive the preferential market access from Korean Government beyond 2026.
- Government needs to give special focus on revisiting decades-old bilateral agreements, exploring the possibility of signing FTA to facilitate deeper partnership, regular exchange of trade missions and direct connectivity between Dhaka and Seoul.
- The possibilities of comprehensive FTA should be explored for new and potential sectors.
- To underscore the importance of creating skilled human resource to face the upcoming challenges of enhancing productivity.
- There should be a regular exchange between trade ministries of these two countries to identify new prospects of trade and investment considering the changing business environment of the respective countries.
- Improving quality of human resources should be given importance to secure substantial gains from LDC graduation. Two governments are working to enhance collaboration in technical and vocational education and training.
- Institutional cooperation between apex chambers of commerce of the two countries should be maintained.
- Initiating a direct connectivity through air flights to Korea will be given prime importance
- Korean technical and institutional cooperation is necessary to improve the young work force of Bangladesh.
- Bangladesh has reinitiated the foreign office consultation with South Korea after the second foreign office consultation which happened 8 years ago. This will help Bangladesh to negotiate better deals post LDC graduation and find out potential areas of investment which will benefit both the countries.

## Discussion Meeting on Dissemination of the Present Status of One Stop Service System of BIDA

A meeting was held between DCCI and Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) on 20 April 2022 with the aim of disseminating the Present Status of One Stop Service System of BIDA. Arman Haque, Senior Vice President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry moderated the discussion meeting after delivering his welcome remarks. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), graced the occasion as the Chief Guest. Jibon Krishna Saha Roy, Director, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) delivered his presentation on the Present Status of One Stop Service System of BIDA. Mohsina Yasmin, Executive Member, BIDA participated in the meeting as the discussant. Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry delivered the concluding remarks in the discussion meeting.

**Recommendations:**

- Effective OSS platform can rationalize the process and cost of businesses and turn Bangladesh into a pro-business and investment hub escalating our competitiveness in the years to come.
- Need to review the E-visa renewal requirements in line with the work permit requirements.
- Businesses can save time and effort by utilizing the OSS service from anywhere in the world.

- DCCI members can provide valuable service feedback to the BIDA which will help to develop the OSS service more effectively and efficiently.
- Need to increase the validity of trade license from one year to 3 or 5 years.
- Need to create a YouTube video on how to open an OSS account and its uses in various business activities.
- Need to introduce BIDA aftercare service.
- Need to develop Investor relationship management software which will function mostly like a regular CRM and it should be built vertical-specific. The goal of this system is to facilitate communications between investors, potential investors, and the company.
- Need to create a digital archive.

## National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), ActionAid and World vision jointly hosted a National Symposium on "Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management" on 17th May 2022. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the Inaugural session after delivering his welcome remarks. Dr. Md. Enamur Rahman, MP, Honorable State Minister, Ministry of Disaster Management and Relief, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest, Anna Orlandini, Head of Office, ECHO-Dhaka, Bangladesh and H.E. Alan I. Deniega, Ambassador Embassy of Philippines was present as the Guest of Honour. Farah Kabir, Country Director, ActionAid Bangladesh delivered the concluding remarks in the program.

**Recommendations:**

- We need financial modality and institutional financial framework, where the private sector needs to be included.
- The government needs to identify the modality in which private sector will be engaged to this end for shared engagement for economic development of Bangladesh.
- We need a proper data to maintain the differences of personal and collective data.
- We need have strong road access Map, water logging access map, resource map for receiving disaster alarm.
- To successfully link with the resilience, the private sector should involve with resilient determination.
- Fire hydrant or firelock can be installed, collaboration with fire defense and other response team.
- Need a public-private comprehensive initiative to work together in first private sector emergency operation center of DCCI.
- Water level sensors can be used for water logging detection.
- The manpower and maintained, tanning the manpower for collecting of data is difficult, infrastructure is need to develop for high performance GPU.
- Problems of Haor areas are missing in this discussion of Disaster Risk Management whereas haor areas got flush flood recently. We need sustainable financing.
- Need to increase number of coverage-reduce premium.
- Raising fund for future climate risk from private sector before calamity happen.
- Ensuring required finance in available for aid and rehabilitation.
- Raising fund for future climate risk from private sector before happening a calamity.

- Need preventive and preparedness strategies-such as increasing literacy, insurance literacy, community level intervention through PKSP and MFI.
- Sovereign bond may be issued with PPP and guaranteed by insurance companies.

## Seminar on Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Accreditation Board (BAB) jointly organized a seminar on the occasion of World Accreditation Day 2022 at DCCI Auditorium on June 12, 2022. The main theme of this year's Accreditation Day is "Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment". The seminar started with recitation from Holy Quran after that the welcome speech was provided by Md. Monwarul Islam, Director General of BAB.

Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Industries was present as the Chief Guest while Kamal Ahmed Mojumder, MP, State Minister for Ministry of Industries, Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Zakia Sultana, Secretary, Ministry of Industries were present as Special Guest. Professor Dr. Md. Imdadul Haque, Vice Chancellor of Jagannath University presented the keynote paper.

**Recommendations**:

- A defined policy should be in place to ensure quality product, and services.
- Accreditation authority can play a vital role in maintaining safety standards at every stage of the supply chain.
- There are 4 pillars of maintenance of quality they are value, measurement, testing, and accreditation. There should have collaboration and cooperation among the 4 organizations which are maintaining the 4 issues respectively.
- The accreditation system should be more effective for the overall development of Industry, healthcare, safety, and environment protection.
- It is highly required to develop the capability of BAB by including more skilled workforce.
- If any business face hassle, they should inform BAB. Being a signatory of MRA, BAB has full authority to look and address this issue accordingly.
- Accreditation acts as an economic passport. Hence, awareness should be created among business communities of our country regarding BAB and the process of getting accreditation.
- In accreditation process laboratory test result of one country is accepted by another country as there is recognition of mutual work in the accreditation system plays significant role in eliminating trade barriers.
- Accreditation is one of the most important parts of overall quality management. For the expansion of export market so it is highly required an internationally recognized and credible national standard infrastructure.
- Accreditation process will expedite the process of business diversification and increase our export potential after the year 2026.

## Seminar on Export of Pharmaceutical Sector upon LDC graduation: Strategies & Way forward

Bangladesh is set to leave LDC group to join the developing country club by 2026. If Bangladesh graduates from the list of LDCs, the benefits it currently has under WTO rules will be discontinued from 2026. Along with other leading export sectors, Bangladesh's pharmaceutical sector may become a victim of shocks post-LDC graduation, just after 2026, due to a number of inherent risk factors within the sector. Currently, the TRIPS waiver on pharmaceutical products allows the pharmaceutical companies of Bangladesh to produce generic

versions of patented medicines at a significantly cheaper price by imitating the innovator's formulations, obviously without payment of royalties. Cheaper prices also facilitated steep growth of both the export and domestic market. The sector currently meets 98% of the total national demand for medicines and exports to more than 150 countries. However, the growth of the Bangladeshi pharmaceutical industry may experience a sharp decline after the LDC graduation since most high in demand new drugs are patented ones. This has raised a grave concern among the industry insiders of this sector.

To address the challenges and prospects of the Pharmaceutical Sector in Post LDC era and to chart recommendations for policymakers, Dhaka Chamber of Commerce & Industry has taken an initiative to organize a seminar on "Export of Pharmaceutical Sector upon LDC graduation: Strategies & Way forward" on July 23, 2022, Saturday at Dhaka Chamber Auditorium (5th Floor).

Rizwan Rahman, President of Dhaka Chamber moderated the dialogue after delivering his welcome address. Salman Fazlur Rahman, MP, Private Sector Industry and Investment Adviser to the Honourable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh has graced the occasion as the chief guest. Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the special guest, while Professor Dr. Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD) delivered the keynote presentation. M Mosaddek Hossain, Managing Director, UniMed UniHealth Pharmaceuticals Limited; Professor A B M Faroque, Director, Biomedical Research Centre, University of Dhaka; A. H. M. Shafiquzzaman, Director General (Additional Secretary), Directorate of National Consumer Rights Protection, Government of the People's Republic of Bangladesh remained present as distinguished panelists of the event. At the end, Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber concluded the session with thanks to all the guests, discussants and participants of the event.

**Recommendations:**

- We must concentrate on increasing R&D to strengthen capacities in the production of new molecules and reverse engineering.
- Internal capacity of this sector needs to be increased. Govt. can extend its support to the private sector to improve this sector's internal capacity.
- Govt. needs to apply for the extension of the transition time specified by TRIPS the way some graduating LDCs have done the same. For instance, Maldives successfully extended the transition time on TRIPS in 2005 showing their economic vulnerability caused by Tsunami.
- Competitive-waged for white collar jobs with an edge need to be maintained by persistent efforts to raise the quality of the human resource.
- Contract manufacturing (toll processing) needs to be popular in Bangladesh context as it saves the client company from undertaking significant capital investment.
- We need new laws defining Compulsory Licensing. The relevant national authority may be able to authorize the manufacturing or sale of a medicine by a third party.
- We need to legislate laws defining Compulsory Licensing not only for produce local consumption, but also export our pharmaceutical products.
- Exploration of setting up opportunities with joint ventures to attract more FDI to the SEZs is needed.
- Pharmaceutical companies may form strategic partnerships with R&D based transnational companies to gain necessary skills and benefit from the transfer of technology.

- Fully operationalized API is needed as it is envisioned to reduce import dependence and would act as hub for generic medicines.
- It is necessary to develop a result-oriented action plan that integrates IP governance via innovation and copyright offices' capacity growth.
- To collect necessary data for submission to regulatory authorities, implementation of the Bolar provision would allow interested (generic) manufacturers to start producing test-batches of a product.
- Bangladesh Govt. needs to take immediate steps to enter into trade agreements with ASEAN countries for uninterrupted trade with these countries.
- The medicines which are already introduced in Bangladesh need to be declared off patent by the parliament before 2026.
- Relevant authorities should take the necessary steps to expedite the process by removing the lag time of the projects related to this sector.
- Price of pharmaceutical products needs to be monitored for the unnecessary price hike.
- Govt. needs to ensure energy facility in API park as soon as possible to initiate production.

## Seminar on Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy-Private Sector Perspective (January-June FY2021-22)

Since independence, Bangladesh has an impressive track record of growth and development. It has been among the fastest growing economies in the world over the past decade, supported by a demographic dividend, strong Ready-Made Garment (RMG) exports, remittances, and stable macroeconomic conditions. The country made a strong economic recovery from the COVID-19 pandemic. Bangladesh is set to graduate from the least developed countries (LDC) group to join the developing country club by 2026.

In recent times, however, the macroeconomic stability of Bangladesh has been facing various challenges originating from both domestic and external fronts, especially owing to the consequences of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. The result is food security facing 'threat' amid high inflation. Rising cost of production and transportation following fuel-price hike is further worsening the situation on the economic front. Against this background, to address the current state & future outlook of Bangladesh economy and to chart recommendations for policymakers, a seminar on "Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (January-June FY2021-22) was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry at the DCCI Auditorium and held on Sunday, 14th August 2022. The seminar was telecast live on DCCI's social media platforms. The seminar was also attended by academics and experts, government high officials, business leaders, civil society members, and media representatives, several of whom joined in a lively open discussion.

Arman Haque, Senior Vice President, DCCI delivered welcoming remarks while Rizwan Rahman, President of DCCI moderated the seminar after delivering his keynote address. Professor Dr. Shamsul Alam, State Minister for Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Md. Shafiul Islam Mohiuddin, MP, former FBCCI president was present as the special guest. Mohammad Hatem, Executive President of BKMEA and Dr. Habibur Rahman, Chief Economist of Bangladesh Bank remained present as distinguished panelists in the seminar.

**Recommendations:**

**Fiscal and Monetary Policy**

- Tax and Non-Tax Receipt Net needs to be increased to reduce burden on existing taxpayers.
- The taxation system implemented by NBR needs to be made business-friendly.
- To increase tax revenue by developing a progressive tax policy.
- Full automation of Tax, VAT, Customs Assessment, Return and Credit process.
- Government borrowing through Savings certificates needs to be reduced and cheap sources of funds from abroad must be accessed.
- Public debt to GDP ratio needs to be kept minimum.
- ADP implementation must be on time to realize the development goals
- Cluster-based collective loan facilities, Cash flow-based financing for the CMS, motivating more equity-based financing, etc. can be implemented.
- Monetary policy needs to present a holistic view of money market and indication so that it helps the money and resource mobilization.
- MPS can balance the interests of industry, banks and other stakeholders. Monetary and Fiscal policies should have a nexus for coordinated economic development.
- National committee headed by the Bangladesh bank consisting of economists, trade analyst, business and industry leaders, banks and capital market regulators is to be formed to assess foreign currency market and regional & global economic dynamics to identify next strategies to contain the economic downfall.
- To reconsider the cap of the interest rate so that money supply and inflation can be controlled.
- Additional cost in the supply chain needs to be lessened to control the food inflation.
- Stakeholders of Agro businesses need to be compensated with lower transportation, fuel price, fertilizer and technology.
- Commodity exchange needs to be immediately introduced to see the fair market price and avoid market shocks.
- International market and price dynamics need to be monitored to avoid irrelevant price shock.
- Essential commodities supply through TCB needs to be expended outside Dhaka.
- Ensuring a flexible interest rate regime to reduce inflationary pressure and stabilize forex reserves.

**Private Investment & FDI**

- To rationalize the cost and ease of doing business.
- Remove discriminatory policies between local and foreign investors.
- National roadmap for attracting foreign investment in different sectors including rehabilitation of investment in sunset industries.
- A National One Stop Services (NOSS) can be introduced.
- Predictable and consistent business tax rate, energy security.
- FDI diversification is needed through investment diplomacy.

**International Trade**

- To transform into export led economy, private sector should play the pivotal role by ensuring the quality of their products.
- Need expansion of the service sector to increase export revenue.
- Concentration on export diversification to ensure maximum benefit of Taka devaluation.

- Ensuring increased capability in port and logistics.
- Compliance capacity and focused country branding are needed.
- Currency swap can be considered for low-cost import for improving foreign reserves.
- Chinese RMB can be used as a mode of trade as it is one of the SDR currencies.

**Skills and Employment**

- Due to lack of skill manpower, Bangladesh is losing revenue as foreign skilled people are working here. Private sector should come forward by increasing its own skilled workforce.
- Vocational training can address youth unemployment by providing both wage and self-employment.
- A comprehensive employment strategy is needed focusing on youth employment.
- Competence Based Education (CBE) needs to be introduced to reduce the gap between industry and academia.
- High value migration needs to be prioritized to secure better remittance inflow.
- Skilled manpower in Big-data analytics, Block chain, Robotics, 3D printing & IOT is required.
- Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) needs implementation.

**Agro & Agro-processing Sector**

- Development of value added Agro products marketing system through improving facilities (e.g. PHM, cool chain and storage facilities).
- Introduction of GAP, GMP, HACCP in the entire supply chain.
- Capacity enhancement of processing units, Research Institutes and Testing Labs in agricultural hubs.
- Initiate both local and overseas contract farming like developed countries to tap new export avenues.
- Central Bonded warehouse facility can be introduced to expedite export of processed and frozen foods.
- Need to create a separate 'Food industrial zone' to attract foreign investors.
- To increase our local demand of agro-processed product, companies should invest and build trust by enhancing the quality of the product.

**Ready Made Garments (RMG)**

- Emphasize on eco-textile label governing social and environmental standards.
- Embrace sustainability in recycling, including recycled product lines.
- Required long-term investment in R&D for technical textiles, high value products with more specialization.
- Policy support to create own apparel brands in the global market.
- More mechanization, industrial, labor and environmental compliance are required for GSP plus facility.

**Leather & Leather Products**

- Ensuring Leather Working Group (LWG) certificate to attract foreign investment.
- Ensuring Environmental, Social and Quality (ESQ) practice for higher global market access.
- Carry out solid waste management at Savar Tannery Industrial Estate.
- Need to improve the negotiation skills and agility in post LDC graduation era.
- Knowledge and innovation lab and technology transfer to produce high-end products in line with global market demand.
- Government can allow 3 years' validity time for bond license.

**Pharmaceutical**

- Policy reform is required in line with the WTO guidelines.
- Infrastructure development of R&D & Bio-equivalence lab is required with supporting facilities.
- DGDA needs affiliation with NRA to accommodate registration of the locally innovated drugs and vaccines.
- Expediting the API Park implementation to strengthen the Backward linkage of this sector.
- Negotiation with WTO for further expansion of TRIPS flexibility till 2029.
- Drugs locally produced need to be declared off-patent by the parliament before 2026

**Light-Engineering**

- Need Central bonded warehouse facility.
- Low-cost fund and venture capital firms are required.
- Prompt implementation of proposed light engineering industrial park.
- Capacity enhancement as well as ensuring IP facility for local manufacturers.
- Need industrial plots and necessary support so that this sector can maintain compliance and act as the backward linkage industry.

**Jute & Jute Goods**

- Need promotion of the high-end products rather than traditional jute items.
- Appropriate measures can be taken in product research, design and development.
- Need to explore new market for value-added jute and jute goods.
- Allow Jute exporters to take soft loan from EDF scheme.

**Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSMEs)**

- Medium enterprises should be segregated from the CMSME definition.
- Integration and rehabilitation of CMSMEs into SMEs cluster or EZs.
- Alternative financing platforms like Discounting platforms need to be established.
- Decision of CMSME credit disbursement process in all retail branches of banks needs to be expedited.
- Access to finance for CMSME needs to be improved addressing complicated disbursement process, poor bank and client relationship and collateral issues.

**Energy & Power**

- To diversify our electricity production and to increase our renewable energy production from 3% to 10%.
- To focus on the extraction of onshore gas.
- Investment in primary energy to enhance gas supply instead of installing power plants.
- Stable, predictable energy fuel mix through multiple sourcing and pricing policy are needed.
- Local exploration companies are to be enlisted in capital market for financing exploration in 24 off-shore blocs. IOCs and local companies can form joint venture to expedite exploration.
- LPG bottling, storage facilities need to be installed through PPP considering rising demands.
- Transition from the single-buyer model to a wholesale electricity market to rationalize and keep competitive tariff.
- A roadmap of renewable energy sourcing and transition is needed.

- Fuel and transmission efficiency in State-owned power plants needs to be ensured.
- Some quick steps need to be taken to ensure an uninterrupted gas supply so that industries can continue their production.
- Fuel price needs to be adjusted every 3 months according to the price of global fuels. Additionally, prices should be reduced in the local market immediately if the price of global market falls.
- The price of diesel should be decreased immediately to stabilize the soaring production cost of the industries that are dependent on diesel.
- The import duty on solar panels should be removed temporarily to successfully implement the solar system across industries.

**Logistics Infrastructure**

- "Bay Terminal" at Patenga coast project needs to be expedited.
- Need to improve the operational condition of highways rather than more lanes.
- Formulation of National Logistics Policy for integrated logistic development.
- Allocating resources for communication infrastructure maintenance.
- For multi-disciplinary usage, the Dhaka-Chattogram Economic Corridor Expressway project needs to be expedited.
- Expedite the capital dredging and other activities to improve navigability of 51 routes of inland waterway.

**Financial Sector (Banking)**

- Innovative products such as Mortgaged Based Securities (MBS), Credit Default Swap (CDS), cluster-based syndicated loans can be introduced to increase private sector borrowing.
- Target-oriented NPL recovery programme is needed through effective Bankruptcy Act, Alternative Dispute Resolution (ADR) process and engagement of Asset Management company to redress NPL.
- Interest rate on individual term deposits and pension-related funds needs to be higher than inflation rate.
- A data-driven risk management framework needs to be developed and installed amidst the increase of MFS and digital banking platforms to deter financial scams and money laundering.
- BB should immediately intervene in the financial market by fixing Tk 1 as the maximum difference between dollar buying and selling rate.

**Financial Sector (Capital Market)**

- Robust promotion is needed to motivate firms to get listed at stock exchange for financing long-term projects.
- Enhancing the due diligence process for SME platforms to encourage fair and honest businesses.
- Continue issuing SUKUK and other securitized assets in the local market and sovereign bonds for international borrowing to reduce banking sector-led borrowing.
- Market is still equity based and needs product diversification, commodity market, forward market and derivatives to enhance the market size.

**Real Estate**

- Housing Sector needs to be declared as the 'thrust' sector.
- Modern and sustainable urbanization plan incorporating appropriate utility facilities, road development, education and medical treatment facilities is required.

- Affordable housing finance for lower-income group is needed.
- RAJUK FAR rules, MGC rules and Setback calculations must be followed to maintain planned city infrastructure.
- Stamp Duty and transfer need to be rationalized to make property affordable.

**Information & Communication Technology (ICT)**

- Expedite to implement the drafted Data Protection Act 2022.
- Construction of 28 hi-tech parks needs to be completed within the stipulated time.
- F-commerce becomes more popular. Financial and policy support are needed to formalize this.
- NBR needs to streamline the definition of IT and ITES service export.
- Need industry-wise 4IR technology adoption measures, models and strategies.
- CMSMEs need to be digitally transformed into e-commerce.

**Social Safety Net**

- Establishing a central digital database for SSN programmes
- Need to develop an integrated SSN policy and Action plan for effective implementation.
- Ensuring transparency and accountability in the distribution system
- Re-balancing geographic allocation between rural and urban areas.

**Informal Sector**

- Restore the food supply chain and strengthen market linkage for local producers.
- Up-skilling and re-skilling programmes for informal sector people
- An integrated national database for registering informal sector business and employees
- Formalizing informal businesses through easy access to credit and other regulatory supports.
- Need to design a thoughtful execution plan of universal pension scheme.

## Seminar on Efficient Port Logistic Management & Trade Competitiveness of Bangladesh

Bangladesh is one of most remarkable success stories in the developing world, driven by prudent macroeconomic management, robust foreign trade and investment. Our cross-border trade has exceeded $150 billion and continues to compound due to local and export trade market growth. Bangladesh is set to graduate into a developing economy followed by developed economy by 2041 underpinned by evolving trade and economic operations. Foreign trade has become one of the key enablers of economic competitiveness. In which, port logistics management is an important element of international trade competitiveness since seaport is the nerve center of our foreign trade. Although the Chattogram port (CP), with the legacy of over 130 years, accounts for almost 90% of our international trade and provided the recent elevation in the Lloyd's ranking, CP is still laden with multifaceted challenges barring its potential to grow. The infrastructural capacity of CP, hence, needs to be increased to reduce the cost of doing business in the country. For this, the port has wide-ranging issues with efficient handling and management of container traffic, lack of yard space, lack of cargo handling equipment, poor facilities for transport of containers, congestion in the port area and transport network with inadequate facility of clearance of containers and cargo from ports that need deep attention to be addressed collectively by all major stakeholders for enhancing economic and trade competitiveness of Bangladesh.

In view of the above, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar titled "Efficient Port Logistic Management & Trade Competitiveness of Bangladesh" on September 19, 2022, Monday at the Dhaka Chamber Auditorium, Motijheel. The seminar discussed and identified the likely issues to address the existing infrastructural challenges, improve current infrastructure and ease efficient and sustainable port management in the interest of export-led economic development.

Rizwan Rahman, President of Dhaka Chamber moderated the seminar after delivering his welcome remarks. Md. Mostafa Kamal, Secretary, Ministry of Shipping, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the chief guest while Dr. M Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange of Bangladesh presented the keynote paper.

Lee Peng Gee, Vice President, Group Business Development, PSA International Pte. Ltd, Syed Ali Jowher Rizvi, Managing Director, Summit Alliance Port Limited, Commodore Md. Abdul Wadud Tarafder, Member (Harbour & Marine), Mongla port Authority, Kabir Ahmed, President, Bangladesh Freight Forwarders Association, Shamim Ul Huq, Country Director, DP World, Bangladesh, Md. Zafar Alam, Joint Secretary, Member (Admin and Planning), Chittagong Port Authority were present as distinguished discussants of the event. Arman Haque, Senior Vice President, Dhaka Chamber concluded the session with a vote of thanks to all the guests, discussants, and participants of the event.

**Recommendations:**

- Any new ventures overseas require a stock of trained and skilled human resources.
- To focus on transferring skills to local employees to create job opportunities and provide pathways for the development of local expertise.
- To facilitate compliance requirements for shippers and consignees by partnering with regulators.
- To coordinate closely with key stakeholders for land site infrastructure and port development.
- To optimize each component in the supply chain for creating an efficient and sustainable port and logistics ecosystem.
- Govt. needs to create an integrated logistics ecosystem including ports, rail ICDs, cold chains, warehousing and other components of logistics rather than focusing only on improving Chittagong Port.
- A holistic approach is needed with greater coordination between the relevant ministries, authorities and the private sector.
- To expand the corresponding hinterland links in tandem with port infrastructure to cater to the projected trade growth.
- The western side of the Mongla Port can be used to travel from Mongla to Dhaka in less than four hours.
- Dhaka city needs to be connected to ports through the integrated system.
- Coordination among multiple authorities related to customs and logistics needs to be given paramount importance.
- SAPL, OCL and Islamic Summit jointly handle 30% of the country's export so more investments should be made in this sector.
- Bonded Warehouse Facility should be made available like other developed and many developing countries.
- Airports in our country need to be well equipped to handle airfreights.
- Required coordination among freight forwarding authorities for speedy solution of a problem.
- Inland waterways need to be emphasized in our logistics management to reduce not only cost but also pressure on road transport.

## Seminar on Exploring Business & Investment Opportunities for Bangladesh via Hong Kong

Bangladesh has attracted the attention of global business community as the country has consistently realized macroeconomic growth at 6% plus rate on average over the last decade backed by prudent economic management, evolving foreign trade integration until the pandemic hurts. The growing foreign trade spree has broadened our inclusive global trade network and created a basis of multidimensional economic relation. In the recent years, Bangladesh has also become one of the centres of attraction for foreign investment. Rapid recent resilience, recovery and dynamism of our economy demonstrates of our economic readiness and strength to revitalize the global trading system to a large extent.

Off late, Bangladesh allows local investors for overseas investment in some promising industries and they have become successful with greater return and confidence. Taking the precedent of outbound investment success and friendly economic tie of Bangladesh and Hong Kong into account, Bangladeshi investors can explore the investment opportunities in promising industries in Hong Kong where we are adequately competent especially in RMG, finance, electronics, leather goods, shipping and trading sectors. Alongside Hong Kong has also become a safe and trusted hub for international trade and investment for Bangladesh. On the other hand, Hong Kong and Bangladesh have also maintained a smooth bilateral economic relationship over the last decades. Taking the economic relations between Bangladesh and Hong Kong into account as well as the growing importance of Bangladesh in the geo-economic context, local and foreign investors can take the privilege of safe investment hub in Hong Kong for foreign investment in different parts of the world.

In view of the above, Dhaka Chamber and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) jointly organized a Seminar titled "Exploring business and investment opportunities in Hongkong and Mainland" on 12th September 2022, Monday at the La Vita Hall, Lakeshore Hotel Gulshan, Dhaka.

Rizwan Rahman, President of DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome remarks. Tipu Munshi, M.P., Honorable Minister, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the chief guest. Sharifa Khan, Secretary, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance, Government of Bangladesh was present as the special guest, while Rajesh Bhagat, Consultant South Asia, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) delivered the presentation of the event. Mohammed Erfan Sharif, Executive Member Planning & Development, Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), Prime Minister's Office and Zanendra Nath Sarker, Additional Secretary, Ministry of Industries, Government of Bangladesh remained present as distinguished discussants of the event. Arman Haque, Senior Vice President, DCCI concluded the session with a vote of thanks to all the guests, discussants, and participants of the event.

**Recommendations:**

- Hong Kong has become logistic champion for the last 4 decades. From the Prime minister's office National logistic policy is being drafted and ERD, The Ministry of Industry, Private sector are working together to develop it. The policy will facilitate investment.
- Trade gap between Hong Kong and Bangladesh has crossed 10 times. To close this large gap, we should take initiatives to bring more investment from Hong Kong to Bangladesh.
- Hong Kong investors can operate in Bangladesh as our market is a big one in this region.
- Bangladesh's investment friendly environment should be further promoted throughout the world.

## Workshop on Competitive Tariff Structure: Post-LDC Graduation Context

Bangladesh is going to become a developing country in 2026. It is a moment of celebration for Bangladesh. However, as per the rules of the WTO, Bangladesh will lose all the duty-free benefits that are received as an LDC country in international trade. Besides, it will not be possible to apply regulatory duties such as SD and RD at the import level which means Bangladesh will have to reduce import duties. As a result, there will be many challenges related to tariffs on Bangladesh's international trade, imports, exports, and local industries. Against this background, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a workshop titled "Competitive Tariff Structure: Post-LDC Graduation Context" on October 26, 2022, Wednesday. Rizwan Rahman, President, DCCI delivered the welcome remarks. The workshop was chaired and moderated by Arman Haque, Senior Vice President, DCCI.

Md. Mashiul Alam, Joint Chief, Bangladesh Trade and Tariff Commission presented the keynote at the workshop while Shis Haider Chowdhury, ndc, Member, Bangladesh Trade and Tariff Commission, Dr. Md. Neyamul Islam, First Secretary (Customs Exemption & Project Facilities), National Board of Revenue and Farhana Iris, Director-3 (Joint Secretary), WTO Cell, Ministry of Commerce, GoB attended the workshop as the designated discussants.

**Recommendations:**

- To save local industry by increasing exports and reducing dependency on imports.
- Bangladesh's tariff structure will have to gradually be made fully compliant with WTO rules, particularly as the economy moves towards out of LDC status by 2026.
- By 2026 or earlier average nominal tariffs will have to brought down to other lower middle-income countries and/or comparators in the Asia-Pacific region.
- Formulation of National Tariff Policy.
- Tariffs and other trade taxes must be modernized and made export friendly, business and investment friendly.
- Adopting a Single Rate for similar goods by avoiding Multiple rates at HS-6.
- Regional integration could help Bangladesh to speed up market diversification and economic growth in the post-pandemic world.
- Signing FTAs, attracting export-seeking FDI, and reducing trade costs by improving trade facilitation to face the challenges of graduation.
- Government may prepare steps for getting GSP+ after LDC graduation.
- Bangladesh could improve its revenue performance by broadening tax base.
- Bangladesh should be self-dependent following the appropriate ways.
- Import duty should be reduced and export should also be facilitated.
- GSP benefits after LDC graduation need to be negotiated.
- FTAs should be signed on the basis of existing relations.
- LDCs need to build capacity to address new obligations based on RoU after graduation.
- Tariff structure must be rationalized in consistent with the middle-income country by 2026 as we graduate from LDC.
- 34% of the total revenue in Bangladesh earns from import duty. To reduce dependency on import duty, we have to focus on VAT and income tax revenue.

- As there is a possibility of revenue loss, the local industry needs to be protected.
- Tariffs should be in line with middle income countries.
- A win-win situation has to be ensured while signing FTA/CEPA.
- FTAs should be signed as per product demand and cost-effectiveness should also be examined.
- Need to analyze single transformation, double transformation, etc.
- Tax-GDP ratio is now less than 10% which is not good. Increase should be considered.
- We need to sign FTAs with countries that have large industries like China, India etc.
- We need product innovation, need to find out comparative advantage from a microeconomic level study for gaining from FTA.
- FTA must be cost effective for Bangladesh. Because FTA will not be profitable if is not cost effective.
- FTA is very feasible for Bangladesh as we are very conservative in changing tariff structure. In that case, FTA will motivate us to bring urgent reform in tariff structure.
- If we reduce tariff on imported raw materials for further value addition or producing exportable items, it will create employment and generate income.

## Seminar on Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects" on October 29, 2022, Saturday at DCCI Auditorium, Motijheel. The objective of the seminar is to address the challenges and prospects of start-up in Bangladesh and chart recommendations to develop financing ecosystem and sustainable development for early-stage start-ups.

Fahim Ahmed, CEO, Pathao made the keynote presentation. In addition to deliver the welcoming remarks, Rizwan Rahman, President, DCCI, moderated the seminar. NM Zeaul Alam PAA, Senior Secretary, ICT Division, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Dr. Shaikh Shamsuddin Ahmed, Commissioner, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) attended as the special guest. Furtehrmore, Syeda Ambareen Reza, Co-founder & MD, Foodpanda Bangladesh Limited, Tanveer Rashid, Director of Finance, Chaldal Limited and Nirjhor Rahman, CEO of Bangladesh Angels provided valuable views and opinions as the designated discussants.

**Recommendations:**

- To ensure regulatory collaboration among all the agencies at the operational level to maximize results from startups.
- Some changes are coming into effect based on reality but the evaluation system of the start-ups needs to be improved. As we move into the fifth industrial revolution, we need a simple valuation process.
- Mitigating financing problem, private equity, venture capital and angel investors can play a vital role if the risks in this sector can be rationalized.
- Building a healthy startup ecosystem in Bangladesh requires investment in the payment systems and logistics. Large Bangladeshi companies can become angel investors and support start-ups unleash their potential.
- Bangladeshi tech startups need to increase their ability to compete with global start-ups to meet the local and international demand for data analytics, process design and software development.

- Government's Start-up Bangladesh is good initiative. "If the valuation process is simplified, more investment will come.
- Government and relevant authorities should patronize research and development in both the government and non-government sectors. They also need to provide financial incentives to investors for investing in startups.
- For ensuring smooth start-up ecosystem we need to create International standard start-up incubation centres, startup pioneers, expert consultation, startup exhibition, networking, mentor development, low-cost financing options with necessary regulatory reforms including Industrial policy, Export policy, Fiscal policy, Foreign Exchange Regulation and SME policy and others.
- Private sector with government support should be made to invest and provide working capital for new start-ups, especially the fintech and logistic areas.
- Various MENA countries have a higher concentration of venture capitalists who are willing to invest in emerging economies like Bangladesh. DCCI can arrange P2P or face-to-face networking events to connect startups with national and international venture capitalists.
- Industry Academia collaboration needs to be ensured for creating innovation-led startups.
- Government has to continue its support for Startup entrepreneurs and CMSMEs to work with startups.

**Seminar on Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on "Journey of the CMSME's from Startup to Scale up: Challenges and Prospects" on October 29, 2022, Saturday at DCCI Auditorium, Motijheel. The objective of the seminar is to address the challenges and prospects of start-up in Bangladesh and chart recommendations to develop financing ecosystem and sustainable development for early-stage start-ups.

Mr. Fahim Ahmed, CEO, Pathao made the keynote presentation. In addition to deliver the welcoming remarks, Mr. Rizwan Rahman, President, DCCI, moderated the seminar. Mr. NM Zeaul Alam PAA, Senior Secretary, ICT Division, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Dr. Shaikh Shamsuddin Ahmed, Commissioner, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) attended as the special guest. Furtehrmore, Ms. Syeda Ambareen Reza, Co-founder & MD, Foodpanda Bangladesh Limited, Mr. Tanveer Rashid, Director of Finance, Chaldal Limited and Mr. Nirjhor Rahman, CEO of Bangladesh Angels provided valuable views and opinions as the designated discussants.

## Recommendations:

- To ensure regulatory collaboration among all the agencies at the operational level to maximize results from startups.
- Some changes are coming into effect based on reality but the evaluation system of the start-ups needs to be improved. As we move into the fifth industrial revolution, we need a simple valuation process.
- Mitigating financing problem, private equity, venture capital and angel investors can play a vital role if the risks in this sector can be rationalized.
- Building a healthy startup ecosystem in Bangladesh requires investment in the payment systems and logistics. Large Bangladeshi companies can become angel investors and support start-ups unleash their potential.

- Bangladeshi tech startups need to increase their ability to compete with global start-ups to meet the local and international demand for data analytics, process design and software development.
- Government's Start-up Bangladesh is good initiative. "If the valuation process is simplified, more investment will come.
- Government and relevant authorities should patronize research and development in both the government and non-government sectors. They also need to provide financial incentives to investors for investing in startups.
- For ensuring smooth start-up ecosystem we need to create International standard start-up incubation centres, startup pioneers, expert consultation, startup exhibition, networking, mentor development, low-cost financing options with necessary regulatory reforms including Industrial policy, Export policy, Fiscal policy, Foreign Exchange Regulation and SME policy and others.
- Private sector with government support should be made to invest and provide working capital for new start-ups, especially the fintech and logistic areas.
- Various MENA countries have a higher concentration of venture capitalists who are willing to invest in emerging economies like Bangladesh. DCCI can arrange P2P or face-to-face networking events to connect startups with national and international venture capitalists.
- Industry Academica collaboration needs to be ensured for creating innovation-led startups.
- Government has to continue its support for Startup entrepreneurs and CMSMEs to work with startups.

**Workshop on "Issues and Opportunities in CMSME lending"**

CMSME's contribution to the development of Bangladesh is undeniable. The sector is helping to maintain a sustainable state of the country's economy by creating employment and entrepreneurship, supporting large industries and removing the existing disparity between rural and urban areas. CMSMEs contribute 25% of Bangladesh's GDP and 80% of total industrial employment.Despite the significant contribution of CMSMEs to the country's economy; the sector is unable to utilize its full potential due to lack of financial and policy support. CMSMEs often face multiple challenges, including ease of financing, infrastructure development, innovation, use of modern skills and technology, and lack of policy guidance.

Against this backdrop, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a workshop titled "Issues and Opportunities in CMSME lending" on Saturday, November 12, 2022 at DCCI Auditorium. Mr. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the workshop after delivering his welcome remarks. Mr. Abu Farah Md. Nasser, Deputy Governor, Bangladesh Bank graced the occasion as the chief guest.

Two separate keynotes were presented in the workshop respectively by Mr. Md. Nazeem Hassan Satter, General Manager, Business Support Services, SME Foundation and Mr. Md. Jaker Hossain, Director, SME & Special Programmes Department, Bangladesh Bank.

**Recommendations:**

- In this turbulent time of global economic slowdown, SMEs need to be supported with loan on easy terms for their survival as well as for ensuring their contribution to the revival of the economy.
- The public and private sectors need to work together to combat inflation.

- Entrepreneurs need to be updated about the changes made in the national industrial policy 2022.
- Most of the CMSMEs, mainly the cottage and micro, need to reduce their dependence on banks and explore alternative channels. In future, banks will not serve the segments that need loans below 1.00 to 5.00 lac.
- Need to introduce innovative and diversified loan products for CMSMEs.
- Need to minimize the gap between the earnings of CMSMEs and required loans, especially in the case of term loans with minimum tenure.
- Need to address lack of eco system (risk sharing tools, credit rating, bankable entrepreneur's database etc.).
- Need to emphasize on readiness of the banks (SME friendly credit model, dedicated manpower, focus, policy etc.).
- Need to explore and promote alternative financing options as well as alternative financing sources other than bank loans.
- Need to focus on target-based financing (priority sector, clusters, groups, areas etc.).
- Ensuring positive notes and direction of board & senior management of Banks with clear-cut policy, dedicated personnel, campaign, reward etc.
- Need to develop risk sharing and minimizing tools (credit guarantee, rating agency etc.)
- Need to focus on combined and coordinated approach and initiative to develop and create new entrepreneurs.
- Government banks can play a significant role in providing CMSME loans as they have a vast number of branches spread over the country.
- Banks should include their directors to encourage CMSME lending.
- A National CMSME financing policy can be implemented.
- BSCIC can also play a huge role in providing training which can be accredited by banks and other financial institutions.
- The Bangladesh Bank should standardize or uniformize its lending policies.
- Locally made import substitute products should get more priority.
- DCCI can also arrange training for bankers and entrepreneurs for information dissemination regarding CMSME lending.
- Field-level employees should be more proactive and skilled in lending CMSME loans.
- Need to link internal promotion with the performance of lending CMSME loans.
- Producers or sellers can use blockchain to sell their products.
- fund creation and inflow should be within the national boundaries. If profit crosses the border, then it won't be helpful for the economy.
- Need to introduce a credit scoring system to maintain smooth due diligence.
- Small businesses have less bargaining power than large businesses. This discrimination should be minimized, if completely eliminating it becomes impossible at this moment.
- BB should provide one stop service to traders to solve their banking problems.
- To reduce information gap between fund providers and customers, a gap analysis is very important. In this case, Banks, NBFIs, MFS can share their opinion how are they funding SMEs. Success rates of different modes of financing can be studied to build a comprehensive model for SME financing.

## Workshop on "Customs, VAT and Income Tax Management"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Workshop titled "Customs, VAT and Income Tax Management" on December 03, 2022, Saturday at 11:00 a.m. at the Dhaka Chamber Auditorium, Motijheel. The workshop discussed and identified the likely issues to address the main features of Customs, VAT and Income Tax in light of the recent changes in National Budget through the Finance Act, 2022, SROs & Orders (VAT, SD, ED, CD).

Mr. Rizwan Rahman, President of Dhaka Chamber delivered the welcome remarks and Mr. Arman Haque, Senior Vice-President, DCCI moderated the workshop. Mr. Mohammad Jahid Hasan, Member, Tax Information Management & Services, National Board of Revenue (NBR) graced the occasion as the chief guest while Mr. Snehasish Barua, FCA, ACA (ICAEW), Advisor, Standing Committee on Custom, VAT, Taxation & NBR Related Issues 2022 of DCCI and Mr. MBM Lutful Hadee FCA, LLB, Join convenor, Standing Committee on Custom, VAT, Taxation & NBR Related Issues 2022 of DCCI presented keynote papers.

**Recommendations:**

- NBR is trying to ensure automation for customs, tax and VAT systems so that people can easily access the services hassle-free.
- To ensure compliance in the books of accounts to reduce litigation.
- Need to become proactive individually to submit income tax returns and raise awareness among the potential taxpayers.
- NBR officials also need to develop capacity which will enable administrations to plan, develop and implement an efficient policy to equip each category officials with the right skills, knowledge and behavioral capabilities corresponding to their roles, responsibilities and specific tasks.
- NBR should introduce more responsive way for easy Tax payment.
- Bookish knowledge is not enough to know and need to practice important issues like Customs, VAT and Income Tax Management. So more workshops and training should be arranged.
- In respect of all types of Tax payments only the mentioned law of the NBR website must be followed, as other sources may create confusion.
- We should follow Gift act to avoid complication of relevant Tax deduction.
- To give valuable gift, like car or flat, it is mandatory to submit TIN certificate and proof of return, as the amount is more than Taka 10 lakh. If the amount is less than that, transaction process should be conducted through proper bank channels rather than buying the product with cash.
- Have to overcome gap between NBR officials and businessmen to create a good environment for Tax payment.
- Required necessary action for proper implementation of Customs, VAT and Income Tax act with business-friendly environment and simplified Tax-giving process.
- Required more awareness and motivation about the importance and benefit of Tax return.
- Need to be addressed:
- Simplification of VAT refund procedure
- Deletion of input VAT rebate system on the basis of payment of consideration
- Removal of confusion about VDS from procurement provider or trader
- Exclusion of supply of services charging 15% VAT from the scope of VDS
- Adjustment of VDS against input tax credit or opening balance

BANGLADESH®
IS BUILDING
BANGLADESH



One of the pioneer and active chamber of commerce in Bangladesh with over 4500 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification or taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

**Contact us on:**
info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com